২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত তমঃসুকইত্যাদির রেজিষ্টরীর নিমিত্তে স্বতন্ত্র বহী রাখা যাইবেক ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই আইনের ৩ ধারার ৪।৫।৬।৭।৮ প্রকরণের ও ৪ ধারার লিখিত দাঁড়া তমঃসুকইত্যাদি দেনা ও পাওনার লিখনপত্রে রেজিষ্টরীকরণেতে কেবল তাহা লিখিয়া দেওনিয়ার তরফহইতে রেজিষ্টরীর দরখাস্ত দাখিলহওনব্যতীত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

তমঃসুকইত্যাদিতে রেজিষ্টরীকরণের প্রতি যে সকল দাঁড়া সম্পর্ক রাখে তাহার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ৮ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের লিখিত দাঁড়াসকলেতে রেজিষ্টরী বহীসকলের প্রতিসফাতে জিলা কি শহরের জজসাহেবের দস্তখৎহওনের বিষয় যে সকল কথা লেখা যায় তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ লোক আপনং ভারের কর্ম্ম করণেতে ত্রুটি না করেন এ নিমিত্তে জিলা কি শহরের জজসাহেবের উচিত যে রেজিষ্টরীহওনের তারিখহইতে এক মাসের মধ্যে এই আইনানুসারে দস্তাবেজসকলের যেং নকল দফ্তরে রাখিবার হয় তাহার পৃষ্ঠে ও রেজিষ্টরী বহীতে যেং নকল হইয়া থাকে তাহার উপর রেজিষ্টরসাহেবের দস্তখতের উপরন্ত আপন দস্তখৎ করেন আর যদি জজসাহেব সেখানে না থাকনপ্রযুক্ত ইহা হইতে না পারে তবে ঐ সাহেব ফিরিয়া আইলে পর এক মাসের মধ্যে উপরের নির্ণীতানুসারে আপন দস্তখৎ করিবেন ইতি।

নকলসকলে ও রেজিষ্টরী বহীসকলেতে যে সময় জজসাহেবের দস্তখৎ হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জজসাহেব যখন দস্তাবেজের নকলে ও ঐ সকল রেজিষ্টরী বহীতে আপন দস্তখৎ করেন তখন তাঁহার উচিত যে যদি রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ সাহেব আপন ভারের যেং কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহাকরণেতে ত্রুটি করিয়া থাকেন কিম্বা রেজিষ্টরসাহেব আইনের নির্ণীতমতে কার্য্য না করিয়া থাকেন তবে ইহার সম্বাদ কৌন্সেলের সেক্রেটারিসাহেবের নিকটে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের জ্ঞাতহওনার্থে লিখিয়া পাঠান ইতি।

দস্তাবেজে রেজিষ্টরী করণের বিষয়ে যে ত্রুটি হয় জজসাহেব তাহার সম্বাদ যাহার নিকটে দিবেন তাহার কথা।

৭ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে রেজিষ্টরী দফ্তরের মহাফেজ সাহেবদিগকে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৬ আইনের ও ১৮০৩ সালের ১৭ আইনের ও এই আইনের লিখিত দস্তাবেজভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজে রেজিষ্টরী করিতে অনুমতি নাহি ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে উত্তরকালে রেজিষ্টরী বহীসকল কেবল ইঙ্গরেজী কাগজেতে প্রস্তুত হইয়া জিলবন্দী হইবেক ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবেরা আইনের উক্তভিন্ন অন্য দস্তাবেজে রেজিষ্টরী না করিবার ও যে কাগজেতে রেজিষ্টরী বহী প্রস্তুত হইবেক তাহার কথা।

রেজিষ্টরসাহেব

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ২০ বিংশ আইন।

৮ ধারা।

রেজিষ্টরীর ফীজের হিসাব প্রস্তুত রাখিবার কথা।

রেজিষ্টরসাহেব লোকের উচিত যে রেজিষ্টরীর ফীজ বাবত যত রসুম পাওয়া যায় তাহার তফসীলওয়ারী হিসাব ইঙ্গরেজী ভাষাতে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে থাকেন্ ইতি।

৯ ধারা।

রেজিষ্টরী বহীসকলের মজমুনের ফিরিস্তি প্রস্তুত করিবার কথা।

রেজিষ্টরসাহেব লোকের ইহাও উচিত যে ইঙ্গরেজী প্রতিবৎসর গত হইলে পর গত বৎসরের বাবত রেজিষ্টরী বহীসকলের মজমুনের ফিরিস্তি যত শীঘ্র হইতে পারে প্রস্তুত করেন্ ইতি।

১০ ধারা।

স্বতন্ত্র বহীতে মোখ্তার নামাসকলের নকল লেখা যাইবার কথা।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের ইহাও উচিত হইবেক যে যাহারা অন্যং লোকের দস্তাবেজে রেজিষ্টরী করাইতে আইসে তাহারদিগের দ্বারা যত মোখ্তারনামা দাখিল হয় স্বতন্ত্র রেজিষ্টরী বহীতে তাহার নকল দাখিল করিয়া আপন দফ্তরখানাতে রাখেন্ ইতি।

VOL. V. 310.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
W. DORIN,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সাল ২১ একবিংশ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ প্রথম আইনের কোনং ধারা রদ ও রহিত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের তারিখ ২১ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ৬ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ৭ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২২৭ সালের ১৪ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

জানা কর্ত্তব্য যে লোকদিগকে আপনং বাসস্থানের জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের নিকটহইতে সনন্দ না লইয়া কএক ব্যবসায়ের কার্য্য কর্ম্ম করিতে নিষেধের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ১২ ইত্যাদি ধারাতে কএক দাঁড়া লেখা গিয়াছে কিন্তু ঐ সকল দাঁড়ার মতাচরণেতে যে ফলোদয় হইয়াছে তাহা ঐ সকল দাঁড়া মতাচরণহওনের কোনং প্রকারেতে যে ক্লেশ ও ব্যামোহ বোধ হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে অত্যল্প জ্ঞান হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে তাহা জারী ও প্রচারহওনের তারিখঅবধি সুবেজাত বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যে তদনুসারে কার্য্য হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮ ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫ ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের কএক ধারা রদ হইবার কথা।

Vol. V. 311.

সমাপ্তঃ।

A True Translation,

W. DORIN,

Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌনসেল
হইতে যে২ বিষয়ের যে২ আইন ইঙ্গরেজী ১৮১৩
সালের যে২ তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২
আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১ প্রথম আইন। ২৭ ফেব্রুআরি।

জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুপর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালাতের ভূমির জমার বন্দোবস্তের বিষয়ি পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত দাঁড়ামকলের মধ্যে কোনং দাঁড়া পরিবর্ত্ত করিবার ও শুধরিবার।

২ দ্বিতীয় আইন। ৬ মার্চ।

সরকারের এদেশ নিবাসি যে সকল কার্য্যকারকদিগের জিম্মাতে সরকারের টাকা থাকে তাহারা সে টাকা আপনারদিগের লভ্যার্থে কোন কারবারে খাটাইতে না পারিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ৩ আপ্রিল।

দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবদিগকে তাঁহারদিগের আপনং নিষ্পত্তি করা যে সকল মোকদ্দমা আপীলহওনের যোগ্য হয় তাহার সানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারকরণের বিষয়ে ক্ষমতা দিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ৩ আপ্রিল।

ইছামতী নদী ও মাথাভাঙ্গা ও চুরণীর খালের যোগে যে নৌকাপথ আছে তাহা দিয়া যে সকল নৌকা আইসে কি যায় তাহার উপর মাসুলের অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট করিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ১০ জুলাই।

ভূমিসম্পর্কীয় বিবাদ ও মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসেরদিগেরে অর্পণ অর্থাৎ সোপর্দ্দ করণের ও ভূমির বেদখলীর বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা শুধরিবার ও সারিবার।

৮ অষ্টম আইন। ২৪ জুলাই।

যে সকল প্রকার লোকেরা শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের সীমা ও সরহদ্দভিন্ন অন্য স্থানেতে অপরাধকরণপ্রযুক্ত ঐ সরকারের শাসিত দেশের নিরূপিত ফৌজদারী আদালতে ধরাধর ও আপত্তি করা যাওনের যোগ্য হইবেক সেই সকল লোকদিগের প্রকারের নিরূপণ করিয়া লিখিবার।

৯ নবম আইন। ২৪ জুলাই।

দেশের বাহির করিয়া দেওনরূপ শাস্তি বহাল রাখিবার।

১০ দশম

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

১০ দশম আইন। ২১ আগস্ত।

শরাব অর্থাৎ মদিরা ও তাড়ী ও পচুইর মত আরং মাদক দ্রব্যসকলপ্রস্তুত ও বিক্রয়ের বিষয়ে এখনপর্য্যন্ত যে সকল আইন চলন আছে তাহা শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা গিয়া এক আইনেতে সংগ্রহকরণের।

১১ একাদশ আইন। ২৮ আগস্ত।

মুশাহেরা কি তনখা দেওয়া যাওনের বিষয়ে যেং দাঁড়া ও মুশাহেরাআদি লওনের অর্থে যে সকল অসঙ্গত ও কুকর্ম্ম হইয়াছে তাহা মৌকুফহওনের বিষয়ে যেং দাঁড়া ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা শুধরিবার।

১২ দ্বাদশ আইন। ৩০ সেপ্তেম্বর।

সরকারী মাসুল ও পরমিটের মাসুল তহসীলের বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল আইন চলন হইয়াছে তাহার কোনং হুকুম শুধরিবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ২ অক্তোবর।

শহর ঢাকা ও পাটনা ও মুরশিদাবাদেতে পোলীসের চৌকীদার নিযুক্ত করিবার ও তাহারদিগের মাহিয়ানা নিরূপণকরণের।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন। ৬ নবেম্বর।

সমুদ্র পথেতে কিম্বা জিলা কটকের পথেতে যে সকল ঘোড়ার আমদানী হইত পূর্ব্বে তাহার উপরে যে মাসুল নিরূপণ হইয়াছিল তাহা মৌকুফহওনের বিষয়ে এ আইন।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ১৩ নবেম্বর।

কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশেতে কালেক্টরী সিরিশ্তার দেওয়ানী কর্ম্মের ভার সমস্ত মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইবার।

১৬ ষোড়শ আইন। ১৩ নবেম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১৩ আইনের ১০ ধারা রদ ও রহিতকরণের।

১৭ সপ্তদশ আইন। ২৪ দিসেম্বর।

বিলায়ত নিবাসি কার্য্যকারক সাহেবদিগের নামে উপস্থিতহওয়া নালিশ ও দাওয়াসকলের তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্তকরণের বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা শুধরা যাওনের।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১ প্রথম আইন।

জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালাতের ভূমির জমার বন্দোবস্তের বিষয়ি পূর্ব্বের নির্দ্ধারিত দাঁড়াসকলের মধ্যে কোন২ দাঁড়া পরিবর্ত্ত করিবার ও শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ২৭ ফেব্রুআরী মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ১৭ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১২ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ১৮ ফালগুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ১২ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ২৫ সফরে জারী করিলেন ইতি।

জিলা কটকের মধ্যের ভূমির জমার বন্দোবস্তের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৪ ধারার যে ৫ প্রকরণ ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১০ আইনের লিখনানুসারে বহাল ও স্থিরতর হইয়াছে তাহাতে এমত নিদ্দিষ্ট হইয়াছে যে আমলী ১২১৯ সালেতে চারিসালা বন্দোবস্তের মিয়াদ পুরা হইলে যাহারদিগের ভোগ দখলে ভূমি আছে তাহারদিগের সহিত তাহারা কবুল অর্থাৎ স্বীকারকরণমতে ও তাহারদিগের চর্য্যা ও আচরণ হজুরে মঞ্জুর হইলে পুনরায় তিনসনা বন্দোবস্ত হইবেক ও উপরের উক্ত হুকুম মতাচরণহওনেতে কোন২ দৃঢ় প্রতিবন্ধকপ্রযুক্ত বিলম্ব দর্শিল ও এইহেতুক এক্ষণে তিন সন মিয়াদে ভূমির জমার বন্দোবস্তের ধার্য্যকরা পরামর্শসিদ্ধ ও বিহিত বোধ হইল না একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ সকল দাঁড়া এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জিলা কটকে ও পরগনা পটাসপুরে ও তাহার সম্পর্কীয় যে সকল মহাল এক্ষণে জিলা মেদিনীপুরের শামিল হইয়াছে তাহাতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা কটক ও পরগনা পটাসপুর ও তাহার সম্পর্কীয় মহালাতের ভূমির জমার একসালা বন্দোবস্ত এতাবতা আমলী ১২২০ সালের বন্দোবস্ত হইবেক ইতি।

কটক জিলাইত্যাদির ভূমির জমার একসালা বন্দোবস্ত হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—আমলী ১২২০ সাল গত হইলে পর পুনরায় উপরের উক্ত ভূমির দুইসনা বন্দোবস্ত এতাবতা আমলী ১২২১ ও ১২২২ সালের জমার বন্দোবস্ত হইবেক ইতি।

আমলী ১২২০ সাল গত হইলে ঐ ভূমিতে পুনরায় দুইসনা বন্দোবস্ত হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে আমলী ১২২২ সাল গত হইলে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের উচিত যে উপরের উক্ত ভূমির উত্তর কালের বন্দোবস্তের

আমলী ১২২২ সাল গত হইলে ঐ সকল মহা॰

অর্দ্ধে

লের বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১০ আইনের ৫ ধারাতে যেং দাঁড়া লেখা গিয়াছে তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

Vol. V. 314.

সমাপ্ত।

A True Translation,
H. MACKENZIE,
Actg. Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

সরকারের এ দেশনিবাসি যে সকল কার্য্যকারকদিগের জিম্মাতে সরকারের টাকা থাকে তাহারা সে টাকা আপনারদিগের লভ্যার্থে কোন কারবারে খাটাইতে না পারিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ৬ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ২৪ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৯ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২৫ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৬৯ সালের ৪ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ২ শহর রবীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

সরকারের স্বত্বের রক্ষণাবেক্ষণের অর্থে ইহা উচিত ও আবশ্যক বোধ হইল যে খাজাঞ্চী লোক ও তহসীলদার লোক ও সরকারের এদেশীয় আর২ কার্য্যকারকেরা তাহারদিগের জিম্মাতে সরকারের যে টাকা থাকে তাহা আপনারদিগের লভ্যার্থে কোন কারবারে না খাটায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ও এই আইন জারীহওনের তরিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

খাজাঞ্চীইত্যাদিদিগকে সরকারী টাকা লভ্যার্থে কোন কারবারে খাটাইতে নিষেধের কথা।

যে সকল খাজাঞ্চী ও তহসীলদারদিগের ও সরকারের এদেশীয় আর২ যে সকল কার্য্যকারকদিগের জিম্মাতে সরকারের টাকা থাকে তাহারদিগকে এই ধারানুসারে দৃঢ় আজ্ঞা করা যাইতেছে যে তাহারা আপন২ জিম্মার সরকারী টাকা আপনার কিম্বা অন্য কাহার লভ্যার্থে কোন কারবারে না খাটায় ইতি।

৩ ধারা।

উপরের ধারার উক্ত নিষেধ না মানিয়া কর্ম্ম করিলে শাস্তি হইবার কথা।

যে কোন ব্যক্তি উপরের ধারার লিখিত নিষেধ না মানিয়া কার্য্য করে সে ব্যক্তি অপরাধিদিগের মধ্যে গণনীয় হইবেক ও তাহা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে প্রমাণ হইলে ঐ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি যে সকল অপরাধের শাস্তির পরিমাণ শরা কিম্বা আইনানুসারে নিরূপণ না হইয়া হাকিমের বিবেচনার প্রতি নির্ভর আছে তাহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালে ৫৩ আইনের ২ ধারার ৭ প্রকরণানুসারে যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে তদনুসারে ঐ সাহেব লোক সে ব্যক্তির প্রতি যেমত শাস্তির হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ তাহা দিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে

ঐ অপরাধিদিগের প্র

দায়েরসায়েরী

তি কোড়া মারিবার ও কঠিন শ্রম করিবার হুকুম দিতে না পারিবার কথা।

দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের প্রতি এমত ক্ষমতা নাহি যে উপরের ধারার উক্ত অপরাধের প্রতিফলে ঐ অপরাধির প্রতি কোড়া মারিবার ও কঠিন শ্রম করিবার হুকুম দেন্ ও যদি ঐ সাহেবের বিবেচনাতে সে ব্যক্তির অপরাধের দৃষ্টে সাত বৎসরের মিয়াদ অল্প বোধ হয় তবে ঐ সাহেবের উচিত যে মোকদ্দমার রোয়দাদের কাগজ আপন বিবেচনার বৃত্তান্তসহিত নিজামৎ আদালতের সাহেবলোকের হজুরে পাঠান্ যে ঐ সাহেবলোক সে মোকদ্দমাতে নাতক অর্থাৎ চূড়ান্ত হুকুম দেন্ ইতি।

যে প্রকারেতে ঐ মোকদ্দমার রোয়দাদ নিজামৎ আদালতে পাঠাইতে হইবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগকে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইতে হইবার কথা।

এই আইনের লিখনমতে উপরের উক্ত অপরাধ কাহার প্রতি প্রমাণ হইয়া তাহার প্রতি আদালতের হুকুম হইলে বিষয় বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবলোকের উচিত হইবেক যে সে মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠান্ যে ঐ শ্রীযুত সে অপরাধির প্রতি সরকারের চাকরীহইতে অবসর হইয়া পুনর্ব্বার জীবনাবধি সরকারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত না হইবার হুকুম দেওনের বিবেচনা করেন্ ইতি।

VOL. V. 316.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. MACKENZIE,

Actg. Tanslator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

দেওয়ানী আদালতসকলের সাহেবদিগকে তাঁহারদিগের আপন২ নিষ্পত্তিকরা যে সকল মোকদ্দমা আপীলহওনের যোগ্য হয় তাহার সানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারকরণের বিষয়ে ক্ষমতা দিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ৩ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ২২ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৮ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২৩ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ১ শহর রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ২ আইনের ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৩৭ ধারানুসারে দেওয়ানী আদালতসকলেতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার সানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারহওনের মঞ্জুরীর বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোকের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছে সে ক্ষমতা যে সকল মোকদ্দমা আপীলহওনের যোগ্য না হয় কেবল সেই সকল মোকদ্দমার অর্থ বর্ত্তে ও বিচার্য্যমতে ইহা আবশ্যক বোধ হইল যে উপরের উক্ত ঐ ক্ষমতা আপীলহওনের যোগ্য মোকদ্দমাসকলেতেও বর্ত্তে একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ২ আইনের ২ ও ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২ আইনের ২২ ধারা ও ৪ আইনের ৩ ধারা ও ৫ আইনের ৩৭ ধারা নীচের ধারার লিখনানুসারে নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ২ আইনের ও ১৮০৩ সালের কএক আইনের কএক ধারা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত ধারাসকলের লিখিত যে২ কথার অনুসারে জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবলোকের আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমাসকলের সানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারকরণের অনুমতি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবলোকের হজুরহইতে লইবার ক্ষমতা আছে ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ সকল আদালতের সাহেবদিগের চাহনমতে ঐ সকল মোকদ্দমার সানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারকরণের অনুমতি দিবার ক্ষমতা রাখেন এবং আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারকরণের ক্ষমতাও রাখেন এক্ষণে সে সকল কথা

উপরের উক্ত ধারার লিখিত কথা আপীলের যোগ্য মোকদ্দমাতেও খাটিবার কথা।

কেবল

কেবল আপীলের অযোগ্য মোকদ্দমার প্রতি না বর্ত্তিয়া এই ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের নির্দ্ধারিত আইনের অনুসারে কিম্বা প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীল শ্রীইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ তৃতীয় জর্জের জলুসী ২১ সালের নির্দ্ধারিত আইনের কেতাবের ৭০ বাবের ২১ ধারাক্রমে আপীলহওনের যোগ্য হয় তাহাতেও খাটিবেক ইতি।

৩ ধারা।

নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার সানী তজবীজের সমস্ত আরজী তিন মাসের মধ্যে দখিল হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে এই আইন জারী হইলে পরে ইহা উচিত হইবেক যে দেওয়ানী আদালতসকলেতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার সানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারের সমস্ত আরজী আরজীদেওনিয়ার স্থানে কি তাহার নিযুক্তকরা উকীলের স্থানে ডিক্রীর নকল দেওয়া যাওনের কি তাহারদিগকে দিবার নিমিত্তে দরপেশহওনের তারিখহইতে তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল হয় ও যে সকল প্রকারেতে আইনানুসারে আদালতের সাহেবদিগের আপনারদিগের দেওয়া হুকুমের নকলদেওনের আবশ্যক না হয় তাহাতে কোন ব্যক্তি ঐ প্রকারের হুকুমের মধ্যে কোন হুকুমের সানী তজবীজ অর্থাৎ পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত করিতে চাহিলে কর্ত্তব্য যে নির্দ্ধারিত দাঁড়ামতে ঐ হুকুম জ্ঞাতহওনের তারিখঅবধি তিন মাসের মধ্যে সানী তজবীজের দরখাস্ত দেয় কিন্তু আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের উক্ত মিয়াদ গত হইলে পর সানী তজবীজের কোন দরখাস্ত দাখিল হইলেও যদি নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না হওনের বিশিষ্ট হেতু প্রমাণ করে তবে সে দরখাস্ত লন্ কিন্তু ঐ সাহেবদিগের আবশ্যক যে নিরূপিত মিয়াদ অতীত হইলে এপ্রকার দরখাস্তলওনের বিষয়ে যে ক্ষমতা তাঁহারদিগের প্রতি আছে অতিসাবধানপূর্ব্বক তদনুসারে কার্য্য করেন্ ও ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মিয়াদ অতীত হইলে পর যে কোন দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ তাহার হেতু বেওরা করিয়া আপনারদিগের রুবকারীর বহীতে লিখেন্ ইতি।

নিরূপিত মিয়াদ গতে যে সকল আরজী দাখিল হয় তাহা যে মতেতে গ্রাহ্য হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত ধারার উক্ত আইনসকলেতে দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাসকলের সানী তজবীজের দরখাস্ত দাখিলকরণের অর্থে কিছু মিয়াদ নিরূপণ হয় নাহি অতএব এই আইন জারীহওনের পুর্ব্বে নিষ্পত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমার সানী তজবীজের যে কোন দরখাস্ত দরপেশ হয় তাহাতে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত দাখিলহওনেতে অসঙ্গত বিলম্ব হয় নাহি ইহা নিশ্চয় বোধ হইলে ও মোকদ্দমার সানী তজবীজহওনের বিশিষ্ট ও প্রবল হেতু বোধ হইলে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ইতি।

এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. MACKENZIE,

Actg. Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ইছামতী নদী ও মাথাভাঙ্গা ও চূরণীর খালের যোগে যে নৌকাপথ আছে তাহা দিয়া যে সকল নৌকা আইসে কি যায় তাহার উপর মাসুলের অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ৩ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২১৯ সালের ২২ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৮ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২৩ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ২ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ১ শহর রবীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

এদেশের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের সুভিতার নিমিত্তে ইছামতী নদী ও মাথাভাঙ্গা ও চূরণীর খালের যোগে যে নৌকাপথ আছে তাহা দিয়া সহজে ও অনায়াসে নৌকাসকল যাইতে আসিতে পারিবার অর্থে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে কএক উদ্যোগ ও উপায় স্থির হইল ও ইহাও উচিত বুঝা গেল যে ঐ সকল উপায়করণেতে যে খরচপত্র হয় তাহা আদায়হওনের জন্যে যে সকল নৌকা ঐ নদী ও খালের পথে আইসে কি যায় তাহার উপর মাসুলের অঙ্ক নির্দ্দিষ্ট করা যায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের মাই মাসের ১ তারিখ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৬ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ১ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ২৯ শহর রবীয়ঃ সানীঅবধি জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল নৌকা উপরের উক্ত নদী ও খালের পথে আইসে কি যায় নীচের বেওরা করিয়া লেখা হারে তাহার উপর মাসুল তহসীলকরণের কর্ম্মের ভার জিলা নদীয়ার কালেক্টরসাহেবের প্রতি অর্পণ হইবেক ও ঐ কালেক্টরসাহেব ঐ কর্ম্মেতে যেং আমলালোককে নিযুক্ত করিবেন তাহারদিগের সহকারিতায় ঐ কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

যে সকল নৌকা ঐ নদী ও খালের পথে যায় কি আইসে তাহার মাসুল তহসীলের ভার নদীয়া জিলার কালেক্টর সাহেবের প্রতি অর্পণ হইবার কথা।

তফসীল।

রজরা ও পিনীস ও ভাউলিয়া ও পানসীর দাঁড় প্রতি। ... ... ✓

মাসুলের হারের কথা।

যে

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

যে সকল নৌকাতে ইট ও মাটির বাসন ও বালী ও মাটি ও সুরখী বোঝাই থা কে সে সকল নৌকায় যত মোন বোঝাই ধরে তাহার ফিশত মোন। ... ৵

যে সকল নৌকায় লওয়াজিমা জিনিসপত্র ও নানাপ্রকার তৃণ অর্থাৎ পোয়াল ও বিচালীইত্যাদি ও জ্বালানী কাষ্ঠ ও গরাণকাষ্ঠ বোঝাই থাকে সে সকল নৌ কায় যত বোঝাই ধরে তাহার ফিশত মোন। ... ... ।।০

যে সকল নৌকাতে ধান্যাদি ও শস্য ও নানাপ্রকার শাক ও তরকারী বো ঝাই থাকে সে সকল নৌকাতে যত বোঝাই ধরে তাহার ফিশত মোন। ৶০

৩ ধারা।

উপরের উক্তভিন্ন অন্য জিনিস বোঝাই থাকা নৌকাসকলের মা সুলের হারের কথা।

উপরের উক্ত দ্রব্যজাতভিন্ন অন্য জিনিস বোঝাইথাকা সমস্ত নৌকা ঐ নদী ও খালের পথে আসিতে কি যাইতে হইলে সে সকল নৌকাতে যত বোঝাই ধরে তাহার ফিশত মোন ১ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল জিনিস আমদানী কি রফ্তানীর হয় আর কি তাহা বোঝাই থাকা নৌকা ফেরৎ অর্থাৎ পুনরায় নিজ মোকামে ফিরিয়া যাওনের নৌকাই বা হয় অথবা ঐ জিনিস লইয়া যাইবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট করাই বা হয় এ সকল প্রকারেতেই ঐ নদী ও খালের পথে যাইতে কি আসিতে হইলে ঐ মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউর সা হেবলোকের ক্ষমতার কথা।

এই ধারানুসারে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবলোকের ক্ষমতা আছে যে এই আইনা নুসারে নদীয়া জিলার কালেক্টরসাহেবের প্রতি যে কর্ম্মের ভার অর্পণ হইল তাহা সুন্দরমতে চলিবার নিমিত্তে যে কোন হুকুম দেওয়া আবশ্যক ও উচিত বুঝেন্ তাহা ঐ সাহেবের নামে দেন্ ইতি।

৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেব আ পন রসুম পাইবার কথা।

এই আইনানুসারে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইল তাহাতে যত টাকা উসুল হয় নদীয়া জিলার কালেক্টরসাহেব তাহার শতকরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহা দুরের হজুর কৌন্সেলের হুকুমমতে যাহা নিরূপণ হয় তত করিয়া আপনার রসুম পাইবেন ইতি।

VOL. V. 320.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. MACKENZIE,
Actg. Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ভূমিসম্পর্কীয় বিবাদ ও মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসেরদিগেরে অর্পণ অর্থাৎ সোপর্দ্দ করণের ও ভূমির বেদখলীর বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা শুধরিবার ও সারিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ১০ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ২৮ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ২৬ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ২৯ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ১২ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ১১ রজবে জারী করিলেন ইতি।

এক্ষণে যে সকল আইন চলন আছে তাহাতে ভূমিসম্পর্কীয় মোকদ্দমা তাহার বিচারের নিমিত্তে সালিসদিগকে অর্পণ অর্থাৎ সোপর্দ্দকরণের অর্থে কিছু হুকুম লেখা যায় নাহি তাহার উপায়করা উচিত বোধ হইল ও ভূমির বেদখলীর বিষয়সম্পর্কীয় যে সকল আইন সম্প্রতি চলন আছে তাহা শুধরা ও সারা আবশ্যক বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এই আইন জারী ও প্রকাশ হওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে বাদী প্রতিবাদিদিগের ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের দাওয়ার বাবত মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আপনারদিগের মোকদ্দমা তাহার বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করে ও আদালতের সাহেবলোকেরো কর্ত্তব্য যে বাদী প্রতিবাদিদিগকে উচিত ও বিহিত প্রকারেতে ভরসা ও পরামর্শ দেন যে তাহারা আপনারদিগের বিবাদের সমাধা ও মোকদ্দমার নিষ্পত্তি এই প্রকারেতে করে ইতি।

ভূমিইত্যাদির স্বত্বের দাওয়ার বাদী প্রতিবাদিরা আপনারদিগের দাওয়া সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইন ও ১৮০৩ সালের ২১ আইনেতে মোকদ্দমা বিচারার্থে সালিসেরদিগকে সোপর্দ্দকরণের বিষয়ে ও সালিস ও আমীনদিগকে নির্দ্দিষ্টকরণের ও সালিসেরদিগেরে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমার বিচারের ও তাহার নিষ্পত্তিহওনের মিয়াদ ও প্রকারের নিরূপণকরণের অর্থে ও সে নিষ্পত্তি রদ ও নামঞ্জুরকরণের কি বহাল রাখিবার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া লে

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২১ আইনের লিখিত দাঁড়া এই আইনানুসারে সালিসদিগকে অর্পণহওয়া মো

কদ্দমাতে খাটিবার ক
থা।

থা গিয়াছে তাহা যে সকল মোকদ্দমা এই আইনানুসারে আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে সালিসদিগ্কে সোপর্দ্দ হইবেক তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৩ ধারা।

লোকেরা ভূমির বিরোধের বিষয়ে আদালতের সাহেবের সম্মতি না লইয়া সালিস নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল লোকদিগের মধ্যে ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টা দারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের বিবাদ বিরোধ হইয়া তাহা আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে বা না থাকে সে সকল লোকদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারা আদালতের সাহেবদিগের সম্মতি না লইয়া আপনারদিগের মোকদ্দমা সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করে ওআদালতের সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে উপরের উক্ত প্রকারেতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিস ও আমীনেরা যে নিষ্পত্তি করে তাহাই নীচের বেওরা করা দাঁড়া ও বিশেষ লিখনমতে বহাল রাখিয়া জারী করেন্ ইতি।

যে প্রকারে ও যে মিয়াদের মধ্যে ফয়সলা জারী হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি উপরের উক্ত প্রকারের দাওয়ার কোন বিবাদ আদালতের সাহেবের সম্মতি না লইয়া উভয়েতে সালিসদিগের নিকটে উপস্থিত করিয়া থাকে ও সালিসদিগের নিকটে বিশিষ্ট ও যথার্থরূপে তাহার নিষ্পত্তি হইয়া থাকে ইহাতে যদি উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেই নিষ্পত্তি না মানে তবে এমতে তরফসানী অর্থাৎ পক্ষান্তর ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে সেই নিষ্পত্তি অর্থাৎ ফয়সলার তারিখহইতে ছয় মাস মিয়াদের মধ্যে ঐ ফয়সলা জারীহওনের নিমিত্তে সরাসরীমতে আদালতে দরখাস্ত দেয় পরে আসামীর স্থানে জওয়াব তলব করিয়া যদি আদালতের সাহেবদিগের চিত্তে এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে উভয়ের স্বেচ্ছা ও সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট করা সালিস কি আমীনদিগের বিচারে নিষ্পত্তি যথার্থরূপে হইয়াছে ও তাহাতে যদি এমত ত্রুটি না পাওয়া যায় যে যাহা আদালতের সাহেবের জ্ঞাতসারে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিস ও আমীনদিগের ফয়সলাতে পাওয়া গেলে সে ফয়সলা রদ হইতে পারে তবে আদালতের সাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে সরাসরীমতে আদালতহইতে হওয়া ডিক্রীর ন্যায় সে ফয়সলা জারী করেন্ ও আদালতের সাহেবলোকেরা সালিস ও আমীনদিগ্কে তাহারদিগের ফয়সলা জারীকরণের সহায়তা ও সহকারিতার্থে আনান আবশ্যক বুঝিলে তাহারদিগ্কে তলব করেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি উভয়ের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসদিগের বিচারের ফয়সলা জারী হইবার নিমিত্তে সেই ফয়সলার তারিখহইতে ছয় মাসের মধ্যে সরাসরীমতে আদালতে দরখাস্ত না দিয়া থাকে তবে আদালতের সাহেব তাহার দরখাস্ত দেওনেতে বিলম্বহওনের কোন ওজর না শুনিয়া তাহাকে হুকুম দিবেন যে দাঁড়ামতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করে ইতি।

আদালতের অজ্ঞাতসারে নির্দ্দিষ্টকরা সালিসেরদিগের ফয়সলানামা দস্তাবেজের মতে দাখিল হইলে আদালতের সা

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি আদালতের সাহেবের অজ্ঞাতসারে উভয়ের নির্দ্দিষ্টকরা সালিসদিগের নিষ্পত্তিপত্র অর্থাৎ ফয়সলানামা আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের মতে দাখিল হয় ও যদি এমত বুঝা যায় যে সে ফয়সলানামা আমলে আসিয়াছে ও তদনুসারে বিরোধীয় ভূমিতে ভোগ

দখল

দখল হইয়াছে তবে এমতে আদালতের সাহেব সে ফয়সলানামা আদালতহইতে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিসদিগের করা ফয়সলানামার ন্যায় মাতবর জানিবেন আর যদি ঐ ফয়সলানামার কিছুই আমলে না আসিয়া থাকে কি কেবল তাহার কিছু আমলে আসিয়া থাকে তবে আদালতের সাহেবলোক তাহা মাতবর জ্ঞান করিবেন না কিন্তু যদি মাতবর দলীলে অর্থাৎ দৃঢ় প্রমাণক্রমে সে ফয়সলানামা প্রামাণ্য ও সাব্যস্ত হয় ও এমত সুস্পষ্ট লেখা ও বুঝিবার সুগম হয় যে তাহা আমলে আনা অতিসহজ ও তাহা আমলে আনিতে যে বিলম্ব হইয়াছে তাহার মাতবর অর্থাৎ বিশিষ্ট হেতু ও কারণ থাকে তবে এমতে মাতবর হইতেও পারিবেক ইতি।

হেবদিগের যে উপায় কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ ধারা।

যেহেতুক এমত অনুমান হইতেছে যে আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে কোনং ডিক্রী জারী হইযাছে সে সকল ডিক্রী ভূমির স্বত্বের কি ভূমির পাট্টাদারীর কিম্বা ভূমিসম্পর্কীয় অন্য প্রকার স্বত্বের বিবাদ বিরোধের নিষ্পত্তির নিমিত্তে আদালতের জ্ঞাতসার কিম্বা সম্মতিক্রমে নির্দ্দিষ্টহওয়া সালিসদিগের ফয়সলানামার দৃষ্টে হইয়াছে অতএব হুকুম হইল যে এই আইন জারী হইলে পর উপরের উক্ত বিষয়েতে আদালতহইতে হওয়া কোন ডিক্রী তাহাতে আর কিছু ত্রুটি না থাকিলে পূর্ব্বের চলিত আইনের মতে অসিদ্ধ না হওন কিম্বা সালিসীর ফয়সলানামার দৃষ্টে হওনহেতুক রদ হইবেক না ইতি।

এই আইন জারীহওনের পর সালিসেরদিগের ফয়সলানামার দৃষ্টে আদালতহইতে হওয়া কোন ডিক্রী রদ না হইবার কথা।

যেপ্রকারে ডিক্রী রদ হইবেক তাহার কথা।

৫ ধারা

১ প্রথম প্রকরণ।—এদেশীয় লোকদিগের প্রায় সর্ব্বদা এই জ্ঞান যে বলক্রমে ভূমিহইতে বেদখলকরণের মোকদ্দমাতে কিম্বা ভূমিভোগদখলকরণে বলক্রমে প্রতিবন্ধকতাকরণের মোকদ্দমাতে নিজে ফরিয়াদীহওয়াতে হানি ও ক্ষতি আছে অতএব এ নিমিত্তে এ প্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত হয় না ও এপ্রকার মোকদ্দমা আদালতে উপস্থিত না হওয়াতে উভয়ের বিবাদ না মিটিয়া হঙ্গামা ও খানাজঙ্গী হয় একারণ এবিষয়ের উপায়ের নিমিত্তে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে ফৌজদারী আদালতের রুবকারীর দ্বারা যদি আদালতের সাহেবের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে উভয়ের মধ্যে ভূমির কি ভূমির আমলার বিষয়ে যে বিবাদ হইয়াছে তাহা রফা না হইলে সে নিমিত্তে হঙ্গামা ও খানাজঙ্গী উপস্থিত হইবেক তবে এমতে দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উভয় পক্ষের নামে স্বতন্ত্রং পরওয়ানা এই মজমুনে পাঠান্ যে তোমরা স্বয়ং কিম্বা উকীলের দ্বারা আদালতে হাজির হইয়া বিরোধীয় ভূমিতে তোমারদিগের ভোগদখলের বৃত্তান্ত লিখিয়া দাখিল করহ ও তোমার তরফসানী তোমাকে বলক্রমে বেদখল করিয়াছে কি বেদখল করিতে চাহিয়াছে ইহা প্রামাণ্যহওনের যে দলীল ও প্রমাণ থাকে তাহা দাখিল করহ তাহার পর আদালতের সাহেব উভয়ের দাখিলকরা কৈফিয়তের ও সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য ও দলীলের

আদালতের সাহেবেরা ভূমি বেদখলের বিবাদের রফাকরণেতে ফৌজদারী আদালতের রুবকারীর দ্বারা যদি এমত বোধ হয় যে ভূমির বাবত এমত বিবাদ রফা না হইলে হঙ্গামা হইবেক তবে যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

দ্বারা

দলীলের দ্বারা সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যে কোন ফরিয়াদী সে মোকদ্দমার নালিশের আরজী দাঁড়ামতে আদালতে দিলে যে প্রকার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে হয় সেই প্রকারে করেন্ ইতি।

ভূমিইত্যাদি বেদখল করণের বিবাদ বিচারার্থে সালিসদিগকে সোপর্দ্দকরিতে উভয় বিবাদিকে আদালতের সাহেবলোক সর্ব্বপ্রকারে ভরসা দিবান কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বলক্রমে ভূমি বেদখলকরণের কি ভূমি ভোগদখলকরণে বলক্রমে প্রতিবন্ধকতাকরণের সমস্ত মোকদ্দমাতে বিশেষতঃ ভূমির সীমাসরহদ্দের অথবা ভূমির আমলার সীমাসরহদ্দের বিবাদ বিরোধ এবং ভূমিতে জল সেচিয়া দিবার কারণ জল লওনের স্বত্বের বিবাদের বিষয়ে আদালতের সাহেবলোকের অত্যাবশ্যক যে উভয় বিবাদিকে উচিত ও বিহিত প্রকারেতে ভরসা ও পরামর্শ দেন্ যে তাহারা আপনারদিগের বিবাদ হয় কেবল ভোগদখলের নির্ণয় ও নিরূপণকরণের নিমিত্তে সালিসেরদিগের নিকটে অর্পণ করে যে সে বিবাদ আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার দাওয়ার বিষয়ের বিচার দাঁড়ামতে করা যায় কিম্বা সে বিবাদ সম্যক প্রকারে সালিসেরদিগের বিচারানুসারে নিষ্পত্তি পাইবার নিমিত্তে সালিসেরদিগের নিকটে উপস্থিত করে আর যদি সালিসেরদিগের বিচারানুসারে মোকদ্দমা সম্যক প্রকারে নিষ্পত্তি পায় ও সে নিষ্পত্তিতে কিছু ত্রুটি ও ব্যাঘাত না পাওয়া যায় এমতে আদালতের সাহেব লোকেরা সে ফয়সলা সালিসদিগের সহকারিতায় জারী করিবেন ও যদি উভয়েতে আপনারদিগের মোকদ্দমা সালিসদিগের বিচারানুসারে নিষ্পত্তি পাইবার কথা স্থির করে তবে একরারনামাতে স্পষ্টক্রমে এ কথা লেখা থাকিবেক যে সালিসেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাই চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ও সে ফয়সলা আদালতে মঞ্জুর হইলে তাহা আদালতের ডিক্রীর ন্যায় মাতবর হইবেক ও আদালতের সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে উভয় বিবাদিকে সর্ব্বদা লওয়ান ও পরামর্শ দেন যে তাহারা তাহারদিগের এই প্রকরণের লেখা বিষয়ের দাওয়ার বিবাদ তাহার চূড়ান্ত ও পুরা নিষ্পত্তিহওনার্থে সালিসদিগকে অর্পণ অর্থাৎ সোপর্দ্দ করে ইতি।

যে প্রকারেতে আদালতের সাহেব লোক বিরোধীয় ভূমি ক্রোক করিতে ক্ষমতা রাখিবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বলক্রমে ভূমি বেদখলকরণের কিম্বা বলক্রমে প্রতিবন্ধকতা করণের নালিশেতে কখনং এমত ঘটে যে সম্যক প্রকার বিচারকরণের পরেও ইহা নিশ্চয় বুঝা যায় না যে বিরোধীয় ভূমি কাহার ভোগদখলে আছে অতএব যে আদালতে এমত মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে বিরোধীয় ভূমি ক্রোক করিয়া এক জন উপযুক্ত লোককে তাহার স্থানে মাতবর জামিন লইয়া সেই ভূমির সরবরাহকারীতে নিযুক্ত করিবেন ও সে ব্যক্তি সেই ভূমি হইতে খাজানা তহসীল করিয়া সরকারের ওয়াজিবী মালগুজারী আদায় করিবেক ও সে ভূমিতে যাহা উপস্বত্ব অর্থাৎ মুনাফা হইবেক তাহা আবশ্যকী খরচখরচাবাদে আদালতে জমা করিবেক ও আদালতের সাহেবের প্রতি অতিতাকীদ আছে যে ভূমিতে উভয়ের ভোগদখলের বিষয়ের সম্পূর্ণ অনুসন্ধান ও তদন্ত ও তহকীককরণের পর আবশ্যক বোধহওনব্যতিরিক্ত ইহা না করেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ক্রোক হওয়া

ক্রোকহওয়া ভূমি হ

ভূমিতে

ভূমিতে ভূম্যধিকারিদিগের লেখাপড়া মতে যে মালগুজারী সরকারের ওয়াজিবী পাওনা হয় তাহা দেওয়া মৌকুফ থাকিবেক ইহা এই প্রকরণের লিখিত কোন কথাক্রমে কেহ না বুঝে ইতি। ইতে সরকারের মালগুজারী দেওয়া মৌকুফ না থাকিবার কথা।

Vol. V. 325.

সমাপ্ত।

A True Translation,

H. MACKENZIE,

Actg. Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ৮ অষ্টম আইন।

যে সকল প্রকার লোকেরা শ্রীযুত ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের সীমা ও সরহদ্দভিন্ন অন্য স্থানেতে অপরাধকরণপ্রযুক্ত ঐ সরকারের শাসিত দেশের নিরূপিত ফৌজদারী আদালতে ধরাধর ও আপত্তি করা যাওনের যোগ্য হইবেক সেই সকল লোকদিগের প্রকারের নিরূপণ করিয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ২৪ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ১০ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১১ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ১১ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ২৫ রজবে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে এদেশীয় কোন ব্যক্তি ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইনের লিখিত এই কএক শব্দের প্রকৃত আশয়ের নিরূপণহওনেতে কিছু সন্দেহ জন্মিল ও যেহেতুক ঐ কএক শব্দের প্রকৃত আশয়ের নিরূপণ ন্যায়ানুসারে বিচারকরণার্থে আবশ্যক হইল ও ঐ আইনেতে যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা নীচের বেওরা করিয়া লেখা অন্যং প্রকার লোকদিগের সহিতো সম্পর্ক রাখে ইহা উচিত বোধ হইল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল এবং এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্তদেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

হিন্দুস্থানের মধ্যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের নিজাধিকার দেশের সীমা ও সরহদ্দভিন্ন অন্য স্থানে যে সকললোকেরা অপরাধের কর্ম্ম করে তাহারদিগেরে শাস্তি দিবার নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ পঞ্চম আইনেতে যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে তাহা নীচের বেওরা করিয়া লেখা প্রকারের লোকদিগের প্রতি খাটিবেক ও তাহাভিন্ন অন্য কোন লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৫ আইন যে সকল প্রকার লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

তফসীল।

হিন্দুস্থানের মধ্যে যে সকল দেশ ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকার সেই সকল দেশেতে যে সকল লোক জন্মিয়াছে সেই সকল লোকেরা।

হিন্দুস্থানের

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ৮ অষ্টম আইন।

হিন্দুস্থানের মধ্যে যে সকল দেশ যুদ্ধে জয়করাতে কিম্বা পাওয়াতে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে হইয়াছে সেই সকল দেশীয় লোকেরা ঐ সকল দেশ জয়হওন ও পাওনের তারিখের পরে করা অপরাধের নিমিত্তে।

হিন্দুস্থানের মধ্যে যে সকল দেশ ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকার নহে সেই সকল দেশীয় যে লোকেরা এ সরকারের কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যাবৎ তাহা করিতে থাকে তাবৎ কিম্বা ঐ সকল লোকেরা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের অধিকার দেশের সীমার বাহিরে যাওনের পর ছয় মাসের মধ্যে ও ঐ সকললোকেরা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের কোন কর্ম্মের ভারে নিযুক্ত হইয়া ঐ সরকারের অধিকার দেশের সীমার বাহিরে গিয়া কর্ম্মহইতে ছাড়া হইলে ছাড়াহওনের পরে ও ছয় মাসের মধ্যে।

যেমতে আদালতের সাহেব লোক সৈন্যসম্পর্কীয় হিন্দুস্থানী কোন হুদ্দাদার কি আর কোন ব্যক্তির নামের নালিশ শুনিবেন না তাহার কথা।

কিন্তু জানান যাইতেছে যে সৈন্যসম্পর্কীয় হিন্দুস্থান দেশীয় কোন ব্যক্তি এতাবতা কোন হুদ্দাদার কি সিপাহী কি তুরকসওয়ার কি অন্য কোন ব্যক্তির নামের নালিশ যাহার বিচার লশকরী দাঁড়া ও আইনসকলের ১৫ বাবের ৫ আইন মতে কোর্ট মার্সাল করিতে হইয়া থাকে সে নালিশ শুনিতে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের নিরূপিত আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে এ কথা এই আইনের লিখিত কোন কথানুসারে কেহ না বুঝে ইতি।

VOL. V. 328.　　　　সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
H. MACKENZIE,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ৯ নবম আইন।

দেশের বাহির করিয়া দেওনরূপ শাস্তি বহাল রাখিবার বিষয়ে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ২৪ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ১০ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১১ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ১১ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ২৫ রজবে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

দেশের বাহির করিয়া দেওনরূপ শাস্তি কলিকাতার হুকুমতের তাবে দেশসকলের মধ্যে যে কোন দেশে পাঠান যাওনমতে বহাল রাখা উচিত বুঝা গেল যে এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১৪ আইনের ১ ও ২ প্রকরণ রদ হইবার ও ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণ বহাল থাকিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১৪ আইনের ১ ও ২ প্রকরণ এই আইনানুসারে রদ ও রহিত হইল ও ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৫৩ আইনের ৮ ধারার ২ প্রকরণ জারী ও চলন থাকিল ইতি।

যে সকল কয়েদীদিগ্কে দেশের বাহির করিয়া দেওনের হুকুম হয় তাহারদিগ্কে যাবৎ উচিত তাবৎ আলীপুরের জেহেলখানাতে কয়েদ রাখিতে শ্রীযুতের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে সর্ব্বদা এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে যে সকল কয়েদী লোকদিগ্কে দেশের বাহির করিয়া দেওনের হুকুম হয় তাহারদিগ্কে যাবৎ উচিত বুঝেন্ তাবৎ আলীপুরের জেহলখানাতে কয়েদ রাখিবার হুকুম দিবেন ইতি।

যে সকল কয়েদীদিগ্কে দেশের বাহির করিয়া দেওনের হুকুম হয় তাহারদিগ্কে আসিয়ার মধ্যে ইঙ্গরেজ বাহাদুরের তাবে দেশসকলের

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল কয়েদীদিগ্কে দেশহইতে বাহির করিয়া দেওনের হুকুম হয় সে সমস্ত কয়েদীদিগ্কে পৃথিবী মণ্ডলের চারি খণ্ডের যে খণ্ডের নাম আসিয়া কহে এবং যাহার মধ্যে হিন্দুস্থানাদি দেশ হয় তাহার মধ্যে যে সকল স্থান ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের তাবে সেই সকল স্থানের যে স্থানে পাঠান শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে ঠাহরেন সেই স্থানে পাঠান যাইবেক ও যে স্থানে ঐ কয়েদীদিগকে পাঠান যাইবেক সেখানকার হাকিম সেখানকার অধিকারের মধ্যে কখন২ যে২ স্থান নিরূপণ করিবেন সেই২ স্থানে ঐ কয়েদীদিগের কোন কর্ম্ম করিতে হইবেক ও শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের বৈঠকেতে এ ক্ষমতাও আছে যে যখন আবশ্যক হয় তখন ঐ

কয়েদী

যেখানে পাঠান ঐ শ্রীযুত চাহরান্ সেই খানে পাঠান যাইবার কথা।

কয়েদীদিগকে এক স্থানহইতে অন্য স্থানে পাঠাইবার কথা।

যে কয়েদীদিগকে দেশান্তর পাঠান মাফ হইবেক তাহার কথা।

কয়েদীদিগকে উপরের উক্ত কোন স্থানহইতে অন্য স্থানে পাঠান্ কিন্তু অন্য স্থানে পাঠাইবার হুকুমদেওনের পূর্ব্বে নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর সেস্থানের হাকিমকে ইহা লিখিয়া পাঠাইবেন যে যদি তাঁহার বিবেচনায় কোন কয়েদী আপন সচ্চরিত্র ও সুব্যবহারপ্রযুক্ত এমত অনুগ্রহের যোগ্য হয় যে তাহাকে স্থানান্তরে পাঠান মাফহইতে পারে কিম্বা ব্যাধি কি দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত পাঠাইবার যোগ্য না হয় তবে তাহার সমাচার দেন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১০ দশম আইন।

শরাব অর্থাৎ মদিরা ও তাড়ী ও পচুইর মত আর২ মাদক দ্রব্যসকল প্রস্তুত ও বিক্রয়ের বিষয়ে এখনপর্য্যন্ত যে সকল আইন চলন আছে তাহা শুধরা ও পরিবর্ত্ত করা গিয়া এক আইনেতে সংগ্রহকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ২১ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ৭ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ৯ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ৮ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ১০ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ২৩ শাবানে জারী করিলেন ইতি।

এদেশের দস্তুরমতে যে সকল শরাব প্রস্তুত হয় তাহা অসঙ্গতরূপে প্রস্তুত ও বিক্রয় হওয়া সম্যক প্রকারে নিবারণ হয় অতএব ইহা উচিত বুঝা গেল যে শহরসকলে কি যে সকল কস্বাতে কালেক্টরসাহেব থাকেন্ কিম্বা ঐ সকল শহর ও কস্বার নিকটের স্থানসকলেতে এবং কার্য্যক্রমে অন্য২ স্থানে ভাটীখানা নির্দ্দিষ্ট করা যায় যে তাহার খবরগিরী ও কার্য্যকর্ম্মের নির্ব্বাহ কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা অন্য২ যে সকল কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার হয় তাঁহারদিগের তরফহইতে হয় ও আবশ্যক বোধ হইতেছে যে কলিকাতা শহরহইতে দূরের স্থানসকলেতে বিলায়তের মতে যে শরাব প্রস্তুত হয় তাহার উপর নিরূপিত মাসুল তহসীলের অর্থে কএক হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় ও সরকারের এপ্রকার মালগুজারী অর্থাৎ রাজস্বের এবং তাড়ী ও পচুইর ন্যায় আর২ মাদক সামগ্রীর উপর নিরূপিত মাসুলাতের বিষয়ে এখনপর্য্যন্ত যে সকল আইন চলন আছে তাহা শুধরিয়া ও পরিবর্ত্ত করিয়া এক আইনেতে একত্র করিলে ক্লেশের অল্পতা হইবেক একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে সমস্ত জিলার চলনমতে ফসলী ও বিলায়তী ও বাঙ্গলা আগামি সনের ১ তারিখঅবধি ঐ সকল জিলাতে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৩৪ ও ৫১ আইন ও ১৭৯৪ সালের ১ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৪৭ আইন ও ১৭৯৭ সালের ৭ আইনের ৪ ধারা ও ১৮০০ সালের ৬ আইন ও ১৮০২ সালের ২ আইনের ২২। ২৩। ২৪। ২৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪০ আইন ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ২৬ ধারা ও ১৮০৬ সালের ২০ আইন কএক আইন রদ হইবার কথা।

আইন ও ১৮০৮ সালের ১ ও ৩ আইন ও ১৮১১ সালের ৫ আইন ও ১৮১২ সালের ১৩ আইন এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

যেং মোকামে কালেক্টরসাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেব থাকেন্ সেখানে উপযুক্ত মত খানিক স্থান ঘেরা গিয়া তাহার নাম জিলার সদর ভাটীখানা হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—প্রত্যেক শহরে কি যেং কসবাতে কালেক্টরসাহেব কি চাতরা ও বাঁকুড়ার মত আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেব থাকেন্ তাহাতে কিম্বা ঐ সকল শহর ও কসবার নিকটবর্ত্তি আরং স্থানেতে যতখানি উপযুক্ত হয় এমত খানিক স্থান প্রাচীর দিয়া কিম্বা অন্য যে প্রকারে বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেব লোক হুকুম দেন্ সেই প্রকারে ঘেরা যাইবেক ও সেই আবৃত স্থান যে জিলাতে নির্দ্দিষ্ট হয় সেই জিলার সদর ভাটীখানানামেতে খ্যাত হইবেক ইতি।

যত দূরের মধ্যে কোন ভাটীখানা হইবেক না তাহার নিরূপণের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত ভাটীখানাসকলহইতে কি যে সকল শহর কি কসবাতে কিম্বা তাহার নিকটে ভাটীখানা মোকরর হয় তাহার সরহদ্দহইতে চারি ক্রোশের মধ্যে কোন স্থানে কোন ভাটী প্রস্তুত হইবেক না ও রাখা ও ব্যবহার করা যাইবেক না কেবল ঐং ভাটীখানার আবরণের মধ্যে হইবেক ও অন্য স্থানে প্রস্তুতহওয়া শরাব উপরের নিরূপিত চারি ক্রোশের মধ্যে কোন ব্যক্তি আনিতে পারিবেক না ইতি।

প্রত্যেক ভাটীখানার উৎপন্ন শরাবের উপর মাসুলের হার নিরূপণহওনের মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত ভাটীখানার উৎপন্ন শরাবের উপর যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার নিরিখের নিরূপণ বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর ইহার যে বোর্ডের হুকুমের তাবে জিলাসকলের মধ্যে যেং ভাটীখানা হয় সেখানে সেই বোর্ডের সাহেবলোকের হুজুরহইতে সেই জিলার চলনমতে ফসলী কি বিলায়তী কি বাঙ্গলা সনের শুরুতে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে হইবেক ইতি।

যাহার স্থানে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার ও গালনের ওজনের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—প্রতি জিলাতে উপরের লিখিত মাসুল প্রতিগালনেতে মাসুলের যে নিরিখ মোকরর হয় সেই নিরিখমতে বিক্রয়করণিয়ার কিম্বা অন্য যে কোন ব্যক্তি ভাটীখানাহইতে শরাব বাহিরে লইয়া যায় তাহার স্থানে লওয়া যাইবেক ও ঐ গালনের ওজন সিক্কা তিন শত চারি টাকা করিয়া হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের পাসবিনা কিছুমাত্র শরাব ভাটীখানা হইতে বাহির না হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের হুজুরহইতে পাস করিয়া লওন বিনা কিছুমাত্র শরাব ঐ সকল ভাটীখানার কোন ভাটীখানাহইতে বাহিরে যাইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

যাহারদিগের সদর ভাটীখানার কর্ম্ম দেওয়া যাইবেক তাহারদিগের

প্রত্যেক সদর ভাটীখানার কার্য্যকর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে এদেশীয় একং জন লোকের প্রতি ভারার্পণ হইবেক ও যে জিলার যে ভাটীখানা হয় সেই জিলার সদর ভাটীখানার দারোগা নামে সেইং লোকের নাম হইবেক ও ভাটীখানাতে কত শরাব

কত

ক্ত উগ্র ও তীব্র প্রস্তুত হইয়াছে ইহার কৈফিয়ৎ সেইং ব্যক্তি লিখিয়া রাখিবেক ও দাঁড়ামত পাস বিনা কিছু শরাব ভাটীখানাহইতে বাহির হইলে কালেক্টরসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের হজুরে ইহার জওয়াব সেইং ব্যক্তির দিতে হইবেক ইতি।

নামরাখণের ও তাহারা যে বৃত্তান্ত লিখিয়া রাখিবেক তাহার কথা।

৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবেরা কোন সদর ভাটীখানার প্রস্তুতহওয়া শরাব বিক্রয়করণার্থে এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে পাট্টাদেওনের সময়ে বিক্রয়করণিয়াদিগের প্রতিজনের স্থানে তাহারা প্রতিদিন যত গালন শরাব ভাটীখানাহইতে লইবেক তাহার সংখ্যা ও এই আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের অনুসারে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেব লোক প্রতিগালনেতে মাসুলের যে নিরিখ নিরূপণ করেন্ সেই নিরিখমতে ঐ সকল গালনের মাসুলের টাকা দিবেক এ কথাসম্বলিত কৌলকরার করিয়া লইবেন ও সেই মতে এক মাস মুদ্দতে বিক্রয়করণিয়াদিগকে পাস দেওয়া যাইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর সাহেব প্রত্যেক বিক্রয়করণিয়ার স্থানে তাহারা দররোজা যত গালন শরাব লইবেক তাহার ও মাসুলের টাকার করার করিয়া লইবার কথা।

৬ ধারা।

পাট্টাদার প্রত্যেক বিক্রয়করণিয়াকে এই আইনের শেষের লিখিত দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়ামতে প্রতিমাসে পাস দেওয়া যাইবেক ও সেই পাসেতে বিক্রয়করণিয়ার নাম ও দোকানের নম্বর ও যে স্থানে তাহার দোকান হয় সে স্থানের নাম ও পাসের দ্বারা যত শরাব বাহির করিয়া লইতে পারে তাহার পরিমাণের নিরূপণ লেখা থাকিবেক ও ভাটীখানার দারোগা প্রত্যেক পাসের পৃষ্ঠে ভাটীখানাহইতে প্রতিদিন যত শরাব যে সময়ে বাহির করিয়াছে তাহা লিখিবেক ইতি।

পাট্টাদারদিগকে প্রতিমাসে যেপ্রকার পাস দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

৭ ধারা।

যে কোন ব্যক্তি সদর ভাটীখানার উৎপন্ন শরাব বিক্রয়করণের পাট্টা রাখে সে যদি ঐ ভাটীখানাহইতে পাসের নিরূপিত গালনের সংখ্যাহইতে অধিক কিছু শরাব মাসং লইতে চাহে তবে সে ব্যক্তি মাসুলের যে নিরিখ মোকরর হইয়া থাকে সেই হারে যত বেশী শরাব লইবেক তাহার মাসুল দিলে পর কালেক্টরসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের হজুরহইতে এই আইনের শেষের লিখিত ৩ নম্বরের শরওয়ামতে লেখা আর এক পাস অর্থাৎ বেশী সরাবের পাস পাইবেক ইতি।

কিছু বেশী শরাবের নিমিত্তে বেশীর পাস দেওয়া যাইবার কথা।

৮ ধারা।

রাজা কর্তব্য যে যে শরাবের তেজ অর্থাৎ তীব্রতা নিরূপিত পরিমাণহইতে অধিক

এই ধারার লিখিত আ

স্দাজহইতে অধিক তেজ যে শরাবের তাহা বা হির করা না যাইবার কথা।

হয় ঐ নিরূপিত পরিমাণ এই যে লণ্ডন শহরের শরাবের চলন তেজ যাহাকে লণ্ডন প্রুফ কহে তাহার সহিত গণনায় বার আনা অর্থাৎ ঐ তেজের সহিত এক শত অংশের গণনায় পঁচিশ অংশ কম হয় এই পরিমাণহইতে যে শরাবের তেজ অর্থাৎ তীব্রতা অধিক হয় সে শরাব সদর ভাটীখানাহইতে বাহির হইবেক না ও শরাব প্রস্তুতকরণের যে প্রকার রীতি আছে সেই প্রকারে প্রস্তুতকরণেতে যদি তাহার তেজ নিরূপিত পরিমাণহইতে অধিক হয় তবে কর্ত্তব্য যে সদর ভাটীখানাহইতে বাহিরহওনের পুর্ব্বে সে শরাবের তেজ এ প্রকার কম করা যায় যে নিরূপিত পরিমাণের সমান হয় ইতি।

৯ ধারা।

যাহারা এই আইনের দাঁড়ার মতাচরণ না করিতে চাহে তাহারা যে শাস্তির যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের যে২ হুকুম সদর ভাটীখানা নির্দ্দিষ্টহওনের ও তাহার কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহহওনের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অন্য মত করিয়া নিষেধ করা সীমাসরহদ্দের মধ্যে ভাটীখানারাখণের কিম্বা অন্য স্থানের প্রস্তুতহওয়া শরাব ঐ সীমার মধ্যে আননের কিম্বা কালেক্টরসাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের হুজুরহইতে পাস অর্থাৎ চলিত রওয়ানা না লইয়া কি আবকারী মহালের সরবরাহকারের নিশানী বিনা সদর ভাটীখানাহইতে শরাব বাহিরকরণের কিম্বা পাসের লেখা পরিমাণহইতে অধিক শরাব বাহিরকরণের মনস্থ করে তবে সে ব্যক্তি ঐ অপরাধ প্রমাণ হইলে পর এই আইনের ২২ ধারার নিরূপিত শাস্তির যোগ্য হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

পাসের নকল লিখিবার বহী রাখিবার ও বিক্রয়করণিয়ারা তাহা ফিরিয়া দেওনের সময়ের কথা।

যে২ পাস দেওয়া যাইবেক কালেক্টরসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেব তাহার নকল লিখিবার নিমিত্তে বহী রাখিবেন ও বিক্রয়করণিয়ারা পাসের মিয়াদ গত হইলে পর ও তাহা জারী না থাকনের পর ঐ পাস ফিরিয়া দিবেক ইতি।

১১ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোকের বড়২ শহর ও কস্‌বাতে এক কিম্বা দুই ভাটীকরণের অনুমতি দিতে ক্ষমতা থাকিবার ও ইহার অধিকের না থাকিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবলোকের প্রতি এমত ক্ষমতা অর্পণ হইতেছে যে বড়২ শহর ও বড়২ কস্‌বার বসিয়া শরাব বিক্রয়করণিয়া লোকদিগের আসান ও সুগমের নিমিত্তে ঐ২ শহর ও কস্‌বার লোকদিগের কারণ শরাব প্রস্তুতকরণার্থে দুই ভাটী করিতে অনুমতি দেন্ কিন্তু দুই ভাটীহইতে অধিক করিবার অনুমতি দিবেন না ও যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে কোন জিলার মফঃসলের মধ্যে আর কোন বড় কস্‌বাতে সদর ভাটীখানার মত ভাটীখানা প্রস্তুত করিলে ফলোদয় ও সুভিতা হইবেক তবে তাঁহারদিগের এ ক্ষমতাও আছে যে সেখানে ভাটীখানা

করিতে

করিতে হুকুম দেন্ কিন্তু ঐ সাহেবলোকেরা এবিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন যে যদি এ প্রকার ভাটীখানার যথোপযুক্ত খবরগিরী ও কার্য্যকর্ম্মের নির্ব্বাহ কালেক্টরসাহেবদিগের কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবদিগের দ্বারা হইতে পারে তবে তাহা করিতে অনুমতি দেন্ নতুবা কোন প্রকারে এপ্রকার ভাটীখানা করিতে অনুমতি না দেন্ ইতি।

ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কোন জিলার মফঃসলেতে সদর ভাটীখানার মতে ভাটীখানা করিবার অনুমতি দিতে ও ক্ষমতা থাকিবার কথা।

১২ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবলোকের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা আপন২ বোর্ডের হুকুমের তাবে কালেক্টরসাহেবদিগের ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবেরদিগকে ভাটীখানার ভিন্ন২ সকল কর্ম্মের খবরগিরী ও নির্ব্বাহ ও শেষকরণের কারণ যে হুকুমদেওয়া ভাল ও উচিত বুঝেন্ তাহা দেন্ বিশেষতঃ শরাবেতে অপকারী ও বিষতুল্য দ্রব্য মিশাইতে নিষেধের নিমিত্তে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হয় এমত নূতন২ নানাপ্রকার শরাব জন্মাইবার প্রকরণের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্তি লওয়াইবার ও তাহাতে অতিগুণকারি দ্রব্য যোগ করিবার নিমিত্তে এবং নিষিদ্ধমতে শরাব বাহিরকরণের নিবারণের অর্থে যে হুকুম উচিত হয় তাহা দেন্ ইতি।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবলোক কালেক্টরসাহেবকে ভাটীখানার কার্য্যকর্ম্মের খবরগিরী ও নির্ব্বাহার্থে হুকুম দিবার কথা।

১৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কলিকাতা শহরবাসি লোকদিগের কিম্বা কলিকাতা শহরহইতে চারি ক্রোশের মধ্যের গ্রাম কি স্থানের লোকদিগের খরচের কারণ শরাব অর্থাৎ মদির প্রস্তুতকরণের নিমিত্তে যে ভাটীখানা কি যে২ ভাটীখানা জিলা চব্বিশ পরগনার কালেক্টরসাহেবের হুকুমের তাবে মোকরর হয় তাহাভিন্ন আর এক ভাটীখানা কলিকাতা শহরের নিকটে ঐ শহরের লোকদিগের খরচের কারণ শরাব প্রস্তুতকরণের জন্যে মোকরর হইবেক ও সদর ভাটীখানার কর্ম্ম চালাইবার অর্থে নিরূপণ হওয়া যে সকল হুকুম কলিকাতা শহরের ভিতরে শরাব বিক্রয়হওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী শরার যে২ হুকুম চলন আছে তাহার মতানুযায়ী হয় সেই সকল হুকুমমতে ঐ ভাটীখানার কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করিতে হইবেক ইতি।

জিলা চব্বিশপরগনার কালেক্টরসাহেবের হুকুমের তাবে যে কিম্বা যে২ ভাটীখানা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাভিন্ন আর এক ভাটীখানা কলিকাতা শহরের নিকটে ঐ শহরের লোকদিগের খরচের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত ভাটীখানার প্রস্তুতহওয়া শরাব কলিকাতা শহরভিন্ন ও তাহা বিক্রয়করণার্থে ঐ শহরের পোলীসের সাহেবদিগের নিকট হইতে পাওয়া পাট্টার দ্বারাব্যতিরিক্ত অন্য স্থানে বিক্রয় ও খরচ হইবেক না ও যদি কোন ব্যক্তি এ দাঁড়ার অন্যথা করে কি করিতে চাহে তবে সে ব্যক্তি এই আইনের ২২ ধারার হুকুমের অন্যথা মতে শরাব বিক্রয়করণেতে যে শাস্তি নিরূপণ হইয়াছে সেই শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

কলিকাতা শহরের নিকটে নির্দ্দিষ্টহওয়া ভাটীখানার প্রস্তুতহওয়া শরাব অন্য স্থানে বিক্রয় ও খরচ না হইবার কথা।

এই দাঁড়ার ব্যতিক্রম করিলে শাস্তিহওনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জিলা চব্বিশ পরগনার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে কলিকাতা শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবলোকের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করেন্ যে কলিকাতা

জিলা চব্বিশপরগনার কালেক্টরসাহেব কলি

কাতাশহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের সহিত ঐ শহরের লোকদিগের খরচের নিমিত্তে প্রস্তুত হওয়া শরাব অন্য স্থানে বিক্রয় না হইতে পাইবার উপযুক্ত পরামর্শ করিবার কথা।

কাতাশহরের লোকদিগের খরচের কারণ মোকররকরা ভাটীখানাতে যে শরাব প্রস্তুত হয় তাহা ঐ শহরের বাহিরের অন্য২ স্থানে অসঙ্গতরূপে বিক্রয় না হইতে পাইবার নিমিত্তে যে প্রকার করা উত্তম ও বিহিত ইতি।

১৪ ধারা।

সদর ভাটীখানাইত্যাদিহইতে চারি ক্রোশের অধিক অন্তর স্থানে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করণের বিষয়ে যে দাঁড়ামতে কার্য্যকরা যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সদর ভাটীখানাহইতে কিম্বা সদর ভাটীখানার নিয়ম ও দাঁড়ার দৃষ্টে কোন জিলার মফঃসলে যে২ ভাটীখানা মোকরর হয় তাহাহইতে চারি ক্রোশের অধিক অন্তর স্থানেতে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বিষয়ে নীচের লিখিত দাঁড়ার মতে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

মাসুলের নিরিখ নির্দ্দিষ্টহওনের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলার সমস্ত পরগনাতে কিম্বা বিখ্যাত২ কিসমতসকলেতে বাঙ্গলা কি ফসলী কি বিলায়তী সনের প্রথমে কালেকটরসাহেবদিগের দ্বারা বিষয় বুঝিয়া বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবলোকের সম্মতিক্রমে মাসুলের হার নিরূপণ হইবেক ইতি।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর সাহেবলোক মাসুলের নিরিখ যত চড়া হইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মাসুলের নিরিখের পরিমাণ চড়াইয়া নিরূপ করেন কিন্তু ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যে অসঙ্গতরূপে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার হেতু না হইতে পারে ইতি।

শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় একই স্থানেতে কি ভিন্ন২ স্থানে হইবেক একথা পাট্টা লইবার দরখাস্তে লিখিতে হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই আইনানুসারে যে ব্যক্তিরা পাট্টা লইতে উদ্যত হয় তাহারা পাট্টা লইবার নিমিত্তে সর্ব্বদা আপন২ দরখাস্তে একথা লিখিবেক যে যে স্থানে শরাব প্রস্তুত হইবেক সেই স্থানে বিক্রয় হইবেক কি এক স্থানে প্রস্তুত হইবেক অন্য স্থানে বিক্রয় হইবেক ও তদনুসারে এই আইনের শেষের লিখিত ৪ চতুর্থ ও ৫ পঞ্চম নম্বরের নক্শামতে পাট্টাসকল দেওয়া যাইবেক।

পাট্টালওনিয়াদিগের স্থানে কবুলিয়ৎ লওনের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সকল লোকেরা এই ধারানুসারে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে পাট্টা পাইবেক তাহারা পাট্টার লিখনানুযায়ী কবুলিয়ৎ লিখিয়া দাখিল করিবেক ইতি।

দশ২ কি বিশ২ দিনগতে কিম্বা মাসের শেষেতে মাসুল লইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—২ প্রকরণানুসারে মাসুলের হারের ধার্য্য হইলে ও কালেক্টরসাহেব লোকের ও শরাব প্রস্তুতকরণিয়াদিগের মধ্যে পাট্টা ও কবুলিয়ৎ দেওয়া লওয়া হইলে পর দশ২ দিন কি বিশ২ দিন গত হইলে কিম্বা প্রতিমাসের শেষেতে ইহার যে মতে কালেক্টরসাহেব উচিত বুঝেন্ সেই মতে মাসুলতহসীল হইবেক কিন্তু এ বিষয়েতে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবলোক যে হুকুম দিবেন সেই মতেই কালেক্টরসাহেব লোকেরা কার্য্য করিবেন্ ইহাতে কিছু সন্দেহ না থাকে ইতি।

শরাব প্রস্তুতকরণিয়া

৭ সপ্তম প্রকরণ।— এই আইনের দাঁড়ার মতে যেং পাট্টা দেওয়া যাইবেক সে

কেবল এক ভাটী করিবার অনুমতির কারণ ও যদি শরাব প্রস্তুতকরণিয়ারা এক ভাটী হইতে অধিক রাখিতে ও ব্যবহার করিতে চাহে তবে ভাটী যত হয় তত পাট্টা স্বতন্ত্রং লইবেক এবং সেই মতে মাসুল অধিক দিবেক ইতি।

রা একহইতে অধিক ভাটী রাখিতে চাহিলে তাহারদিগকে তাহার স্বতন্ত্র পাট্টা দেওয়া যাইবার ও তাহার উপর মাসুল নিরূপণহওনের কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে এই ধারানুসারে যে শরাব প্রস্তুত হয় তাহা সদর ভাটীখানাহইতে কি যে শহর কি কসবার নিকটে ভাটীখানা স্থাপিত হয় সেই শহর কি কস্‌বাহইতে চারি ক্রোশের মধ্যের স্থানে কিম্বা কোন জিলার মফঃসলেতে সদর ভাটীখানার সম্পর্কীয় দাঁড়া ও নিয়মের দৃষ্টে যে ভাটীখানা মোকরর হয় তাহাহইতে চারি ক্রোশের মধ্যগত স্থানে লইয়া যাওনের বারণের বিষয়ে যেমতং উপায় ও উদ্যোগ করা উপযুক্ত হয় তাহা করেন্ ইতি।

এই ধারানুসারে প্রস্তুত করা শরাব সদর ভাটীখানাহইতে চারি ক্রোশের কমঅন্তর স্থানে আনিতে কালেকটরসাহেবেরা নিষেধ করিবার কথা।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কাঁচা অথবা পাকা তাড়ী কালেক্টরসাহেবের কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে কিম্বা অন্য যে কোন কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাহার স্থানে পাট্টালওনবিনা বিক্রয় হইবেক না ও দিনেং তাহার টাক্‌স অর্থাৎ মাসুল সরকারেতে দিতে হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের বিনাপাট্টায় তাড়ী বিক্রয় না হইবার ও তাহার মাসুল সরকারেতে দিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের আপনং বোর্ডের হুকুমের তাবে প্রত্যেক জিলার মোতালক কস্‌বা কিম্বা গ্রামেতে তাড়ী বিক্রয়করণের নিমিত্তে যে মাসুল নিরূপিত হইবেক ফসলী কিম্বা বাঙ্গলা কি বিলায়তী সনের শুরুতে কি শুরুহওনের পুর্ব্বে ঐ মাসুলের হারনিরূপণ করেন্ ইতি।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা তাড়ীর মাসুল নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

১৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেব কিম্বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে কিম্বা অন্য যে কোন কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাহার স্থানে পাট্টালওনবিনা পচুই বিক্রয় হইবেক না ও দিনেং তাহার টাক্‌স অর্থাৎ মাসুল সরকারেতে দিতে হইবেক ইতি।

কালেক্টরসাহেবইত্যাদির স্থানে পাট্টা না লইয়া পচুই বিক্রয় করা না যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের আপনং বোর্ডের হুকুমের তাবে প্রত্যেক জিলার মোতালক কস্‌বা কিম্বা গ্রামেতে পচুই বিক্রয়করণের নিমিত্তে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইবেক ফসলী কি বাঙ্গলা কিম্বা বিলায়তী সনের শুরুতে কি শুরুহওনের পুর্ব্বে ঐ মাসুলের হারনিরূপণ করেন্ ইতি।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা পচুইর মাসুল নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

১৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—শুদ্ধ অথবা তরল অর্থাৎ জল মিশ্রিত আফীমইত্যাদি মাদক

মাদক দ্রব্যইত্যাদি

দ্রব্য

কালেক্টরসাহেবের ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবআদির স্থানে পাট্টা না লইয়া বিক্রয় না করা যাইবার কথা।

দ্রব্য কিম্বা অন্য কোন আরক কালেক্টরসাহেবের কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে কিম্বা অন্য যে কোন কার্য্যকারকের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে তাহার স্থানে পাট্টালওনবিনা বিক্রয় হইবেক না ও দিনেং তাহার টাক্স অর্থাৎ মাসুল সরকারে দিতে হইবেক ইতি।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা মাদক সামগ্রীর মাসুলের নিরিখ নিরূপণ করিবার কথা।

চরস ও মদত ও কাঁপো ব্যতিরেকের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের আপনং বোর্ডের ভাবে জিলার মোতালক প্রত্যেক কসবা কি গ্রামে মাদক সামগ্রীবিক্রয়করণের বিষয়ে যে মাসুল নির্দ্দিষ্ট হইবেক ফসলী কি বাঙ্গলা কি বিলায়তী সনের শুরুতে কিম্বা শুরুহওনের পূর্ব্বে ঐ মাসুলের নিরিখ নিরূপণ করেন্ কিন্তু জানান যাইতেছে যে এই ধারার লিখিত কোন কথানুসারে এমত কেহ না বুঝে যে চরস ও মদত ও কাঁপাদি যেং দ্রব্যেতে অত্যন্ত অপকার ও ধাতু নষ্ট করে তাহা বিক্রয় করিতে অনুমতি আছে ইতি।

প্রত্যেক জিলাতে বড় এক কিম্বা দুই কসবায় আফীন খুজরা বিক্রয়হওনের নিয়ম হইবার ও কালেক্টরসাহেব তাহা খরচের অল্পতা করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই আইনের হুকুমের অনুসারে প্রতি জিলায় কেবল বড় এক কিম্বা দুই কসবাতে আফীন খুজরা বিক্রয়হওনের নিয়ম হইবেক ও কালেক্টরসাহেবেরদের অতিকর্ত্তব্য যে আপনারদিগের যথাসাধ্য ও শক্তিক্রমে ঔষধের মত্তে ব্যবহারকরণভিন্ন আফীনবিক্রয় ও খরচহওনের সংক্ষেপ করেন্ ইতি।

যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের ভার থাকে তাঁহারা বোর্ড ট্রেডের সাহেবদিগকে তাহারদিগের এক জিলার খরচের কারণ যে আন্দাজ আফীনের আবশ্যক হয় তাহা গোচর করিবার কথা।

বোর্ড ট্রেডের সাহেব লোকেরা আফীন দেওনের বিষয়ে উচিত হুকম দিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যেহেতুক আফীন সরকারের খাসখরীদ অতএব কালেক্টর সাহেবেরা কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার থাকে সে কার্য্যকারক লোকেরা তাঁহারদিগের জিলার খরচের নিমিত্তে যে আন্দাজ আফীনের প্রয়োজন হয় কখনং তাহার পরিমাণ বোর্ড ট্রেডের সাহেবলোকেরদিগকে জ্ঞাত করান্ ও বোর্ড ট্রেডের সাহেবলোক নিকটের আফীনের কুঠীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবকে কিম্বা আপনারদিগের বোর্ডের সেক্রেটারী সাহেবকে যে আন্দাজ আফীনের প্রয়োজন হয় তাহা দেওনের বিষয়ে যেমত উচিত হয় হুকুম দেন্ কিন্তু জানান যাইতেছে যে যখন বোর্ড ট্রেডের সাহেবলোকেরা ইহা বুঝেন্ যে কোন জিলা কি শহরেতে ঔষধসেবন করিবার নিমিত্তে যে আন্দাজ আফীনের প্রয়োজন হয় তাহাহইতে অধিক চাহিতেছেন তখন তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই মতে তাহার পরিমাণের অল্পতা করেন্ ইতি।

আফীন খুজরা বিক্রয়করণিয়ারা দররোজা মাসুলভিন্ন তাহারা যতখানী আফীন পায় তাহার সেরকরা দশ টাকা করিয়া দিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—খুজরা আফীন বিক্রয়করণিয়া যে লোকেরা পাট্টা রাখে তাহারা এই ধারার ২ প্রকরণানুসারে দররোজা যে টাক্স এতাবতা মাসুলের ধার্য্য হইবেক তাহাভিন্ন তাহারা যত আফীন পাইবেক তাহার সিক্কা ৭২৸০ বাহাত্তর টাকা বার আনার ওজনের প্রতি সেরেতে ১০ দশ টাকা করিয়া দিবেক ও যে টাকা এমতেতে আদায় হইবেক তাহা কালেক্টরসাহেবের নির্দ্ধারিত কমিস্যন অর্থাৎ রসুম বাদে আফীন মহালের হিসাবে লেখা যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সদর ভাটীখানার সরহদ্দের বাহিরের যে সকল স্থানেতে তাহার সম্পর্কীয় হুকুম জারী আছে সেই সকল স্থানে শরাব ও আর২ মাদক দ্রব্যই ত্যাদির মাসুলতহসীলহওনেতে অতিসুগম হইবার নিমিত্তে হুকুম হইল যে সেই সকল স্থানে ঐ মাসুলতহসীলকরণের কারণ কালেক্টরসাহেবেরদের তরফহইতে লোকেরা নিযুক্ত হইবেক ও তাহারা আবকারী মহালের দারোগানামেতে খ্যাত হইবেক ইতি।

সদর ভাটীখানার সরহদ্দের বাহিরের যে সকল স্থানে তৎসম্পর্কীয় হুকুম জারী আছে তথাতে কালেক্টরসাহেবেরা মাসুলতহসীলের নিমিত্তে দারোগা নিযুক্ত করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ দারোগারা যে সরহদ্দের মোখ্তারকার হইবেক বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেব সেই সরহদ্দনিরূপণ করিবেন ও দারোগারদের কারণ যে মাহিয়ানা উপযুক্ত হয় তাহার সংখ্যার বিষয়ে ঐ সাহেবেরা শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে নিবেদন করিবেন ইতি।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরসাহেবলোকের বিবেচনায় যাহা উচিত ও অতিভাল বোধ হয় আবকারী মহালের দারোগী কর্ম্ম যে সকল জিলাতে তহসীলদারী কর্ম্ম থাকে সেখানে ঐ তহসীলদারী কর্ম্মের শামিল হইবেক অথবা অন্য লোকদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

বোর্ডের সাহেবলোকের বিবেচনামতে আবকারী মহালের দারোগী কর্ম্ম তহসীলদারদিগের কর্ম্মের শামিল হইবার কি স্বতন্ত্র থাকিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি বিনাঅনুমতিতে ভাটী রাখে কিম্বা শরাব কি তাড়ী অথবা পচুই কিম্বা অন্য২ মাদক সামগ্রী অসঙ্গত প্রকারে বিক্রয় করিতে থাকে তাহাতে আবকারী মহালের দারোগী কর্ম্মের ভার যাহারদিগের প্রতি হইয়া থাকে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সে ব্যক্তিকে ধরিয়া কালেক্টরসাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

যাহারা অনুমতিবিনা ভাটী রাখে কিম্বা অসঙ্গতমতে শরাবইত্যাদি বিক্রয় করিতে থাকে তাহারদিগকে ধরিয়া পাঠাইতে আবকারীর দারোগাদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—অসঙ্গত প্রকারেতে অন্য বিক্রয়করণিয়াদিগের বিষয়ে এই আইনের ২২ ধারাতে যে শাস্তিনিরূপণ হইবেক উপরের প্রকরণের লিখিতপ্রকারেতে কালেক্টরসাহেবেরা দাঁড়ামতে সেই শাস্তি দিবেন ইতি।

এই আইনের ২২ ধারার নিরূপিত শাস্তি দিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবলোকেরদের কর্ত্তব্য যে দারোগাদিগের প্রতি যে সকল কর্ম্মের ভার হয় বিলক্ষণরূপে ও অতিসাবধানে তাহার নির্ব্বাহহওনের নিমিত্তে যে সকল হুকুম তাঁহারদিগের বিবেচনায় বিহিত বোধ হয় তাহা কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি দেন্ যে ঐ কালেক্টরসাহেবেরা দারোগাকে সেই মত হুকুম করেন্ ইতি।

বোর্ডের সাহেবেরা কালেক্টর সাহেবদিগকে আবকারীর দারোগাকে হুকুমদেওনের বিষয়ে বিহিত হুকুম দিবার কথা।

১৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যেং সময়ে উচিত ও বিহিত বোধ হয় তখন কালেক্টরসাহেবলোকের বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর ইহার যেখানকার সম্বন্ধে সেই বোর্ডের

বোর্ডের সাহেবলোকের সম্মতিক্রমে কালেক্টরসাহেবদিগের কোন পরগনা কি বিখ্যাত কোন

সাহেবলোকের

কিসমতে শরাবের উপর সরকারের পাওনা মাসুল ইজারা দিতে ক্ষমতা থাকিবার কথা।

সাহেবলোকের সম্মতিক্রমে এ বিষয়ের ক্ষমতা আছে যে জিলার কোন পরগনাতে কি মশহুর অর্থাৎ খ্যাত কোন কিসমতে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের উপর যে মাসুল সরকারের পাওনা হয় তাহা কোন ব্যক্তিকে এক সনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে ইজারা দেন ইতি।

বোর্ডের সাহেবেরা উচিত বুঝিলে শরাবের বাবত মাসুল ইজারা দেওনের ইশতিহারনামা জারী করিবার ও যে কেহ বেশী কবুল করে তাহাকে দেওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত কোন বোর্ডের সাহেবলোকের বিবেচনায় যখন ঐ প্রকার ইজারা দেওয়া ভাল বোধ হয তখন এই মজমুনে ইশতিহারনামা জারী করেন যে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়হওনের উপর সরকারের পাওনা মাসুল যে কেহ ইজারা করিতে চাহে অমুক মিয়াদের মধ্যে তাহার দরখাস্ত লওয়া যাইবেক ও যে ব্যক্তি ইজারার টাকা অন্য অপেক্ষা বেশী দিবার করার করে মাতবর জামিন দিলে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইবেক ইতি।

মাসুলের ইজারদার আপন ইজারার সরহদ্দের মধ্যে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণিয়াদিগের সহিত স্বেচ্ছামত বন্দোবস্ত করিতে পারিবার ও তাহারা ভিন্ন ঐ সরহদ্দের মধ্যে আর কাহাকেও অনুমতি না থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের অনুসারে কোন জিলার কোন পরগনা কি মশহুর অর্থাৎ খ্যাত অন্য কোন কিসমতে শরাবের বাবৎ মাসুল ইজারা দেওয়া গেলে সে ইজারদারের ক্ষমতা আছে যে আপন ইজারার সরহদ্দের মধ্যে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণিয়াদিগের সহিত যে প্রকার ইচ্ছা সেই প্রকার বন্দোবস্ত করে ও যে ব্যক্তিরা ইজারদারের তরফহইতে দাঁড়ামতে অনুমতি পাইয়া থাকে তাহারা ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি যদি ঐ সরহদ্দের মধ্যে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করে তবে সে ব্যক্তি এই আইনের ২২ ধারার নির্ণীত শাস্তি পাইবার যোগ্য হইবেক ইতি।

সদর ভাটীখানার সরহদ্দের ভিতরের কোন স্থানের শরাবের মাসুল ইজারা দিতে ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইহা উপরের ধারার প্রকরণের লিখনক্রমে বুঝা না যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে এই ধারার উপরের কোন প্রকরণের দ্বারা এমতবোধ না হয় যে সদর ভাটীখানার নিমিত্তে নিরূপণহওয়া সীমাসরহদ্দের ভিতরের কোন স্থানে শরাবের উপর যে মাসুল সরকারের পাওনা হয় তাহা ইজারা দিতে কালেক্টরসাহেবলোকেরদের কিম্বা ঐ বোর্ডরেবিনিউ কিবোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।

দূরের পরগনাইত্যাদি ব্যতিরেকে এমত উপায় না করা যাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়েতে অতিসাবধান হন যে দূরের যে সকল পরগনায় কি অন্য স্থানে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়হওনেতে কালেক্টরসাহেবের বিশেষ অনুমতিক্রমে নির্দিষ্টহওয়া ভাটীর উৎপন্ন মালগুজারীতে ব্যাঘাত হইতে না পারে সে সকল পরগনা কিম্বা নভিন্ন অন্য স্থানে ঐ মত ইজারা দেওয়া না যায় ইতি।

১০ ধারা।

বিলায়তের মত ভাটী নিজের কি অন্যের তরফ রাখণিয়া ইঙ্গরেজ সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের লে

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনেতে যে সকল ভাটীখানা বিলায়তের মতে বানান গিয়া তাহাতে বিলায়তের মতে শরাব প্রস্তুত করা যায় সে সকল ভাটীখানায় প্রস্তুতহওয়া শরাবের উপর মাসুললওনের দাঁড়াসকল নির্দিষ্ট হইয়াছে এবং ঐ আইনের অনুসারে তাহার মাসুলতহসীলের ভার কলিকাতাশহরের

ও তাহার আশপাশের মহালাতের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবেরদের প্রতি হইয়াছে কিন্তু যেহেতুক ঐ সাহেবলোকেরা উপরের লিখিত প্রকারের যে সকল ভাটীখানা ঐ সীমাসরহদ্দের বাহিরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিম্বা হয় তাহার মাসুল তহসীল করিতে পারেন না একারণ হুকুম হইল যে যে কোন ইঙ্গরেজ সাহেব উপরের লিখিত প্রকারেতে বানান ও ব্যবহার করা ভাটীখানা নিজের কি অন্য কাহার তরফহইতে রাখেন্ তাঁহাকে জিলা চব্বিশপরগনার বাহির কি কলিকাতা শহরের সন্নিকটের মহালাতের বাহিরের স্থানেতে বসতী করিতে পারিবার অনুমতি নাহি আর যদি এই মজমুনে একরারনামা লিখিয়া দেন্ যে ইঙ্গরেজী ১৮০২ সালের ২ আইনের নিরূপিত মাসুল যে কার্য্যকারক তাহার বন্দোবস্ত ও তহসীলের নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরহইতে কিম্বা কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে *নিযুক্ত হয় তাহার স্থানে দিব এবং সর্ব্ব প্রকারে ঐ আইনের লিখিত হুকু*মের মতেও কার্য্য করিব তবে পারিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের ও কানপুরের নিকটে ফৌজের খরচের কারণ শরাব প্রস্তুতকরণার্থে নির্দ্দিষ্টহওয়া ভাটীখানার মালিকের মধ্যে যে কন্ত্রাক্ট এক্ষণে বহাল আছে যাবৎ তাহা থাকে তাবৎ এই আইনের লিখিত কোন কথা সে কন্ত্রাক্টের সহিত তাহা বাতিলহওনে কি অন্য প্রকারে সম্পর্ক রাখিবেক ইহা বোধ না হয় ইতি।

থা মতে কার্য্য করিবার করারকরণবিনা এই প্রকরণের লেখা স্থানে বাস করিতে না পারিবার কথা।

এই আইনের লিখিত কথা কন্ত্রাক্টের সহিতসম্পর্ক না রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত ঐ সরহদ্দের বাহিরের স্থানেতে নির্দ্দিষ্টহওয়া উপরের উক্ত ভাটীখানার উপর সরকারের পাওনা মাসুলের বন্দোবস্ত ও তহশীলকরণের কারণ যে২ লোককে অত্যুপযুক্ত ও উত্তম বুঝেন্ তাহারদিগ্কে নিযুক্ত করেন্ ও নাতক অর্থাৎ চূড়ান্ত হুকুম হইবার নিমিত্তে এবিষয় শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে গোচর করিবেন ইতি।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেব এই প্রকরণের লিখিত মাসুল তহসীলের নিমিত্তে লোকদিগকে নিযুক্ত করিবার কথা।

২১ ধারা।

যেহেতুক এই আইনে বিনাঅনুমতিতে শরাব ও তাড়ী ও পচুই ও আফীনসহিত আর২ মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে সম্পূর্ণ নিষেধের হুকুম হইয়াছে অতএব যে ব্যক্তির প্রতি হুকুমের অন্যথামতে তাহা প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের অপরাধ ইহার পরে যে প্রকার বিবরণ করিয়া লেখা যাইবেক সেই প্রকারে প্রমাণ হয় সে ব্যক্তি পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানাদেওনের যোগ্য হইবেক ও তাহা দিলে যে জিলায় তাহার এ অপরাধ প্রমাণ হয় সেই জিলার দেওয়ানী জেহলখানাতে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ হইবেক ইতি।

অনুমতিবিনা যে২ শরাবইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে নিষেধ আছে তাহাকরণের অপরাধ কাহার প্রতি প্রমাণ হইলে এই ধারার লিখিত জরীমানা দিতে হইবার কথা।

২২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবেরা কিম্বা আর যে২ কার্য্যকারকের প্রতি

নিষিদ্ধমতে শরাবই

ত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বিষয়ের তহকীক করিতে হইবার কথা।

আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার থাকে তাঁহারা নিষিদ্ধমতে শরাব ও তাড়ী ও পচুই ও অন্যং মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয়হওনের বিষয়ে যে সকল তহকীক করা আবশ্যক বুঝেন্ তাহা সমস্ত করিবেন ইতি।

উপরের ধারার নিরূপিত নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইলে কালেক্টরসাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কেহ হলফ করিয়া এ বিষয়ের নালিশ উপস্থিত করে কিম্বা সম্বাদ জানায় যে অমুক জন উপরের ধারাতে যে সকল কর্ম্ম করিতে নিষেধ হইয়াছে তাহা করিয়াছে কিম্বা অন্য যে মোকদ্দমা কালেকটরসাহেবের হজুরে উপস্থিত হয় তাহার রোয়দাদের মজমুনের দ্বারা যদি কখন কাহার প্রতি বিশিষ্টরূপে সন্দেহ হয় তবে কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার হইয়া থাকে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যে ব্যক্তির প্রতি নালিশ কি সন্দেহ হয় তাহাকে গ্রেফ্তার করান্ যে দাঁড়ামতে এবিষয়ের তহকীক ও তজবীজ করা যায় ইতি।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেব কালেক্টর সাহেবেরদের স্থানে মিয়াদের মধ্যে নিরূপিত কৈফিয়ৎ তলব করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—হুকুম আছে যে যে ব্যক্তির প্রতি নালিশ কিম্বা সন্দেহ হয় সে লোক কালেক্টরী কাছারীতে পঁহুছিবামাত্র এই ধারার নিরূপিত তহকীক করিতে আরম্ভ হইবেক ও ঐ তহকীক তজবীজ যত সংক্ষেপকালে হইতে পারে তাহার মধ্যে করা যাইবেক এবং বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগেরও কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের বিবেচনাক্রমে কালেক্টরসাহেবদিগের স্থানে ঐ তহকীক করিতে কবে হাতদেওয়া গেল ও কবে শেষ হইল এ কথাসম্বলিত এপ্রকার কৈফিয়ৎ ও রিপোর্ট নিরূপণকরা কোন মিয়াদের মধ্যে তলব করেন যে তাহা দেখিয়া ঐ বোর্ডের সাহেবেরা সুন্দররূপে ইহা জ্ঞাত হন্ যে প্রকৃতার্থে ঐং তহকীক অতিশীঘ্র হয় কি না ও উভয় পক্ষের ব্যক্তিরা মোকদ্দমার তজবীজহওনের মধ্যে অনর্থক কিছু ক্লেশ পায় কি না ইতি।

কালেক্টরসাহেবদিগের হজুরে যাহারদিগের অপরাধপ্রমাণ হয় তাহারদিগের স্থানে জরীমানা লওনের মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কালেকটরসাহেবের হজুরে এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত দ্রব্য প্রস্তুত কিম্বা বিক্রয়করণের বিষয়ে কোন ব্যক্তির অপরাধপ্রমাণ হয় তবে ঐ সাহেব মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া ঐ অপরাধির প্রতি যে জরীমানার হুকুম দেওয়া উচিত জানেন তাহা দেন্ কিন্তু সে জরীমানা এই ধারার নিরূপিত সংখ্যার অধিক হইবেক না ও তাহা না দিলে সে ব্যক্তি এই ধারার নিরূপিত মিয়াদহইতে অধিককাল কয়েদ থাকিবে না ইতি।

যাহার প্রতি জরীমানার কি কয়েদের হুকুম হয় তাহকে জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে পাঠাইবার ও জজসাহেব উচিত হুকুম দিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কোন ব্যক্তির প্রতি নিষিদ্ধমতে শরাব কিম্বা অন্যং মাদক দ্রব্য প্রস্তুত কি বিক্রয়করণপ্রযুক্ত জরীমানা কিম্বা কয়েদের হুকুম হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার উপর যে হুকুম হইয়াছে তাহার মজমুনসম্বলিত [illegible] সর্টিফিকট সহিত জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক ও জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সর্টিফিকটের লিখনানুসারে ঐ হুকুমমতে আচরণকরণের নিমিত্তে যে সকল হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ তাহা দেন্ ইতি।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি কাহার প্রতি নালিশ কিম্বা সন্দেহ হইয়া এই সকল দাঁড়ার অনুসারে নিরূপণহওয়া তহকীক করাতে তাহার অপরাধপ্রমাণ না হয় তবে সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ খালাস পাইবেক ও এই তহকীক করাতে তাহার প্রকৃত যে খরচপত্র হইয়া থাকে তাহা সরকারের তরফহইতে কালেক্টরসাহেব তাহাকে দিবেন আর যদি তহকীক করাতে এমত বুঝা যায় যে কেবল শত্রুতার্থে ও দুঃখ দিবার নিমিত্তে নালিশ হইয়াছে এমতে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে গোয়েন্দার উপর ২০ কুড়ি টাকার অধিক না হয় এমত অল্প যে জরীমানা তাঁহার বিবেচনায় উচিত বোধ হয় তাহা যে ব্যক্তিকে এমত দুঃখ দিয়াছে তাহাকে দিবার হুকুম দেন্ ও তাহা না দিলে পনের দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদের হুকুম দিবেন ও এই দাঁড়ানুসারে যে২ হুকুম হয় তাহা এই ধারার ৫ প্রকরণের নিরূপিত নিষেধকরা দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বাবৎ জরীমানা ও কয়েদের হুকুমের মতে জারী হইবেক ইতি।

যাহারদিগের প্রতি নালিশ হইয়া অপরাধ প্রমাণ না হয় তাহারদিগের বিষয়ে যে সকল দাঁড়ার মতাচরণ হইবে তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—এই আইনানুসারে কোন তহকীক ও তদন্তকরণেতে কিম্বা কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে হওয়া কোন হুকুমেতে অথবা অন্য কোন প্রকারে যে ব্যক্তি আপনাকে দৌরাত্ম্যগ্রস্ত বোধ করে তাহার ক্ষমতা আছে যে বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিসানরসাহেবদিগের হজুরে কালেক্টরসাহেবের দ্বারা কিম্বা আপন কোন মোখ্তারকারের দ্বারা এবিষয়ের নালিশ করে ও ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে কৈফিয়২ অর্থাৎ বৃত্তান্ত আবশ্যক বুঝেন্ তাহা তলব করিলে কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে যে হুকুম হইয়া থাকে তাহা বহাল রাখা কি শুধরা কিম্বা পরিবর্ত্ত করা অথবা বিচার্য্যমতে এবিষয়েতে যে হুকুম করা তাঁহারদিগের বিবেচনায় উচিত বোধ হয় তাহা করেন্ ইতি।

যাহারা তহকীকহওয়াতে কি কালেক্টরসাহেবের দেওয়া হুকুমেতে আপনাকে দৌরাত্ম্যগ্রস্ত জানে তাহারদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ। —যে ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিদিগের দ্বারা নিষিদ্ধমতে শরাবইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয়হওনের কথা ব্যক্ত ও স্পষ্ট হয় তাহাকে কিম্বা তাহারদিগ্কে এই ধারার লিখিত দাঁড়ানুসারে যে জরীমানার টাকা লওয়া যায় তাহার অর্দ্ধেক দেওয়া যাইবেক ইতি।

যাহারদিগের দ্বারা নিষিদ্ধমতে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়হওনের কথা প্রকাশ পায় তাহারদিগ্কে জরীমানার অর্দ্ধেক দেওয়া যাইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—যদি কোন অপরাধিকে কয়েদ করা আবশ্যক বোধ হয় এতাবতা যদি তাহার স্থানে জরীমানার টাকা লওয়া অনুচিত কিম্বা অসম্ভব হয় তবে উপরের লিখিত জরীমানার অর্দ্ধেকের বদলে গোয়েন্দাকে কি গোয়েন্দাদিগ্কে সরকারের তরফহইতে ১০ দশ টাকা ইনামরূপে দেওয়া যাইবেক ইতি।

জরীমানা লওয়া অসম্ভব হইলে গোয়েন্দাকে ১০ টাকা ইনাম দেওয়া যাইবার কথা।

২৩ ধারা।

নিষিদ্ধমতে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়হওয়া মৌকুফ ও বন্দ হইবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবদিগের কি আর যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কর্ম্মের ভার যে সময়েতে থাকে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে বিনানুমতিতে হওয়া

খানাতালাশীর নিমিত্তে পরওয়ানা জারী করিতে কালেক্টরসাহেব

ভাটী

দিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা। ভাটী ও তাহাতে প্রস্তুতহওয়া শরাব প্রকাশ পাইবার নিমিত্তে থানাতালাশীর পরওয়ানা সকল জারী করেন্ ইতি।

২৪ ধারা।

যেং মতেতে থানাতালাশীর পরওয়ানা হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কাহার হলফ করিয়া নালিশ করণানুসারে কিম্বা আপন নিকটে উপরি কোন ব্যক্তির দেওয়া সমাচারানুসারে অথবা অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে কার্য্যক্রমে জানা যাওনমতে বিশিষ্টরূপে এমত বোধ হয় যে যে বাটী তালাশীকরণের মনস্থ হইয়াছে তাহাতে নির্দ্দিষ্টমতে শরাব প্রস্তুত কি বিক্রয় হয় কি তাহা থাকে তবে উপরের ধারার উক্ত মত থানাতালাশীর পরওয়ানা হইবেক নতুবা হইবেক না ইতি।

যে সময়ে থানাতালাশীর পরওয়ানার হুকুম মতে কার্য্য করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—থানাতালাশীর পরওয়ানার হুকুম মত আচরণ কেবল দিবসে এতাবতা সূর্য্য উদয়হওনকালাবধি অস্তপর্য্যন্ত ইহার মধ্যেও যদি হইতে পারে তবে যে ঘর কি বাটী তালাশীর মনস্থ থাকে তাহা যে গ্রামেতে হয় সেই গ্রামস্থ মাতবর দুই জন কি অধিক জনের সাক্ষাৎ হইবেক ইতি।

যাহারদিগের নামে পরওয়ানা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই ধারানুসারে থানাতালাশীর যেং পরওয়ানা হইবেক তাহা নাজিরের কি আবকারীর দারোগার কিম্বা কালেক্টরী সিরিশ্তার নিযুক্ত অন্য কার্য্যকারকের নামে লেখা যাইবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেটসাহেব ও পোলীসের অন্য কার্য্যকারকেরা কালেকটরসাহেবের কার্য্যকারকদিগের সহায়তা করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ও দারোগাদিগের ও পোলীসের আরং কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য যে কালেকটরসাহেবের কার্য্যকারকদিগের প্রতি যে কর্ম্মের ভার হইয়াছে তাহা নির্ব্বাহকরণেতে তাহারদিগের সহায়তা করেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সম্ভ্রান্ত লোকের জনানা ঘরে অর্থাৎ যেং ঘরে তাহারদিগের স্ত্রীলোকেরা থাকে তাহার ভিতরে কিম্বা যে লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা প্রায় সর্ব্বদা বাহির হয় না তাহারদিগের অন্তঃপুরের ভিতরে যাইতে কালেক্টরসাহেবের কার্য্যকারকদিগের ক্ষমতা আছে ইহা এই সকল দাঁড়ার লিখিত কোন কথানুসারে বোধ না হয় ইতি।

যাহারদিগের প্রতি শরাব প্রস্তুত কি বিক্রয় করণের কি তাহা ছাপাইয়া রাখণের অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারা যে শাস্তির যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যাহার প্রতি নিষিদ্ধমতে শরাব প্রস্তুতকরণের কি তাহা বিক্রয়করণের কি ছাপাইয়া রাখণের অপরাধ উপরের লিখিত প্রকারেতে বোধ হয় সে ব্যক্তি এই আইনের ২২ ধারার নিরুপিত শাস্তির যোগ্য হইবেক ও কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে দাঁড়ামতে তাহার উপর হুকুম হইলে ঐ ধারার ৫ প্রকরণের নিরূপিত মতেতে সে হুকুমমতাচরণ হইবেক ইতি।

২৫ ধারা।

কালেক্টরসাহেবের

১ প্রথম প্রকরণ।—লস্করের ছাউনীর মধ্যে কালেকটরসাহেবের প্রাজ্ঞাবিনা কিছু মাত্র

পাট্টালওনবিনা লশ্করের ছাউনীর মধ্যে কিছু শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় না হইবার কথা।

মাত্র শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় হইবেক না ও কালেক্টরসাহেব ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের অগোচরে ও সম্মতিবিনা ঐ পাট্টাও দিবেন না ইতি।

যে সকল হুকুম অন্যং স্থানের শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণিয়াদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে ছাউনীর মধ্যের শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণিয়াদিগের সহিতেও সেই সকল হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি লশ্করের কোন ছাউনীর মধ্যে শরাব প্রস্তুত কি বিক্রয় করণের কারণ উপরের প্রকরণের অনুসারে কোন পাট্টা দেওয়া যায় তবে অন্যং স্থানেতে যাহারা শরাব প্রস্তুত কি বিক্রয় করিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহারদিগের অর্থে তাহারদিগের স্থানে পাওনা মাসুলের বিষয়ে এবং শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের সম্পর্কীয় অন্যং যুক্তিপরামর্শের বিষয়ে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুম অপ্রভেদে ছাউনীতে যাহারা শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করে তাহারদিগের স্থানে মাসুল লওনের অর্থেও সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

যে মতেতে ছাউনীর মধ্যের ভাটী কি দোকান মৌকুফ হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের বিবেচনাতে এমত বোধ হয় যে ছাউনীর মধ্যে ভাটী কি দোকান নির্দ্দিষ্টহওয়াতে হানি হইতেছে তবে ঐ সাহেব কালেক্টরসাহেবকে এ বিষয়ের সমাচার দিবেন ও ঐ কালেক্টরসাহেব এ সমাচার পাইবামাত্র তাহা মৌকুফহওনের হুকুম দিবেন ইতি।

যেমতে ছাউনীর নিকটের ভাটী কি দোকান মৌকুফ হইতে পারিবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের বিবেচনায় এমত বোধ হয় যে ছাউনীর নিকটে ভাটী কিম্বা দোকান নির্দ্দিষ্টহওয়াতে হানি হইতেছে তবে ঐ সাহেব এ বিষয়ের সমাচার কালেক্টরসাহেবকে দিবেন ও ঐ কালেক্টরসাহেব তাহা মৌকুফহওনের হুকুম দিবেন কিম্বা এ বিষয়ে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে উপস্থিত করিবেন ও ঐং বোর্ডের সাহেবেরা সমস্ত বিষয়ের তহকীক ও তদন্তকরণের পর যাহা উচিত বুঝেন ঐ সকল দোকান মৌকুফ হওনের কিম্বা বহালথাকনের অথবা ঐ সাহেবের ছাউনীহইতে অধিক অন্তরে যাওনের হুকুম দিবেন ইতি।

ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেব তাহার তাবে লোকদিগের দ্বারা কালেক্টরসাহেবের কার্য্যকারকদিগের প্রতিবন্ধকতা না হয় ইহার খবরগিরী করিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যেহেতুক এই আইনের ২২ ও ২৩ ধারাতে কালেক্টরসাহেবদিগকে এ বিষয়ে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে যে যাহার উপর নিষিদ্ধমতে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের বাবৎ নালিশ হয় তাহাকে গ্রেপ্তার করেন ও এ ক্ষমতাও অর্পণ হইয়াছে যে ঐ মতে তাহা প্রস্তুত ও বিক্রয়হওনের নিবারণার্থে খানাতালাশীর পরওয়ানা জারী করেন অতএব প্রত্যেক ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখেন যে তাঁহার হুকুমের তাবে লোকেরা কালেক্টর সাহেবের কার্য্যকারকদিগের ঐং কর্ম্মকরণেতে প্রতিবন্ধকতা ও বাধা না জন্মায় কিন্তু আবশ্যক যে কালেক্টরসাহেব ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের স্থানে এমতং সময়ে ঐং কর্ম্মের অর্থে সহায়তা চাহিবেন যে তাহাকরণেতে অকস্মাৎ সরকারের কিছু হানি ও ক্ষতি বোধ না হয় এবং ঐ লশ্করী সাহেবকে সর্ব্বদা খানাতালাশীর বৃত্তান্ত জ্ঞাত করাইবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব ছাউনীর মোখ্তার লশ্করী সাহেবের স্থানে সহায়তা চাহিবার কথা।

২৬ ধারা।

২৬ ধারা।

শরাবইত্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রয় করণিয়ারা দুই জন মাতবর লোকের জামিনী দাখিলকরিবার কথা জামিনীর বদলে টাকা আমানৎ করিবার কথা।

যে কোন ব্যক্তি শরাব ও আফীন ও অন্য মাদক সামগ্রী ও তাড়ী ও পচুই প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের কারণ পাট্টা লইবার মনস্থ রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে আপন করা কৌলকরার অর্থাৎ নিয়মমতে কার্য্য করিবার নিমিত্তে দুই জন মাতবর লোকের জামিনী দাখিল করে কিন্তু জানান যাইতেছে যে যদি শরাব প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়া কোন ব্যক্তি কুড়ি দিনেতে তাহার স্থানে মাসুলের যত টাকা পাওনা হয় তত টাকা নগদ কিম্বা তাহার বাঙ্ক নোট আমানৎ অর্থাৎ গচ্ছিত করিয়া রাখে তবে সেই আমানৎকরা টাকা আমানৎ না রাখণমতে যে জামিনী দিতে হয় তাহার বদলে লওয়া যাইবেক ইতি।

২৭ ধারা।

যে মিয়াদে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

উপরের ধারার লিখিত দ্রব্যসকল প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের জন্যের পাট্টা কেবল এক বৎসরের নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক আর যদি বৎসরের প্রথমে না লয় তবে বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অথবা বিলায়তী সনের এতাবতা সম্বৎসরের যে কাল বাকী থাকে সেই কালের নিমিত্তে দেওয়া যাইবেক কেননা প্রত্যেক ভিন্নং জিলার সমস্ত পাট্টা ঐ সকল সালের রেওয়াজমতে এক তারিখে বাতিল হয় ইতি।

২৮ ধারা।

যেমতেতে পাট্টা বাতিল হইবেক তাহার কথা।

যদি শরাব কি আফীম ও অন্য মাদক সামগ্রী ও তাড়ী ও পচুই প্রস্তুতকরণিয়া কোন ব্যক্তি সে যে মাসুলদেওনের কৌলকরার করিয়া থাকে তাহা পনের দিনের মধ্যে না দেয় তবে এমতং ব্যক্তিরা পাট্টা কালেক্টরসাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার হইয়া থাকে তাহারদিগের ক্ষমতাক্রমে বাতিলহওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু যদি ঐ কালেক্টরসাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকদিগের এমত বোধ হয় যে এ ত্রুটি কেবল দৈববিপাকেতে হইয়াছে প্রবঞ্চনাক্রমে সরকারের জায়দাদের হানি করিবার মনস্থে নহে তবে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে আর পনের দিবস মিয়াদপর্য্যন্ত পাট্টা বাতিল করা মৌকুফ রাখেন ইতি।

যেমতেতে পাট্টা বাতিল হওয়া মৌকুফ থাকিবেক তাহার কথা।

২৯ ধারা।

প্রস্তুত ও বিক্রয় করণিয়াযে লোকেরা পাট্টা রাখে তাহারা এই ধারার লিখিত টাকা দিলে পাট্টা ফিরিয়া দিতে পারিবার কথা।

যে ব্যক্তিরা শরাব ও অন্যং মাদক সামগ্রী ও তাড়ী ও পচুই প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার পাট্টা রাখে তাহারা পনের দিবস পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবকে ইহা জ্ঞাত করাইয়া পাট্টা ফিরিয়া না দেওনমতে কালেক্টরসাহেবেতে ও তাহাতে হওয়া লেখা পড়া মতে যত টাকা তাহার ওয়াজিবী দেনা হয় তাহাভিন্ন উপরের লিখিত ঐ পনের দিবস মিয়াদের মাসুলের সমান সংখ্যার আর টাকা যদি দেয় তবে তাহারদিগের আপনং পাট্টা ফিরিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

৩০ ধারা।

৩০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যেহেতুক এমত বোধ হইয়াছে যে সকর ও নিষ্কর ভূমির অধিকারী ও ইজারদার ও কার্য্যভারাক্রান্ত লোকেরা শরাব ও মাদক দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয়করণের কারণ দোকান নির্দ্দিষ্ট করিতে প্রায় সর্ব্বদা অনুমতি দেয় ও তাহা করিতে দেখিয়া তাচ্ছল্য করে অতএব এমত নিষিদ্ধ ও হুকুমের ব্যতিক্রম দস্তুর অর্থাৎ রীতি মৌকুফহওনের নিমিত্তে হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে যে কার্য্যকারকদিগের প্রতি আবকারী মহালের কার্য্যের ভার দেওয়া গিয়াছে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত সকল প্রকারেতে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের অনুমতিক্রমে এমত অপরাধিদিগের নালিশ উপস্থিত করে কিন্তু ঐ সাহেবদিগের অনুমতিবিনা এমত কর্ম্ম করিবেন না ও যে আদালতের জজসাহেবের হজুরে এমত নালিশ উপস্থিত হয় তাঁহার বিবেচনাতে যদি এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে কোন ভূম্যধিকারী কি ভূমির ইজারদার কি সাজওয়াল কিম্বা তহসীলদার অথবা গোমশ্তা কিম্বা সরবরাহকার অথবা অন্য কার্য্যভারাক্রান্ত শরাব ও পচুই ও তাড়ী ও অন্য মাদক সামগ্রী শুষ্ক কি জলমিশ্রিতই বা হউক অথবা অন্য আরক প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার কারণ দোকান করিতে অনুমতি দিযাছে কিম্বা তাহা করিতে দেখিয়া তাচ্ছল্য করিয়াছে তবে ঐ আদালতের সাহেব অপরাধির যথার্থ ভাবগতিক ও প্রজরাণের সংস্থানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার উপর তাহার অপরাধের উপযুক্ত যত জরীমানা সরকারে দেওনের হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন তাহা দেন্ ইতি।

ভূম্যধিকারিইত্যাদির নামে নিষিদ্ধ শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিতে দেখিয়া তাচ্ছল্যকরণের বিষয়ে যেমতেতে নালিশের হুকুম করা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই ধারানুসারে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সে সকল মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের অনুসারে সরাসরীমতে বিচার হইয়া নিষ্পত্তি পাইবেক ইতি।

এই ধারানুসারে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি যে প্রকারে হইবেক তাহার কথা।

৩১ ধারা।

আবকারী মহালের মাসুলের কর্ম্মকার্য্যের ভার প্রায় সর্ব্বদা কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হইবেক ও তাঁহারা তাঁহারদিগের আপনং আমলে যত টাকা তহসীল হইবেক সেই উৎপন্নহওয়া মোট টাকার উপর শতকরা পাঁচ টাকা করিয়া কমিস্যন পাইতে পারিবেন্ কিন্তু কৌন্সেলের বৈঠকেতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের এ বিষয়ের ক্ষমতা আছে যে যদি ঐ শ্রীযুতের বিবেচনায় কোন জিলাতে আবকারীর মাসুল তহসীলকরণের নিমিত্তে অন্য কোন কার্য্যকারককে নিযুক্তকরা কিম্বা বিশেষ ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের চাকর সাহেবলোকেরদিগহইতে কোন সাহেবকে নিযুক্তকরা উচিত বোধ হয় তবে তাহা করিবেন ও যে কার্য্যকারকেরা এই মতেতে নিযুক্ত হন তাঁহারা এই আইনানুসারে কালেক্টরসাহেবদিগের নিমিত্তে যে ক্ষমতা ও প্রাপ্তির অধিকার অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতা ও প্রাপ্তির অধিকার রাখিবেন ইতি।

আবকারী মহালের কার্য্যের ভার অন্য কাহাকেও দিতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতার কথা।

এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার দোকান মৌকুফীর ক্ষমতারহিত ও রদ হইবার কথা।

৩২ ধারা।

৩২ ধারা।

যাহারদিগের সহিত এ আইনের হুকুমের সম্পর্ক আছে তাহারা অসঙ্গত কর্ম্মাদি করিলে তাহার ধরাধর করিতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

উপরের লিখিত হুকুমের অনুসারে জিলা কিম্বা শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের প্রতি শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার নিমিত্তে নির্দ্দিষ্টকরা দোকান মৌকুফকরণের কারণ এপর্য্যন্ত যে ক্ষমতা অর্পণ আছে এই ধারানুসারে তাহা রদ ও রহিত হইল কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে জানা কর্ত্তব্য যে যে লোকদিগের সহিত এই আইনের হুকুমের সম্পর্ক থাকে তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি অসঙ্গত কর্ম্ম কিম্বা হঙ্গামা অথবা অন্য কোন উৎকট অপরাধ কিম্বা মন্দ ক্রিয়া করে তবে এখনো মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের তাহার ধরাধর ও আপত্তিকরণের বিষয়ে ক্ষমতা আছে ও এপ্রকার সমস্ত বিষয়েতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা অপরাধিদিগ্‌কে গ্রেফ্তার করিবার ও তাহারদিগ্‌কে শাস্তি দিবার নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি হয় সেই সমস্ত দাঁড়ামতে কার্য্য করিবেন ইতি।

১ নম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১০ দশম আইন।

১ প্রথম নম্বর।

সদর ভাটীখানার নিমিত্তে নিরূপণহওয়া সীমাসরহদ্দের মধ্যেতে বিক্রয়করণার্থে যাহারা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহারদিগ্‌কে যে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার নক্‌শা।

বাঙ্গলা কি ফসলী অমুক সালে অমুক স্থানেতে শরাব বিক্রয় করিবার পাট্টা নম্বর অমুক।

পাট্টার নক্‌শা।

আমি অমুক সাহেব অমুক জিলার কালেক্টর।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে তোমাকে অমুক স্থানে খুজরা শরাব বিক্রয় করিবার অর্থে দোকান নির্দ্দিষ্টকরণের কারণ নীচের বেওরা করিয়া লেখা শরৎ অর্থাৎ নিয়মক্রমে অনুমতি দিতেছি।

১ প্রথম নিয়ম এই যে।—ঐ দোকানেতে যত শরাব বিক্রয় হইবেক তাহা অমুক মোকামের সদর ভাটীখানাতে প্রস্তুত হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।—তুমি সরকারেতে প্রতিদিন এত টাকা টাক্স অর্থাৎ মাসুল দিবা ও বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অমুক সালেতে প্রতিদিন এত গালন শরাব সদর ভাটীখানাহইতে বাহির করিয়া লইতে পারিবা ইতি।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—যদি তুমি এত টাকা হারে মাসুল দেও তবে তুমি আপন দোকানের খরচের কারণ কিছু বেশী লইবার দরখাস্ত করিলে তাহা বাহির করিয়া লইতে পারিবা ইতি।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।— তোমাকে পরিমাণনিরূপণকরা শরাব সদর ভাটীখানা হইতে বাহির করিয়া লইতে পারিবার নিমিত্তে প্রতিমাসের ১ পহিলা তারিখে কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে এক পাস দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে।—মাসুল দিলে পর তোমাকে তোমার দরখাস্তমতে বেশী শরাবের এক পাস কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে।—যদি তুমি উপরের লিখিত সদর ভাটীখানাভিন্ন অন্যস্থানেতে প্রস্তুতহওয়া শরাব বিক্রয় করিতে কিম্বা পাসলওনবিনা কি নিরূপিত মাসুলদেওনবিনা ভাটীখানাহইতে শরাব বাহির করিতে উদ্যত হও তবে এমতে তোমার এ পাট্টা ফিরিয়া লওনের যোগ্য হইবেক ও তুমি বিনানুমতিতে বিক্রয়করণিয়াদিগের

 বিষয়ে

বিষয়ে যে সকল শাস্তি নির্ণয় হইয়াছে ও ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালে ১০ আইনে যে২ শাস্তি নিরূপিত আছে তাহার যোগ্য হইবা ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সন অমুক।

অমুক নম্বরইত্যাদিতে দাখিল হইল।

কালেক্টরসাহেবের দস্তখতের স্থান এই

২ নম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১০ দশম আইন।

২ নম্বর। পাসের নক্শা।

ভবানীপুরে দোকান। মুকুন্দ সৌ।

অমুক সনের অমুক মাসের প্রথম দিবসঅবধি করিয়া শেষ দিবসপর্য্যন্ত প্রতিদিন এত গালন শরাব ছাড়িয়া দিবা।

ভারের মোহর

কালেক্টরসাহেবের দস্তখতের স্থান।

পাস নম্বর অমুক। দোকান নম্বর অমুক।

এই স্থানে সিরিশ্তাদার কিম্বা আবকারী মহালের কোন প্রধান আমলা দস্তখৎ করিবেক এই পাসের পৃষ্ঠে সদর ভাটীখানার দারোগা প্রতিদিন বাহিরহওনের পরিমাণ ও তাহার সময়ের নিরূপণ লিখিয়া রাখিবেক ইতি।

৩ নম্বর। বেশী শরাবের পাসের নক্‌শা।

নম্বর অমুক।

ভবানীপুরেতে দোকান। মুকুন্দ সৌ।

নম্বর অমুক।

সিক্কা এত টাকা দাখিল করিয়াছে অদ্য অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখ এক গালন শরাব ছাড়িয়া দিবা ইতি।

ভারের মোহর

কালেকটরসাহেবের দস্তখতের স্থান।

এই স্থানে আবকারী মহালের সরদার আমলা আপন দস্তখৎ ও মোহর করিবেক।

৪ নম্বর।

৪ নম্বর।

যে ব্যক্তিরা সদর ভাটীখানার সরহদ্দের যে এক স্থানেতে শরাব প্রস্তুত করিতে ও সেই স্থানেতেই তাহা বিক্রয় করিতে অনুমতি রাখিবেক তাহারদিগকে যে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার নক্শা।

বাঙ্গালা কি ফসলী অমুক সালে অমুক মোকামে শরাব প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার পাট্টা নম্বর অমুক।

শ্রী অমুক প্রতি আগে।

অমুক জিলার কালেক্টরী ভার আমার প্রতি থাকনহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে আমার প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে তোমাকে অনুমতি দিতেছি যে তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে অমুক সনে অমুক সনের মুদ্দত ভরিয়া ভাটী করিয়া শরাব প্রস্তুত করিবা এবং নীচের লিখিত শরৎ অর্থাৎ নিয়ম এই পাট্টা বহাল থাকিবার কারণ জানিয়া তদনুসারে অতিসাবধানে কার্য্য করিবা ইতি।

১ প্রথম নিয়ম এই যে।—তুমি দররোজা এত টাকা করিয়া টাক্স অর্থাৎ মাসুল সরকারেতে দিবা।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।—সিক্কা আশী টাকার ওজনী সেরের পঞ্চাশ সের ধরে এমত কেবল এক ভাটীতে শরাব প্রস্তুত করিবা।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—তোমার ভাটীতে যত শরাব প্রস্তুত হইবেক তাহা যে ঘরেতে ভাটী থাকে সেই ঘরের সহিত লাগাওথাকা কেবল এক দোকানভিন্ন অন্য স্থানে বিক্রয় করিবা না।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।—তোমার দোকানহইতে একসের ওজনের বেশী কিছু শরাব বাহির করিতে দিবা না।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে। তোমার দোকানে চোর কিম্বা অন্য দুষ্ট ও হঙ্গামী লোকদিগের কাহাকেও স্থান দিবা না বরং যদি মন্দ প্রকরণের লোক কেহ তোমার দোকানে যাতায়াত করে তবে তাহার সমাচার আদালতের সাহেব কিম্বা পোলীসের যে কার্য্যকারক নিকটে থাকেন তাঁহার নিকটে দিবা।

৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে। শরাবের বদলে পোশাকী কাপড়ইত্যাদি কোন জিনিস লইবা না।

৭ সপ্তম নিয়ম এই যে। তুমি আপন দোকান সূর্য্য উদয়হওনের পূর্ব্বে খুলিবা না ও সূর্য্য অস্তহওনের পর খোলা রাখিবা না ও রাত্রিতে কাহাকেও আপন দোকানে স্থান দিবা না।

৮ অষ্টম

৮ অষ্টম নিয়ম এই যে।—সর্ব্বদা আপন দোকানের সদর দরওয়াজার উপর সেখানকার চলিত ভাষাতে এই কথা লিখিয়া এক নিশানী অর্থাৎ চিহ্ন দিয়া রাখিবা।

হুকুমমতে শরাব বিক্রয়কার।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি এই সকল নিয়মের কোন নিয়মের ব্যতিক্রমে কার্য্য করহ তবে এই পাট্টা বাতিল হইবেক ও সরকারের সমস্ত কার্য্যকারকেরদিগ্‌কে নিষেধ আছে যে ঐ মুদ্দতের মধ্যে ঐ ভাটীর বাবৎ আইনানুসারে যে মাসুল ইহার স্থানে লওয়া উপযুক্ত হয় তাহাভিন্ন আর কোন প্রকার মাল কিম্বা আবওয়াব কোন প্রকারে নিরূপণ কি তলব না করেন্ এবং যাবৎ এ ব্যক্তি উপরের লিখিত নিয়মের মত ও যে সকল আইন ইহার সহিত সম্পর্ক রাখে সেই সকল আইনমতে কার্য্য করে তাবৎ ইহার ব্যবসায়ের কার্য্য করিতে বারণ ও প্রতিবন্ধকতা না করেন্ ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সন অমুক।

অমুক নম্বরইত্যাদিতে
দাখিল হইল।

৫ নম্বর।

৫ নম্বর।—যাহারা সদর ভাটীখানার সরহদ্দের বাহিরের এক স্থানেতে শরাব প্রস্তুত করিতে ও অন্য স্থানেতে তাহা খুজরা বিক্রয় করিতে অনুমতি রাখিবেক তাহারদিগকে যে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার নক্‌শা।

বাঙ্গলা কি ফসলী অমুক সালে অমুক মোকামে শরাব প্রস্তুত করিবার নিমিত্তে এবং ঐ মিয়াদের মধ্যে অমুক মোকামেতে তাহা বিক্রয় করিবার পাট্টা নম্বর অমুক।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে আমার অমুক জিলার কালেক্টরী ভার থাকনহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে আমার প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতাক্রমে আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি যে তুমি অমুক পরগনার অমুক মোকামে অমুক সনে অমুক সনের মুদ্দৎ ভরিয়া ভাটী করিয়া শরাব প্রস্তুত করিবা এবং অনুমতি দিতেছি যে তুমি ঐ ভাটীতে প্রস্তুতহওয়া শরাব বাঙ্গলা কি ফসলী অমুক সালপর্য্যন্ত খুজরা বিক্রয়করণের কারণ অমুক মোকামেতে দোকান করিবা ও কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত শরৎ অর্থাৎ নিয়ম এই পাট্টা বহাল থাকনের কারণ জানিয়া তদনুসারে অতিসাবধানে কার্য্য করিবা।

১ প্রথম নিয়ম এই যে।—তুমি দররোজ এত টাকা করিয়া টাক্‌স অর্থাৎ মাসুল সরকারেতে দিবা।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।—তুমি কেবল অমুক মোকামেতে সিক্কা আশী টাকার ওজনী সেরের পঞ্চাশ সেরহইতে অধিক না ধরে এমত এক ভাটীতে শরাব প্রস্তুত করিবা।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—তোমার ভাটীতে যত শরাব প্রস্তুত হইবেক তাহা অমুক কস্‌বার কিম্বা অমুক গ্রামের এক দোকানব্যতিরেকে বিক্রয় করিবা না ও সে দোকানের স্থাননিরূপণ করিবা ও যে শরাব তুমি প্রস্তুত কর তাহা অন্য স্থানে বিনাপাট্টাতে বিক্রয় করিতে দিবা না।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।—তোমার দোকানহইতে এক সেরের বেশী কিছু শরাব কোন প্রকারে বাহির করিতে দিবা না।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে।—তোমার দোকানে চোর কিম্বা অন্য দুষ্ট ও হঙ্গামী লোকদিগের কাহাকেও স্থান দিবা না বরং যদি মন্দ প্রকরণের লোক কেহ তোমার দোকানে যাতায়াত করে তবে তাহার সমাচার আদালতের সাহেব কিম্বা পোলীসের কার্য্যকারক যিনি নিকটে থাকেন্ তাঁহার নিকটে দিবা।

৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে।—শরাবের বদলে পোশাকী কাপড়ইত্যাদি কোন জিনিস লইবা না।

৭ সপ্তম নিয়ম এই যে।— তুমি আপন দোকান সূর্য্য উদয়হওনের পূর্ব্বে খুলিবা

 না

না ও সূর্য্য অস্তহওনের পর খোলা রাখিবা না ও রাত্রে কাহাকেও আপন দোকানেতে স্থান দিবা না।

৮ অষ্টম নিয়ম এই যে।—সর্ব্বদা আপন দোকানের সদর দরওয়াজার উপর সেখানকার চলিত ভাষাতে এই কথা লিখিয়া এক নিশানী অর্থাৎ চিহ্ন দিয়া রাখিবা।

হুকুমমতে শরাব বিক্রয়কার।

জানা কর্ত্তব্য যে যদি এই সকল নিয়মের কোন নিয়মের ব্যতিক্রমে কার্য্য করহ তবে এ পাট্টা বাতিল হইবেক সরকারের সমস্ত কার্য্যকারকদিগকে নিষেধ আছে যে ঐ মুদ্দতের মধ্যে ঐ ভাটীর বাবৎ আইনানুসারে যে মাসুল ইহার স্থানে লওয়া উপযুক্ত হয় তাহাছাড়া আর কোন প্রকার মাসুল কি আবওয়াব কোনহপ্রকারে নিরূপণ কি তলব না করেন্ এবং যাবৎ এ ব্যক্তি উপরের লিখিত নিয়মমতে ও যে সকল আইন ইহার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার মতে কার্য্য করে তাবৎ ইহার পেশা অর্থাৎ ব্যবসায়ের কার্য্য করিতে বারণ ও প্রতিবন্ধকতা না করেন্ ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সন অমুক।

অমুক নম্বরইত্যাদিতে
দাখিল হইল।

৬ নম্বর।

৬ নম্বর।

যাহারা তাড়ী ও পচুই ও আফীমসহিত মাদক সামগ্রী বিক্রয় করিতে অনুমতি রাখিবেক তাহারদিগ্‌কে যে পাট্টা দেওয়া যাইবেক তাহার নক্‌শা।

বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অমুক সালেতে অমুক মোকামে অমুক২ সামগ্রী বিক্রয় করিবার পাট্টা নম্বর অমুক।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে অমুক জিলার কালেক্টরী ভার আমার প্রতি থাকনহেতুক শ্রীযুত নওয়াব গবর্‌নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরহইতে আমার প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তদনুসারে তোমাকে অনুমতি দিতেছি যে তুমি বাঙ্গলা কিম্বা ফসলী অমুক সালেতে অমুক পরগনার মধ্যের অমুক শহর কি কস্‌বা কি গ্রামেতে অমুক২ সামগ্রী বিক্রয়করণের কারণ দোকান নির্দ্দিষ্ট করিবা এবং কর্ত্তব্য যে নীচের লিখিত শরৎ অর্থাৎ নিয়ম এই পাট্টা বহালথাকনের হেতু জ্ঞান করিয়া তদনুসারে অতিসাবধানে কার্য্য করিবা।

১ প্রথম নিয়ম এই যে।—তুমি দর্‌রোজা এত টাকা করিয়া টাক্স অর্থাৎ মামুল সরকারেতে দিবা।

২ দ্বিতীয় নিয়ম এই যে।—তুমি যে দোকানের পাট্টা লইযাছ কেবল সেই দোকানে মাদক দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিবা ও কোন প্রকারে ঐ শহর কি কস্‌বা কি গ্রামের সীমাসরহদ্দের বাহিরে মাদক সামগ্রী বিক্রয় করিবা না ও অন্য পাট্টা না লইয়া ঐ সরহদ্দের মধ্যে আর দোকান করিবা না।

৩ তৃতীয় নিয়ম এই যে।—যথাসাধ্য ও শক্তিতে মাদক সামগ্রী অধিক সেবনের ও জুওয়া খেলার ও হঙ্গামার নিবারণ করিবা।

৪ চতুর্থ নিয়ম এই যে।—চোর ও হঙ্গামী লোকদিগ্‌কে আপন দোকানে যাইতে দিবা না বরং যাহাকে বদমাইশ বোধ হয় ও তোমার দোকানে সে যাতায়াত করে তবে তাহার সমাচার মাজিস্ট্রেট্‌সাহেব কিম্বা পোলীসের আমলা যিনি নিকটে থাকেন্ তাঁহার নিকটে দিবা।

৫ পঞ্চম নিয়ম এই যে।—মাদক দ্রব্যসামগ্রীর বদলে পোশাকী কাপড়ওগয়রহ কোন জিনিস লইবা না।

৬ ষষ্ঠ নিয়ম এই যে।—তুমি আপন দোকান সূর্য্য উদয়হওনের পূর্ব্বে খুলিবা না ও অস্তহওনের পর খোলা রাখিবা না ও রাত্রে কাহাকেও আপন দোকানে স্থান দিবা না।

৭ সপ্তম নিয়ম এই যে।—সর্ব্বদা আপন দোকানের সদর দরওয়াজার উপর সেখানকার চলিত ভাষাতে এই কথা লিখিয়া এক নিশানী অর্থাৎ চিহ্ন দিয়া রাখিবা।

হুকুমেতে

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১০ দশম আইন।

হুকুমমতে মাদক দ্রব্য বিক্রয়কার।

এই সকল নিয়মের কোন্ নিয়মের ব্যতিক্রমে কার্য্য করিলে এ পাট্টা বাতিল হইবেক সরকারের সমস্ত কার্য্যকারককে নিষেধ আছে যে ঐ মুদ্দতের মধ্যেতে ঐ দোকানের বাবত মোকররী মাসুলছাড়া কিছু মাসুল কিম্বা আবওয়াব কোন প্রকারে ইহার উপর মোকররী না করেন্ ও না লন এবং যাবৎ এ ব্যক্তি উপরের লিখিত নিয়মের মতে কার্য্য করে ও যে সকল আইন ইহার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে দৃষ্টি রাখে তাবৎ ইহার পেশার কার্য্য করিতে বারণ ও বাধা না করেন্ ইতি তারিখ অমুক মাস অমুক সন অমুক।

VOL. V. 358.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১১ একাদশ আইন।

মুশাহেরা কি তনখা দেওয়া যাওনের বিষয়ে যে২ দাঁড়া ও মুশাহেরাআদি লওনের অর্থে যে সকল অসঙ্গত ও কুকর্ম্ম হইয়াছে তাহা মৌকুফহওনের বিষয়ে যে২ দাঁড়া ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ২৮ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ১৪ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২০ সালের ১৫ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২০ সালের ১৬ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ২ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ১ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এমত বোধ হইতেছে যে মুশাহেরা কি তনখা লওনের বিষয়ে অনেক অসঙ্গত ও অনুপযুক্ত কর্ম্ম হইয়াছে ও হইতেছে ও এ নিমিত্তে প্রতি বৎসর সরকারের অনেক ক্ষতি হইতেছে ও যে সকল কর্ম্মকরণেতে ভারি শাস্তি হয় কোন২ লোকেরা এমত কর্ম্মকরণদ্বারা লাভ করিতেছে ও সর্ব্বপ্রকারেতে উচিত বোধ হইল যে উপরের লিখিত দৌরাত্ম্য ও দুষ্টতা আর না হইতে পায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ সকল দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের অক্তোবর মাসের ১ তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

মুশাহেরাদারেরা যে প্রকারে তাহা পাওনের স্বত্ব রাখে ইহা তহকীক না হওয়াপর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মুশাহেরাইত্যাদি ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১ অক্তোবরহইতে দেওয়া মৌকুফ হইবার কথা।

এখনপর্য্যন্ত যে সকল লোকেরা মুশাহেরা কি তনখা পাইয়া আসিয়াছে তাহারা যে নামে মুশাহেরা কি তনখা মোকরর হইয়াছে সেই২ ব্যক্তি বটে ও যে মুশাহেরা কি তনখা এপর্য্যন্ত তাহারা পাইয়া আসিয়াছে আইনানুসারে তাহা পাওনের যোগ্য ব্যক্তি বোধ হইয়াছে কিম্বা ঐ মুশাহেরাআদি উত্তরাধিকারিতাক্রমে পাইতে পারে ইহা মঞ্জুর রাখা গিয়াছে এ কথা যাবৎ ঐ সকল লোকেরা যে২ জিলার মধ্যে তাহারদিগের নিবাস হয় সেই২ জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে এপ্রকার প্রমাণ না করে যে তাহাতে ঐ কালেক্টরসাহেবের দ্বারা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের খাতিরজমা হয় তাবৎ কালপর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত মুশাহেরা কি তনখা দেওয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১ অক্তোবরহইতে মৌকুফ হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এ দাঁড়া কেবল নীচের বেওরা করিয়া লেখা প্রকারের মুশাহেরা কি তনখার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

এ দাঁড়া যে প্রকার মুশাহেরাআদির সহিত সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

তফসীল।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১১ একাদশ আইন।

তফসীল।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৩৪ আইন ও ১৮০৫ সালের ১২ আইনের ৩০ ধারার ও ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের নিরূপিত মুশাহেরা কি তনখাসকল।

হিন্দুস্থানদেশীয় যে সকল লোকেরা পূর্ব্বে সরকারের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিল তাহারদিগের খোরোপোশ অর্থাৎ অন্নাচ্ছাদনের নিমিত্তে যে সকল মুশাহেরাআদি দেওয়া গিয়াছে।

যে সকল মুশাহেরাআদি পূর্ব্বে আদালত ও কমর্স্যাল ডিপার্টমেণ্টহইতে দেওয়া যাইত ও কতক দিনহইতে তাহা দেওনের নিমিত্তে কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি হুকুম হইয়াছে।

যে প্রকার মশাহেরাআদির সহিত ঐ দাঁড়ার সম্পর্ক থাকিবেক না তাহার কথা।

কিন্তু যে সকল সালিয়ানা ও মুশাহেরাইত্যাদি যে কোন করারনামা অর্থাৎ নিয়মপত্র এক্ষণে জারী আছে তদনুসারে কি পোলিটিকেল ও মিলিটরী ডিপার্টমেণ্ট সকলেতে যে সকল উপায় হইয়াছে তদনুসারে মোকরর হইয়াছে তাহার সহিত ঐ দাঁড়ার সম্পর্ক নাহি।

৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেবেরা লোকদিগের ইসমনবিসীর বহী প্রস্তুত করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—প্রতিজিলার কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের নিরূপিত মতে মুশাহেরাইত্যাদি ফর্দ্দ দুরস্তকরণের সময়ে যেং ব্যক্তি এখনপর্য্যন্ত যে মুশাহেরাইত্যাদি পাইয়া আসিয়াছে তাহা বহালহওনের যোগ্য বোধ হয় সেই সকল ব্যক্তির ইসমনবিসীর নিমিত্তে একাচক বহী নিরূপণ করেন্ ও যে প্রকারেতে ব্যক্তিদিগের নিরূপণ স্থির ভালমতে হয় ও বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরহইতে যে প্রকার নিদর্শন পান্ সেই প্রকারে ঐ বহী প্রস্তুত করেন্ ইতি।

কোন মুশাহেরাআদি সরকারেতে থাকিলে কি অন্য প্রকার হইলে কালেক্টরসাহেবেরা বহী দুরস্ত করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সময়ে কোন মুশাহেরা কি তনখা সম্যক কি তাহার কতক দেওয়া রহিত হইয়া সরকারে থাকে কিম্বা এক্ষণে যে সকল লোকেরা মুশাহেরা কি তনখা পাইতেছে সে সকল লোকভিন্ন অন্য ব্যক্তিরা যে সময়ে উত্তরাধিকারিত্বক্রমে মুশাহেরাআদি পাওনের যোগ্য বোধ হয় তখন ঐ বহী অতিসাবধানে দুরস্ত করেন্ ইতি।

৪ ধারা।

সালিয়ানা পঞ্চাশ টাকার অধিক সংখ্যার মুশাহেরাআদি এ ধারার লিখিত ধারাসকলের নিরূপিত মতে দেওয়া যাইবার কথা।

যে মুশাহেরা কিম্বা তনখা সালিয়ানা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক হয় তাহা সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে ও দত্ত ও জয়করা দেশেতে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ১৪ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ১৩ ধারার নিরূপিত মতে দেওয়া যাইবেক কিন্তু লোকদিগের আসান ও সুগমের নিমিত্তে যেং মুশাহেরা

কি তনখা বহাল থাকে তাহা যে ব্যক্তি পাইতে পারে সে দরখাস্ত করিলে পর যদি সর কারের কিছু ক্ষতি ও হানি না হয় তবে জিলা ফেরফার করিয়া দেওয়াযাইবেক ইতি।

বহালথাকা মুশাহেরা আদি জিলা ফেরফার করিয়া দেওয়া যাইবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৪ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৪ আইনের ১৪ ও ১৫ ধারা এই আইনানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

এই ধারার লিখিত ধারা সকল এই আইনানুসারে রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে মুশাহেরা কি তনখা সালিয়ানা পঞ্চাশ টাকাহইতে অধিক সংখ্যার না হয় এমত মুশাহেরা কি তনখা পাওনের যোগ্য যে ব্যক্তিরা হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসর একবার এতাবতা প্রথম তিন মাসের বাবৎ মুশাহেরা ইত্যাদির টাকা দেওয়া যাওনের সময়ে কালেক্টরী কাছারীতে হাজির হয় যে এই আইনের ৩ ধারার ১ প্রথম প্রকরণের লিখনানুসারে যে ইসমনবিসীর বহী নিরূপণ করিতে হুকুম হইয়াছে তাহার দৃষ্টে এবং এমত মুশাহেরাইত্যাদি লওনের বিষয়ে প্রবঞ্চনা ও দাগাবাজী না হইতে পারিবার নিমিত্তে কালেক্টরসাহেব আর যে২ সন্ধান ও অনুসন্ধান করা উচিত বুঝেন্ তদনুসারে ঐ সকল ব্যক্তিদিগের নিরূপণ ও ঠাহর হয় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সম্যকপ্রকার সন্ধান ও অনুসন্ধান ও যথার্থ তহকীক ও তদনুক্রমে যদি কালেক্টরসাহেবের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে মুশাহেরা কি তনখাদারেরা ব্যাধি কি দৌর্ব্বল্যপ্রযুক্ত হাজির হইতে অশক্ত কিম্বা অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীলোক হয় যাহারা দেশের রীতিমতে প্রায় সর্ব্বদা বাহিরে আইসে না এমতে প্রথম তিন মাসের বাবৎ মুশাহেরা কি তনখার টাকা তাহা লওনের নিমিত্তে যে ব্যক্তি এ প্রকার মুশাহেরা কি তনখাদারদিগের তরফহইতে মোখ্তার মোকরর হইয়া আইসে তাহাকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

মুশাহেরাদারইত্যাদিরা প্রতিবৎসর একবার প্রথম তিনমাসের মুশাহেরার টাকা দেওয়া যাওনের সময়ে কালেক্টরী কাছারীতে ব্যক্তি নিরূপণহওনের নিমিত্তে হাজির হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বৎসরের বাকী নয় মাসের মুশাহেরা কি তনখার টাকা কালেক্টরী সিরিশ্তার নিযুক্ত যে কোন আমলাকে কালেক্টরসাহেব এই কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে নিযুক্তকরা উচিত বুঝেন্ তাহার মারফত দেওয়া যাইবেক ও সে আমলার কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক মুশাহেরা কি তনখাদারদিগের বাটীতে গিয়া ইহা তহকীক করিয়া জ্ঞাত হয় যে ইসমনবিসীর বহীতে যে মুশাহেরা কি তনখাদারদিগের নাম লেখা আছে তাহারা জীবদ্দশাতে আছে কি না কি যে সকল ব্যক্তিরা মুশাহেরা কি তনখার দরখাস্ত করে প্রকৃতার্থে তাহারা মুশাহেরাআদি পাওনের হকদার সেই২ ব্যক্তি বটে কি না। এবং তাহার কর্ত্তব্য যে যে মুশাহেরা কি তনখা নিঃসন্দেহ পাওনের যোগ্য হয় কেবল সেই মুশাহেরা কি তনখা দেয় আর যাহাতে কিছু সন্দেহ হয় তাহা কালেক্টরসাহেবের হুকুমের অপেক্ষায় রাখিবেক এবং যে কর্ম্মের ভার তাহার প্রতি হইয়াছে তাহা নির্ব্বাহকরণেতে যাহা২ করে তাহা কালেক্টরসাহেবের হজুরে জ্ঞাত করাইবেক ইতি।

বৎসরের বাকী নয় মাসের মুশাহেরার টাকা যে আমলাকে কালেক্টরসাহেব এ কর্ম্মে নিযুক্ত করেন্ তাহার মারফত দেওয়া যাইবার কথা।

৬ ধারা।

৬ ধারা।

কোন ব্যক্তি কোন মুশাহেরাআদি দাগাবাজী করিয়া অনর্থক লইতেছে ইহা কেহ প্রমাণ করিলে যত ইনাম পাইবেক তাহার কথা।

এই আইনের হেতুবাদের লিখিত যে দুষ্টতা ও অসঙ্গতাচরণ মুশাহেরা লওনের বিষয়েতে হইয়াছে তাহার গতিক ও প্রকার যথার্থরূপে স্পষ্ট হয় ও তাহা আর না হইতে পায় এ কারণ হুকুম হইতেছে যে কালেক্টরসাহেবের দ্বারা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে যে কোন ব্যক্তিতে ঐ বোর্ডের সাহেবদিগের বিশ্বাস হয় এমতে এ কথা প্রমাণ করে যে কোন ব্যক্তি দাগাবাজী ও প্রবঞ্চনা করিয়া কোন মুশাহেরা কি তনখা অনর্থক লইয়া আপন মুনাফা করিতেছে সে ব্যক্তিকে সেই মুশাহেরা কি তনখার ছয় মাসেতে যত টাকা হয় তত টাকা ইনাম দেওয়া যাইবেক ইতি।

VOL. V. 362.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
J. C. C. SUTHERLAND,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

সরকারী মামুল ও পরমিটের মামুলতহসীলের বিষয়ে পূর্ব্বে যে সকল আইন চলন হইয়াছে তাহার কোনং হুকুম শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ৩০ সেপ্তম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ১৬ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২০ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ১৭ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ৬ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ৪ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১৯ আইনের ৩ ও ৪ ধারাতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে গাজীপুর ও মীরজাপুর মোকামেতে পঞ্চোত্তরার যেং কাছারী মোকরর আছে তাহা শহর বারাণসের সম্পর্কীয় সরকারী মামুল ও পরমিটের মামুলের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার তাবে হইবেক কিন্তু উচিত ও উত্তম বুঝা গেল যে বারাণসের পঞ্চোত্তরার সদর কাছারী মীরজাপুর মোকামে মোকরর হয় এবং উচিত বোধ হইল যে কলিকাতাশহরহইতে যে তেবর অর্থাৎ নানাপ্রকার রূপা ও সোণা ইউরোপে কি আমেরিকাতে রওয়ানা হয় তাহার উপর মামুল লওয়া যায় এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি তাহা জারী ও চলন হয় ইতি। — হেতুবাদ

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—বারাণসের সরকারী মামুল ও পরমিটের মামুলতহসীলের নিমিত্তে পঞ্চোত্তরার সদর কাছারী এই আইনের তারিখঅবধি মীরজাপুর মোকামে স্থাপিত হইবেক ইতি। — মীরজাপুরে পঞ্চোত্তরার সদর কাছারী মোকরর হওনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের উক্ত কাছারীর তাবে পঞ্চোত্তরার আর এক কাছারী সরকারী মামুল ও পরমিটের মামুলতহসীলের নিমিত্তে বারাণসশহরেতে স্থাপিত হইবেক ও ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ ও ১০ আইনের ও ১৮১২ সালের ১৯ আইনের নির্দ্ধারিত হুকুমমতে শহর বারাণসের মামুলের কালেক্টরসাহেবের এখনপর্য্যন্ত যেমত ক্ষমতা আছে সেই মতে শহর বারাণস ও মোকাম গাজীপুরের সরকারী মামুল ও পরমিটের মামুলের কালেক্টরের নায়েবসাহেবেরা মীরজাপুর মোকামের সরকারী মামুলের ও পরমিটের মামুলের কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতার তাবে হইবেন ইতি। — বারাণস শহরে আর এক পঞ্চোত্তরার কাছারী মোকরর হইবার কথা বারাণস ও গাজীপুরের মামুলের কালেক্টরের নায়েবসাহেবেরা মীরজাপুরের মামুলের কালেক্টরসাহেবের তাবে হইবার কথা।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

৩ ধারা।

ইউরোপ ও আমেরিকাতে রওয়ানা হইবার নানাপ্রকার রূপা ও সোণা প্রভৃতি মাসুলানরূপণের কথা।

যেং স্থানছাড়া তাহার কথা।

নানাপ্রকার তেবর অর্থাৎ নানাপ্রকার রূপা ও সোণা জরবকরা কি না করাই বা হউক শহর কলিকাতা কি চট্টগ্রাম কিম্বা বালেশ্বরহইতে ইউরোপ কি আমেরিকাতে রওয়ানা হইতে হইলে তাহার উপর মাসুল লওয়া যাইবেক ও ঐ মাসুলের হার এই যে যদি ঐ রূপা কি সোণা ইঙ্গরেজের জাহাজে বোঝাই হইয়া রওয়ানা হয় তবে শতকরা ৩ তিন টাকা হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবেক আর যদি অন্য দেশের জাহাজেতে যায় তবে তাহার মাসুল শতকরা ৬ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইতেছে কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জরবকরা কি না করা সোণা ও রূপা ইউরোপ ও আমেরিকাভিন্ন অন্য কোন মোকামে রওয়ানা হইতে হইলে তাহার উপর মাসুল লইতে পারিবার অর্থে এই আইনে কি পূর্ব্বের চলিত কোন আইনে কোন হুকুম লেখা নাহি ইতি।

Vol. V. 364.

সমাপ্ত।

A True Translation,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১৩ ত্রয়োদশ আইন।

শহর ঢাকা ও পাটনা ও মুরশিদাবাদেতে পোলীসের চৌকীদার নিযুক্ত করিবার ও তাহারদিগের মাহিয়ানা নিরূপণকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ২ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ১৮ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২২ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ১৯ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ৮ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ৬ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ঢাকা ও পাটনা ও মুরশিদাবাদশহরেতে পোলীসের আমলা প্রকৃতপ্রস্তাবে নিযুক্তহওনের নিমিত্তে উচিত যে পোলীসের আমলালোকের সহকারিতার্থে যত জন উচিত হয় চৌকীদার নিযুক্তকরণের ও তাহারদিগের মাহিয়ানা নিরূপণকরণের বিষয়ে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় ও উচিত ও ন্যায্য এই যে যে সকল লোকদিগের হিত ও রক্ষণাবেক্ষণার্থে এমত চৌকীদার নিযুক্ত হয় ও সেই লোকদিগের প্রতি ঐ চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা দিবার ভার থাকে এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ২ দাঁড়া এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি উপরের লিখিত শহর সকলে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

শহর ঢাকা ও পাটনা ও মুরশিদাবাদে যাহারদিগের তরফহইতে চৌকীদার নিরূপণ হইবেক ও মাহিয়ানা দেওয়ান যাইবেক তাহার কথা।

ঢাকা ও পাটনা ও মুরশিদাবাদশহরেতে পোলীসের আমলালোকের সহকারিতার কারণ যত চৌকীদার নিযুক্তকরা আবশ্যক বোধ হয় যে সকল লোকদিগের হিত ও রক্ষণাবেক্ষণার্থে এমত চৌকীদার বেশী করা কর্ত্তব্য হয় সেই সকল লোকেরদিগহইতে ঐ সকল চৌকীদার নিরূপণ ও নিযুক্ত করাণ যাইবেক ও তাহারদিগের মাহিয়ানা দেওয়ান যাইবেক ও এই ধারানুসারে হুকুম হইল যে এপ্রকার চৌকীদারলোকের মাহিয়ানা এই আইনের নীচের বেওরাকরা হুকুম ও বিশেষ লিখনমতে উপরের উক্ত লোকদিগহইতে দেওয়ান যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

মহল্লাসকলের ফর্দ্দ প্রস্তুত হইবার কথা।

এই আইন পঁহুছিলে পর ঐ সকল শহরের মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল শহরের যে২ মহল্লাতে উপরের লিখিত আশয়ের দৃষ্টে চৌকীদার নিযুক্ত

করা তাঁহারদিগের বিবেচনায় আবশ্যক বোধ হয় সে সকল মহল্লার ফর্দ্দ প্রস্তুত করান্ ও উপরের উক্ত ঐ ফর্দ্দ প্রস্তুত হইলে পর মাজিস্ট্রেটসাহেব বিবরণ করিয়া যে প্রকার লেখা যাইবেক সেই প্রকারে যত জন উচিত হয় চৌকীদার নিযুক্ত করান্ কিন্তু যে কোন মহল্লাতে তথাকার বসিয়া লোকদিগের নির্ধনতা কি বসতির অল্পতাহেতুক চৌকীদার নিযুক্তকরা আবশ্যক বোধ না হয় সে মহল্লা ঐ ফর্দ্দের মধ্যে লেখাইবেন না ইতি।

৪ ধারা।

চৌকীদারেরা আপনং মাহিয়ানা নগদ পাইবার কথা।

এই দাঁড়ার হুকুমানুসারে যে চৌকীদার নিযুক্ত হইবেক সে কেবল নগদ টাকা বেতন পাইবেক ও মাজিস্ট্রেটসাহেব মাহিয়ানার যে সংখ্যানিরূপণ করিবেন ও মাসে তিন টাকাহইতে কম না হয় সেই মাহিয়ানা পাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

চৌকীদারলোকের সংখ্যানিরূপণ যাহার ক্ষমতানুসারে হইবেক তাহার কথা।

ঐ সকল শহরের প্রতিমহল্লাতে যেং চৌকীদার নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের সংখ্যানিরূপণ মাজিস্ট্রেটসাহেবের ক্ষমতাক্রমে সেইং মহল্লার বসিয়া লোকদিগের স্পষ্ট কি জ্ঞাতহওয়া ভাবগতিকের দৃষ্টে হইবেক কিন্তু লোকেরা বাস করিতে থাকে এমত পঞ্চাশং দোকান কিম্বা বাটী প্রতি দুই জন চৌকীদারের বেশী নিযুক্ত হইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

চৌকীদারদিগের মাহিয়ানাদেওনের নিমিত্তে যে হারে তহসীল হইবেক তাহার কথা।

প্রতিমহল্লার বসিয়া লোকদিগের স্থানে তাহারদিগের চৌকীদারদিগের মাহিয়ানা দেওয়া যাওনের নিমিত্তে প্রতিমাসে যাহা তহসীল হইবেক তাহার হার বাটীর কিম্বা দোকানের প্রত্যেক মালিকের স্থানে ও তাহারা উপস্থিত না থাকিলে সেই দোকানে কিম্বা বাটীতে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা থাকে তাহারদিগের স্থানে প্রতিমাসে ৵০ দুই আনা হিসাবহইতে অধিক হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

এই আইনের যে হুকুম চৌকীদার নিযুক্তকরণ ও তাহারদিগের মাহিয়ানাদেওনেতে সম্পর্ক রাখে তাহার নিমিত্তে লোকেরা নিযুক্ত হইবার কথা।

এই আইনের ৩ ধারার নিরূপিত ফর্দ্দ দুরস্ত হইলে পর ঐ সকল শহরের মাজিস্ট্রেটসাহেব ঐ সকল শহরের যেং মহল্লাতে চৌকীদার মোকরর করা আবশ্যক বোধ হয় তাহার প্রত্যেক মহল্লার বসিয়া ভারিং মহাজন ও আরং ধনবান বাটীওয়ালাদিগের যত জন উচিত হয় তাহারদিগকে আনাইয়া হুকুম করিবেন যে তোমরা পনের দিনের অধিক না হয় এমত মিয়াদের মধ্যে মাতব্বর কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে এতাবতা যে কিম্বা যাহারা ঐ মহল্লার বাটীওয়ালাদিগের মধ্যে ধনবান হয় তাহাকে কি তাহারদিগকে নির্দ্দিষ্ট করহ যে সে কিম্বা তাহারা এই আইনের যেং

হুকুম

হুকুম যেং চৌকীদার রাখা যাইবেক তাহারদিগের নিরূপণ ও নিযুক্তকরণের ও তা হারদিগের মাহিয়ানাদেওনের ও তাহারদিগের মাহিয়ানা তহসীলকরণের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেই সকল হুকুমমতে কার্য্য করে কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই কর্ম্ম নির্ব্বাহ করণেতে যে কএক জন একত্র হয় চারি জনের অধিক হইবেক না ইতি।

৮ ধারা।

কোন ব্যক্তিকে বাকীদার বোধ হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যেহেতুক এই আইনের শেষের লিখিত সনন্দের অষ্টম দাঁড়াতে এমত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইযাছে যে যদি কোন ব্যক্তি আপন যে হিস্যা তাহার শিরে ওয়াজিবী দেনা হয় তাহা না দেয় কি দিতে না চাহে তবে এমত বাকীদার ব্যক্তিকে কোন চৌকীদারের হাওয়ালে করিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক অতএব এই ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে সকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিয়া সে মোকদ্দমার তজবীজ করেন্ ও বাকীদার ও চৌকীদারের স্থানে জিজ্ঞাসা করিয়া ও সে মোকদ্দমাতে আর যেং তহকীক করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ ও সেই নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইয়া জারী হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

বাকীদারের স্থানে বাকী টাকা উসুলহওনের মতের কথা।

উপরের ধারার নিরূপিত সরাসরী বিচারানুসারে যদি মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের এমত নিশ্চয় বোধ হয় যে যাহার প্রতি বাকীদারীর অনুমান হইয়াছে তাহার শিরে কিছু টাকা ওয়াজিবী বাকী থাকে তবে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা নিরূপিত সনন্দ রাখে তাহার কি তাহারদিগের নামে বাকীদারের যে আন্দাজ দ্রব্যের মূল্যেতে বাকী উসুল হইতে পারে তাহা ক্রোক্ ও বিক্রয় করিয়া বাকী উসুলকরণের অর্থে পরওয়ানা দেন্ কিন্তু দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যাহা ফাজীল হয় তাহা বাকীদারকে দেওয়া যাইবেক ও সর্ব্বপ্রকারেতে যথাসাধ্য স্পষ্ট ও ব্যক্তরূপে সে বিক্রয় হইবেক ও বিক্রয়ের পূর্ব্বে এক দিবসে সেই মহল্লাতে ঢোল বাজাইয়া ঢেঁড়রা দেওয়া যাইবেক ও সেখানকার পোলীসের দারোগার কর্ত্তব্য যে ক্রোকী দ্রব্য ক্রোক্ ও বিক্রয় করিতে কেহ মোজাহিম অর্থাৎ প্রতিবন্ধক হইলে তাহার নিবারণে যথোচিত সহকারিতা করে কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি বাকীদার দ্রব্যবিক্রয়ের পূর্ব্বে বাকী টাকা দেয় তবে এমতে সর্ব্বদা বাকীদারের জিনিস ক্রোক্ হইতে ছাড়াইয়া তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

সনন্দরাখণিয়া লোকদিগকে অসঙ্গত তলব না হইবার কথা।

মাতবর লোকদিগকে এই আইনানুসারে দেওয়া কর্ম্ম তাহারা স্বীকার করিতে সম্মতহওনের কারণ এবং ঐ সকল লোককে আদালতে অন্যায় তলবহওনেতে সুতরাং সকল পক্ষে যে হানি হইতে পারে তাহা না হইতে পারিবার নিমিত্তে হুকুম হইতেছে

হইতেছে যে যে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ১৬ ধারার হুকুমমতে সনন্দ রাখে এই আইনানুসারে তাহার কি তাহারদিগের নামে কোন নালিশ হইলে যাবৎ বিশিষ্টরূপে ইহা বোধ না হয় যে এমত ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা উপরের দাঁড়ার অনুসারে তাহার কি তাহারদিগের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে সে মতে কর্ম্ম করিতে ব্যতিক্রম করিয়াছে তাবৎ মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের হজুরে তাহার কি তাহারদিগের তলব হইবেকনা ইতি।

১১ ধারা।

এই আইনানুসারে সনন্দ রদ করিতে শহরসকলের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

এই ধারানুসারে ঐ সকল শহরের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের এমত ক্ষমতা আছে যে এই আইনানুসারে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে সনন্দ দেওয়া গিয়াছে তাহার কি তাহারদিগের কোন প্রকার তাচ্ছল্য কি আলগী কিম্বা কুব্যবহারপ্রযুক্ত কোন সনন্দ রদ করা তাঁহারদিগের বিবেচনায় আবশ্যক বোধ হইলে তাহা রদ করিবেন ও এ ক্ষমতাও আছে যে ঐ সনন্দের লিখিত কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণার্থে অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে নিযুক্ত করেন্ ইতি।

১২ ধারা।

কোন মহল্লার বসিয়া লোকেরা আপনারদিগের চৌকীদার নিযুক্ত না করিলে ও তাহারদিগের মাহিয়ানা না দিলে চৌকীদার নিযুক্ত হইবার ও মাহিয়ানা দেওয়া যাইবার মতের কথা।

কোন মহল্লার বসিয়া লোকেরা এই আইনের নির্দ্ধারিতমতে যদি চৌকীদার নিযুক্ত না করে কি তাহারদিগের মাহিয়ানা তহশীলকরণের ও তাহা দিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে নির্দ্দিষ্ট না করে কিম্বা যে ব্যক্তি কি যাহারা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহারা অর্পণকরা কর্ম্ম যদি স্বীকার করিতে না চাহে তবে এমতে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে রসদবন্দী অর্থাৎ মাথোটের ধার্য্য করেন্ ও থানাদার দারোগা কিম্বা শহর কোতওয়ালের দ্বারা ৪ ও ৫ ও ৬ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়া ও বিশেষ লিখনানুসারে যত জন উচিত হয় চৌকীদার নিযুক্ত করেন্ এবং সনন্দের ৮ অষ্টম দাঁড়ার নির্দ্ধারিতমতে চৌকীদারদিগের মাহিয়ানার টাকা তহশীল করান্ কিন্তু এই আইনের ফলোদয়হওনের নিমিত্তে এপ্রকার উপায়করণের আবশ্যক হওনবিনা মাজিষ্ট্রেট্সাহেব এমত আচরণ করিবেন না এবং ঐ মহল্লার বসিয়া লোকেরা এই আইনানুসারে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হাত দিবার আবশ্যকতা না হইলে করণের মতে চৌকীদার নিযুক্তকরণের ও তাহারদিগের মাহিয়ানা দেওনে আপনারদিগের সম্মতি লিখিয়া দিলে ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেব ঐ ক্ষমতামতাচরণ করাতে ক্ষান্ত হইবেন্ ইতি।

১৩ ধারা।

অসমান হিস্যা নিরূপণহওনেতে কোন ব্য

সনন্দের নির্দ্ধারিত ৫ পঞ্চম দাঁড়ানুসারে যে রসদবন্দী অর্থাৎ মাথোটের ধার্য্য হয় তাহাতে কোন ব্যক্তি যদি আপনাকে দৌরাত্ম্যগ্রস্ত বোধ করে কিম্বা তাহার

শিরে

শিরে যে হিস্যা তাহরে তাহা দিতে নিতান্ত অশক্ত হয় তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে আপনার অসম্মতি ও দৌরাত্ম্যগ্রস্তহওনের হেতুসকলের সহিত ইষ্টাম্পকাগজে দরখাস্ত লিখিয়া মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হজুরে আপীল করে ও মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে ব্যক্তি আপন দরখাস্তের লিখিত কথার সত্যতার বিষয়ে হলফ অর্থাৎ দিব্য করিলে পরে যে তহকীক করা আবশ্যক বুঝেন্ তাহা করিয়া রসদবন্দী অর্থাৎ মাথোটের হার শুধরিয়া দেওয়া কিম্বা আর কোন উপায়করা যাহা ন্যায়মতে তাঁহার বিবেচনায় উচিত বোধ হয় তাহা করেন ও এমত দরখাস্তে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইয়া জারী হইবেক ইতি।

ক্তির আপনাকে দৌরাত্ম্যগ্রস্ত জ্ঞান করিলে তাহারদিগের উপায়হওনের মতের কথা।

১৪ ধারা।

যে সকল চৌকীদার এই আইনানুসারে নিযুক্ত হয় তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ মহল্লার বাসিন্দা লোকদিগের শরীর ও দ্রব্যজাতের নেঘাবানী ও রক্ষণাবেক্ষণ সর্ব্বদা করে এবং কর্ত্তব্য যে কোন ব্যক্তিকে খুন অর্থাৎ বধ কি ডাকাইতী করিতে কি রাহাজানী অর্থাৎ বাটপাড়ী করিতে কিম্বা সিন্ধ দিতে অথবা চুরী করিতে কিম্বা বড় হঙ্গামা করিতে প্রবৃত্তহওনের সময়ে পাওয়া গেলে তাহাকে কিম্বা যাহার পিছে২ লোকেরা শোর গোল করিয়া যায় তাহাকে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ মহল্লার দারোগা কি শহর কোতওয়াল ইহার যাহার হুকুমের তাবে তাহারা হয় তাহার নিকটে পঁহুছাইয়া দেয় এবং বিশেষ তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে যদি তাহারদিগের কোন মহল্লার সরহদ্দের মধ্যে বিশেষতঃ শরাব বিক্রয়করণিয়াদিগের দোকানেতে কোন খাঙ্গীদার কিম্বা ডাকাইত কিম্বা আর২ যে লোকেরা বদমাইশী অর্থাৎ অসদ্বৃত্ততাতে খ্যাত হয় কিম্বা ইহার সন্দেহ যাহারদিগের প্রতি হয় তাহারা আসা যাওয়া করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার সমাচার থানার দারোগা কিম্বা কোতওয়ালের নিকট দেয় কিন্তু তাহারদিগের প্রতি তাকীদ আছে যে মারিপীট কি গালীগালাজ কি পরদার কি গর্ভপাত কিম্বা আর যে২ মোকদ্দমা প্রথমতঃ থানার দারোগা কিম্বা কোতওয়ালেরা শুনিতে পারে না তাহাতে হাত না দেয় ইতি।

এই আইনানুসারে নিযুক্তহওয়া চৌকীদারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বেওরার কথা।

১৫ ধারা।

এই আইনানুসারে যে সকল চৌকীদার নিযুক্ত হয় তাহারা মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের অনুমতিবিনা কর্ম্মহইতে ছাড়া হইবেক না ও কোন চৌকীদারের প্রতি তাহার আপন কর্ম্মনির্ব্বাহকরণেতে গাফিলী কি কুব্যবহারকরণের ত্রুটি নিশ্চয় বোধ হইলে কিম্বা ডাকাইতী কি আর২ অসঙ্গত ক্রিয়া করিতে দেখিয়া তাচ্ছল্যকরণের অপরাধপ্রমাণ হইলে মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের তরফহইতে আপন কর্ম্মহইতে ছাড়া হইবেক এবং শরাও আইনানুসারে অন্য শাস্তি পাইবার যোগ্যও হইবেক ইতি।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবের অনুমতিবিনা চৌকীদারেরা ছাড়া না হওবার ও গাফিলী ও কুব্যবহার কি অন্য অপরাধ করিলে শাস্তিপাওনের মতের কথা।

১৬ ধারা।

১৬ ধারা।

কর্ম্মের সনন্দ দেওয়া যাইবার কথা।

এই আইনের ৭ ধারানুসারে যে সকল লোকেরা নিযুক্ত হয় তাহারদিগকে নীচের লিখিত শরওয়ামতে তাহারদিগের নিযুক্তহওনের তাৎপর্য্য এবং তাহারদিগের প্রতি যে ক্ষমতার্পণ হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া কর্ম্মের সনন্দ আদালতের মোহরে ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবের দস্তখতে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সনন্দের শরওয়া।

সনন্দের শরওয়া।

শ্রীঅমুক কিম্বা অমুকেরা সাকিন অমুক শহরের অমুক থানার মধ্যের অমুক মহল্লা। তোমাকে কিম্বা তোমারদিগকে রসদবন্দী অর্থাৎ মাথোটের বন্দোবস্ত ও কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে ও ঐ মহল্লার বসিয়া লোকদিগের রক্ষণাবেক্ষণার্থে নিযুক্তকরা চৌকীদারদিগের মাহিয়ানার টাকা তহসীলকরণের ও তাহা দেওনের নিমিত্তে এই সনন্দানুসারে যাবৎ এ সনন্দ জারী থাকে তাবৎ কালের কারণ মোকরর করাযাইতেছে যে তুমি কিম্বা তোমরা নীচের বেওরা করিয়া লেখা দাঁড়াসকলের মতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা তোমাকে কি তোমারদিগকে অর্পণ করা যায়।

তফসীল।

১ প্রথম দাঁড়া।—ঐ মহল্লার নেঘাবানীর নিমিত্তে যে সকল চৌকীদার রাখা যাইবেক তাহারদিগকে নিরূপণ ও নিযুক্ত করিবার ভার তোমার কি তোমারদিগের প্রতি হইল।

২ দ্বিতীয় দাড়া।—তুমি কি তোমরা এই সনন্দ পাইলে ঐ মহল্লার আবাদী অর্থাৎ যে লোকেরা বাস করিতে থাকে এমত পঞ্চাশং কিম্বা এত অধিক দোকান কি বাটীর প্রতি চৌকীদার নিরূপণ ও নিযুক্ত করিবা এবং তুমি কি তোমরা এই সনন্দের তারিখহইতে এক মাস মিয়াদের মধ্যে ঐ মহল্লা যে থানার দারোগার কি শহর কোতওয়ালের সরহদ্দের মধ্যে হয় তাহার নিকটে এ প্রকারে যে সকল চৌকীদার মোকরর হয় তাহারদিগের সংখ্যা ও নাম লিখিয়া রিপোর্ট করিবা।

৩ তৃতীয় দাঁড়া।—ঐ চৌকীদারদিগের প্রতিজনকে এত টাকা করিয়া মাহিয়ানা দিবা ও ইহারদিগের মাহিয়ানার টাকা ঐ মহল্লার বসিয়া লোকদিগের শিরে মাথোট করিয়া বিবরণ করিয়া যেপ্রকার লেখা যাইবেক সেই প্রকারে তাহারদিগের স্থানে তহসীল করিবা।

৪ চতুর্থ দাঁড়া।—তোমার কিম্বা তোমারদিগের মারফৎ তহসীল হইবেক তাহার হার আবাদী অর্থাৎ যে লোকেরা বাস করিতে থাকে এমত প্রতিদোকান কি বাটীর মালিকের স্থানে প্রতিমাসে ৵০ দুই আনার অধিক কিম্বা মোটে আবাদী পঞ্চাশং দোকান কি বাটীতে ৬।০ ছয় টাকা চারি আনার অধিক হইবেক না আর যদি কেবল

এক জন চৌকীদার পঞ্চাশ ঘরেতে রাখা যায় তবে ৵০ দুই আনার স্থানে প্রতিমাসে কেবল ⁄০ এক আনা লেখা যাইবেক।

৫ পঞ্চম দাঁড়া।—এই সনন্দানুসারে তোমার কিম্বা তোমারদিগের ক্ষমতা আছে যে তুমি কিম্বা তোমরা ঐ মহল্লার বাটীওয়ালা মাতবর লোক যত জন উপযুক্ত হয় তাহারদিগের সহিত একত্র হইয়া এবং বাটী কিম্বা দোকানের মালিকের কি প্রধান বাসিন্দার প্রতিমাসে যাহা দিতে হইবেক উপরের দাঁড়ানুসারে তাহার বন্দোবস্ত ও ধার্য্য করিবা ও যথাসাধ্য ন্যায়মতে প্রত্যেক দোকানদার কি বাটীওয়ালার স্পষ্ট কি জ্ঞাতহওয়া ভাবগতিকের দৃষ্টে মাথোটের হারহারি করিবা কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ঐ মহল্লার বসিয়া কোন ব্যক্তি সমান হারে আপন হিস্যা দিতে না পারাতে কিছু টাকার কমতী হয় তবে সে হিস্যা আর যে ব্যক্তির নানাপ্রকার গুজরাণের গতিক থাকে তাহার শিরে বাড়াইয়া জমার ধার্য্য করিবা এই নিয়মে যে সে জমা।০ চারি আনার অধিক না হয় ইতি।

৬ ষষ্ঠ দাঁড়া।—তোমার কি তোমারদিগের ক্ষমতা আছে এবং কর্ত্তব্য যে মাথোটের মধ্যে থাকা কোন ব্যক্তির গুজরাণের বিষয় স্পষ্টতঃ রহিতহওন কি মরণ কিম্বা সেখানহইতে অন্য স্থানে যাওনহেতুক অথবা অন্যং হেতুপ্রযুক্ত ন্যায়মতে ও চৌকীদারেরা বেতনপাওনের নিমিত্তে উচিত বোধ হইলে ঐ মহল্লার বাটীওয়ালা মাতবর লোক যত জন উচিত হয় তাহারদিগের সহিত মিলিয়া প্রতিমাসের প্রথমেতে রসদবন্দী অর্থাৎ মাথোটের হার শুধরাইবা কি ফেরফার করিবা কিন্তু মাথোটের হারের নিরূপণকরণে সর্ব্বদা উপরের লিখিত দাঁড়ামতে কার্য্য করিবা ইতি।

৭ সপ্তম দাঁড়া।—চৌকীদারেরা আপনং মাহিয়ানা জাবেতামতে পায় অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির হিস্যা নিরূপণ হইলে পর তাহা দুই মাস পূর্ব্বে আদায় হইবেক ও তাহার পর সমুদয় তহসীল প্রতিআইন্দা মাসের পহিলা তারিখে করা যাইবেক।

৮ অষ্টম দাঁড়া।—তোমার কিম্বা তোমারদিগের কর্ত্তব্য যে এই তহসীল ঐ চৌকীদারমারফৎ করিবা এবং তোমার কি তোমারদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কোন ব্যক্তি আপন শিরের ওয়াজিবী হিস্যা না দেয় কিম্বা তাহা দিতে না চাহে তবে এমত বাকীদার ব্যক্তিকে এক জন চৌকীদারের হাওয়ালে করিয়া তাহার ভাবগতিকের বৃত্তান্ত সহিত মাজিস্ট্রেটসাহেবের হুজুরে পাঠাইবা।

৯ নবম দাঁড়া।—চৌকীদারদিগের বেতনের নিমিত্তে তহসীলহওয়া টাকাহইতে তাহারদিগের নিরূপিত মাহিয়ানা দিবা ও চৌকীদারদিগের স্থানে তাহারা মাহিয়ানা পাওনের দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শন থাকিবার নিমিত্তে একং রসীদ লইয়া থানার দারোগা কিম্বা শহর কোতওয়ালের নিকটে সেই মাসেই পাঠাইয়া দিবা এবং তোমার কি তোমারদিগের কর্ত্তব্য যে মাজিস্ট্রেটসাহেবের ও ঐ মহল্লার বসিয়া

 লোকদিগের

লোকদিগের কোন২ ব্যক্তির খাতিরজমা হইবার ও কখন২ দেখিবার নিমিত্তে উসুল ও খরচের হিসাবের বহী রাখিবা।

১০ দশম দাঁড়া।—তোমার কি তোমারদিগের ক্ষমতা আছে যে চৌকীদারদিগের মাহিয়ান দিয়া যাহা বাকী থাকে তাহা কাগজের কিম্বা অন্য যে দ্রব্য তোমারদিগের প্রাপ্তকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে আবশ্যক হয় তাহার বিষয়ে খরচ করিবা কিন্তু তোমার কি তোমারদিগের কর্ত্তব্য যে এমত বাকী টাকার ও তাহা খরচের হিসাব রাখিবা যে কখন২ মাজিষ্ট্রেটসাহেবের দৃষ্টিগোচর হয়।

১১ একাদশ দাঁড়া।—নিযুক্তহওয়া কোন চৌকীদার তোমার কি তোমারদিগের মহল্লার সরহদ্দের মধ্যে অনুপযুক্ততা কিম্বা গাফিলী কি কুব্যবহার করিলে তাহার সমাচার তুমি থানার দারোগা কি শহরকোতওয়ালের নিকট কি স্বয়ং মাজিষ্ট্রেট সাহেবের হজুরে দিবা আর যদি মরণ কি কর্ম্মছাড়াহওনহেতুক কিম্বা অন্য হেতুপ্রযুক্ত চৌকীদারের কর্ম্মস্থান খালী হয় তবে তৎক্ষণাৎ সেই কর্ম্মে আর এক জনকে মোকরর করিয়া মাজিষ্ট্রেটসাহেবের মঞ্জুরীর নিমিত্তে থানার দারোগা কি শহরকোতওয়ালের নিকটে তাহার নাম জ্ঞাত করাইবা ইতি।

VOL. V. 372.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

সমুদ্র পথেতে কিম্বা জিলা কটকের পথেতে যে সকল ঘোড়ার আমদানী হইত পুর্ব্বে তাহার উপর যে মাসুল নিরূপণ হইয়াছিল তাহা মৌকুফহওনের বিষয়ে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ৬ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ২২ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২৮ কার্ত্তিক মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ২৩ কার্ত্তিক মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ১৩ কার্ত্তিক মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ১২ জীকাদে নির্দ্দিষ্ট করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ আইনের ১৩। ১৪। ১৫। ১৬ ধারাতে এবং ১৮১২ সালের ১৭ আইনের কোনং হুকুমেতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সমুদ্র পথেতে যে ঘোড়া ঘুড়ী কলিকাতা কি চাটিগাঁ কি বালেশ্বরবন্দরেতে অথবা কটক জিলাতে খুশকীপথে আমদানী হয় তাহার উপর ঐং আইনের নিরূপিত হারানুসারে সরকারেতে মাসুল দিতে হয় এবং যেহেতুক ঐং মাসুল নিরূপণক্রমে যেং অভিপ্রায় মনে উদয় হইল ঐ উপায়েতে ঐং অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবেক না ইহার দৃঢ় হেতু বোধ হইল এবং ঐং মাসুল সমুদ্র পথে ঘোড়া আমদানীহওনের নিষেধ স্বরূপ হইল সুতরাং পারসী দেশের মধ্যগত সমুদ্রেতে এইং দেশের রফ্তানীর বাণিজ্যের হানি নিরূপিত ঐ মাসুলক্রমে হইয়াছে অতএব নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল এবং ঐ হুকুম এ আইন জারী হওনের তারিখঅবধি ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে প্রবল ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ আইনের ১৩। ১৪। ১৫। ১৬ ধারা এবং ১৮১২ সালের ১৭ আইনের সমুদয় এবং সামান্যতঃ যে সকল হুকুম ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা রাজধানীর তাবে সমস্ত দেশে আমদানী হওয়া ঘোড়ার উপর মাসুল নিরূপণের সহিত সম্পর্ক রাখে ঐ সকল হুকুম এই ধারাক্রমে রদ হইল ইতি। আমদানী হওয়া ঘোড়ার উপর নিরূপিত মাসুল রদ করিবার কথা।

সমাপ্ত।

A True Translation,
J. C. C Sutherland,
Acting Translator of Regulations

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশেতে কালেক্টরী সিরিশ্তার দেওয়ানী কর্ম্মের ভার সমস্ত মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ১৩ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ২৯ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ৫ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ১৯ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এক্ষণকার চলিত আইনের মতে এদেশীয় লোকদিগহইতে এক জন কার্য্যকারক আপন ভারানুসারে দেওয়াননামেতে নাম পাইয়া প্রতিজিলাতে নিরূপিত কোন২ কর্ম্মনির্ব্বাহকরণার্থে ও প্রায় সর্ব্বদা কালেকটরসাহেবদিগের তাঁহারদিগের আপন২ সিরিশতার কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণে সহায়তা চাহিবার নিমিত্তে নিযুক্ত হইত ও যেহেতুক এমত কর্ম্মের ভারের নির্ব্বাহ্যহওয়াতে কোন২ সময়ে দেওয়ানেরা আপন২ প্রাপ্ত ক্ষমতামতাচরণ অসঙ্গতরূপে করণদ্বারা ও কোন২ সময়ে এদেশীয় এমত ভারাক্রান্ত লোকদিগের কালেকটরসাহেবদিগের সহিত অনৈক্যহওনহেতুক এবং অন্য২ হেতুপ্রযুক্ত অনেক হানি ও বিঘ্ন হইয়াছে ও যেহেতুক কেবল কালেক্টরসাহেবের নিজের ক্ষমতা ও হুকুমের তাবে থাকা ভিন্ন২ আমলাদিগের দ্বারা কালেক্টরী সিরিশ্তার নানাপ্রকার কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহহওনেতে সকল পক্ষে হিত হইতে পারিবেক এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ জানুআরি হইতে ঐ দাঁড়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশেতে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

কালেকটরী সিরিশ্তার দেওয়ানী কর্ম্মের ভার মৌকুফহওনের কথা।

ভূমির মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগের সিরিশ্তার দেওয়ানী কর্ম্মের ভার ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ জানুআরিহইতে ও তাহার পরহইতে মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইবেক অতএব ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের লিখিত যে সকল হুকুমমতে ও অন্য কোন আইনের লিখিত যে সকল হুকুমঅনুসারে প্রতিজিলাতে দেওয়ান মোকররহওনের হুকুম হয় কি তাহারদিগের কর্ম্মের নিরূপণ হইয়াছে কিম্বা তাহারা অন্য কোন

মতে

মতে কোনপ্রকারে এমত ভারের সহিত সম্পর্ক রাখে সে সকল হুকুম এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

VOL. V. 376 সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১৬ ষোড়শ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ আইনের ১০ ধারা রদ ও রহিতকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ১৩ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ২৯ কার্ত্তিক মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ৫ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ১ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ১৯ জীকাদে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক অনেকং দস্তাবেজইত্যাদি সওয়াল ও জওয়াবের কাগজপত্র চুকক্রমে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ আইনের ৯ ধারার নিরূপিতমতে বিক্রয়করণিয়ার নাম দস্তখৎ না থাকা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া আদালতসকলেতে দাখিল হইয়াছে ও তাহাতে ঐ প্রকারে নিশানী না হওয়াতে সকলের পক্ষে হানি হইতেছে একারণ ইহার উপায়ের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এ আইন জারীহওনের তারিখঅবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে ঐং দাঁড়া জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩ আইনের ১০ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি। এই প্রকরণের লিখিত ধারা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ —এ বিষয়েও হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে এই আইনের তারিখের পূর্ব্বে সওয়াল ও জওয়াব ও দরখাস্ত কিম্বা আরং যে নানাপ্রকার কাগজপত্র ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১৩আইনের ৯ ধারার নিরূপিতমতে বিক্রয়করণিয়ার নাম দস্তখৎ না থাকা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকে তাহাতে বিক্রয়করণিয়ার নিশানী না থাকনহেতুক সে সকল কাগজপত্র বাতিল বোধ হইবেক না বরং ঐ সকল কাগজপত্র প্রথমেই উপরের ধারার নিরূপিত নিশানী থাকা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকনের মত জারীথাকনের যোগ্য বোধ হইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,
J. C. C. SUTHERLAND,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

বিলায়তনিবাসি কার্য্যকারক সাহেবদিগের নামে উপস্থিতহওয়া নালিশ ও দাওয়াসকলের তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্তকরণের বিষয়ে ইহার পূর্ব্বে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা শুধরা যাওনের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের তারিখ ২৪ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ১১ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ১৭ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ১২ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ২ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৮ সালের ৩০ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক বিলায়তনিবাসি কার্য্যকারক সাহেবদিগের নামে ভারী২ যে সকল দাওয়া ও নালিশ উপস্থিত হয় তাহার তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্তকরণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ ও ১০ আইনে যে২ দাড়া লেখা গিয়াছে ও ঐ তহকীক করা অতিশীঘ্র সমাপ্ত হইবার নিমিত্তে ও যাহাতে সকলের আসান ও হিত হইতে পারে এমত অন্য২ আশয়ের দৃষ্টে ইহা উচিত ও উত্তম বুঝা গেল যে ঐ২ দাঁড়া সহজ ও সুগম করা যায় এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ অষ্টম আইনের ৪ চতুর্থঅবধি ১৯ ঊনবিংশ ধারা পর্য্যন্ত ও ঐ সনের ১০ আইন তাহার লিখিত যে২ হুকুম আদালতের পণ্ডিত কি মৌলবীদিগের কিম্বা আদালতের অন্য কার্য্যকারকের নামে কারসাজীকরণের কিম্বা রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষলওনের আরজী কি সওয়াল যে ব্যক্তিরা দেয় তাহারদিগের জামিনীর বিষয়ে সম্পর্ক রাখে সেই সকল হুকুমছাড়া এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের লিখিত দাঁড়ার কিছু রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—বিলায়তনিবাসি কার্য্যকারক সাহেবদিগের মধ্যে যে কোন সাহেব এক্ষণে আদালতের কর্ম্মের ভার রাখেন অথবা ইহার পূর্ব্বে রাখিতেন তাঁহার নামে যদি রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষরূপে নগদ টাকা কিম্বা নজর কি ভেটীরূপে বহুমূল্যের দ্রব্যসামগ্রী চাহন কি লওনের অথবা চাতুরী প্রবঞ্চনাক্রমে সরকারের বস্তু আ

আদালতের কোন কার্য্যকারকের নামে রেশ্বৎইত্যাদির দাওয়া ও নালিশ হইলে তাঁহার তহকীক সদরের সাহেব

পনি

দিগের তাবেতে হইবার কথা।

পনি গ্রহণকরণের কিম্বা হরণকরণের অথবা তাঁহার প্রতি সরকারের যে কর্ম্মের ভার অর্পণ হইয়া থাকে সে কর্ম্মে হানি ও ক্ষতিকরণের কিম্বা অন্যং অসঙ্গত ও মন্দ কর্ম্ম করণের নালিশের আরজী কি সওয়াল দরপেশ হয় কিম্বা এ বিষয়ের তহমৎ অর্থাৎ অপবাদ আদালতের কার্য্যকারকদিগের কাহার প্রতি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে দরপেশহওয়া রোয়দাদঅনুসারে কিম্বা ঐ সাহেবেরা তাঁহার দিগের তাবে অন্য কোন আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের স্থানে জ্ঞাত হওনানুসারে প্রকাশ হয় তবে এ দুই প্রকারেতেই নীচের বেওরা করিয়া লেখা হুকুমের মতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুকুম ও ক্ষমতার তাবেতে এমত আরজী কি সওয়ালআদির বিষয়ের তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্ত করা যাইবেক ইতি।

রেবিনিউ মহালের কার্য্যকারকের নামে হওয়া দাওয়া ও নালিশের তহকীক বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের তাবেতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—বিলায়তী কার্য্যকারক সাহেবদিগের যে কোন সাহেব এক্ষণে রেবিনিউ মহালসম্পর্কীয় কর্ম্মের ভার রাখেন কি ইহার পূর্ব্বে রাখিতেন তাঁহার নামে যদি উপরের প্রকরণের লিখিত প্রকারের নালিশের আরজী কি সওয়াল উপস্থিত হয় কি এ বিষয়ের তহমৎ অর্থাৎ অপবাদ রেবিনিউ মহালসম্পর্কীয় কোন কার্য্যকারকের প্রতি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে দরপেশহওয়া রোয়দাদের অনুসারে বোধ হয় তবে এ দুই প্রকারেতেই বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর ইহার যে বোর্ডের হুকুমের তাবে ঐ অপবাদি ব্যক্তি থাকেন কিম্বা যে কর্ম্মকরণের অপবাদ তাঁহার প্রতি হইয়াছে তাহাকরণের কালে ছিলেন সেই বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুম ও ক্ষমতার তাবেতে এপ্রকার দাওয়া ও নালিশআদির তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্ত করা যাইবেক ইতি।

কমর্স্যাল ও নিমক আফীন মহালের কার্য্যকারকের নামে হওয়া দাওয়া ও নালিশের তহকীক বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের তাবেতে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বিলায়তী যে সাহেবেরা মহাল কমর্স্যাল অর্থাৎ তেজারৎ মহালের কি নিমক মহালের অথবা আফীন মহালের কার্য্য রাখেন কিম্বা অন্য কোন প্রকারে বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুমের তাবে থাকেন তাঁহারদিগের কোন সাহেবের নামে উপরের উক্ত প্রকারের নালিশের আরজী কি সওয়াল দরপেশ হইলে অথবা এ বিষয়ের তহমৎ অর্থাৎ অপবাদ এপ্রকার কোন কার্য্যকারকের প্রতি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হজুরে উপস্থিতহওয়া কোন রোয়দাদের অনুসারে প্রকাশ ও স্পষ্ট হইলে এ দুই প্রকারেতেই বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হুকুম ও ক্ষমতার তাবেতে এপ্রকার দাওয়া ও নালিশআদির তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্ত করা যাইবেক ইতি।

৪ ধারা।

সরকারী কার্য্যকারকদিগের নেকনামী বজায় থাকনের অর্থে ফরিয়াদী কি সম্বাদদেওনিয়া আপন কথার সত্যতার বি

১ প্রথম প্রকরণ।—সরকারের কার্য্যকারকদিগের নেকনামী বজায়থাকনের নিমিত্তে হুকুম হইল যে ফরিয়াদী কি সমাচারদেওনিয়া ব্যক্তি দাওয়ার আমূল যে ক্রিয়া ও বৃত্তান্ত তাহা আপনি জ্ঞাত থাকনের সত্যতার বিষয়ে যাবৎ হলফ্ অর্থাৎ দিব্য না করে কিম্বা তাহার জাতি ও পদের দৃষ্টে তাহাকে হলফ্ করাণ মাফ অর্থাৎ ক্ষমা

হওনমতে

হওনমতে যাবৎ হলফনামা না দেয় তাবৎ উপরের লিখিত প্রকারের কোন নালিশ কি দেওয়া সমাচারের কিছু তদারক করা যাইবেক না ইতি।

যয়ে দিব্য না করিলে নালিশের কিছু তদারক না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের নিরূপিত বাঞ্ছা সফলহওনার্থে এতাবতা সরকারের কার্য্যকারকদিগের নামে অমূলক ও অযথার্থ অপবাদ না হইতে পারিবার নিমিত্তে হুকুমহইল যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি তাঁহারদিগের বিবেচনাতে উচিত বোধ হয় তবে যে ব্যক্তি সরকারের কার্য্যকারক কোন সাহেবের নামে কোন নালিশ করে কি সম্বাদ দেয় সে ব্যক্তি হাজির থাকিয়া দাওয়ার নির্ব্বাহ করিবার অর্থে তাহার স্থানে উপযুক্ত পরিমাণে জামিনী তলব করেন্ ও প্রথমতঃ তাঁহারদিগ্হইতে এমত উপায় না হইয়া থাকিলে এ ক্ষমতাও আছে যে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহার পরে কোন সময়ে যদি এমত উপায়করা আবশ্যক কি উচিত বুঝেন্ তবে জামিনী তলব করেন্ ইতি।

নালিশকরণিয়া লোকদিগের স্থানে দাওয়ার নির্ব্বাহকরণের অর্থে জামিনী তলব করিবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যখন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের অথবা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের হজুরে উপরের লিখিত প্রকারের কোন নালিশ কি সম্বাদ উপস্থিত হয় তখন ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী কি সম্বাদদেওনিয়া ব্যক্তির স্থানে তাহাকে হলফ করাইয়া কিম্বা সে হলফ মাফের যোগ্য ব্যক্তি হইলে তাহার স্থানে হলফনামা লইয়া শরেওয়ার জিজ্ঞাসাবাদ করেন্ এবং কর্ত্তব্য যে ঐ দাওয়া কি সম্বাদের সন্ধান ও তদন্তকরণার্থে দাঁড়ানুসারে বিশিষ্ট কোন হেতু আছে কি না ইহা ঐ সাহেবদিগের হৃদ্বোধ হওনের নিমিত্তে সিরিশ্তার কাগজপত্র দৃষ্টিকরণানুসারে কিম্বা যে ক্রিয়াহেতুক তহমৎ অর্থাৎ অপবাদ হইয়াছে তাহা বৃত্তান্ত সে ব্যক্তিকে বিবরণ করিয়া কহিতে হুকুম করিয়া কিম্বা মোকদ্দমার মর্ম্মানুসারে অন্য যে মতে উচিত বোধ হয় সেই মতে আর যে তহকীককরা উপযুক্ত বোধ হয় তাহা করেন্ ইতি।

হুকুমদেওনের কর্ত্তা সাহেবদিগের হজুরে দাওয়া দরপেশ হইলে তাঁহারা এই প্রকরণের লিখিত তহকীক করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে ব্যক্তিরা আদালতের কি রেবিনিউ মহালের কিম্বা কমর্স্যাল অর্থাৎ তেজারতের অথবা নিমক মহালের কিম্বা আফীন মহালের কার্য্যভারাক্রান্ত বিলায়তী সাহেবদিগের নামে নালিশকরণের বিশিষ্ট কোন হেতু ও বিষয় রাখে তাহারদিগের আপনারদিগের প্রতি হওয়া প্রকৃত দৌরাত্ম্যের বিচারপ্রাপ্তহওনেতে যথাযোগ্য আসান ও সুগম হয় অতএব যে কোন আদালতের সাহেবের হজুরে উপরের লিখিত প্রকারের নালিশ কি সম্বাদ উপস্থিত হয় সেই আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী কি সম্বাদদেওনিয়া ব্যক্তির স্থানে তাহার হলফ অর্থাৎ দিব্যক্রমে কিম্বা সে হলফ মাফের যোগ্য ব্যক্তি হইলে হলফনামানুসারে শরেওয়ার জিজ্ঞাসা করেন্ এবং কর্ত্তব্য যে ঐ সকল কথা অপবাদি ব্যক্তি সদরের কি বোর্ড

যে কোন আদালতের সাহেবের নিকটে এমত দাওয়া উপস্থিত হয় তিনি ফরিয়াদীকে দিব্য করাইয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিবার ও সে যাহা কহে তাহা হুকুমদেওনের কর্ত্তাসাহেবদিগের হজুরে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

রেবিনিউ

রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের অথবা বোর্ড ত্রেডের ইহার যেখানকার সাহেবদি গের হুকুমের তাবে হন্ তথাকার সাহেবদিগের হুজুরে লিখিয়া পাঠান্ যে ঐ সাহে বেরা উপরের প্রকরণের নিরূপিত আশয়ের দৃষ্টে যে কিছু বিবেচনা ও আর যেং মোটমাট তহকীককরা আবশ্যক বোধ হয় তাহা করেন্ ইতি।

ক্লেশদেওনার্থে উপ স্থিতকরা অসঙ্গত দাও যা ডিসমিস্ করিতে হুকু মের কর্ত্তা সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিবেচনাতে ঐ আ দালতের কি ঐং বোর্ডের সাহেদিগের কোন সাহেবের হুজুরে মোকদ্দমা উপস্থিত হওনমতে এমত বোধ হয় যে দাওয়া কি সম্বাদ অতিঅসঙ্গত ও অমূলক অথবা দুঃখ দেওনের নিমিত্তে উপস্থিত হইয়াছে তবে ফরিযাদী কি সম্বাদদেওনিয়াকে এমত হুকুম দিবেন যে ইহার আর তহকীককরা উচিত বুঝা গেল না ইতি।

যেং মোকদ্দমাতে দা ওয়ার তহকীককরণের বিশিষ্ট হেতু থাকে হুকু মের কর্ত্তা সাহেবেরা তা হার কৈফিয়ৎ পাঠাই বার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি উপরের লিখিত ঐ কোন বোর্ডের সাহেবদিগের বিবেচনাতে উপরের লিখিত তহকীককর ণের পর এমত বোধ হয় যে তাঁহারদিগের হুকুমের তাবে সরকারী কার্য্যকারক বি লায়তী কোন সাহেবের নামে উপস্থিতহওয়া কোন দাওয়া কি সম্বাদের যাথার্থ্যের তহকীক ও তদন্ত দাঁড়ামতে করিতে উপস্থিত করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে তবে ঐ সা হেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল কাগজপত্রের দ্বারা তাঁহারদিগের এমত বোধ হয় সে সমস্ত কাগজপত্র যেং বিষয়ের তহকীক ও তদন্তদাঁড়ামতে করণার্থে উপস্থিত করি তে চাহেন তাহার স্বতন্ত্রং দফাওয়ারীসম্বলিত দাওয়ার স্পষ্ট বৃত্তান্ত অর্থাৎ কৈফি য়ৎসহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন যে ঐ শ্রীযুত দৃষ্টি করিয়া উপযুক্ত হুকুম দেন্ ইতি।

৬ ধারা।

হুকুমের কর্ত্তা সাহেব দিগের মতের সহিত হ জুরের মতের ঐক্য হই লে আমীন মোকরর ক রা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি উপরের প্রকরণের নিরূপিত কৈফিয়ৎ পঁহুছিলে পর যে সাহেবেরা কৈফিয়ৎ পাঠান্ তাঁহারদিগের বিবেচনা ও মতের একতায় শ্রীযুত নও য়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাতে এমত স্থির হয় যে অপবাদি ব্যক্তির নামে হওয়া দাওয়ার কি সম্বাদের যাথার্থ্যের তহকীক ও তদন্ত দাড়ামতে করিতে উপস্থিত হউক তবে ঐ শ্রীযুত এ কর্ম্মনির্ব্বাহকরণার্থে এক জন কি ততোধিক জন সা হেবকে কমিস্যনর অর্থাৎ আমীন নিযুক্ত করিবেন ও ঐ সাহেব কি সাহেবদিগের উচিত যে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে এইং কথা কহিয়া হলফ অর্থাৎ দিব্য করেন্।

হলফের অর্থাৎ দিব্যের পাঠ।

আমীনের দিব্যের পাঠ।

আমি অমুক যেহেতুক অমুকের নামে হওয়া দাওয়া কিম্বা দাওয়াসকলের বিশেষ তহকীক ও তদন্ত করিবার নিমিত্তে কমিস্যনর মোকরর হইলাম অতএব হলফ অর্থাৎ দিব্য করিতেছি এই প্রকারে যে আমার প্রতি যে কর্ম্মকরণের ভার হইল তাহা আপন

যথাসাধ্য

যথাসাধ্য ও বুদ্ধি ও বিবেচনাতে প্রকৃত প্রস্তাবে ও ধর্ম্মক্রমে ও বিনাগণতা ও পক্ষপাতে ও নির্ভয় ও অটলান্তঃকরণে নির্ব্বাহ করিব ও দিব্যানুসারে কার্য্য করিলে ঈশ্বরের অনুগ্রহের যোগ্য হইব ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর সকল সময়ে ন্যায় ও বিচার্য্যমতে যে স্থান উত্তম ও উচিত বুঝিবেন সেই স্থানে কমিস্যনরসাহেবদিগের বৈঠককরণের হুকুম দিবেন ইতি।

যে স্থান উপযুক্ত হয় তথাতে আমীনদিগের বৈঠকহওনের কথা।

৭ ধারা।

অপবাদি ব্যক্তি সদর দেওয়ানী আদালত ও বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেড ইহার যেখানকার হুকুমের তাবে হন তাহার দৃষ্টে তথাকার সাহেবদিগের প্রতি এই আইনের মতে নিযুক্তহওয়া কমিস্যনর অর্থাৎ আমীন সাহেবদিগের সমস্ত রোয়দাদেতে সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতাচরণ ও কর্তৃত্বকরণের ভার অর্পণের হুকুম হইল অতএব আমীন সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের বিষয়ে যে২ হুকুমের আবশ্যক হয় ও তাহার অর্থে এই আইনে কি অন্য আইনে বিশেষ করিয়া কিছু লেখা না থাকেএমত২ বিষয়ের হুকুম হইবার অর্থে সদরের সাহেবদিগের ও ঐ সকল বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে অপবাদি ব্যক্তির এলাকা বুঝিয়া লিখিয়া পাঠান ও সদরের সাহেবদিগের ও ঐ সকল বোর্ডের সাহেবদিগেরো ক্ষমতা আছে যে ন্যায্য ও বিচার্য্যমতের দৃষ্টে সূক্ষ্ম ও সুবিচার হওনার্থে তাঁহারদিগের বিবেচনাতে যে হুকুম দেওয়া উচিত ও বিহিত হয় তাহা দেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এপ্রকার তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্তকরণের মধ্যে যদি এমত কোন সন্দেহ ও কঠিন প্রকরণ উপস্থিত হয় যে তাহার উপায়ের নিমিত্তে অন্য আইন নির্দ্দিষ্টহওয়া উচিত হয় তবে এমতে সদরের ও ঐ২ বোর্ডের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই আইনের মুসাবিদা প্রয়োজনোপযুক্ত প্রস্তুত করিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের মঞ্জুরার নিমিত্তে ঐ শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইয়া দেন ইতি।

আমীনীকর্ম্মের সমস্ত রোয়দাদেতে এই ধারার লিখিত সাহেবদিগের সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৮ ধারা।

যদি সরকারের কোন কার্য্যকারকের নামে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ের বৃত্তান্তের তহকীক ও তনকী অর্থাৎ তথ্য তদন্তকরণার্থে এই আইনের লিখিত হুকুম মতে কমিস্যনরসাহেব কিম্বা সাহেবেরা বিশেষরূপে নিযুক্ত হন তবে এমতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর মোকদ্দমার ভাব ও বিষয়ের দৃষ্টে অপবাদি ব্যক্তি আপন ভারের কর্ম্মহইতে স্থগিত হওয়া কি না হওয়ার বিষয়েও স্থগিত হইলে আপন কর্ম্মের নিরূপিত মাহিয়ানা পাইবেন কি না এ বিষয়ের হুকুম দিবেন ইতি।

অপবাদিত ব্যক্তি আপন কর্ম্মহইতে স্থগিত হওন কি না হওনেরও হইলে মাহিয়ানা পাইতে পারণ কি না পারণের হুকুম হজুরহইতে হইবার কথা।

৯ ধারা।

৯ ধারা।

দাওয়ার নির্ব্বাহ ফরিয়াদীর তরফহইতে হইবেক কি না ইহার হুকুম হুজুরহইতে হইবার কথা।

উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমা বিচারার্থে কমিস্যনর সাহেব কি সাহেবদিগকে অর্পণ হইলে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে এ বিষয়ের হুকুম দিবেন যে দাওয়ার নির্ব্বাহকরণের ভার ফরিয়াদীর প্রতি থাকিবেক কি সরকারের তরফহইতে করা যাইবেক পরে যদি সরকারের তরফহইতে করা স্থির হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে যে কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে সরকারের তরফহইতে কমিস্যনরসাহেবদিগের নিকটে সাক্ষিরদিগকে বিলিমতে যোগাইয়া দিবার কারণ ও দাওয়া রুবকারহওনের ও তাহার নির্ব্বাহকরণের সময়ে হাজির থাকিবার নিমিত্তে উচিত বুঝেন্ তাহাকে কি তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবেন ইতি।

১০ ধারা।

দাওয়ার তহকীকাতের বিষয়ে আমীনদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

নালিশের কিম্বা দাওয়ার আরজী কিম্বা যে সকল কাগজের দৃষ্টে আরজী দুরস্ত হইয়া থাকে তাহা লওনের পরে কমিস্যনর অর্থাৎ আমীনদিগের সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য যে অপবাদি ব্যক্তির স্থানে দাওয়ার জওয়াব তলব করিয়া লন্ ও ফরিয়াদী কি অপবাদি ব্যক্তি ঐ দাওয়ার কি দাওয়ার জওয়াবের সম্পর্কীয় কোন বিষয় জ্ঞাত থাকন প্রযুক্ত যে সকল সাক্ষিদিগের নাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া থাকেন্ সেই সকল সাক্ষিদিগের স্থানে তাহারদিগকে হলফ অর্থাৎ দিব্য করাইয়া মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন্ আর যদি উভয়েতে দাওয়ার কি দাওয়ার জওয়াবের প্রমাণের কারণ অন্য কোন দস্তাবেজ দাখিল করে তাহা লন্ আর যদি উভয়ের মানিত সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীতে ও দাখিলকরা দস্তাবেজের দ্বারা অন্য২ সাক্ষির সন্ধান পাওয়া যায় ও মোকদ্দমার বৃত্তান্ত নিশ্চয় বুঝা যাওনের কারণ অথবা দাওয়া সত্য কি মিথ্যা কি কতক সত্য কতক মিথ্যা ইহা প্রকাশহওন ও জানা যাওনের নিমিত্তে তাহারদিগের সাক্ষ্য লওনের আবশ্যক হয় তবে তাহা লন্ ইতি।

১১ ধারা।

কএক প্রকরণ ব্যতিরেক আর২ আদালতের সাহেবদিগের মত কমিস্যনরসাহেবেরাও ক্ষমতা রাখিবার কথা।

উপরের ধারার লিখিত কর্ম্মাদি সুন্দররূপে চলিবার নিমিত্তে ও অন্য২ যে কর্ম্মের ভার এই আইনানুসারে কমিস্যনরসাহেবদিগকে দেওয়া গেল তাহা ভালমতে নির্ব্বাহহওনের কারণ জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের মত ক্ষমতা ও সাধ্য কমিস্যনরসাহেবদিগকেও দেওয়া যাইবেক কিন্তু যে জিলা কি শহরেতে কমিস্যনরসাহেবদিগের বৈঠক হইবেক সাক্ষিইত্যাদি লোককে আনাইবার কারণ সেই জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের দ্বারা কিম্বা ঐ সাক্ষিগণআদি যে লোক আদালতের হুকুমের ব্যাপ্যাধিকারে বাস করে সেই আদালতের সাহেবের দ্বারা তাহার তলবচিঠী ও অন্য২ হুকুম জারী হইবেক ইতি।

১২ ধারা

১২ ধারা।

উভয় পক্ষের সাক্ষিগণের সাক্ষ্য দেওয়া হইলে পর আসামীর মনে আপন সম্ভ্রম ও মানরক্ষাপাওনার্থে যদি আর কোন কথা কি বিবেচনার উদয় হয় তবে তাঁহার প্রতি অনুমতি আছে যে তিনি সে সকল কথা লিখিয়া সেই মোকদ্দমার মিসিলের শামিলে রাখিবার নিমিত্তে কমিস্যনরসাহেবদিগের নিকটে দাখিল করেন্ এবং যে ব্যক্তি নালিশ উপস্থিত করিয়া থাকে তাহার কিম্বা যে ব্যক্তি সরকারহইতে দাওয়ার নির্ব্বাহকরণের কারণ নিযুক্ত হয় তাহার ক্ষমতা আছে যে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে তাহারদিগের বিবেচনাতে যে কথা বিহিত ও আবশ্যক বোধ হয় তাহা লিখিয়া মোকদ্দমার মিসিলে রাখান্ ইতি।

সাক্ষিদিগের সাক্ষ্য দেওয়া হইলে পর উভয় পক্ষে আপনং মর্ম্মের কথা লিখিয়া মিসিলের কাগজের শামিলে রাখিবার নিমিত্তে দাখিল করিতে পারিবার কথা।

১৩ ধারা।

কমিস্যনরসাহেবদিগের রুবকারীর মিসিলকরা সারা হইলে পর কমিস্যনরসাহেবকি সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে বিলিমতে সমস্ত রুবকারীর কাগজ ও মোকদ্দমার দলীল দস্তাবেজ ও যেং কাগজ ইঙ্গরেজী ভাষাতে না থাকে তাহার তরজমা করিয়া ও উকীলদিগের সওয়াল ও জওয়াবের ও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দীর খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক করিয়া লিখিয়া ও সে মোকদ্দমার ভাব ও মর্ম্ম আপনারা যাহা বুঝিয়া থাকেন্ তাহা লিখিয়া একযোগে সদর দেওয়ানী আদালত কিম্বা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর অথবা বোর্ড ত্রেড ইহার যেখানকার সহিত মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে তথাকার সাহেবদিগের হজুরে অতিশীঘ্র পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

কমিস্যনরসাহেবেরা মোকদ্দমার মিসিল পাঠাইবাতে যেং বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন তাহার কথা।

১৪ ধারা।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও ঐ বোর্ডসকলের সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেবদিগের সহিত মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে কমিস্যনরসাহেবেরা মোকদ্দমার যে কাগজপত্র ও কৈফিয়ৎ তাঁহারদিগের নিকটে পাঠান্ তাহা দৃষ্টি করিয়া যদি নূতন সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী ও লওয়া আবশ্যক বুঝেন্ তবে তাহা লইবার হুকুম দেন্ ও তাহার পর নালিশের হেতু কথা প্রমাণ কি অপ্রমাণের বিষয়ে আপনারা বিবেচনাক্রমে যাহা বুঝিয়া থাকেন্ তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া মোকদ্দমার সমস্ত কাগজপত্র ও রুবকারী সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও বোর্ডের সাহেবেরা মোকদ্দমার কাগজ দৃষ্টি করিয়া রুবকারীর সমস্ত কাগজপত্র সে বিষয়ে আপনারা যাহা বুঝেন্ তাহা লিখিয়া হজুরে পাঠাইবার কথা।

১৫ ধারা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে পাঠান কাগজপত্র ও বিবেচনার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ লিখিত বৃত্তান্ত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে দৃষ্টি হইলে পর ঐ শ্রীযুত এমতং মোকদ্দমাতে তাঁহার প্রতি ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের হুকুমমতে

শ্রীযুতের হজুরে মোকদ্দমার কাগজপত্র ও সদর দেওয়ানী আদালত

অর্পণহওয়া

ইত্যাদির সাহেবদিগের বিবেচনার বৃত্তান্ত দৃষ্টি হইয়া মোকদ্দমার বিষয়ে বিহিত হুকুম হইবার কথা।

অর্পণহওয়া ক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ন্যায় ও বিচার্য্যমতে ঐ মোকদ্দমার বিষয়ে যে হুকুম দেওয়া বিহিত হয় তাহা দিবেন আর যদি সরকারের তরফহইতে ঐ আসামী সাহেবের নামে সুপ্রিম কোর্ট অর্থাৎ বড় আদালতে নালিশ উপস্থিতকরা উচিত ও ভাল বোধ হয় তবে ঐ বড় আদালতে সরকারের তরফহইতে সওয়াল ও জওয়াব করণার্থে ও ওকালতী কর্ম্মে যে সাহেবেরা নিযুক্ত আছেন্ তাঁহারদিগের নিকটে এ নিমিত্তে লিখিয়া পাঠাইবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার সিলসিলেতে যে রোয়দাদ রাখা যায় কি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে যে নিষ্পত্তি কি হুকম হয় তাহার প্রতি দৃষ্টিকরণবিনা প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে সরকারের কার্য্যকারক কোন সাহেবকর্ত্তৃক আপনাকে দৌরাত্ম্যগ্রস্ত জানিলে অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টে অর্থাৎ বড় আদালতে আপন দাওয়ার নালিশ করিতে পারে ইতি।

১৬ ধারা।

নালিশ কি দাওয়া মত বুঝা গেলে মোকদ্দমা রোয়দাদের সময়ে ফরিয়াদীর যে খরচ হইয়া থাকে তাহা উসুলহওনের নিমিত্তে ফরিয়াদী দরখাস্ত দিলে সদরইত্যাদির সাহেবদিগের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যদি পূরা অনুসন্ধান ও তহকীক তদন্ত করিয়া এমত বুঝা যায় যে বিলায়তী কোন সাহেব কার্য্যকারকের নামে হওয়া দাওয়া কি নালিশের বিষয় সত্য ও যথার্থ বটে তবে যে ব্যক্তির দ্বারা নালিশের আরজী কি সওয়াল গুজরিয়া থাকে সে ব্যক্তিকে অনুমতি আছে যে আপন দাওয়ার নির্ব্বাহকরণকালে তাহার যে খরচখরচা হইয়া থাকে তাহা উসুল হইবার নিমিত্তে সদরের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউ অথবা বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ত্রেড ইহার যেখানকার সহিত মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে তথাকার সাহেবদিগের হজুরে দরখাস্ত দেয় ও যে সাহেবদিগের হজুরে এমত দরখাস্ত দাখিল হয় তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই দরখাস্ত ও ঐ খরচখরচা দেওয়া সঙ্গত কি অসঙ্গত ইহার বিষয়ে আপনারা যে বিবেচনা করেন তাহা লিখিয়া শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদরের হজুরে পাঠাইয়া দেন ও ঐ শ্রীযুত ঐ সাহেবদিগের বিবেচনার বৃত্তান্তসহিত ঐ দরখাস্ত পঁহুছিলে পর তাহা দৃষ্টি করিয়া ঐ ব্যক্তিকে দরখাস্তের লেখা খরচার টাকা দেওয়া উচিত কি না ইহার হুকুম দিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে আপন বিবেচনামতে যে সকল মোকদ্দমাতে উচিত ও বিহিত বুঝেন্ তাহাভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপরের লিখিতমতে হওয়া খরচখরচা দেওনের ভার আপনার প্রতি না লন্ ইতি।

সমাপ্ত।

A True Translation,
J. C. C. SUTHERLAND,
Acting Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌনসেল হইতে যে২ বিষয়ের যে২ আইন ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের যে২ তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যে২ আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

১ প্রথম আইন। ১ জানুআরি।

ইষ্টাম্পকাগজের দ্বারা সরকারের জায়দাদ অর্থাৎ সংস্থানহওনের অর্থে ইহার পূর্ব্বে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা শুধরা যাওনের।

২ দ্বিতীয় আইন। ২৯ জানুআরি।

সরকারের বিলায়তনিবাসী যে সকল কার্য্যকারকেরা আপনং তারের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের মধ্যে করা ক্রিয়া ও আচরণের অর্থে সরকারের হুকুমমতে আদালতের তাবে থাকেন তাঁহারদিগের নামে লোকেরা যে সকল নালিশ উপস্থিত করিতে চাহে সেই সকল নালিশ শুনিবার বিষয়ে যেং দাঁড়া ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা শুধরিবার।

৩ তৃতীয় আইন। ৫ ফেব্রুআরি।

শহর কলিকাতা ও শহর জাহাঙ্গীর নগর এতাবতা ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদ ও শহর আজীমাবাদ এতাবতা পাটনার প্রবিন্স্যল কোর্টের মোতালক প্রত্যেক জিলার সদর মোকামে এতাবতা যেখানে মাজিষ্ট্রেটসাহেব থাকেন সেই সকল মোকামেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইনের লিখিত দাঁড়াসকল সম্পর্ক রাখিবার।

৪ চতুর্থ আইন। ১১ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৮ আইন রদ ও রহিত করিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ১৯ মার্চ।

প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের জজসাহেবেরা নিযুক্তহওনের বিষয়ে পূর্ব্বের আইন সকলের লিখিত যে সকল হুকুম চলন আছে তাহা শুধরিবার।

৬ ষষ্ঠ আইন। ১৯ মার্চ।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ও ১৮১২ সালের ১ আইনের লিখিত কোনং কথা শুধরা যাইবার।

৮ অষ্টম আইন। ১৩ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম জ্ঞানকৃত বধের ও গৃহদাহের ও চুরীর মোকদ্দমাতে খাটিবার।

৯ নবম

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

৯ নবম আইন। ১৭ মাই।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইনের ও ১৮১৪ সালের ৩ আইনের আশয় ও অর্থ স্পষ্ট ও নিরূপণ করিয়া লিখিবার।

১০ দশম আইন। ২০ মাই।

সরকারেতে ও লোকদিগেতে যে সকল কৌল করার অর্থাৎ নিয়ম হয় তাহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখিত যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখে সেই সকল হুকুম স্পষ্ট করিয়া ও বিবরণ করিয়া লিখিবার।

১১ একাদশ আইন। ২৭ মাই।

যে সকল ব্যক্তির প্রতি চুরী করিবার মনস্থে, বাটী ঘরে কি ডেরাতে কিম্বা নৌকায় অথবা অন্য বাসস্থানে কিম্বা গুদামে অথবা দ্রব্যসামগ্রী রাখিবার অন্যং স্থানে তাহা ভাঙ্গিয়া কাটিয়া প্রবেশকরণের অপরাধ কিম্বা ঐ সকল অপরাধ করিতে উদ্যতহওনের অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারদিগকে শাস্তিদেওনের বিষয়ে অন্যং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইবার।

১২ দ্বাদশ আইন। ২৭ মাই।

কর্ম্মীহওয়া মুশাহেরা কি যে আলুফা এ দেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহী ও অন্য কার্য্যকারকেরা কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইয়া আপনং কর্ম্মহইতে রহিতহওনের সময়ে তাহারদিগের গুজরাণের নিমিত্তে করিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহা তাহারাই পাইবার।

১৩ ত্রয়োদশ আইন। ১ জুন।

শহর ঢাকা ও পাটনা ও মুরশিদাবাদের কোতওয়ালী কর্ম্মের ভার মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইবার।

১৪ চতুর্দ্দশ আইন। ১৪ জুন।

জিলা চব্বিশপরগনা ভাগ করিয়া ভিন্নং দুই জিলা করিবার।

১৫ পঞ্চদশ আইন। ২১ জুন।

যেং ব্যক্তির প্রতি দুই কি তাহাহইতে অধিক অপরাধ প্রমাণ হয় তাহারা কোনং প্রকারেতে যে শাস্তির যোগ্য হইবেক তাহা নির্ণয় করিবার।

১৭ সপ্তদশ আইন। ২৯ জুলাই।

যে সকল ব্যক্তিরা শরাব অর্থাৎ মদিরা ও তাড়ী ও পচুই কিম্বা অন্যং মাদক সামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয় করে তাহারদিগের স্থানে যে টাকা বাকী পড়ে তাহা উসুল করণের অর্থে কালেক্টরসাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাওনের।

১৮ অষ্টাদশ আইন। ২৩ আগস্ত।

সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা তলবকরণের এবং বাকীদারদিগের ভূমি

নীলামেতে

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

নীলামেতে বিক্রয় করিয়া ঐ বাকী টাকা উসুলকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল আইন চলন আছে তাহার লিখিত কোনং কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার।

১৯ ঊনবিংশ আইন। ১৭ সেপ্টেম্বর।

সরকারের খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় ভূমির বাঁটওয়ারার বিষয়ে চলিত কএক আইন তাহার কোনং বিষয় নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তক্রমে এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার।

২০ বিংশ আইন। ২৭ সেপ্তম্বর।

ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা শহরেতে হওয়া পাঠশালার সম্পর্কীয় যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে তাহা রদ ও রহিত হইবার।

২১ একবিংশ আইন। ৪ অক্টোবর।

জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে ও সরকারের মালগুজারীর কালেক্টরসাহেবদিগকে তাঁহারদিগের এদেশীয় কোন কর্জ্জা মহাজনকে সিরিশ্তার আমলাদিগের মধ্যে নিযুক্ত করিতে নিষেধের।

২৩ ত্রয়োবিংশ আইন। ১৯ নবেম্বর।

সদর আমীন ও মুনসেফদিগকে নিযুক্তকরণের বিষয়ে পূর্ব্বের চলিত কএক আইনের কোনং কথা ফেরফার করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার এবং ঐ সদর আমীন ও মুনসেফদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে তাহারদিগের যে ক্ষমতা আছে তাহা শুধরিবার ও বাড়াইবার এবং জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের হুকুমতের তাবেতে অন্যং কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা তাহারদিগের দিবার।

২৪ চতুর্ব্বিংশ আইন। ২৯ নবেম্বর।

জিলা ও শহরের আদালতের আসিষ্টান্ট জজসাহেবদিগের ভার মৌকুফ হইবার বিষয়ে ও ঐং আদালতে নক্শা ও হুকুমসম্পর্কীয় কোনং বিষয়ের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার।

২৫ পঞ্চবিংশ আইন। ২৯ নবেম্বর।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের নক্শা ও হুকুম সম্পর্কীয় কোনং বিষয়ের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এবং ঐ সকল আদালতেতে উপস্থিতহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অতিত্বরা হইবার অর্থে এবং ঐ সকল আদালতের জজসাহেবদিগের মধ্যে কি সদর নিজামতের কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের মধ্যে এক জন জজসাহেবকে যেং কর্ম্মকার্য্য ও বিষয় নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা অর্পণ হইবেক তাহার বিবরণ ও নিরূপণ সুন্দর রূপে করিবার।

২৬ষড়্বিংশ

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয় তাহার ফিরিস্তি।

---

২৬ ষড়বিংশ আইন। ২৯ নবেম্বর।

সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাসকলেতে হওয়া নিষ্পত্তির উপর যে সকল খাস আপীল ও সরাসরী আপীল হয় তাহা শুনিবার ও বিচার করিবার বিষয়ে এক্ষণে যেং আইন চলন আছে সেইং আইনের লিখিত কোনং কথা পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে ও সওয়াল জওয়াবের কাগজপত্রের ও হুকুমনামার ও প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি জারীহওনের প্রকরণের বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যাহা লেখা আছে তাহার কোনং কথা পরিবর্ত্ত করিয়া নিরূপণ করিবার নিমিত্তে ও ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১আইনের লিখিত কোনং কথা স্পষ্টকরিয়া ও বাড়াইয়া লিখিবার।

২৭ সপ্তবিংশ আইন। ২৯ নবেম্বর।

দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে উকীলদিগকে মোকররকরণের সম্পর্কীয় কএক আইন তাহার কোনং কথা ফেরফার করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার।

২৮ অষ্টাবিংশ আইন। ২৯ নবেম্বর।

কোনং ব্যক্তিরদিগকে যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে পারিবার অনুমতি দেওয়া যাওনের বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনতে যেং হুকুম আছে সেইং হুকুমের কোনং কথা ফেরফার করিয়া ও শুধরিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার।

২৯ ঊনত্রিংশ আইন। ৩ দিসেম্বর।

জিলা বীরভূমের মোতালক যে কএক মহালকে ঘাটওয়ালী মহাল বলে তাহার বন্দোবস্তের।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

H. MACKENZIE,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ১ প্রথম আইন।

ইষ্টাম্পকাগজের দ্বারা সরকারের জায়দাদ অর্থাৎ সংস্থানহওনের অর্থে ইহার পূর্ব্বে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা শুধরা যাওনের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ১ জানুআরি মোতাবেক্কে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ১৯ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২৫ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ২০ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ১০ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ৮ শহর মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক যেং তমঃসুক ও কোবালা ও অন্যং দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র লোকদিগের মধ্যে চলে তাহার কাগজেতে ও আদালতসকলে দাখিলকরণের সওয়াল ও জওয়াবের কাগজেতে ইষ্টাম্পছাপাকরণদ্বারা সরকারের প্রাপ্তির জায়দাদ অর্থাৎ সংস্থান হইবার নিমিত্তে বারবার আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ও যেহেতুক কোনং প্রকারেতে ঐং আইনের আশয় ও মর্ম্ম সুস্পষ্ট হয় নাহি ও ইহাতে যে লোকেরা সরকারের পক্ষে চাতুরী ও প্রবঞ্চনাকরণের মনস্থ না রাখে তাহারদিগের বিষয়ে ক্ষতি ও হানি হইতে পারে ও এমত বোধ হইতেছে যে নালিশ উপস্থিতহওনের প্রথমে ও দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রের ও সাক্ষিদিগের সপীনা জারীহওনের উপর নিরূপিত রসুমলওনেতে ও তাহা উসুলের অঙ্কে লিখনেতে আদালতসম্পর্কীয় এদেশীয় কার্য্যকারকদিগহইতে অনেক অসঙ্গত আচরণ হইয়াছে ও ঐ প্রকার সওয়াল ও জওয়াবের কাগজের উপর ইষ্টাম্পছাপাকরণের দ্বারা যে রসুম এতাবতা মূল্য এখনপর্য্যন্ত লওয়া যাইতেছে তাহার উপর নালিশের প্রথমকার রসুম চড়াইয়া দিলে ঐ সকল অসঙ্গত আচরণের প্রতিকার ও সরকারের এবং সমস্ত লোকের সুগম ও হিত হইতে পারে এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ সকল দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের মে মাসের ১ প্রথম তারিখ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২৭ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১০ জমাদীয়ল আউওলঅবধি কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ৪ ধারাঅবধি ৩০ ধারাপর্য্যন্ত ও ঐ সনের ১০ আইন এই ধারার লিখিত

কএক সনের কএক আইন ও ধারা রদ হইবার কথা।

১০ আইন ও ১৮০০ সালের ৭ আইন ও ১৮০১ সালের ১১ আইনের ১১ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ৪ ধারাঅবধি ২৬ ধারাপর্য্যন্ত ও ১৮০৬ সালের ১৩ আইন ও ১৮০৭ সালের ৮ আইন ও ১৮০৯ সালের ৭ আইন ও ১৮১০ সালের ১১ আইনের ২ ধারা ও ১৮১২ সালের ১২ আইন ও ১৮১৩ সালের ১৬ আইন ও ইষ্টাম্পকাগজের দ্বারা যে সকল রসুম লওয়া যাইতেছে তাহার সহিত আর যেং দাঁড়া সম্পর্ক রাখে তাহা সমস্ত এই ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ মে মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ২০ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২৭ বৈশাখ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ২১ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ১২ বৈশাখ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১০ জমাদিয়ল আউওলঅবধি রদ ও রহিত হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

কলিকাতার মধ্যে কি তাহার নিকটে ইষ্টাম্প কাগজের সিরিশ্তা নির্দ্দিষ্ট হইয়া তাহার ভার সরকারের কোন সাহেবের প্রতি হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইষ্টাম্পকাগজের সদর সিরিশ্তা কলিকাতা শহরেতে কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তি স্থানেতে নির্দ্দিষ্ট হইবেক ও ঐ সিরিশ্তা কোম্পানী বাহাদুরের সরকারের চাকর সাহেব লোকদিগের মধ্যের এক সাহেবের ক্ষমতা ও কর্ত্তৃত্বের তাবে থাকিবেক ও সেই সাহেব ইষ্টাম্পকাগজের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব নামেতে খ্যাত হইবেন ও ঐ সাহেবের সিরিশ্তায় সমস্ত কাগজে কিম্বা পশ্চাৎ যেং প্রয়োজনের কথা লেখা যাইবেক সেই মত প্রয়োজনের অন্য দ্রব্যেতে ইষ্টাম্প ছাপা করা যাইবেক ও তাহার পর তাহাতে সরকারের খাজানা ত্রেজরীর কাছারীতে কৌণ্টর ইষ্টাম্প অর্থাৎ দ্বিতীয় ইষ্টাম্প ছাপা হইবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তাবে থাকিবার ও আপন কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে দিব্যকরণের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব বোর্ড রেবিনিউর সাহেব লোকের হুকুমের তাবে হইবেন ও আপন সিরিশ্তার কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে ঐ সাহেবদিগের কোন সাহেবের হজুরে এই আইনের শেষের লিখিত ১ প্রথম নম্বরের শরওয়া মতে হলফ অর্থাৎ দিব্য করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করিবেন ইতি।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব মফঃসলের কার্য্যভারাক্রান্তদিগের কারণ ইষ্টাম্পকাগজ তৈয়ার করিয়া পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মফঃসলের যে কার্য্যভারাক্রান্তদিগের প্রতি ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণের ভার হয় তাঁহারা আপনং জিলার খরচের কারণ যত ইষ্টাম্পকাগজ চাহেন সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব তাহা প্রস্তুত করিয়া তাঁহারদিগের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ইষ্টাম্পকাগজের সংখ্যা ও মূল্যাদির হিসাব দুরস্ত করিয়া আপন নিকটে রাখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন প্রস্তুত করা ইষ্টাম্পকাগজের সংখ্যা ও মূল্যের হিসাব এবং তাঁহার সিরিশ্তাহইতে কত ইষ্টাম্পকাগজ পাঠান গিয়াছে তাহার হিসাব ও প্রত্যেক জিলাহইতে যতং টাকা উসুল হইয়াছে ও যত ইষ্টাম্পকাগজ তাঁহার নিকটে মৌজুদ আছে তাহার হিসাব দুরস্ত করিয়া আপন সিরিশ্তাতে রাখেন ও ঐ সাহেবের ইহাও কর্ত্তব্য যে বোর্ড রেবিনির সাহেব লোকেরা

লোকেরা যে মিয়াদী রিপোর্ট ও কৈফীয়ৎ তলব করেন্ তাহা প্রস্তুত করিয়া ঐ সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

কৃত্রিমকরণাদি অপরাধব্যক্তহওনার্থে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কোন জিলায় যাওয়া আবশ্যক হইলে যাইবার কথা।

বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবলোক ঐ মতলব হাসিলের কারণ কোন কার্য্যকারককে পাঠাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের বিবেচনাতে জাল অর্থাৎ কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজকরণের বিষয়ে ও তাহা বিক্রয় করণেতে অন্য যে সকল অসঙ্গত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম হইয়া থাকে তাহা প্রকাশ পাওনের নিমিত্তে ঐ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কোন জিলাতে যাওয়া আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ সাহেবের উচিত যে সেই জিলাতে যান্ ও এই মত বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহারদিগের বিবেচনাতে ইহা বোধ হয় যে তাহারদিগের হুকুমের তাবে কোন জিলাতে উপরের উক্ত অপরাধের কর্ম্ম হইতেছে তবে তাহা প্রকাশ পাইবার কারণ কোন কার্য্যকারককে তথায় পাঠান্ ইতি।

৪ ধারা।

কাগজাদিতে ত্রেজরীর কাছারীতে কৌণ্টর ইষ্টাম্প ছাপা না হইলে কোন ইষ্টাম্প মাতবর না হইবার ও তাহা সিরিশ্তাহইতে বাহির না করা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কাগজে কিম্বা পারচমেন্ত অর্থাৎ চামড়ার কাগজে কি তালপত্রে অথবা অন্য বস্তুতে ইষ্টাম্প ছাপা হইয়া থাকে তাহাতে ত্রেজরার কাছারীতে নিরূপিতমতে কৌণ্টর ইষ্টাম্প অর্থাৎ দ্বিতীয় ইষ্টাম্প ছাপা না হইলে কোন ইষ্টাম্প মাতবর অর্থাৎ প্রত্যয়যোগ্য বোধ হইবেক না এবং ইষ্টাম্পের সিরিশ্তাহইতে জারীও হইবেক না ইতি।

সব ত্রেজরী সাহেব তাঁহার ভারক্রমে কৌণ্টর ইষ্টাম্প ছাপা হওয়া ইষ্টাম্পকাগজাদির সংখ্যাদির হিসাব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুজুরে মোকাবিলার কারণ পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সব ত্রেজরী সাহেব এতাবতা ত্রেজরীর নায়েব মোখ্তারকার সাহেব তাঁহার ভারানুসারে যে সকল ইষ্টাম্পকাগজাদিতে কৌণ্টর ইষ্টাম্প ছাপা করা যায় তাহার সংখ্যা ও মূল্যের বাবত হিসাব দুরস্ত করিয়া রাখিবেন ও সিরিস্তার চলিত প্রতি সনের আখেরীতে ঐ হিসাব বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দিবেন যে ঐ সাহেবলোকেরা ঐ হিসাব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের হিসাবের সহিত মোকাবিলা করেন্ ইতি।

৫ ধারা।

মতনের নিরূপিত প্রয়োজনের ইষ্টাম্পের কতকগুলি মোহর আবশ্যক মত ইষ্টাম্পের সিরিশ্তাতে রাখা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনানুসারে নানা প্রয়োজনের নিমিত্তে যে এক রকম ইষ্টাম্প ছাপা করা কর্ত্তব্য হয় সেই কএক রকম ইষ্টাম্পের উপযুক্ত মত কতকগুলিন মোহর ইহার পর হইতে ইষ্টাম্পের সিরিশ্তাতে রাখা যাইবেক ও সেই সকল মোহরে ইঙ্গরেজী ও পারসী ও বাঙ্গলা ও নাগরী অক্ষরে নীচের লিখিত অঙ্ক খোদা যাইবেক ইতি।

তফসীল।

/০

৵০

|০
||০
১
২
৪
৮
১৬
৩২
৫০
১০০
১৫০
২৫০
৩৫০
৫০০
৭৫০
১০০০
২০০০

প্রায সর্ব্বদা বাঙ্গলা ও বেহারের বানান কাগজে ইষ্টাম্প ছাপা হইবার ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা ঐ কাগজের দীর্ঘ প্রস্ত নিরূপণ করিবার কথা।

সদরের সাহেবদিগের রোয়দাদ ও ফয়সলার নকলের কারণ বিলায়তী কাগজে ইষ্টাম্প ছাপা হইবার কথা।

সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কোন২ জিলার খরচের কারণ ইষ্টাম্প ছাপাকরা তালপত্র আপন নিকটে রাখিবার কথা।

যাহারা মতনের লেখা বস্তুতে নিদর্শনপত্র লেখাইতে চাহে তাহারা নিরূপিত রসুম দিয়া

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সুবে বাঙ্গালা ও বেহারেতে যে সকল কাগজ তৈয়ার হয় প্রায় সর্ব্বদা সেই সকল কাগজেতে উপরের প্রকরণের নিরূপিত ইষ্টাম্প সকল ছাপা হইবেক ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের প্রকৃত আশয় ও মর্ম্মের দৃষ্টে সরকারের পক্ষে হানি হওনব্যতিরেক লোক সকলের হিতার্থে ঐ কাগজের দীর্ঘ ও প্রস্তের যে পরিমাণ নিরূপণকরা উপযুক্ত ও উচিত বুঝেন্ তাহা করেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের যে সকল রোয়দাদ ও ফয়ঃসলাঅনুসারে বিলায়ত আপীল হয় তাহার নকলের নিমিত্তে ইষ্টাম্প ছাপা হওয়া যেং বিলায়তী কাগজের মূল্যের কথা পশ্চাৎ লেখা যাইবেক সেই কাগজ লাগিবেক এবং জানা কর্ত্তব্য যে যে২ জিলাতে কোন২ দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র লেখা যাওনের কারণ কাগজের স্থানে তালপত্র লাগে সেই২ জিলার খরচার নিমিত্তে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব প্রয়োজন উপযুক্ত কতকগুলি তালপত্র নিরূপিত মতে ইষ্টাম্প ছাপা করিয়া আপন নিকটে মৌজুদ রাখিবেন এবং জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন ব্যক্তি কোন দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র কাগজ কি তালপত্রের বদলে বেলম অর্থাৎ ওসলীতে কি পারচমেন্ত অর্থাৎ চামড়ার কাগজে কি অন্য কোন বস্তুতে লেখাইতে চাহে এমতে যদি সে দস্তাবেজ দীর্ঘ প্রস্তে প্রায় ইষ্টাম্পকাগজের সমান হয় তবে সে ব্যক্তির ক্ষমতা থাকিবেক যে নিরূপিত রসুম দিয়া তাহাতে ইষ্টাম্প ছাপা করায় অতএব যে সকল তমঃসুক ও কোবালাইত্যাদি দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র

উপরের

উপরের লিখিত প্রকারের যে কোন বস্তুতে লেখা যায় তাহা সামান্য ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়া থাকনের মত আদালতে প্রমাণের প্রকরণে লওয়া যাইবেক ইতি।

> তাহাতে ইষ্টাম্প ছাপা করাইবার ও তাহা হইলে তাহা ইষ্টাম্পকাগজের ন্যায় মাতবর হইবার কথা।

৬ ধারা।

জাল অর্থাৎ কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ তৈয়ারহওনের প্রকরণ যথাসাধ্য নিবারণহওনের নিমিত্তে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকদিগকে এ কর্ম্মের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর মোকরর করেন্ তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক ইষ্টাম্পকাগজের কি ইষ্টাম্পছাপাকরা অন্য বস্তুর পৃষ্ঠে আপন২ দস্তখত করেন্ ইতি।

> জাল ইষ্টাম্পহওনের নিবারণের কারণ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবআদি ইষ্টাম্পকাগজ ও অন্য বস্তুতে আপন দস্তখৎ করিবার কথা।

৭ ধারা।

কলিকাতার টাক্‌সালের মোখ্তারকার সাহেবের কর্ত্তব্য যে বোর্ড রেবিনিউ সাহেবদিগের অভিপ্রায়ক্রমে তাঁহারদিগের হুকুমমত ইষ্টাম্পের মোহর খোদান ইতি।

> কলিকাতার টাক্‌সালাতে ইষ্টাম্পের মোহর খুদিয়া রাখা যাইবার কথা।

৮ ধারা।

জাল অর্থাৎ কৃত্রিমকরা প্রকাশ পাইবার ও তাহার নিবারণ হইবার নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের যখন আবশ্যক বোধ হয় তখন ইষ্টাম্পের মোহরের পরিমাণ ও গতিকের ফেরফার করেন্ কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এই ধারার লিখিত কোন কথাক্রমে এমত বুঝা না যায় যে ইষ্টাম্পের মোহরের নিরূপিত অঙ্কের ফেরফার করিতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে ইতি।

> বোর্ডের সাহেবেরা বিবেচনামতে মোহরের পরিমাণ ও প্রকার বদলিবার কথা।
>
> অঙ্কবদল না হইবার কথা।

৯ ধারা।

হুকুম হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি নীচের লিখিত প্রকারের কোন কাগজ কি দস্তাবেজ যে কাগজে নিরূপিত ইষ্টাম্প ছাপা না হইয়া থাকে সে কাগজে লেখা গেলে তাহা কোন আদালতে প্রমাণের প্রকরণে গ্রাহ্যকরা কি অন্য কোনপ্রকারে লওয়া যাইবেক না ও দাখিল হইবেক না।

> তমঃসুকাদি নিরূপিত মতে ইষ্টাম্প ছাপাহওয়া কাগজে লেখা না গেলে তাহা আদালতে প্রমাণের প্রকরণে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

তফসীল।

তমঃসুক টীপ হুণ্ডী বরাতের কাগজ কিম্বা যে২ অন্য দস্তাবেজ অনুসারে নগদ টাকা দিতে হয় কিম্বা যে কোন রসীদ কি কোন ফারখত্তীর অনুসারে কিছু নগদ টাকা কি কোন বাবতী পাওনা টাকা পরিশোধ কি উসুলহওনের কি তাহা ছাড়িয়া দেওনের কি তাহাহইতে খালাসদেওনের অথবা রফাহওনের কি কোন প্রকারে নিকাস ও পরিচ্ছিন্তিহওনের করার হয় হেবানামা অর্থাৎ দানপত্র বয়নামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ উদ্দেশদানপত্র কিম্বা অন্য যে২ দস্তাবেজের অনুসারে অস্থা

বর

যেমতেতে যে উপায় করা যাইবেক তাহার কথা।

বর কি স্থাবর বস্তু হস্তান্তর হয় ও কোন পাট্টা কি বন্ধকপত্র কিম্বা অন্য যে দস্তাবেজের অনুসারে স্থাবর বস্তু নিয়মিত কালের মিয়াদে হস্তান্তর হয় ও কোন আক্দনামা অর্থাৎ নিয়মপত্র কি শরাকৎনামা অর্থাৎ অংশাংশপত্র কি কবুলিয়ৎ কি জামিনীপত্র কি একরারনামা। কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কেহ ভুলক্রমে তমঃসুকইত্যাদি যে কাগজে কি অন্য বস্তুতে নিরূপিত ইষ্টাম্প ছাপা না হইয়া থাকে তাহাতে লেখাইয়া লয় ও সেই ব্যক্তি এমত তমঃসুকইত্যাদি তাহা লেখাযাওনের তারিখহইতে ষাটি দিবস অতীতহওনের পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দাখিল করিয়া ঐ তমঃসুক কি অন্য দস্তাবেজ প্রথমতঃ নিরূপিত ইষ্টাম্প ছাপাকরা কাগজে কি অন্য বস্তুতে লেখা যাইতে হইলে তাহার রসুমের যে টাকা দিতে হইত তাহার দশগুণ পরিমাণে জরীমানার টাকা দেয় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে এমত তমঃসুকইত্যাদি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ যে দাঁড়ামতে তাহাতে ইষ্টাম্পছাপা হয় ও ইহাও জানা কর্ত্তব্য যে তমঃসুক কি অন্য দস্তাবেজ ইষ্টাম্পকাগজে লেখা আবশ্যক তাহা আদালতে দাখিল হইলে পর যদি ইহা প্রকাশ হয় যে তাহার উপরের ইষ্টাম্প কিম্বা দস্তখৎ জাল অর্থাৎ কৃত্রিম তবে এমত যে জজসাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের নিকটে এমত দস্তাবেজ দাখিল হয় তাঁহার কর্ত্তব্য যে তাহা প্রমাণের প্রকরণে মঞ্জুর করণের পূর্ব্বে যথোচিত তহকীক তদন্ত এপ্রকারেতে করেন্ যে তাঁহারদিগের এ বিষয়ে খাতিরজমা হয় যে যে কাগজে কি অন্য বস্তুতে ঐ দস্তাবেজ লেখা গিয়াছে তাহা ইষ্টাম্পবিক্রয়করণের কারণ নিরূপণহওয়া কোন স্থানহইতে খরীদ হইয়াছে কি না আর যদি ইহা নিশ্চয় বোধ হয় যে ঐ কাগজ কি অন্য বস্তু দাখিলকরণিয়ার প্রমাণকরা স্থানেতেই খরীদ হইয়াছে এবং তাহার উপরের ইষ্টাম্প ও দস্তখৎ এই আইনের নিরূপিত ইষ্টাম্প ও দস্তখতের মত বোধ হয় তবে এমতে তাহার মাতবরীর বিষয়ে কোন সন্দেহ জন্মিলেও লওয়া যাইবেক কিন্তু যদি জজসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক ইহা জানেন্ যে যে ইষ্টাম্পকাগজে দস্তাবেজ লেখা গিয়া দাখিল হইয়াছে তাহা যাহাকে বিক্রয়করণের অনুমতি আছে তাহার স্থানেতে খরীদ হয় নাহি ও তাহা এমত বিক্রয়করণিয়ার স্থানে খরীদ হইয়া থাকনমতে যদি ইহা বুঝা যায় যে সে দস্তাবেজ দাখিলকরণিয়া ব্যক্তি তাহা জাল অর্থাৎ কৃত্রিম ইহা জানিত তবে এমতে ঐ দস্তাবেজ প্রমাণের প্রকরণেতে গ্রাহ্য না হইয়া রদ হইবেক ইতি।

কোন কাগজের উপরের ইষ্টাম্প কি দস্তখৎ জাল বোধ হইলে যেমতাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

১০ ধারা।

প্রতি জিলাতে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তৃত্বতলে ইষ্টাম্পের সিরিশতা তাহা বিক্রয় ওবাঁটনের কারণ মোকরর হইবার ও ঐ সাহেব যে কমিস্যন পাইবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—প্রতিজিলাতে ইষ্টাম্পের সিরিশ্তা তাহা বিক্রয়করণ ও বাঁটিয়া দেওনের নিমিত্তে ভূমির মালগুজারী তহসীলের কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তৃত্বতলে নির্দিষ্ট হইবেক ও ঐ সিরিশ্তার জওয়াব তাঁহাকে দিতে হইবে ও ঐ সাহেব তাঁহার জিলাতে ইষ্টাম্প এপ্রকার বিক্রয়হওন ও বাঁটা যাওনেতে যত টাকা জমা হয় তাহার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া কমিস্যনরূপে পাইবেন ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেব আপন জিলার খরচের কারণ ইষ্টাম্পের সদর সিরিশ্‌তার সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে যত ইষ্টাম্পকাগজ তলব করিয়া লইতে চাহেন্‌ তাহার দুই রসীদ ঐ সাহেবের নিকট দাখিল করিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব প্রয়োজনোপযুক্ত ইষ্টাম্প কাগজ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে তলব করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—প্রতিসদর মোকামে এতাবতা যেখানে কালেক্টরসাহেব কি আসিষ্টাণ্ট কালেকটরসাহেব থাকেন্‌ ইষ্টাম্পকাগজের সিরিশ্‌তার কর্ম্ম চালাইবার নিমিত্তে দারোগা মোকরর হইবেক ও ঐ দারোগার মেহনতানা কমিস্যনরূপে কি মাহিয়ানারূপে অথবা তাহার কতক কমিস্যনরূপে ও কতক মাহিয়ানারূপে ইহার যাহা বোর্ডরেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের বিবেচনায় শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে বিহিত বোধ হয় সেইরূপে ধার্য্য হইবেক ইতি।

প্রত্যেক সদর মোকামে ইষ্টাম্প সিরিশতার কর্ম্ম চালাইবার কারণ দারোগা মোকরর হইবার ও তাহারদিগের মেহনতানার ধার্য্যহওনের মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ঐ দারোগার কর্ত্তব্য হইবেক যে ইষ্টাম্পের সদর সিরিশ্‌তাহইতে পাঠান ইষ্টাম্পকাগজ গণিয়া বুঝে এবং কালেক্টরসাহেবের লেখা রসীদসকলেতে দস্তখৎ করে ইতি।

ইষ্টাম্পের দারোগার কর্ত্তব্যের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা যে২ পরগনা কি যে২ স্থাননিরূপণ করেন্‌ সেই২ পরগনা কি স্থানে লোকেরা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করণের অর্থে অনুমতি পাইয়া মোকরর হইবেক ও তাহারদিগের মেহনতানা কমিস্যনরূপে কি মাহিয়ানারূপে অথবা তাহার কতক কমিস্যনরূপে ও কতক মাহিয়ানারূপে ইহার যাহা বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের বিবেচনায় শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্‌ জেনরল বাহাদুরের সম্মতিক্রমে বিহিত বোধ হয় সেইরূপে ধার্য্য হইবেক ও ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সময়ে এমত কার্য্যকারকদিগকে উপযুক্ত আন্দাজ হরেক রকম অর্থাৎ নানাপ্রকার ইষ্টাম্পকাগজ জিম্মা করিয়া দেন্‌ এবং সকল সময়ে বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের খাতিরজমা এ বিষয়েতে করেন্‌ যে লোকদিগের বিষয় কর্ম্ম চলিবার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজের আবশ্যক হয় তাহা পাইতে কিছু বিলম্ব কি অন্য কোন বিঘ্ন টিতহওনপ্রযুক্ত লোকদিগের তেজারতের কর্ম্মে কি দেনা ও পাওনাআদি নগদ টাকার অন্য কারবারে কিছু বাধা ও আটক না হয় ইতি।

কোন২ স্থানে ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয়করণিয়ারা মতনের লেখা মেহনতানায় মোকরর হইবার কথা।

ঐ বিক্রয়করণিয়াদিগ্‌কে হররকম ইষ্টাম্পকাগজ জিম্মা করিয়া দিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ইষ্টাম্পের দারোগারা ও যাহারা ইষ্টাম্প বিক্রয়করণের অনুমতি রাখে তাহারা প্রতিজন এই আইনের শেষের নিরূপিত ২ দ্বিতীয় ও ৩ তৃতীয় নম্বরের শরওয়ামতে যে একরারনামা লিখিয়া দিতে হয় তাহার লিখিতমত প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্ম করিবার কারণ কালেক্টরসাহেবের নিকটে জামিনী দাখিল করিবেক ও তাহারদিগ্‌কে ৪ চতুর্থ ও পঞ্চম নম্বরের শরওয়ামতে সনন্দ দেওয়া যাইবেক ইতি।

ইষ্টাম্পের দারোগারা ও অনুমতিক্রমে তাহা বিক্রয় করণিয়ারা একরারনামার লিখনমতে কার্য্য করিবার অর্থে জামিনী দাখিল করিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—হুকুম হইল যে ইষ্টাম্পের দারোগা যত২ ইষ্টাম্পকাগজ ভিন্ন২ বিক্রয়কারককে দেয় সে তাহার সংখ্যা ও মূল্যের হিসাব দুরস্ত করিয়া আপন নিকটে রাখিবেক ও প্রত্যেক বিক্রয়কারকও প্রতিদিন যত ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করে

ইষ্টাম্পকাগজের দারোগা যে হিসাব লিখিয়া রাখিবেক তাহার কথা।

তাহার

তাহার রোজনামার বহী রাখিবেক ও ঐ বহী প্রতিমাসের শেষেতে জিলার ইষ্টাম্প সিরিশ্তাতে পাঠাইবেক এবং হুকুম হইল যে প্রত্যেক বিক্রয়কারক ইষ্টাম্পের দারোগার স্থানে কিছু ইষ্টাম্পকাগজ পাইলে তাহার রসীদ লিখিয়া দিবেক ও তাহার কর্ত্তব্য যে ইষ্টাম্পকাগজ পাইলে পর তাহা সুন্দর দৃষ্টি করিয়া দেখে যে তাহাতে সরকারের ইষ্টাম্প অর্থাৎ মোহর ছাপা হইয়াছে ইহা তাহার হৃদ্বোধ হয় ও তাহার প্রামাণ্যের কথা ঐ দারোগাকে যে রসীদ দেয় তাহাতে লিখে ইতি।

কালেকটরসাহেব সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের তলবমতে তাঁহার নিকট হিসাব পাঠাইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের সম্মতি ও অনুমতিক্রমে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব কালেকটরসাহেবদিগের স্থানে যে হিসাব তলব করেন্ তাঁহারা সে হিসাব ইষ্টাম্পের সদর সিরিশ্তায় পাঠাইয়া দিবেন ইতি।

ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও কালেকটর সাহেবেরা ও অনুমতিমতে অন্য বিক্রয়করণিয়ারা ভিন্ন অন্য কেহ ইষ্টাম্পবিক্রয় করিতে না পারিবার ও হুকুমের ব্যতিক্রম করিলে শাস্তিহওনের মতের কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—ইষ্টাম্পের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেব ও ভূমির মালগুজারীর কালেকটরসাহেবেরা ও বিলায়তী যে অন্য২ কার্য্যকারকদিগের প্রতি ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করণ ও বাঁটনের ভার অর্পণ হয় তাঁহারা ভিন্ন ও এদেশীয় যে বিক্রয়কারককে তাহা বিক্রয়করণের অনুমতি থাকে সে ভিন্ন অন্য কাহারো ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিবার ক্ষমতা থাকিবেক না। আর যে কেহ এই হুকুমের অন্যথায় ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করে সে ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের বিচারের ও আপত্তির যোগ্য হইবেক ও তাহার অপরাধ প্রমাণ হইলে আইনানুসারে ঐ সাহেবদিগের প্রতি যেমত ক্ষমতার্পণ হইয়া থাকে তদনুসারে শাস্তি পাইবেক ইতি।

১১ ধারা।

যে দস্তাবেজ যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার ও তাহার মূল্য নিরূপণের কথা।

এই আইনের হেতুবাদের নিরূপিত তারিখহইতে যে সকল তমঃসুক ও টীপ ও হুণ্ডী ও বরাতের কাগজ কি অন্য যে২ দস্তাবেজ অনুসারে নগদ টাকা দিতে হয় ও যে সকল রসীদ কি ফারখতীর অনুসারে কিছু নগদ টাকা কিম্বা কোন বাবত্তা পাওনা টাকা পরিশোধ কি উসুলহওনের কি তাহা ছাড়িয়া দেওনের কি তাহাহইতে খালাসদেওনের অথবা রফাহওনের কি কোন প্রকারে নিকাশ ও পরিচ্ছিত্তিহওনের করার হয়। ও যে সকল হেবানামা অর্থাৎ দানপত্র অথবা বয়নামা অর্থাৎ বিক্রয়পত্র কি ওসীয়ৎনামা অর্থাৎ উদ্দেশদানপত্র কিম্বা অন্য যে২ দস্তাবেজ অনুসারে কোন অস্থাবর কি স্থাবর বস্তু হস্তান্তর হয় ও যে সকল পাট্টা কি বন্ধকপত্র অথবা অন্য দস্তাবেজের অনুসারে নিয়মিত কালের মিয়াদে স্থাবর বস্তু হস্তান্তর হয় ও যে সকল আকদনামা অর্থাৎ নিয়মপত্র কি শরাকৎনামা অর্থাৎ অংশাংশপত্র কি কবুলিয়ত কিম্বা জামিনীপত্র কি একরারনামা কলিকাতার হুকুমতের তাবে দেশেতে চলে তাহা সমস্ত যে কাগজে কি অন্য কোন বস্তুতে সরকারের ইষ্টাম্প ছাপা হইয়া থাকে তাহাতে লেখা যাইবেক ও সে ইষ্টাম্পের মূল্য নীচের লিখিত বিবরণ ও হারক্রমে মোকরর হইবেক।

তফসীল।

তফসীল।

ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের বিবরণ ও হার।

যদি কোন তমঃসুক কি অন্য দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র ১৬ ষোল টাকার অধিকের না হয় কিম্বা ঐ নিদর্শনপত্রের অনুসারে যে কোন বস্তু হস্তান্তর কি প্রকারান্তর হয় তাহার মূল্য ১৬ ষোল টাকার অধিক না হয় তবে তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ⁄০

ও যদি ১৬ ষোল টাকার উপর ৬৪ চৌষট্টি টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৵০

ও যদি ৬৪ চৌষট্টি টাকার উপর ১২৫ এক শত পঁচিশ টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ।০

ও যদি ১২৫ এক শত পঁচিশ টাকার উপর ২৫০ দুই শত পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ॥০

ও যদি ২৫০ দুই শত পঞ্চাশের উপর ৫০০ পাঁচ শত টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১

ও যদি ৫০০ পাঁচ শতের উপর ১০০০ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ২

ও যদি ১০০০ এক হাজারের উপর ২০০০ দুই হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৪

ও যদি ২০০০ দুই হাজারের উপর ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৮

ও যদি ৫০০০ পাঁচ হাজারের উপর ১০০০০ দশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১৬

ও যদি ১০০০০ দশ হাজারের উপর ২০০০০ বিশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৩২

ও যদি ২০০০০ বিশ হাজারের উপর ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৫০

ও যদি ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজারের উপর ১০০০০০ লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১০০

ও যদি ১০০০০০ লক্ষ টাকার উর্দ্ধ হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১৫০

১২ ধারা।

মতনের লেখা দস্তাবেজ নিষ্কর ভূমিসম্পর্কীয় হইলে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার কথা।

তাহা সকর ভূমিসম্পর্কীয় হইলে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক না হইবার কথা।

প্রকৃত আশয়ের অন্য মত বোধ না হইবার নিমিত্তে হুকুম হইল যে ভূমির আবকারী ও ইজারদারের মধ্যে যে পাট্টা ও কবুলিয়ত কি আরং একরারনামা লেখাপড়া হয় ও ভূমির খাজানা আদায়ের বাবত যে হররকম অর্থাৎ নানাপ্রকার দাখিলা কি অন্যং দস্তাবেজ লেখা যায় তাহা লাখরাজী অর্থাৎ নিষ্কর ভূমিসম্পর্কীয় হইলে নিরূপিত ইষ্টাম্প ছাপাহওয়া কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু ঐ রকম যে সকল দস্তাবেজ খেরাজী অর্থাৎ সকর ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি ইতি।

১৩ ধারা।

নালিশআদির রসুম মৌকুফহওনের ও তাহার বদলে ইষ্টাম্পের রসুম মোকররহওনের কথা।

মোকদ্দমা উপস্থিতহওনের প্রথমকার ও সাক্ষিদিগের সপীনা জারীহওনের ও দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র দাখিলকরণের যে ফীস অর্থাৎ রসুম এখনপর্য্যন্ত লওয়া যাইতেছে তাহা এই আইনের হেতুবাদের নির্দ্ধারিত তারিখঅবধি মৌকুফ হইবেক ও তাহার বদলে নীচের তফসীলমতে ইষ্টাম্পের রসুম লওয়া যাইবেক ইতি।

তফসীল।

কোন আদালতে উপস্থিতহওনের মোকদ্দমাতে ও সে আদালতের ফয়সলাহইতে তাহার ব্যাপক অর্থাৎ উপরকার আদালতে আপীলহওনের মোকদ্দমাতে দাওয়ার বিষয় নগদ কি অন্য বস্তু হইলে তাহার সংখ্যা কি মূল্য যদি ১৬ ষোল টাকার অধিক না হয় তবে তাহার নালিশের আরজী কি সওয়াল যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১

ও ১৬ ষোল টাকার উপর ৩২ বত্রিশ টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ২

ও ৩২ বত্রিশ টাকার উপর ৬৪ চৌষট্টি টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৪

ও ৬৪ চৌষট্টি টাকার উপর ১৫০ এক শত পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৮

ও ১৫০ এক শত পঞ্চাশ টাকার উপর ৩০০ তিন শত টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১৬

ও ৩০০ তিন শত টাকার উপর ৮০০ আট শত টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৩২

ও ৮০০ আট শত টাকার উপর ১৬০০ এক হাজার ছয় শত টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৫০

৩

ও ১৬০০ এক হাজার ছয় শত টাকার উপর ৩০০০ তিন হাজার টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১০০

ও ৩০০০ তিন হাজার টাকার উপর ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১৫০

ও ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার উপর ১০০০০ দশ হাজার টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ২৫০

ও ১০০০০ দশ হাজার টাকার উপর ১৫০০০ পোনের হাজার টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৩৫০

ও ১৫০০০ পোনের হাজার টাকার উপর ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৫০০

ও ২৫০০০ পঁচিশ হাজার টাকার উপর ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৭৫০

ও ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর ১০০০০০ লক্ষ টাকাপর্য্যন্তের যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১০০০

ও ১০০০০০ লক্ষ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ২০০০

১৪ ধারা।

সকর ভূমির মোকদ্দমাতে বস্তুর মূল্য নিরূপণের মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কটকসহিত দক্ত ও জয়করা দেশসকলের মধ্যের খেরাজী অর্থাৎ সকর ভূমির মোকদ্দমাতে বস্তুর মূল্যনিরূপণ সরকারে সালিয়ানা যত জমা দিতে হয় তত টাকা হইবেক ও ঐ কটকভিন্ন বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যাতে ঐ খেরাজী ভূমির বাবৎ সালিয়ানা যে জমা সরকারে দিতে হয় তাহার তিনগুণ হিসাবে নিরূপণ হইবেক ইতি।

নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমাতে বস্তুর মূল্যনিরূপণের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সরকারের শাসিত সমস্ত দেশে লাখেরাজী অর্থাৎ নিষ্কর ভূমির মোকদ্দমাতে বস্তুর মূল্যনিরূপণ তাহার সালিয়ানা উৎপন্নের যে আন্দাজ করা যায় তাহার অষ্টাদশগুণ হিসাবে হইবেক ইতি।

বিবাহ ও নিকা ও বাটী ও বাগাতআদির মোকদ্দমাতে দাওয়ার বিষয়ের মূল্যের ঠাহর হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বাটী কি বাগাত কি পুষ্করিণী কিম্বা অস্থাবর বস্তুর কি ১ ও ২ প্রকরণের লিখিতভিন্ন অন্য স্থাবর বস্তুর মোকদ্দমাসকলেতে ও বিবাহ ও নিকার বিষয়ে হওয়া ক্ষতির পাওনা বাবত কি হুরমত বহার দাওয়ার মোকদ্দমাসকলেতে অথবা শারীরিক আঘাতের বাবত মোকদ্দমাতে দাওয়ার বিষয়ের মূল্য ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৩ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৩ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে নিরূপণ হইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ

রেজিষ্টরসাহেবেরা ও সদর আমীনেরা রসুম পাইতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই আইনের লিখিত হুকুমসকলের এমত আশয় ও তাৎপর্য্য নহে যে যে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তিকরণের নিমিত্তে রেজিষ্টরসাহেব কি সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ হয় সে সকল মোকদ্দমাতে ঐ রেজিষ্টরসাহেব কি সদর আমীনদিগেরা যত করিয়া ফীস অর্থাৎ রসুম পাইতে পারেন্ তাহা মৌকুফ হয় কিন্তু যেহেতুক এই আইনের ১৩ ধারানুসারে ঐ ফীস অর্থাৎ রসুম নালিশের প্রতি আরজী কি সওয়ালেতে ইষ্টাম্পের যে রসুম লইতে হয় তাহাতে চড়িয়াছে অতএব জিলা ও শহরসকলের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিমাস গত হইলে চলিত আইনের অনুসারে রেজিষ্টরসাহেবদিগের কি সদর আমীনদিগের যতং রসুম পওনা হয় তাহার হিসাব দুরস্ত করাইয়া তাহাতে আপন ভারের দস্তখৎ ও মোহর করেন্ ও হুকুম হইল যে ঐ দস্তখৎ ও মোহর করা হিসাব রেজিষ্টরসাহেবদিগের ও সদর আমীনদিগের পাওনা রসুমের টাকা দেওনের অর্থে কালেক্টরসাহেবের নিকটে মাতবর দস্তাবেজ অর্থাৎ প্রত্যয়যোগ্য নিদর্শন বোধ হইবেক ইতি।

১৫ ধারা।

নিরূপিত মূল্যের কাগজে দরখাস্ত লিখিয়া না দিলে কোন দস্তাবেজ দাখিল না হইবার কথা।

কোন আদালতে কোন দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র তাহা দাখিল করিবার নিমিত্তে দরখাস্ত না দিলে দাখিল হইবেক না ও ঐ দরখাস্ত নীচের লিখিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক।

তফসীল।

রেজিষ্টরসাহেবের আদালতে দিতে হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ||০

জিলা ও শহরের আদালতে দিতে হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১.

কোর্ট আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে দিতে হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।

১৬ ধারা।

দিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া দরখাস্ত না দিলে সাক্ষী তলবের সপীনা জারী না হইবার কথা।

এবং কোন সাক্ষী হাজিরকরণের সম্মতিলওনের বিষয়েও দরখাস্ত না দিলে তাহার সপীনা জারী হইবেক না ও সেই দরখাস্ত তাহা যে আদালতে দিতে হয় তাহার দৃষ্টে উপরের ধারার নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

১৭ ধারা।

প্রত্যেক জওয়াবইত্যাদি নিরূপিত মূল্যের ই

সমস্ত জওয়াব ও জওয়াবলজওয়াব ও রদ জওয়াব ও সওয়াল জওয়াবের সমস্ত তত্ত্বমা অর্থাৎ অবশিষ্ট ও সমস্ত রাজীনামা ও সোলেনামা কি রফানামা কিম্বা কোন মোকদ্দমাতে

মোকদ্দমাতে উত্তরকালে যে আরজী দাখিল হয় তাহা নীচের লিখিত প্রকারের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি। ষ্টাম্পকাগজে লিখিবার কথা।

তফসীল।

রেজিষ্টরসাহেবের আদালতে দিতে হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ॥০

জিলা ও শহরসকলের আদালতে দিতে হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১

কোর্ট আপীল আদালতে ও সদর দেওয়ানী আদালতে দিতে হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৪

১৮ ধারা।

সমস্ত মুৎফরক্কা আরজী ও যে সকল দরখাস্ত আদালতসম্পর্কের ও রেবিনিউ ও মহালসম্পর্কের কার্য্যকারকসাহেবদিগের নিকটে দিতে হয় ও তাহা সমস্ত মোখ্তারনামা ও ওকালতনামা ও বলক্রমে কি সম্মতিক্রমে পরস্ত্রীসঙ্গ ও কুকর্ম্মকরণের ও শঠতাকরণের ও গালিগালাজের ও মারিপিটের ও অন্য ক্ষুদ্র অপরাধের বাবত নালিশের আরজী নীচেতে যেং প্রকার ইষ্টাম্পকাগজের তফসীল লেখা যাইতেছে তাহাতে লেখা যাইবেক। আদালতআদির সাহেবদিগের হজুরে দেওনের দরখাস্ত নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার কথা।

তফসীল।

ভূমির মালগুজারীর কালেকটরসাহেবের কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবের কি পরমিটের কালেকটরসাহেবের হজুরে কি পোলীসের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কোন সাহেবের হজুরে কিম্বা জিলা কি শহরের জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে কি প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতসকলের তাবে কোন কর্ম্মকর্ত্তার নিকটে দিতে হইলে যে ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ॥০

আর যদি কোর্ট আপীলের কি কোর্ট সরকিটের অর্থাৎ দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে দিতে হয় তবে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১

ও সদর দেওয়ানী কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে কিম্বা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে দিতে হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য।

কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে অগ্নিকৃত কি খানাজঙ্গী কি হঙ্গামার প্রকরণে লোক জমাহওনের মোকদ্দমাতে নালিশের আরজী ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাই ইতি।

১৯ ধারা।

১৯ ধারা।

কোন নকল তফসীলের নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা না গেলে আদালতইত্যাদির কোন কার্য্যকারক তাহা সহী না করিবার ও প্রমাণের প্রকরণে না লওয়া যাইবার কথা।

হুকুম হইল যে কোন নকল নীচের বেওরা করিয়া লেখা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা না গেলে সরকারের কোন কার্য্যকারক তাহা সহী করিবেন না ও প্রমাণের প্রকরণে লওয়াও যাইবেক না।

তফসীল।

জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগের ও জজসাহেবদিগের ফয়সলার নকল যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১

আপীল আদালতের সাহেবদিগের ফয়সলার নকল যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ২

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ফয়সলার নকল যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৪

সদর দেওয়ানী আদালতের যে সকল রোয়দাদের নকল বিলায়তের বাদশাহের হজুরে পাঠাইবার নিমিত্তে তৈয়ার হয় তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ২

আদালতের ও রেবিনিউ মহালের কার্য্যকারক সাহেবদিগের দস্তখতী রোয়দাদ সকলের নকল ও দস্তখতী হিসাব ও কৈফিয়ৎ ও রিপোর্টইত্যাদির যেং নকল লোকেরা আপনং কর্ম্মের ও ইয়াদ্দাস্তের অর্থাৎ স্মরণরাখণের নিমিত্তে চাহে তাহা যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ||০

২০ ধারা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা এই আইনের দাঁড়াসকল প্রচার ও প্রকাশ করিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের লিখিত দাঁড়াসকল বিশেষতঃ রসুমের যে হার অনুসারে ইষ্টাম্পকাগজের প্রতি নিরূপণ হইয়াছে তাহা যথাসাধ্যে প্রচার ও প্রকাশ করেন্ ইতি।

২১ ধারা।

ঐং বোর্ডের সাহেবেরা ও অন্য কার্য্যকারকেরা জালসাজীআদি অপরাধ প্রমানহওণের বিষয়ে যেং উপায় করা বিহিত তাহা সমস্ত করিবার কথা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের ও তাঁহারদিগের তাবে কার্য্যকারকদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে যে লোকদিগের প্রতি এ বিষয়ের সন্দেহ হয় যে জাল অর্থাৎ কৃত্রিম ইষ্টাম্পকাগজ বানাইয়াছে কি তাহা বিক্রয় করিয়াছে কি তাহা জাল ইহা জ্ঞাত থাকিয়া চালাইয়াছে তাহারদিগের অপরাধ প্রমাণকরণের ও শাস্তিদেওনের বিষয়ে যে সকল তদারক ও তদবীর শরার অনুযায়ী ও বিহিত হয় তাহা করেন্ ও ইষ্টাম্পবিক্রয়করণের অনুমতি যে ব্যক্তির প্রতি থাকে সে ব্যক্তি তাহা বিক্রয়

করণেতে

করণেতে নিরূপিত হারহইতে অধিক মূল্যচাহনের অপরাধী হইলে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বিষয় বুঝিয়া হয় ফৌজদারীতে নালিশ করণানুসারে কিম্বা কর্ম্মহইতে তগীর অর্থাৎ অবসরকরণানুসারে ইহার যে প্রকারে উচিত হয় তাহাকে শাস্তি দেওয়ান্ ইতি।

২২ ধারা।

ইষ্টাম্প সিরিশ্‌তার কর্ম্ম কালেক্টরসাহেব ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবদিগকে সদরী ও অন্য কার্য্যকারকদিগকে দিতে শ্রীযুতের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

এই আইনের অনুসারে প্রতিজিলাতে যে ইষ্টাম্পের সিরিশ্‌তা নির্দ্দিষ্টহওনের হুকুম আছে তাহার ভার প্রায় সকল সময়ে কালেক্টরসাহেবদিগের ও আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি অর্পণ হইবেক কিন্তু শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকেতে আপনি এমত কর্ত্তৃত্ব রাখেন্ যে যদি তাঁহার বিবেচনায় কোন জিলার ইষ্টাম্প সিরিশ্‌তার ভারদেওনের কারণ সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারককে নির্দ্দিষ্টকরা কিম্বা বিশেষ ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে কোম্পানি বাহাদুরের চাকরসাহেবদিগের মধ্যহইতে আর কোন সাহেবকে নিযুক্তকরা উচিত বোধ হয় তবে তাহা করিবেন ও যে২ কার্য্যকারক এই প্রকারেতে নির্দ্দিষ্ট ও নিযুক্ত হইবেন তাঁহারা কালেক্টরসাহেবদিগকে এই আইনের অনুসারে যে ক্ষমতা ও প্রাপ্তির অধিকার অর্পণ হইয়াছে সেই ক্ষমতা ও প্রাপ্তির অধিকার রাখিবেন্ ইতি।

এই আইনের অবশেষ।

১ নম্বরের শরওয়া।

হলফ অর্থাৎ দিব্যের পাঠ এই যে আমি অমুক যেহেতুক ইষ্টাম্প দফ্তরের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টী কর্ম্মের ভারে মোকরর হইলাম একারণ হলফ করিতেছি যে ধর্ম্মানুসারে ও আপন যথাজ্ঞান ও বুদ্ধিক্রমে ঐ ভারের কর্ম্মকার্য্য গাফিলী ও তগলবী না করিয়া নির্ব্বাহ করিব ও ঐ কর্ম্মের কি তাহার সম্পর্কীয় কার্য্যকর্ম্মের নির্ব্বাহকরণের বাবত যাহা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে নিরূপণ হইয়াছে তাহাভিন্ন স্পষ্টক্রমে কি চক্রান্ত করিয়া কাহার স্থানে কিছু লইব না ও কোন ব্যক্তিকে লইতেও দিব না ইতি।

২ দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়া।

যাহারা ইষ্টাম্পকাগজের সিরিশ্‌তার দারোগগী কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারা যে একরারনামা লিখিয়া দিবেক তাহার শরওয়া।

আমি অমুক অমুক জিলার কালেক্টরসাহেবের তরফহইতে ইষ্টাম্পকাগজের সিরিশ্‌তার দারোগগী কর্ম্মে মোকরর হইলাম অতএব আপন ভারের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহকরণের বিষয়ে একরার করিতেছি এই প্রকারে যে ইষ্টাম্পের সদর সিরিশ্‌তাহইতে যত ইষ্টাম্পকাগজ আইসে তাহা অতিসাবধানে ও সতর্কে গণিয়া ও মনোযোগপূর্ব্বক

দেখিয়া কালেক্টরসাহেবের লেখা দাখিলাতে আপন দস্তখৎকরণদ্বারা তাহা প্রামাণ্য করিব এবং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের স্থানে ইষ্টাম্পকাগজ চাহিবার অর্থে তলব চিঠী তৈয়ার করিব ও কালেক্টরসাহেবের দেওয়া হুকুমমতে এই জিলাতে মোকরর হওয়া বিক্রয়করণিয়া লোকদিগকে যত উপযুক্ত হয় ইষ্টাম্পকাগজ পঁহুছাইয়া দিব ও ঐ সকল বিক্রয়করণিয়াদিগের হিসাবের কাগজ অতিসাবধান ও মনোযোগপূর্ব্বক মোকাবিলা করিব এবং একরার করিতেছি যে আমার জিম্মার ইষ্টাম্প সিরিশ্তার ও ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের হিসাবের জওয়াব দিবার দায় আমার শিরে থাকিবেক ও আপন ইষ্টাম্প সিরিশ্তার কর্ম্মাদিতে চাতুরী প্রবঞ্চনাহওনের নিবারণের বিষয়ে যথাসাধ্য মনোযোগী হইয়া জাল অর্থাৎ কৃত্রিম ইষ্টাম্পহওনের বিষয়ে যে সম্বাদ সন্ধেদ পাইব তাহা কালেক্টরসাহেবের হুজুরে দিব প্রতি তারিখ অমুক সন অমুক।

কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ অমুক তারিখে
আমার সাক্ষাৎ দস্তখৎ করিলেক।

৩ তৃতীয় নম্বরের শরওয়া।

যে ব্যক্তিরা ইষ্টাম্পবিক্রয়করণের কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারা যে একরারনামা লিখিয়া দিবেক তাহার শরওয়া।

আমি অমুক যেহেতুক অমুক জিলার অমুক পরগনার অমুক স্থানেতে ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণের নিমিত্তে মোকরর হইলাম অতএব অতিসাবধানে ও ধর্ম্মক্রমে নীচের লিখিত নিয়মসকলের মতে কার্য্য করিবার নিমিত্তে একরার করিতেছি।

প্রথম নিয়ম এই যে যত কেতা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিবার নিমিত্তে আমার জিম্মা হয় তাহা এক২ করিয়া অতিসতর্ক ও মনোযোগী হইয়া দেখিয়া তাহার দাখিলাতে এ কথা লিখিব যে ঐ২ ইষ্টাম্পকাগজে সরকারের ইষ্টাম্প ছাপা হইয়াছে এবং তাহাতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টসাহেবের কি তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের দস্তখৎ হইয়াছে।

২ দ্বিতীয় এই যে আমার জিম্মাহওয়া ইষ্টাম্পকাগজবিক্রয়করণেতে নিরূপিত মূল্য হইতে অধিক কিছুমাত্র লইব না।

৩ তৃতীয় এই যে ইহারো একরার করিতেছি যে যত ইষ্টাম্পকাগজ আমার মারফৎ বিক্রয় হয় তাহার হিসাব প্রতিমাসে প্রকৃত প্রস্তাবে তৈয়ার করিয়া ইষ্টাম্পকাগজের দারোগার কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকের প্রতি এই কর্ম্মের অনুমতি থাকে তাঁহার নিকটে পঁহুছাইয়া দিব এবং আমার স্থানে বাকী যত মৌজুদ থাকে তাহা লিখিব ও কোন প্রকারে মূল্যের টাকা না লইয়া ও তাহা হিসাবের বহীতে না লিখিয়া কাহাকেও ইষ্টাম্পকাগজ দিব না ইতি তারিখ অমুক সন অমুক।

কালেক্টরসাহেবের দস্তখৎ অমুক তারিখে
আমার সাক্ষাৎ দস্তখৎ করিলেক।

৪ চতুর্থ নম্বরের শরওয়া।

যে ব্যক্তিরা দারোগ্গী কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারদিগ্কে যে সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

মোহরের স্থান।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

ইষ্টাম্পের দারোগ্গী কর্ম্মে যাহারা মোকরর হয় তাহারদিগের যে একরারনামা লিখিয়া দেওনের হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে হইয়াছে তুমি সে একরারনামা লিখিয়া দিলা অতএব আমি অমুক জিলার কালেক্টর থাকনপ্রযুক্ত আমার প্রতি যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে তোমাকে এই জিলার ইষ্টাম্পকাগজের সিরিশ্তার দারোগ্গী কর্ম্মে নামলদ্ধ করিয়া মোকরর করিতেছি ইতি তারিখ অমুক সন অমুক।

৫ পঞ্চম নম্বরের শরওয়া।

যাহারা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিবার নিমিত্তে মোকরর হয় তাহারদিগ্কে যে সনন্দ লিখিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

মোহরের স্থান।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

যাহারা ইষ্টাম্পকাগজ বিক্রয় করিবার অনুমতি পায় তাহারদিগের যে একরারনামা লিখিয়া দেওনের হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১০ ধারার ৬ প্রকরণের অনুসারে হইয়াছে তুমি সে একরারনামা প্রকৃতপ্রস্তাবে লিখিয়া দিলা অতএব আমি অমুক জিলার কালেক্টর থাকনপ্রযুক্ত আমার প্রতি যে ক্ষমতা আছে

তদনুসারে

তদনুসারে তোমাকে আমার তাবে এই জিলার অমুক পরগনার অমুক স্থানে ইষ্টাম্প কাগজ বিক্রয় করিতে ও তাহার দোকান করিতে অনুমতি দিতেছি ইতি তারিখ অমুক সন অমুক।

Vol. V. 404.

সমাপ্ত।

A True Translation,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

সরকারের বিলায়তনিবাসী যে সকল কার্য্যকারকেরা আপনং ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহ করণের মধ্যে করা ক্রিয়া ও আচরণের অর্থে সরকারের হুকুমমতে আদালতের তাবে থাকেন্ তাঁহারদিগের নামে লোকেরা যে সকল নালিশ উপস্থিত করিতে চাহে সেই সকল নালিশ শুনিবার বিষয়ে যেং দাঁড়া ইহার পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা শুধরিবার নিমিত্তে এই আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৯ জানুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ১৭ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২৩ মাঘ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ১৮ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ৮ মাঘ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ৮ সফরে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ২ ও ৩ ধারাতে এমত হুকুম আছে যে কালেক্টরসাহেব কি সরকারের বিলায়তনিবাসী অন্য কার্য্যকারক যে লোকেরা আপনং ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের মধ্যে করা ক্রিয়া ও আচরণের নিমিত্তে জিলা কি শহরের আদালতের কি প্রবিন্স্যাল কোর্টের অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের তাবে থাকেন্ তাঁহারদিগের নামে যদি কেহ নালিশ করিতে চাহে তবে এমতে যে আদালতে নালিশের আরজী লওয়া যায় সে আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগেরা নালিশের সে আরজী শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুরে পাঠাইয়া দিবেন যে ঐ শ্রীযুত বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের কিম্বা বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের দ্বারা অথবা সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের মধ্যহইতে অন্য যে সাহেবকে বিহিত বোধ হয় তাঁহার দ্বারা সে বিষয়ের তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্ত করিয়া ইহা স্থির করেন্ যে সরকারহইতে ফরিয়াদীর হক বুঝিয়া দেওয়া যাইবেক কি ফরিয়াদীকে দাঁড়ামতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দেওয়া যাইবেক এই দুই মতের শেষের মত স্থির হইলে তাহাতেও ইহা ঠাহরান যে মোকদ্দমার জওয়াবদেওনের অর্থে সরকারকে আসামীর ন্যায় জ্ঞান করা যাইবেক কি যে কার্য্যকারক সাহেবের করা ক্রিয়াহেতুক নালিশ হইয়াছে তিনিই আসামী থাকিবেন ও যেহেতুক এই দাঁড়ামতে কার্য্যকরণেতে যে বিলম্ব হয় সেপ্রযুক্ত এবং ঐ দাঁড়ামতে কার্য্য করিতে হওয়াতে সরকারের কার্য্যকারকদিগের সম্মতি চাহণের কারণ উপস্থিতকরা মোকদ্দমার আধিক্যহওনপ্রযুক্ত ক্লেশ হয় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ২ ও ৩ ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

কালেক্টরসাহেবআদির নামে তাঁহারদিগের আপন২ কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের মধ্যে করা আচরণের অর্থে কোন আদালতের সাহেবের হুজুরে নালিশের আরজী গুজরিলে যেমতাচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ভূমির মালগুজারীর কি পরমিট ও পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা কিম্বা সরকারের তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্যব্যাপারের কুটীর সাহেবেরা কি নিমক ও আফীন মহালের মোখ্তারকার সাহেব কি যে অন্য২ সাহেবেরা আপন২ ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের মধ্যে করা ক্রিয়া ও আচরণের অর্থে আদালতের তাবে থাকেন্ তাঁহারদিগের কোন সাহেবের নামে নালিশের কোন আরজী যে আদালতের সাহেব কি সাহেবেরা এমত মোকদ্দমা গ্রাহ্য ও বিচারকরণের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহার কি তাঁহারদিগের হুজুরে দাখিল হইলে সেই আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ আরজী আসামী সাহেব বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ত্রেড ইহার যেখানকার সাহেবদিগের হুকুমের তাবে হন্ সেই বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

বোর্ডসকলের সাহেবেরা ঐমত আরজী পাইলে পর যাহা স্থির করিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখিত প্রকারের কোন আরজী পঁহুছিলে পর বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেডেরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ সে আরজীর লিখিত কথাদৃষ্টি করিয়া ইহা বিবেচনা করেন্ যে অন্যহইতে দেওয়ানব্যতিরেক সরকারহইতে ফরিয়াদীর হক বুঝিয়া দেওয়া যায় কিম্বা ফরিয়াদীকে দাঁড়ামতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দেওয়া যায় ইতি।

ফরিয়াদীর প্রতি দৌরাত্ম্যহওনের বিষয় তহকীককরণের পর সে প্রকৃতার্থে আপন হক বুঝিয়া পাওনের যোগ্য বোধ হইলে বোর্ডরসাহেবেরা যাহা করিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিবেচনাতে আপন২ সিরিশ্তার কাগজপত্র দৃষ্টিকরণানুসারে কি মফঃসলের কার্য্যকারকদিগের স্থানে জিজ্ঞাসাকরণমতে অথবা আর যে প্রকারে উচিত হয় তদনুসারে যথার্থ তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্ত করিয়া এমত বোধ হয় যে প্রকৃতই ফরিয়াদীর প্রতি দৌরাত্ম্য হইয়াছে এবং ঐ ফরিয়াদী আপন হক অন্যহইতে ব্যতিরেক সরকারহইতে পাইতে পারে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুরে এ বিষয়ে যে রিপোর্ট করা আবশ্যক হয় তাহা ফরিয়াদীর হক বুঝিয়া দেওয়া যাওনের প্রকার ও পরিমাণের বিষয়ে আপনারা যে বিবেচনা করেন্ তাহার সহিত হুজুরে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

ফরিয়াদীকে আপন মোকদ্দমা দাঁড়ামতে করিতে অনুমতি দেওয়া যাওনমতে যেমতাচরণ ক

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি যথার্থ তহকীক অর্থাৎ তথ্য ও তদন্তকরণের পর বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর কি বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের বিবেচনায় ফরিয়াদীকে দাঁড়ামতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি দেওয়া চাহিয়ে তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ইহার সমাচার যে আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগের স্থানে ঐ

নালিশের

নালিশের আরজী পাইয়া থাকেন্ তাঁহার কি তাঁহারদিগের নিকটে দেন্ ও সে মোকদ্দমা দাঁড়ামতে উপস্থিতকরণের ও তাহার বিচারকরণের বিষয়ে ঐ সমাচার দেওয়াই কাপী হুকুম বোধ করা যাইবেক ও ঐ সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে সেই সময়ে এ বিষয় যে সরকারের নামে নালিশ হইয়া থাকনের ন্যায় ঐ মোকদ্দমার জওয়াব দিহী অর্থাৎ জওয়াব সওয়াল সরকারের কার্য্যকারকদিগের দ্বারা হইবেক কি যে ব্যক্তির করা আচরণহেতুক নালিশ হইয়াছে তিনি করিবেন স্থির করিয়া ইহার সমাচার যে আদালতের সাহেব কি সাহেবদিগেরা উপরের উক্ত ঐ২ বিষয়ে তাঁহারদিগের অভিপ্রায় চাহনের অর্থে মোকদ্দমা পাঠাইয়াছিলেন সেই সাহেব কি সাহেবদিগের নিকটে লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

রিতে হইবেক তাহার কথা।

৪ ধারা।

মনস্থের কিছু ব্যতিক্রম বোধ না হয় এ নিমিত্তে হুকুম হইল যে উপরের লিখিত হুকুমসকল কেবল ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের ২ ও ৩ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা প্রকারের মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে ও যে সকল রেশমতের নালিশের আরজী গ্রাহ্যকরণের ও তাহার বিচারের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৭ আইনেতে বিশেষ হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে ইহা বোধ না হয় ইতি।

উপরের লিখিত হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৮ আইনের কেবল ২ ও ৩ ধারার লিখিত মোকদ্দমাতে খাটিবেক ইহা স্পষ্ট করিবার কথা।

Vol. V. 407.

সমাপ্ত।

A True Translation,
J. C. C. Sutherland,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

শহর কলিকাতা ও শহর জাহাঙ্গীরনগর এতাবতা ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদ ও শহর আজীমাবাদ এতাবতা পাটনার প্রবিন্স্যাল কোর্টের মোতালক প্রত্যেক জিলার সদর মোকামে এতাবতা যেখানে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব থাকেন্ সেই সকল মোকামেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইনের লিখিত দাঁড়াসকল সম্পর্ক রাখিবার বিষয়ে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ৫ ফেব্রুআরি মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ২৪ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ১ ফাল্গুণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ২৫ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭০ সালের ১ ফাল্গুণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১৩ শহর সফরে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইনেতে শহর জাহাঙ্গীরনগর অর্থাৎ ঢাকা ও শহর মুরশিদাবাদ ও শহর আজীমাবাদ এতাবতা পাটনার পোলীসের নিযুক্ত আমলাদিগের সহায়তাকারণ চৌকীদার নিযুক্ত করিবার বিষয়ে ও তাহারদিগের মাহিয়ানার নিষ্কার্য্যের অর্থে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল দাঁড়া শহর কলিকাতা ও জাহাঙ্গীরনগর ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদের প্রবিন্স্যাল কোর্টের মোতালক প্রত্যেক জিলার সদর মোকামে এতাবতা প্রায় সর্ব্বদা যে সকল মোকামে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব থাকেন্ সেই সকল মোকামের সহিত সম্পর্ক রাখে ইহা সর্ব্বপ্রকারে উচিত ও উত্তম বুঝা গেল এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

এই ধারার লিখিত প্রবিন্স্যাল কোর্টে মোতালক প্রত্যেক জিলার সদর মোকামেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইন সম্পর্ক রাখিবার কথা।

হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইনের লিখিত দাঁড়াসকল এই ধারানুসারে শহর কলিকাতা ও জাহাঙ্গীরনগর অর্থাৎ ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদ এতাবতা পাটনার প্রবিন্স্যাল কোর্টের মোতালক প্রত্যেকে জিলার সদর মোকামে এতাবতা প্রায় সর্ব্বদা যে সকল মোকামে মাজিষ্ট্রেট্সাহেব থাকেন্ সেই সকল সদর মোকামেতে খাটিবেক ও ঐ সকল প্রবিন্স্যাল কোর্টের মোতালক ভিন্ন২ জিলাতে এই হুকুম প্রথম জারীহওনের তারিখের নিরূপণ নীচের তফসীলেতে লেখা যাইতেছে।

তফসীল।

যে সকল জিলাতে বাঙ্গলা সনের রেওয়াজ আছে সে সকল জিলাতে ইঙ্গরেজী

১৮১৪

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ৩ তৃতীয় আইন।

১৮১৪ সালের আপ্রিল মাসের ১২ তারিখহইতে এতাবতা যে তারিখে বাঙ্গলা ১২২১ সালের শুরু হইবেক সেই তারিখহইতে জারী হইবেক।

যে সকল জিলাতে ফসলী সনের রেওয়াজ আছে সে সকল জিলাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের সেপ্তেম্বর মাসের ৩০ তারিখহইতে এতাবতা যে তারিখে ফসলী ১২২২ সালের শুরু হইবেক সেই তারিখহইতে জারী হইবেক।

যে সকল জিলাতে বিলায়তী সনের রেওয়াজ আছে সে সকল জিলাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের সেপ্তেম্বর মাসের ২৬ তারিখহইতে এতাবতা যে তারিখে বিলায়তী ১২২২ সালের শুরু হইবেক সেই তারিখহইতে জারী হইবেক।

Vol. V. 410.

সমাপ্ত।

A True Translation,
J. C. C. SUTHERLAND,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৮ আইন রদ ও রহিত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ১১ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ২৯ ফাল্গুণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ৫ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ৩০ ফাল্গুণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ৫ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১৮ রবীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীমশ্রী তৃতীয় জর্জ বাদশাহের জলুসী ৫৩ সালের জারীহওয়া ১৫৫ আইনের ২১ ধারার লিখিত হুকুমের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ইহা উচিত ও উত্তম বুঝা গেল যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৮ আইন রদ ও রহিত হয় এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ২ দাঁড়া অবিলম্বে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

কেবল সরকারের এখ্তিয়ারেতে শোরা প্রস্তুত হইবার ও তাহা প্রস্তুত করিতে অন্য কোন ব্যক্তিকে অনুমতি না থাকিবার কথা প্রকাশ ও প্রচার করিবার অর্থে এবং অন্য বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৮ আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি। ইং ১৮১২ সালের ৮ আইন রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

যাহা মনস্থ তাহার কিছু ব্যতিক্রম বোধ না হয় এ নিমিত্তে হুকুম হইল যে পরমিট ও পঞ্চোত্তরার কার্য্যকারকদিগের ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১২ ধারার ১ প্রকরণের লিখিত দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১৯ আইনের ২ ধারানুসারে শুধরণক্রমে যেপ্রকার লেখা গিয়াছে তাহার অনুসারে শোরা চালান করিতে হইলে তাহার উপর শতকরা ৭॥০ সাড়ে সাত টাকা করিয়া মাসুল লওয়া উপযুক্ত হয় তাহা জারী ও চলন আছে ও ইহার প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য যে ঐমত ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ৩ আইনের লিখিত হুকুম যাহার অনুসারে ইঙ্গরেজী জাহাজভিন্ন অন্য জাহাজেতে করিয়া শোরা চালান হইতে হইলে তাহার শোরার উপর যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

তাহার উপর আর ৭।।০ সাড়ে সাত টাকা করিয়া মাসুল লওয়া উপযুক্ত হয় তাহাও জারী ও চলন আছে ইতি।

VOL. V. 412.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের জজসাহেবেরা নিযুক্তহওনের বিষয়ে পুর্ব্বের আইন সকলের লিখিত যে সকল হুকুম চলন আছে তাহা শুধরিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ১৯ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ৭ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ১৩ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ৮ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ১৩ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ২৬ রবীয়লআউওলে জারী করিলেন ইতি।

পুর্ব্বের নির্দ্ধারিত আইনেতে এমত হুকুম আছে যে এক২ প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে তিন২ জন জজসাহেব থাকিবেন। পরীক্ষাদ্বারা এমত বুঝা গেল যে ঐ সকল আদালতের ভিন্ন২ কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ তিন২ জন জজসাহেবহইতে হওয়া ভার হয় ও ইহা উচিত ও উত্তম বুঝা গেল যে ঐ সকল আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা সকল পুর্ব্বাপেক্ষা অতিশীঘ্র প্রস্তুত হইয়া তাহার বিচার অবিলম্বে হয় এবং ঐ সকল আদালতসম্পর্কীয় আর২ কার্য্যকর্ম্ম যত শীঘ্র হইতে পারে নির্ব্বাহ হয় অতএব শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের ভাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৫ আইনের ২ ধারার ও ১৭৯৫ সালের ৯ আইনের ২ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুম এবং অন্য যে২ দাঁড়ার অনুসারে এমত লেখা যায় যে এক২ প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের কর্ম্মকার্য্য তিন২ জন জজসাহেবহইতে নির্ব্বাহ হইবেক তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি। মতনের লেখা কএক সনের কএক আইনের কএক ধারা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শহর কলিকাতা ও জাহাঙ্গীর নগর এতাবতা ঢাকা ও মুরশিদাবাদ ও আজীমাবাদ এতাবতা পাটনা ও বারাণসের ও মোকাম বরেলীর প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতেতে চারি২ জন জজসাহেব মোকরর হইবেন ও তাহার এক২ আদালতের সাহেবেরা আপন২ আদালতের প্রথম জজ ও দ্বিতীয় জজ ও তৃতীয় জজ ও চতুর্থ জজ খ্যাতিতে বিখ্যাত হইবেন ইতি। মতনের লেখা শহর ও মোকামের প্রবিন্স্যাল কোর্টে চারি২ জন জজ মোকরর হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ সকল আদালতের জজসাহেবদিগের ভারের কর্ম্মকার্য্য জজসাহেবেরা যে সকল

চালাইবার

দাঁড়ামতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কর্ম্ম করিবেন তাহার কথা।

চালাইবার নিমিত্তে যে সকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি উত্তরকালে হয় তাঁহারা সেই সকল দাঁড়ামতে দেওয়ানী ও ফৌজদারীসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করিবেন ইতি।

৩ ধারা।

যে দাঁড়া রদ হইল তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ১ আইনের ৮ ধার ও অন্য যে কোন দাঁড়ানুসারে প্রথম জজসাহেব আপন পালীমতে প্রতি জিলার সদর মোকামেতে দায়েরসায়েরী আদালতের বৈঠককরণের নিমিত্তে দওরা অর্থাৎ ভ্রমণ করিতে যাইবার হুকুম ও অন্যং কথা লেখা যায় তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের দওরার কর্ম্ম নির্ব্বাহহওনের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—প্রায় সকল সময়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ও চতুর্থ জজসাহেব আপনং দওরা অর্থাৎ ভ্রমণের পালীমতে দায়েরসায়েরী আদালতের কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ এবং প্রতি জিলার সদর মোকামেতে গিয়া সেইং জিলার মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সোপর্দ্দকরা অপরাধের মোকদ্দমাসকলের বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের কারণ বৈঠক করিবেন। ও প্রথম জজসাহেব আপন ভারের কর্ম্মাদির নির্ব্বাহপূর্ব্বে যে সকল আইন এবিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কি উত্তরকালে হয় তদনুসারে করণার্থে উপরের লিখিত শহরসকলে ও মোকামেতে থাকিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কৌন্সেলের বৈঠকেতে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের বিবেচনায় কি সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতে প্রথম জজসাহেবের প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালত যেস্থানে হয় সেই স্থানেতে অথবা তাঁহার হুকুমের তাবে কোন জিলার কি জিলাসকলের সদর মোকামে গিয়া ঐং স্থানের মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের সোপর্দ্দকরা অপরাধের মোকদ্দমাসকলের বিচারকরা আবশ্যক বোধ হয় তবে ঐ সাহেবকে ইহার হুকুম দিতে ঐ শ্রীযুতের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা নাহি ইহা এই প্রকরণের লিখিত কোন কথাক্রমে বোধ না হয় ইতি।

প্রথম জজসাহেব আপন কর্ম্মকরণার্থে মোকামেতে থাকিবার কথা।

যেমতেতে প্রথম জজসাহেব দওরাতে যাইবেন তাহার কথা।

VOL. V. 414.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ৬ ষষ্ঠ আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ও ১৮১২ সালের ১ আইনের লিখিত কোন২ কথা শুধরা যাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ১৯ মার্চ মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২০ সালের ৭ চৈত্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ১৩ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ৭ চৈত্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ১৩ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ২৬ রবীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

পূর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্ধারিত মাসুলের নিরূপণ প্রকৃত প্রস্তাবে হওনের এবং যথার্থরূপে তাহা তহসীল করা যাওনের অর্থে ইহা উচিত বুঝা গেল যে পূর্ব্বের চলিত আইনের লিখিত কোন২ কথা পরিবর্ত্ত করা যায়। ও বিচার্য্যমতে ইহাও উচিত বোধ হইল যে পূর্ব্বে যে সকল স্থান ইঙ্গরেজ সাহেবেরা ভিন্ন অন্য সাহেবদিগের হুকুমের তাবে ছিল সে সকল স্থান এক্ষণে যেমত আছে যাবৎ এমত থাকে তাবৎ সেই সকল স্থান বাসিরদিগের দ্বিগুণ মাসুল না দিতে হয় এ কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

যদি কেহ সমুদ্রপথেতে নীল লইয়া যাইতে চাহে ও তাহার রওয়ানা না দেখায় তবে সে নীল নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশের উৎপন্ন নীল বোধ করা গিয়া তাহার উপর মতনের লেখা মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশের উৎপন্ন নীল সমুদ্রপথেতে যাইতে হইলে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১২ ধারার ১ প্রকরণের অনুসারে তাহার উপর শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইত কিন্তু ইহা বোধ হইতেছে যে উপরের লিখিত প্রকারের নীল যাহারা লইয়া যায় তাহারা আপন২ রওয়ানা না দেখাইয়া সেই নীল ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের দেশের উৎপন্ন নীল বলিয়া প্রবঞ্চনা করিয়া মাসুল দিতে এড়ায় এ কারণ হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি নীল সমুদ্রপথে লইয়া যাইতে চাহে ও তাহার রওয়ানা না দেখায় তবে এমতে সেই নীল নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশের উৎপন্ন নীল জ্ঞান করা গিয়া তাহা ইঙ্গরেজী জাহাজেতে করিয়া যাইতে হইলে ঐপ্রকার নীল যাইতে হইলে যে ২॥০ টাকা করিয়া মাসুললওনের নিয়ম আছে তাহাই লওয়া যাইবেক আর যদি ইঙ্গরেজী ভিন্ন অন্য জাহাজেতে করিয়া যায় তবে শতকরা ৭॥০ টাকা করিয়া মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

মতনের লেখা প্রকরণসকল নিরূপিত মাসুলের হারের বহী প্রতি বৎসর গতে প্রচার করা যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ১৫ ধারার ১ ও ২ প্রকরণের লিখনানুসারে এমত হুকুম আছে যে পরমিট ও পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবেরা মাসুলের যে নিরিখবহীতে মূল্যানুসারে যে কএক জিনিসের মাসুল লইতে হয় তাহার মূল্যের নিরূপণ থাকে তাহা তৈয়ার করিয়া প্রচার ও প্রকাশ করিবেন এবং হুকুম আছে যে সেই বহী তিন২ সন পরে দেখিয়া দুরস্ত করা গিয়া পুনর্ব্বার প্রকাশ ও প্রচার করা যাইবেক ও লোকদিগের অতিআসান ও হিতহওনার্থে এবং যথাসাধ্যে মাসুলের নিরূপণ প্রকৃতপ্রকারে হইবার নিমিত্তে হুকুম হইল যে প্রতিবৎসর গত হইলে ঐ বহী দেখা গিয়া অবিলম্বে প্রকাশ ও প্রচার করা যায় ইতি।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৯৭ ধারার ২ প্রকরণ চলন মৌকুফ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৯৭ ধারার ২ প্রকরণ জারী থাকা ও চলন মৌকুফ হইল ইতি।

পূর্ব্বে যে২ স্থান ইঙ্গরেজভিন্ন অন্য সাহেবদিগের তাবে ছিল তাহাতে জিনিস আমদানী হইতে হইলে যে মাসুল লওয়া যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পূর্ব্বে যে সকল স্থান ইঙ্গরেজভিন্ন অন্য সাহেবদিগের হুকুমের তাবে ছিল সে সকল স্থান এক্ষণে যেমত আছে এমত যাবৎ থাকে তাবৎ মফঃসলহইতে যে সকল স্থানেতে আইসে সে সকল জিনিসের উপর কলিকাতাহইতে যে সকল জিনিস ইঙ্গরেজী জাহাজেতে করিয়া রফ্তানী হয় তাহার উপর মাসুললওনের যে হার নিরূপণ আছে কেবল সেই হারে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

সলা হইলে পর ঐ২ স্থান দেওয়া গেলে মতনের লিখিত প্রকরণ চলন হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ৯৭ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত স্থানসকল ইহার পূর্ব্বে যে২ সরকারের হুকুমের তাবে ছিল সেই২ সরকারের সহিত সলা হইলে পর যদি ঐ সকল স্থান সেই২ সরকারেতে দেওয়া যায় কি ইঙ্গরেজীভিন্ন অন্য কোন সরকারেতে অর্পণ করা যায় তবে অন্য কোন হুকুমহওনাবিনা অবশ্য ঐ প্রকরণ জারী ও চলন হইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যাহা হইলে মাসুল ফিরিয়া পাইবার দরখাস্ত গ্রাহ্য হইবেক না তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ আইনের ২০ ধারানুসারে এমত হুকুম আছে যে যদি কেহ আপনার দেওয়া মাসুল ফিরিয়া পাইবার দরখাস্ত করে তবে যে সকল জিনিস লইয়া যাইতে চাহে সে সকল জিনিসের রওয়ানা কি রওয়ানাসকল দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করিতে হইবেক ও এই ধারানুসারেও হুকুম হইল যে যদি কোন ব্যক্তি মাসুল ফিরিয়া পাইবার দরখাস্ত করে তবে জিনিস প্রকৃতার্থে যেমন তেমনি বস্তাবন্দী করা আছে এবং রওয়ানেতে যে সকল জিনিস লেখা আছে তাহাই বটে ইহা পরমিটের কার্য্যকারকেরা তহকীক করিবার নিমিত্তে ঐ সকল জিনিস ও রওয়ানা এ দুই এক দরখাস্ত সহিত দাখিল না করিলে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৬ ধারা।

৬ ধারা।

জিনিসসকল রওয়ানাহওনের উপর নিরূপিত মাসুল প্রকৃতপ্রকারে তহসীলহওনের নিমিত্তে হুকুম হইল যে জয়করা দেশের মধ্যে কসবা সহারণপুরে পরমিটের চৌকী মোকরর হইবেক ও সামান্য যে সকল দাঁড়া ঐ কর্ম্মের বিষয়ে এক্ষণে জারী আছে কি উত্তরকালে হয় সে সকল দাঁড়া অন্যং স্থানে ঐ মত যে সকল চৌকী মোকরর হইয়াছে তাহার মত ঐ চৌকীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি। সামান্য দাঁড়াসকল সহারণপুরের চৌকীর সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

VOL. V. 417.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ৮ অষ্টম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ৩ আইনের ৪ ধারার ২ প্রকরণের লিখিত হুকুম জ্ঞানকৃত বধের ও গৃহদাহের ও চুরীর মোকদ্দমাতে খাটিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ১৩ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ২ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ২২ জমাদীয়ল আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

পোলীসের কর্ম্মকার্য্য প্রকৃতরূপে নির্ব্বাহহওনের নিমিত্তে ইহা উচিত বুঝা গেল যে মীদার ও ইজারদারইত্যাদি লোকেরা তাহারদিগের জমীদারী কি ইজারার সরহদ্দর মধ্যে যে সকল জ্ঞানকৃত বধ ও গৃহদাহ ও চুরী হয় তাহার সমাচার সময়শিরে াজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের হজুরে দেয় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহারের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারী ওনের তারিখঅবধি তাহা কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

জমীদারইত্যাদিরা তাহারদিগের সরহদ্দের মধ্যে হওয়া জ্ঞানকৃত বধ ও গৃহদাহ ও চুরীর সমাচার সময়শিরে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে দিবার কথা।

মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের সরহদ্দের মধ্যে যে সকল গুরুতর অর্থাৎ ভারী২ অপরাধ য় তাহার সমাচার তাঁহারদিগের হজুরে পুর্ব্বাপেক্ষা অতিশীঘ্র ও সময়শিরে পঁহুবার নিমিত্তে হুকুম হইল যে বিশেষরূপে সমস্ত জমীদার ও তালুকদার ও অন্য২ কর কি নিষ্করভূমির অধিকারী ও সমস্ত সদরী ইজারদার ও মফঃসলী নানাপ্রকার জারদারেরা ও সমস্ত তালুকদার ও মফঃসলী নায়েবেরা ও অন্য সরবরাহকারদিার ও এদেশীয় যে সকল কার্য্যকারকদিগের প্রতি সরকারের তরফহইতে কি কোর্ট য়ার্ডসের তরফহইতে ভূমির মালগুজারী ও খাজানা তহসীলের কর্ম্মের ভার থাকে াহারদিগের ইহা উচিত ও কর্ত্তব্য হইবেক যে তাহারদিগের অধিকারের সরহদ্দের ধ্য হওয়া জ্ঞানকৃত বধ ও গৃহদাহ ও চুরীর বিষয়ে যে কিছু সম্বাদ পায় তাহার াচার অবিলম্বে ও সময়শিরে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের হজুরে কিম্বা পোলীসের দা াগাদিগের নিকটে দেয় আর যদি কোন জমীদার কি উপরের লিখিত প্রকারের ন্য যে কোন ব্যক্তির প্রতি ঐ বিষয়ের ভার থাকনের হুকুম আছে সে ব্যক্তি উপ র নিরূপণ করিয়া লেখা সমাচার মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরে কি পোলীসের দারো

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ৯ নবম আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইনের ও ১৮১৪ সালের ৩ আইনের আশয় ও অর্থ স্পষ্ট ও নিরূপণ করিয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ১৭ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ১৩ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ৬ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ১৩ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ২৬ জমাদীয়লআউওলে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ৩ আইনেতে হুকুম আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইনের লিখিত হুকুমসমস্ত সদর মোকাম এতাবতা যে সকল মোকামে মাজিষ্ট্রেটসাহেবেরা থাকেন সেই সকল মোকামেতে খাটিবেক। ও ঐ আইনের লিখিত হুকুমসকল কোন২ প্রকার ব্যক্তিদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে ইহা স্পষ্ট না হওয়াতে যে২ সন্দেহ জন্মিতেছিল তাহা মিটান উচিত বুঝা গেল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দিষ্ট হইল যে ভিন্ন২ যে সকল জিলাতে বাঙ্গলা সনের রেওয়াজ থাকে সে সকল জিলাতে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী হইবেক ও যে সকল জিলাতে ফসলী সনের রেওয়াজ আছে সে সকল জিলাতে হাল সালের ৩০ সেপ্তম্বরঅবধি এতাবতা ফসলী ১২২২ সালের শুরুহইতে জারী হইবেক ও যে সকল জিলাতে বিলায়তী সনের রেওয়াজ থাকে সে সকল জিলাতে হাল সালের ২৬ সেপ্তম্বরঅবধি এতাবতা বিলায়তী ১২২২ সালের শুরুহইতে জারী ও চলন হইবেক ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইন ও ১৮১৪ সালের ৩ আইন উপরেতে বেওরা করিয়া যে সকল তারিখের নিরূপণ লেখা গেল সেই২ তারিখহইতে অভেদে সমস্ত লোকের সহিত এতাবত ইঙ্গরেজী বাদশাহের তাবে ইঙ্গরেজীলোক কি তদ্ভিন্ন অন্য যে লোকদিগের নিবাস ও অবস্থিতি যে২ জিলার যে সরহদ্দে ঐ২ আইন এক্ষণে জারী আছে কি উত্তরকালে হইবেক সেই সরহদ্দেতে তাঁহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি। ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১৩ আইন ও ১৮১৪ সালের ৩ আইন সকল প্রকার লোকদিগের প্রতি খাটিবার কথা।

VOL. V. 421.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ১০ দশম আইন।

সরকারেতে ও লোকদিগেতে যে সকল কৌলকরার অর্থাৎ নিয়ম হয় তাহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখিত যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখে সেই সকল হুকুম স্পষ্ট করিয়া ও বিবরণ করিয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২০ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ৮ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ১ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ২৯ শহর জমাদীয়লআউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ২ ধারানুসারে ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ১৭ আইন প্রথমাবধি শেষপর্য্যন্ত সম্যক রহিত ও রদ হইয়াছে ও তাহাতে কৌন্সেলের বৈঠকে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের এমত মনস্থ ছিল না যে সরকারেতে ও লোকদিগেতে যে কৌলকরার অর্থাৎ নিয়ম হয় তাহা ইষ্টাম্প কাগজেতে লেখা যায় অতএব এ বিষয়েতে ঐ শ্রীযুতের যে মনস্থ তাহা স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে নীচের লিখিত দাড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

ইং ১৮১৪ সালের ১ আইনের কোন২ হুকুম স্পষ্ট করিয়া লিখিবার কথা।

হুকুম হইল যে সরকারেতে ও লোকদিগেতে কোম্পানি বাহাদুরের তেজারতের জিনিস তৈয়ারকরণের বিষয়ে কি নিমক প্রস্তুতকরণের অর্থে কিম্বা পোস্তের ক্ষেত ও আফীন তৈয়ারকরণের বিষয়ে অথবা শরাব কি অন্য২ মাদক দ্রব্য প্রস্তুতকরণের অর্থে কিম্বা অন্য কোন বিষয়ে যে সকল কৌলকরার অর্থাৎ নিয়ম হইয়াছে কি হয় সে সকল নিয়মের সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১ আইনের ৯ ধারার লিখিত কোন কথা কি ঐ আইনের অন্য কোন ধারা সম্পর্ক রাখিবেক না ও সম্পর্ক রাখে ইহা বুঝাও না যায় এবং হুকুম হইল যে ইহার ব্যতিক্রম কোন হুকুম ঐ আইনেতে লেখা থাকিলেও যদি ঐমত সমস্ত কৌলকরার অর্থাৎ নিয়ম এবং ঐ আইনের ৯ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা ভিন্ন২ যে দস্তাবেজেতে সরকার নিয়মকারী উভয় পক্ষের এক পক্ষ হইয়াছেন কি হন তাহা ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন সাদা কাগজে লেখা গিয়া থাকে তথাপি তাহা সমস্ত আদালতে প্রমাণের প্রকরণে গ্রাহ্য করা ও লওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
J. C. C. SUTHERLAND,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ১১ একাদশ আইন।

যে সকল ব্যক্তির প্রতি চুরী করিবার মনস্থে বাটী ঘরে কি ডেরাতে কিম্বা নৌকায় অথবা অন্য বাসস্থানে কিম্বা গুদামে অথবা দ্রব্যসামগ্রী রাখিবার অন্যং স্থানেতে তাহা ভাঙ্গিয়া কাটিয়া প্রবেশকরণের অপরাধ কিম্বা ঐ সকল অপরাধ করিতে উদ্যত হওনের অপরাধপ্রমাণ হয় তাহারদিগকে শাস্তিদেওনের বিষয়ে অন্যং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৭ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২৩ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ৬ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যদি ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ৩ ও ৪ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রমাণ হয় এবং তাহার ভাগ্যে এমত কোন হেতু পাওয়া যায় যে তাহাতে ঐং ধারানুসারে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি এমত ব্যক্তিকে যে শাস্তিদেওনের হুকুম আছে তাহার অল্পতা হইতে পারে তবে ইহাতে বিচার্য্যমতে ও লোকদিগের চেতিবার নিমিত্তে তাহার শাস্তি উপযুক্তহইতে ভারীহইতে পারে না কিন্তু দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে এমত শাস্তির অল্পতাকরণের ক্ষমতা দেওয়া যাওনের অর্থে কোন হুকুম ঐ আইনেতে লেখা না থাকাতে ঐ সাহেবদিগের যে সকল মোকদ্দমাতে অপরাধিদিগের সম্বন্ধে নিরূপিত শাস্তি উপযুক্তহইতে ভারী বোধ হয সে সমস্ত মোকদ্দমা সদর নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠান আবশ্যক হইয়াছে একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয়। এবং যে সকল লোক জিলা চব্বিশপরগনার জেহলখানাতে কয়েদ থাকে কি জামিনীতে থাকে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার হইবার নিমিত্তে পশ্চাৎ বেওরা করিয়া যে দাঁড়া লেখা যাইবেক তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল যে ঐ জিলাতে অবিলম্বে জারী হয় ইতি।

২ ধারা।

মতনের লেখা ধারা সকল শুধরা যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—হুকুম হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ৩ ও ৪ ধারাতে ঐ ধারার নিরূপণ করিয়া লেখা অপরাধ যাহারদিগের প্রতি প্রমাণ হয়

তাহারদিগকে

তাহারদিগকে শাস্তিদেওনের অর্থে যে সকল হুকুম লেখা আছে তাহা নীচের বেওরাক্রমে শুধরা ও সারা যায় ইতি।

যাহারদিগের প্রতি চুরীর মনস্থে দিবসে কি রাত্রে বাটী ঘরআদিতে স্পষ্ট দৌরাত্ম্যবিনা তাহা ভগ্ন করিয়া প্রবেশ করণ কি তাহা করিতে উদ্যতহওন অপরাধপ্রমাণ হয় তাহারদিগের যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহার কথা।

গুদাম ও দ্রব্যাদি যত্নকরিয়া রাখিবার স্থানাদিতে ঐমত প্রবেশ করিলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন দায়েরসায়েরী আদালতের বিচারেতে কোন ব্যক্তির প্রতি এমত অপরাধপ্রমাণ হয় যে চুরী করিবার মনস্থে রাত্রে কি দিবসে ডাকাইতীর মত স্পষ্ট দৌরাত্ম্য ও উৎপাতকরণবিনা বাটী ঘরে কি ডেরাতে কি নৌকায় কিম্বা অন্য বাসস্থানেতে তাহা ভাঙ্গিয়া কাটিয়া প্রবেশ করিয়াছে কিম্বা এমত অপরাধ করিতে উদ্যত হইয়াছে অথবা রাত্রে কি দিবসে স্পষ্ট দৌরাত্ম্য ও উৎপাতকরণবিনা কোন গুদামে কিম্বা গোলাঘরে অথবা দ্রব্যসামগ্রী যত্নপূর্ব্বক রাখিবার কোন কোঠাকি ঘরে তাহা ভাঙ্গিয়া কাটিয়া প্রবেশ করিয়াছে কিম্বা আপনি হাজির থাকিয়া উপরের নিরূপণ করিয়া লেখা অপরাধকরণের ভাগী হইয়াছে কিম্বা যদি আপনি তথায় হাজির ছিল না কিন্তু মজুরী কি পরামর্শ কিম্বা হুকুম দিয়া এমত অপরাধের কর্ম্ম করাইয়াছে অথবা পূর্ব্বে তাহারদিগের মধ্যে স্থিরহওয়া উদ্যোগ ও উপায়ক্রমে কোনপ্রকারে অপরাধকরণিয়াদিগের অংশী হইয়াছে তবে তাহাতে যদি আসামীর অপরাধপ্রমাণের বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের মৌলবীর দেওয়া ফতওয়ার সহিত ঐ আদালতের সাহেবের মতের ঐক্য হয় ও এমত অপরাধ অপরাধির স্বেচ্ছাধীন স্বীকার করাতে কি মাতবর সাক্ষির সাক্ষ্যদ্বারা কিম্বা দৃঢ় আকার আভাসেতে প্রমাণ হয় তবে ঐ আদালতের জজসাহেবের হুজুরহইতে এমত অপরাধির প্রতি মোকদ্দমার ভাব ও পৃথক্ বিষয় বুঝিয়া ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ৩ ধারার নির্ণীত শাস্তির হুকুম হইবেক কিন্তু আসামীর অল্প বয়ঃক্রম কি হেতিয়ার না ধরণ কিম্বা দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জনের সঙ্গে অপরাধ না করণ এই২ মত শাস্তির অল্পতাহইতে পারিবার কোন বিষয়ের দৃষ্টে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব ঐ ধারার নির্ণীত শাস্তি অতিভারী বুঝেন্ তবে তাঁহার এ বিষয়ের ক্ষমতা আছে যে নীচেতে বিশেষ করিয়া যেমন২ লেখা যাইতেছে তদনুসারে নির্ণীত শাস্তির অল্পতা করেন্ ইতি।

যে সকল মোকদ্দমাতে ব্যক্তিদিগের অপরাধ চুরী করিবার মনস্থে রাত্রে ঘরআদি ভগ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করণে কি তাহা করিতে উদ্যত হওনেতে প্রমাণ হয় তাহাতে শাস্তির যে অল্পতা হইতে পারে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সূর্য্য অস্ত উদয়ের মধ্যে এতাবতা রাত্রে চুরীর মনস্থে বাটী ঘরে কি অন্য বাসস্থানে তাহা ভাঙ্গিয়া কাটিয়া প্রবেশকরণের অপরাধের অর্থে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ১ প্রকরণের ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসর মিয়াদে কয়েদ ও জিলাহইতে অন্য জিলায় পাঠান ও ৩৯ উনচল্লিশ ঘাহইতে অধিক না হয় এমত কোড়া মারণরূপ শাস্তির যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও এক্ষণে তাহা ঐমত অপরাধ করিতে উদ্যতহওন অপরাধের সহিতেও সম্পর্ক রাখিয়াছে ঐ শাস্তি যে সকল মোকদ্দমাতে শাস্তির অল্পতা হইতে পারিবার বিষয় থাকে তাহাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের বিবেচনাক্রমে কোড়ার মারি ও জিলার বাহির করিয়া অন্য জিলায় পাঠানসহিত কিম্বা তাহাভিন্ন সাত বৎসরহইতে কম না হয় এমত মিয়াদে কয়েদরূপে কম হইতে পারিবেক ইতি।

৪ চতুর্থ

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সূর্য্য উদয় অস্তের মধ্যে এতাবতা দিবসে চুরী করিবার মনস্থে বাটী ঘরে কি অন্য বাসস্থানেতে তাহা ভাঙ্গিয়া কাটিয়া প্রবেশকরণঅপরাধের অর্থে এবং দিবসে কি রাত্রে চুরী করিবার মনস্থে কোন গুদামে কি গোলাঘরে কি কোঠায় কিম্বা দ্রব্যসামগ্রী সাবধান করিয়া রাখিবার অন্য কোন ঘরেতে তাহা ভাঙ্গিয়া কাটিয়া প্রবেশকরণ অপরাধের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১ আইনের ৩ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণেতে সাত বৎসর মিয়াদে কয়েদরাখণ ও জিলাহইতে বাহির করিয়া দেওন ও ২০ কুড়ি ঘার অধিক না হয় এমত সংখ্যায় কোড়ামারণরূপ শাস্তির যে কিছু হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও তাহা এক্ষণে ঐ অপরাধ করিতে উদ্যতহওন অপরাধের সহিতেও সম্পর্ক রাখিয়াছে যে সকল মোকদ্দমাতে শাস্তির অল্পতা হইতে পারিবার বিষয় থাকে তাহাতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের বিবেচনাক্রমে *কোড়ার মারি ও জিলার বাহির করিয়া দেওয়া সহিত কিম্বা তাহাছাড়া ঐ শাস্তি তিন* বৎসরহইতে কম না হয় এমত মিয়াদে কয়েদরূপে কম হইতে পারিবেক ইতি।

মতনের লেখা অপরাধ কাহার প্রতি প্রমাণ হইলে শাস্তির যে অল্পতাকরা যাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—হুকুম আছে যে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি উপরের প্রকরণের লিখনক্রমে যে ক্ষমতার্পণ হইল ঐ সাহেবেরা যে সকল প্রকারেতে ঐ ক্ষমতামত আচরণ করেন্ তাহাতে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে যে কোন হেতু তাঁহারদিগের বিবেচনায় শাস্তির অল্পতাহওনের হুকুমদেওনের অর্থে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা লেখাইয়া দেন্ এবং হুকুম আছে যে যদি আসামীর অপরাধপ্রমাণহওনের বিষয়ে দায়েরসায়েরী আদালতের মৌলবীর দেওয়া ফতওয়া ঐ আদালতের জজসাহেবের মতের সহিত ঐক্য হয় এবং ঐ আসামীর মোকদ্দমার বিষয়েতে সম্পূর্ণ দৃষ্টি ও যথার্থ বিবেচনা করিয়া ঐ সাহেবের এমত বোধ হয় যে উপরের নিরূপিত পরিমাণহইতেও শাস্তির অল্পতাকরা বিচারসঙ্গত তবে তাহাতে ঐ জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের অনুসারে হুকুম দিয়া ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারার মতে সে মোকদ্দমা আপনার করা বিবেচনার বিবরণসম্বলিত কৈফিয়ৎসহিত সদর নিজামতের নাতক অর্থাৎ পূরা হুকুম হইবার নিমিত্তে ঐ সদর নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

দায়েরসায়ের সাহেব তাঁহার প্রতি অর্পণহওয়া ক্ষমতামতে কার্য্য করিলে তাহাতে তাঁহার যে মত তাহা লেখাইয়া দিবার কথা।

উপরের নিরূপিত পরিমাণহইতেও শাস্তি কমান মত হইলে উপরের প্রকরণের মতে হুকুম দিয়া নাতক হুকুম হইবার নিমিত্তে শরেওয়ার কৈফিয়ৎসহিত মোকদ্দমা নিজামতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৪ সালের ২ আইনের ৪ ধারাতে ও অন্য যে কোন আইনেতে যেং হুকুম এ বিষয়েতে থাকে যে জিলা চব্বিশপরগনাতে অপরাধের মোকদ্দমার বিচার হইবার কারণ দায়েরসায়েরী আদালতের দওরার বৈঠক তিনং মাস অন্তর হইবেক তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

জিলা চব্বিশপরগনাতে দায়েরসায়েরী দওরা তিনং মাসান্তর হওয়া মৌকুফ হইবার কথা।

৪ ধারা।

উত্তরকালে জিলা চব্বিশপরগনাতে অপরাধের মোকদ্দমার বিচারার্থে দায়েরসায়েরী

ঐ জিলাতে ঐ দওরা মাসমাস হইবার কথা।

সায়েরী আদালতের দওরার বৈঠক প্রতিমাসে হইবেক ও প্রতিমাসের ১ তারিখে বৈঠক শুরু হইবেক নহিলে তাহার পর যথাসাধ্য অবিলম্বে হইবেক ইতি।

VOL. V. 428. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

P. WYNCH,

Acting Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ১২ দ্বাদশ আইন।

কমীহওয়া মুশাহেরা কি যে আলুফা এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহী ও অন্য কার্য্যকারকেরা কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইয়া আপনং কর্ম্মহইতে রহিতহওনের সময়ে তাহারদিগের গুজরাণের নিমিত্তে করিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহা তাহারাই পাইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৭ মাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১৫ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২৩ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ১৬ জ্যৈষ্ঠ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ৯ জ্যৈষ্ঠ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ৬ শহর জমায়দীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইহা উচিত বুঝা গেল যে কমীহওয়া মুশাহেরা কিম্বা যে সকল আলুফা অর্থাৎ জীবিকা এদেশীয় হুদ্দাদার কি সিপাহী কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারকেরা কর্ম্ম করিতে অশক্ত হওয়াপ্রযুক্ত আপনং কর্ম্মহইতে রহিতহওনের সময়ে তাহারদিগের গুজরাণের নিমিত্তে তাহারদিগ্‌কে করিয়া দেওয়া গিয়াছে তাহা যদর্থে এতাবতা সরকার হইতে কৃপা ও অনুগ্রহ করিয়া কৃতকর্ম্ম ও কদীম ও প্রাচীন কার্য্যকারকদিগের গুজরাণের সংস্থানহওনের অর্থে করিয়া দেওয়া গিয়াছে প্রকৃতরূপে তাহাতেই খরচ হয় ও এ বিষয়ের সংশয় মিটান আবশ্যক যে ঐ সকল মুশাহেরা ও আলুফার টাকা সরকারের মনস্থের অন্যথা এপ্রকারে খরচহইতে না পারে যে অশক্ত সিপাহী ও আলুফাদারদিগের পূর্ব্বের দেনা আদায়ের জন্যে কি তাহারা অল্পবুদ্ধিহেতুক স্বার্থপর লোকদিগের চাতুরীতে ভুলিয়া পরেতে যে কৌলকরার করে তাহা পূরাকরণের জন্যে এমন দেওয়া যায় যে তাহাতে সরকারের কৃপা ও অনুগ্রহের ফল হয় ও সরকারের যে টাকা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুর দাতৃত্ব ও অনুগ্রহক্রমে কৃতকর্ম্ম সিপাহী ও অশক্ত কার্য্যকারকদিগের বৃদ্ধাবস্থা ও ক্ষীণতা হওনকালেতে তাহারদিগের গুজরাণের কারণ দেন তাহা সরকারের মনস্থের অন্যথা যাহারা সরকারহইতে তাহা পাইবার অধিকার না রাখে তাহারদিগের ভোগেতে আইসে একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

সরকারহইতে যে সকল আলুফা এদেশীয় হুদ্দাদার ও সিপাহীদিগকে

লশ্করসম্পর্কীয় যে সকল কর্ম্মচ্যুত হুদ্দাদার ও সিপাহী ও এলাকাদার হিন্দুস্থান দেশেতে জন্মহওন কি অন্য হেতুপ্রযুক্ত দেওয়ানী আদালতের বিচারযোগ্য হয়

তাহারা

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ১৪ চতুর্দ্দশ আইন।

জিলা চব্বিশপরগনা ভাগ করিয়া ভিন্ন২ দুই জিলা করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ১৪ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ১১ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ২ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ১১ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ২৪ জমাদীয়ঃসানীতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

শহর কলিকাতার পাশগের্দ্দের বসতির বাহুল্য ও দিনে২ তাহার বৃদ্ধিহওনপ্রযুক্ত ও শহর কলিকাতার পোলীসের কর্ম্ম ভালমতে চলনের নিমিত্তে যে২ উদ্যোগ ও উপায় হইয়াছে তাহার দৃষ্টে উচিত বোধ হইল যে জিলা চব্বিশপরগনা ভাগ করিয়া দুই জিলা করা যায় একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে হালসনের আগস্ত মাসের ১ পহিলা তারিখঅবধি জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

জিলা চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমতের নীচে যে সকল স্থান আছে তাহা সেই জিলাতে ভাগ হইবার কথা।

হুকুম হইল যে এই আইনের হেতুবাদের নিরূপণ করিয়া লেখা তারিখহইতে এ ক্ষণে যে সকল স্থান জিলা চব্বিশপরগনার মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেবের হুকুমের নীচে আছে তাহা অংশক্রমে দুই জিলা হইয়া তাহার একের নাম শহর কলিকাতার পাশগের্দ্দের জিলা দ্বিতীয়ের নাম শহর কলিকাতার পাশগের্দ্দের বাহির চব্বিশপরগনা জিলা হইবেক ইতি।

৩ ধারা।

যে২ থানা মতনের লেখা জিলার শামিল হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—থানা চীতপুর ও থানা মানিকতলা ও থানা তাজিরাট ও থানা নওহাজারী ও থানা সালিখিয়া শহর কলিকাতার পাশগের্দ্দের জিলার শামিল হইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এখনপর্য্যন্ত যে জিলা জিলা চব্বিশপরগনা নামে খ্যাত আছে তাহার সম্পর্কীয় সমস্ত থানা উপরের প্রকরণের লিখিত কএক থানাছাড়া জিলা চব্বিশপরগনার শামিল হইবেক ইতি।

উচিত হইলে মতনের লেখা জিলার সরহদ্দের

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যদি উপুরের লিখিত জিলার কিম্বা তাহার নিকটের অন্য কোন জিলার সীমাসরহদ্দের ফেরফার কোন প্রকারেতে করা উচিত

বোধ

ফেরফার করিতে শ্রীযুতের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

বোধ হয় তবে শ্রীযুত নওয়াব গবর্ণর্ জেনরল বাহাদুর এমত২ বিষয়েতে যে ক্ষমতা ক্রমে আচরণ করিয়া থাকেন্ এক্ষণে এ বিষয়েতে তাহা করিতে সেমত ক্ষমতা রাখেন্ না ইহা এই আইনের লিখিত কোন কথাক্রমে বুঝা না যায় ইতি

Vol. V. 434.

সমাপ্ত।

A True Translation,
J. C. C. SUTHERLAND,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ১৫ পঞ্চদশ আইন।

যেং ব্যক্তির প্রতি দুই কি তাহাহইতে অধিক অপরাধপ্রমাণ হয় তাহারা কোনং প্রকারেতে যে শাস্তির যোগ্য হইবেক তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২১ জুন মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ৮ আষাঢ় মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ১৮ আষাঢ় মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ৯ আষাঢ় মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ৪ আষাঢ় মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ২ রজবে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

কোন আসামী যদি স্বতন্ত্রং অপরাধের নিমিত্তে ভিন্নং মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হইয়া ঐ সকল অপরাধ তাহার প্রতি প্রমাণ হয় ও তদনুসারে মোটে যদি চতুর্দ্দশ বৎসরহইতে অধিক মিয়াদে কয়েদরূপ শাস্তির যোগ্য হয় তবে তাহার উপর যে শাস্তির হুকুম হইবেক তাহা নির্ণয় করা উচিত বুঝা গেল একারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি তাহা কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

যদি কোন দায়েরসায়েরী আদালতের বিচারে কোন অপরাধির দুই কি তাহাহইতে অধিক অপরাধপ্রমাণ হয় তবে যে মতেতে নির্ণয় করা শাস্তির অল্পতা করিতে ঐ আদালতের সাহেবের ক্ষমতা থাকিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন আসামী স্বতন্ত্রং দুই কিম্বা তাহাহইতে অধিক অপরাধের নিমিত্তে স্বতন্ত্রং মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরী আদালতের দওরাতে সোপর্দ্দ হয় ও এক দওরাতেই ঐ আসামীর প্রতি দুই কিম্বা তাহাহইতে অধিক অপরাধপ্রমাণ হয় ও আইনানুসারে ঐ সকল অপরাধের নিমিত্তে যেং শাস্তি নির্ণয় আছে তাহা যদি মোটে ৩৯ উনচল্লিশ কোড়া এবং ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসর মিয়াদে কয়েদহইতে অধিক হয় কিন্তু ইহাতে ঐ আসামীর প্রতি যে কোন মোকদ্দমাতে যে অপরাধপ্রমাণ হয় সে অপরাধ যদি এমত না হয় যে তাহাতে প্রাণদণ্ড কিম্বা দায়মল্ হবস অর্থাৎ জীবনাবধি এমত কয়েদরূপ শাস্তি হইতে পারে যে তাহাতে সে মোকদ্দমা সদর নিজামতে পাঠাইবার যোগ্য হয় তবে এমতে ঐ আসামীর প্রতি যেং অপরাধপ্রমাণ হইয়া থাকে সেইং অপরাধের ক্রিয়া বিবেচনা করিয়া এবং প্রত্যেক মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের চিত্তে যদি এমত লয় যে নীচেতে যে শাস্তির কথা লেখা যাইতেছে তাহাই উপযুক্ত তবে ঐ জজসাহেবের এমত ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ দওরাতে সে আসামীর উপর যেং অপরাধপ্রমাণ হইয়া থাকে সে সমস্ত অপ

রাধের

আসামী চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক মিয়াদে কয়েদরূপ শাস্তির যোগ্য বোধহওনমতে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

এমতে দায়েরসায়েরের সাহেব ঊনচল্লিশ ঘার ঊর্দ্ধ কোড়ার মারি ভিন্ন আইনের নির্ণীত শাস্তির হুকুম দিবার কথা।

প্রত্যেক মোকদ্দমার রোয়দাদ নাতক হুকুম হইবার নিমিত্তে সদর নিজামতে পাঠাইবার কথা।

রাধের নিমিত্তে নির্ণয়হওয়া শাস্তির অল্পতা এইরূপে করেন্ যে ৩৯ ঊনচল্লিশ ঘা কোড়ার মারি ও জিলার বাহির করিয়া দেওনের সহিত চতুর্দ্দশ বৎসর মিয়াদে কয়েদ হইতে অধিক না হয় কিন্তু যদি ঐ সাহেবের বিবেচনাতে সে অপরাধী চতুর্দ্দশ বৎসর হইতে অধিক মিয়াদে কয়েদরূপ শাস্তির যোগ্য ঠাহরে তবে যে কোন দওরাতে হয় এমত কোন আসামীর প্রতি কোড়া মারণের হুকুম দিতে হইলে তাহার সংখ্যা ৩৯ ঊনচল্লিশ ঘার অধিক না হয় ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ঐ আসামীর প্রতি স্বতন্ত্রং মোকদ্দমাতে আইনানুসারে যেং শাস্তির নির্ণয় থাকে সেইং শাস্তির হুকুম দিয়া সদর নিজামতের নাতুক অর্থাৎ পুরা হুকুম হইবার নিমিত্তে প্রত্যেক মোকদ্দমার রোয়দাদ তাহার বৃত্তান্ত কথা ও আসামীর প্রতি যে শাস্তির হুকুমহওয়া উচিত তাহার বিষয়ে আপনার করা বিবেচনার কথাসম্বলিত কৈফিয়ৎসহিত নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

যেমতেতে উপরের প্রকরণের হুকুমের কথা খাটিবেক তাহার কথা।

যেমতেতে তাহা খাটিবেক না তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এক দওরাতে যে কোন আসামীর প্রতি কোন অপরাধপ্রমাণহওনমতে তাহার উপর শাস্তির হুকুম হইয়া থাকে ও আইন্দা দওরাতে যদি তাহার প্রতি প্রথমকার অপরাধপ্রমাণহওন ও তদনুসারে শাস্তির হুকুমহওনের পূর্ব্বে করা আর কোন অপরাধপ্রমাণ হয় তবে এপ্রকার মোকদ্দমার সহিতেও উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমের মজমুন সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু এমত আশয় ও তাৎপর্য্য নহে যে যদি কোন ব্যক্তি প্রথমকার অপরাধপ্রমাণহওনের পরে অন্য কোন অপরাধ করে ও তাহাকরণের সময়ে প্রথমকার অপরাধের জন্যে তাহার প্রতি হুকুমহওয়া কয়েদের মিয়াদ অতীত হইয়া থাকে বা না থাকে এ প্রকার মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে ইতি।

যদি এক কি ততোধিক মোকদ্দমাতে অপরাধপ্রমাণ হওয়াতে আসামী চতুর্দ্দশ বৎসর মিয়াদে কয়েদরূপ শাস্তির যোগ্য হয় তবে তাহার নামে হওয়া আর দাওয়া প্রমাণহওনমতে প্রাণদণ্ড কি জীবনাবধি কয়েদরূপ শাস্তির উপযুক্ত না হইলে সে দাওয়ার তজবীজ করা মৌকুফ রাখিতে দায়েরসায়েরের সাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

দায়েরসায়ের সাহেব যখন ঐ ক্ষমতাচরণ করেন্ তখন তাহার কৈফিয়ৎ সদর নিজামতে পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন আসামী দুই কি তাহাহইতে অধিক অপরাধের জন্যে দায়েরসায়েরী আদালতের বিচারার্থে সোপর্দ্দ হইয়া কয়েদ কি জামিনীতে থাকে ও এক কি তাহাহইতে অধিক মোকদ্দমাতে তাহার অপরাধপ্রমাণহওনমতে ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসর মিয়াদে কয়েদরূপ শাস্তির যোগ্য হয় এবং তাহার নামে অন্য যে দাওয়া কি যেং দাওয়া হইয়া থাকে তাহা এমত না হয় যে তাহা প্রমাণহওনমতে প্রাণদণ্ড কি জীবনাবধি কয়েদরূপ শাস্তিহইতে পারে তবে এমতে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে এমত দাওয়া কি দাওয়াসকলের তজবীজ করেন্ কিন্তু যদি তাহার তজবীজ করিতে হইবার উপযুক্ত বিশেষ কোন হেতু উপস্থিত হয় তবে করিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এপ্রকার যে ক্ষমতা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবের প্রতি দেওয়া গেল তিনি তাহার মতে যেং সময়ে কার্য্য করেন্ তখন ঐ সাহেব সে বিষয়ের কৈফিয়ৎ আপন বিবেচনার কথাসহিত ঐ আদালত হইতে শাস্তির অর্থে হওয়া হুকুমসকলের যে কৈফিয়ৎ সদর নিজামতে পাঠাইতে হয় তাহার মধ্যে করিয়া কিম্বা কোনহেতুক মোকদ্দমা সদর নিজামতে উপস্থিতকরণের আবশ্যকহওনমতে যে ইঙ্গরেজী চিঠী আসামীর মোকদ্দমাসহিত পাঠান আব

শ্যক

শ্যক হয় তাহার মধ্যে করিয়া ঐ সদর নিজামৎ আদালতে পাঠাইবেন ও ঐ নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের এ ক্ষমতা থাকিবেক যে যে সকল প্রকারেতে আসামীর উপর হওয়া বাকী দাওয়া কি দাওয়াসকলের তজবীজকরণের হুকুম দেওয়া তাঁহারদিগের হুজুরে উচিত ও উত্তম বোধ হয় তাহাতে হুকুম দেন্ ইতি।

নিজামতের সাহেব লোকেরা উচিত বুঝিলে অন্য দাওয়ার বিচার করিবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

Vol. V. 437.

সমাপ্ত।

A True Translation,

J. C. C. SUTHERLAND,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ১৭ সপ্তদশ আইন।

যে সকল ব্যক্তিরা শরাব অর্থাৎ মদিরা ও তাড়ী ও পচুই কিম্বা অন্যং মাদকসামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয় করে তাহারদিগের স্থানে যে টাকা বাকী পড়ে তাহা উসুলকরণের অর্থে কালেক্টরসাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাওনের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৯ জুলাই মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১৫ শ্রাবণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২৭ শ্রাবণ মোতাবেকে বিলাযতী ১২২১ সালের ১৬ শ্রাবণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ১২ শ্রাবণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১১ শাবানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক কালেক্টরসাহেবদিগকে এমত ক্ষমতা দেওয়া উচিত বুঝা গেল যে শরাব ও তাড়ী ও পচুই কিম্বা অন্যং মাদকসামগ্রী প্রস্তুত ও বিক্রয়করণিয়াদিগের স্থানে যে টাকা বাকী পড়ে তাহার নালিশ দেওয়ানী আদালতে উপস্থিত না করিয়া আপনারাই উসুল করেন একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখ অবধি কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

শরাব ও তাড়ীআদি প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়াদিগের স্থানে বাকী টাকা উসুলকরণের কারণ কালেক্টর সাহেবদিগের যেমতাচরণ করা আবশ্যক তাহার কথা।

সংপ্রতি কালেক্টরসাহেবদিগের প্রতি ইঙ্গরেজী ১৮১৩ সালের ১০ আইনের লিখিত দাঁড়ার অতিরিক্ত এমত হুকম হইল যে শরাব ও তাড়ী ও পচুই কিম্বা অন্যং মাদকসামগ্রী প্রস্তুত কি বিক্রয়করণিয়া কোন ব্যক্তির স্থানে যদি মাসুলের টাকা বাকী পড়ে তবে ঐ সাহেবেরা বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরের হুকুমের তাবে সুবেজাতের মধ্যে মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলকরণের অর্থে ভূমির ইজারদারদিগের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের বিষয়ে যেমত উপায় ও আচরণ করিয়া থাকেন কি উত্তরকালে করিবেন উপরের লিখিত বাকীদারদিগের ও তাহারদিগের মালজামিনদিগের বিষয়ে বাকী টাকা উসুলকরণের কারণ সেই মত আচরণ করিবেন ইতি।

Vol. V. 439.

সমাপ্ত।

A True Translation,

P. WYNCH,

Acting Translator of the Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ১৮ অষ্টাদশ আইন।

সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা তলবকরণের এবং বাকীদারদিগের ভূমি নীলামেতে বিক্রয় করিয়া ঐ বাকী টাকা উসুলকরণের বিষয়ে এক্ষণে যে সকল আইন চলন আছে তাহার লিখিত কোনং কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার অর্থে এ নূতন আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৩ আষাঢ় মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ৮ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২২ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ৯ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ৮ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ৬ রমজানে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক এক্ষণকার চলিত আইনেতে এমত হুকুম লেখা গিয়াছে যে যদি কালেক্টরসাহেবেরা মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে বাকীদারদিগের নামে পরওয়ানা লিখিয়া পেয়াদারদিগের হাওয়ালে করেন্ তবে তাহাতে ঐ বাকীদারদিগের উচিত হইবেক যে ঐ পেয়াদারদিগ্কে তলবানা অর্থাৎ রোজ দেয়। ও যেহেতুক এমত আচরণকরণেতে ক্ষুদ্র জমীদারদিগের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতি ও হানি হয় ইহাও উচিত বোধ হইতেছে যে সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ বাকীদারদিগের ভূমি নীলামেতে বিক্রয়করণে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতির অপেক্ষা না করা যায় অতএব শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার ভাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

পরওয়ানার অনুসারে বাকী টাকা তলবকরণের ও বাকী উসুলের কারণ ভূমিবিক্রয়ের অর্থে শ্রীযুতের অনুমতি লওনের বিষয়ি চলিত আইন শুধরিবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৪ আইনের ৩ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ৭ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৭ আইনের ৩ ও ৭ ধারা ও ১৭৯৯ সালের ৭ আইনের ২৩ ধারার যেং প্রকরণে পরওয়ানার অনুসারে বাকী টাকা তলবকরণের প্রকার লেখা গিয়াছে তাহা শুধরিবার ও স্পষ্ট করিবার অর্থে এবং ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১ আইনের ১১ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৬ আইনের ১৯ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ১৪ ধারার ৪ প্রকরণ ও ঐ সনের ২৭ আইনের যে ১৯ ধারাতে সরকারের বাকী টাকা উসুলের কারণ ভূমি বিক্রয়করণের বিষয়ে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের অনুমতি লইবার হুকুম আছে তাহাও শুধরি

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেব দিগের অনুমতিবিনা ভূমি নীলামের ইশ্‌তিহার দিতে কালেকটরসাহেব দিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

বার ও স্পষ্ট করিবার নিমিত্তে এক্ষণে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যদি কোন ভূম্যধিকারী কিম্বা ভূমির ইজারদার কোন মাসের কিস্তীর টাকা আইন্দা মাসের ১ পহিলা তারিখ পর্য্যন্ত না দেয় তবে কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তৎক্ষণাৎ কিম্বা তাহার পরে ঐ বাকী টাকা সমুদয় আদায় না হইয়া থাকিলে উপরের লিখিত ধারা ও আইনসকলের মতে ঐ বাকীদারের নামে বাকী টাকা তলবের কারণ পরওয়ানা পাঠান্ ও কালেক্টরসাহেবদিগের এ ক্ষমতাও থাকিবেক যে উপরের লিখিত পরওয়ানা জারী করণবিনা এবং ভূমির কৈফিয়ৎ পাঠানব্যতিরেকে ও বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের অনুমতি লওনবিনা ঐ বাকীদারের জমীদারী নীলামহওনের ইশ্‌তিহার দেন্ ও ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ধারার উক্ত প্রকার হইলে এতাবতা যদি সাধারণ জমীদারী হয় তবে সে জমীদারীর মধ্যে বাকীদারের যে অংশ থাকে কেবল তাহা সম্যক নীলামহওনের ইশ্‌তিহার দেন্ কিন্তু কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের সমাচার যত শীঘ্র হইতে পারে ঐ সাহেবদিগের হজুরে দেন্ ও ঐ সাহেবদিগের হজুরহইতে অনুমতিহওনপর্য্যন্ত ইশ্‌তিহার দেওয়া ভূমি বিক্রয়করণে অপেক্ষা ও প্রতিক্ষা করিবেন্ ও তাঁহারা যে বোর্ডের সাহেবদিগের হুকুমতের তাবে হন তাঁহারদিগের অনুমতি পাওনবিনা কোন প্রকারে বিক্রয় করিবেন না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি ঐ বাকীদারের জমীদারীহইতে কেবল কতক ভূমি বিক্রয়করণের আবশ্যক হয় তবে এমতে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে তাহার জমার নিরুপণের সহিত কৈফিয়ৎ পাঠানবিনা ও ঐ সাহেবদিগের হজুরহইতে তাহা বিক্রয় করিবার অনুমতি হওনবিনা ইশ্‌তিহার দেন্ ইতি।

কালেক্টরসাহেবেরা অবিলম্বে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে সমাচার দিবার কথা।

৩ ধারা।

বিভাগ না হওয়া সাধারণ জমীদারী বাটওয়ারার সময় নীলামের ইশ্‌তিহার দেওয়া গেলে যেমত আচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

যদি অংশাংশ না হওয়া সাধারণ জমীদারী বাটওয়ারা হওনের সময়ে তাহা নীলামের ইশ্‌তিহার দেওয়া যায় তবে ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ১ আইনের ১১ ধারার লিখিত যে হুকুমেতে ভূমিবিক্রয়ের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের অনুমতিলওনের হুকুম আছে তাহাছাড়া যে সকল দাঁড়া ও হুকুম এমতং বিষয়েতে জারী ও চলন আছে তাহা বহাল ও স্থিরতর থাকিবেক ইতি।

৪ ধারা।

কালেকটরসাহেবদিগের রিপোর্ট পাইলে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

কোন বাকীদারের ভূমি বিক্রয়ের ইশ্‌তিহারের কথাসম্বলিত কিম্বা যে ভূমি নীলামকরণের মনস্থ থাকে তাহার কৈফিয়ৎসম্বলিত রিপোর্ট কালেক্টরসাহেবদিগের নিকটহইতে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে পঁহুছিলে ঐ সাহেবদিগের উচিত যে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের বৈঠকের অনুমতি লওনবিনা বাকীদারের শিরের বাকী হালসালের [illegible] সন

কি

কি কএক সনেরি বা হউক এ বিষয়ের তজবীজ করেন যে ঐ ভূমি বিক্রয়করা যাইবেক কি না ও বিক্রয় করিতে হইলে তাহা কালেকটরসাহেবের কাছারীতে করা যাইবেক কি না আর যদি কালেক্টরসাহেবেরা নীলামের ইশ্তিহার দিয়া থাকেন তবে ইশ্তিহারনামার লিখিত তারিখে নীলাম করা যাইবেক কি বোর্ডের সেক্রেটরীহইতে যে তারিখ নিরূপণ হয় সেই তারিখে হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন হেতুক ঐ সাহেবদিগের চিত্তে বিক্রয় করাউপযুক্তহওনের বিষয়ে কিছু সন্দেহ হয় এবং যদি তাঁহারদিগের অন্তঃকরণে এমত লয় যে এমত আচরণ করা গেলে ক্ষতি ও দ্বন্দ্বোজের বিষয় হইবেক তবে তাহার কৈফিয়ৎ আপনারদিগের বিবেচনার বৃত্তান্তসহিত শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠাইয়া দিবেন ও ঐ শ্রীযুত যেমত হুকুম করিবেন সেই মতে ঐ সাহেবেরা কার্য্য করিবেন ইতি। শ্রীযুতের হজুরহইতে যেমতেতে বোর্ডের সাহেবদিগের অনুমতি লওয়া উচিত তাহার কথা।

৫ দারা।

ভূমিবিক্রয়েতে বিলম্ব দর্শিলে কালেক্টরসাহেবের যেমতাচরণ করা আবশ্যক তাহার কথা।

যদি বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরের সাহেবদিগের অনুমতি কালেক্টর সাহেবদিগের নিকট এমত সময়শিরে না পঁহুছে যে ঐ সাহেবেরা আপন দেওয়া ইশ্তিহারনামার লিখিত তারিখে ভূমি বিক্রয় করেন কিম্বা কালেক্টরসাহেবের অনুপস্থিত কি অসুস্থ থাকন কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্টহেতুক ইশ্তিহার দেওয়া ভূমি বিক্রয় করিতে বিলম্ব দর্শে তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে ভূমিবিক্রয় করিবার কারণ অন্য তারিখ নিরূপণ করিয়া ইশ্তিহার দিবেন ও সে ইশ্তিহারনামা আপন কাছারীতে যে স্থানেতে দিলে সকল লোক দেখিতে পায় সেই স্থানে টাঙ্গাইয়া দিবেন এবং যে দেওয়ানী আদালতের কাছারী নিকটে হয় এতাবতা কালেক্টরী কাছারী হইতে পাঁচ ক্রোশের মধ্যে হয় সে কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টিপাতহওনের স্থানে লটকাইয়া দেওয়াইবেন অথবা যে মুনসেফী কাছারী নিকটে থাকে সে কাছারীতে টাঙ্গাইয়া দেওয়া যাইবেক আর যদি আজি কালি করিয়া অধিক বিলম্ব হয় তবে ইশ্তিহারনামা শহরে কি সদর মোকামে কিম্বা অন্য প্রকাশমান স্থানে ইশ্তিহারী ভূমি ইহার যেখানকার সম্পর্কীয় হয় সেই খানে লটকাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমাপ্ত

A True Translation,

P. WYNCH,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ১৯ উনবিংশ আইন।

সরকারের খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় ভূমির বাটওয়ারার বিষয়ে চলিত কএক আইন তাহার কোনং বিষয় নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্তক্রমে এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার অর্থে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ১৭ সেপ্তেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ২ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ১৮ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২১ সালের ৩ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ৪ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ২ শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৫ আইনেতে আমীনের নিমিত্তে যে মেহনতানা নিরূপণ হইয়াছে তাহা অল্প ও অনুপযুক্ত বুঝা গেল ও এ নিমিত্তে সরকারের খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় ভূমির বাটওয়ারার কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের যোগ্য যে সকল লোকেরা তাহারদিগকে পাওয়া অতিভার বিশেষতঃ যে সময়ে ঐ খেরাজী ভূমি জরীবকরণের আবশ্যক হয় সে সময়ে ঐমত লোক পাওয়া ভার হয় এবং ঐ জরীবের খরচখরচা দেওয়া উচিত ও কর্ত্তব্য এবং ইহা উচিত হইল যে সরকারের খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় ভূমির অংশাংশকরণার্থে নিযুক্তহওয়া আমীনের জন্যে যে মেহনতানা নিরূপণ আছে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা বিহিত বুঝিলে তাহার আধিক্য হয় ও সরকারের খেরাজী অর্থাৎ করসম্পর্কীয় ভূমির বাটওয়ারার বিষয়ে এক্ষণে যে কএক আইন চলন আছে সেই কএক আইন এক আইনেতে সংগ্রহ করিলে সমস্ত লোকের ক্লেশনিবারণের কারণ ও তাহারদিগের দেখিবার সুগম হইতে পারে একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

এই ধারার লেখা কএক আইন রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ২৫ আইন ও ১৭৯৫ সালের ২৬ আইন ও ১৮০১ সালের ১ আইনের ১২ ও ১৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের ২৬ আইনের ২৯ ধারা আদি কএক ধারা ও ১৮০৭ সালের ৬ আইন ও ১৮১০ সালের ৫ আইন এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

এই ধারার লিখিত

যে কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা অন্য ভূমির মালগুজারী বরাবর

সরকারে

প্রকারেতে জমীদারীওগয়রহের বাটওয়ারার বিষয়ের ভার কালেক্টরসাহেবকে হইবার কথা।

সরকারে পঁহুছে তাহা যদি দুই কিম্বা ততোধিক অংশেতে অংশ করিতে হকুম হয় তবে কর্ত্তব্য যে তাহার অংশের অর্থে এবং সেই এক২ অংশের সরকারের জমার ধার্য্যের বিষয়ে যে জিলার মধ্যে সেই জমীদারীওগয়রহ থাকে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবকে ভার হয় ইতি।

৪ ধারা।

জমীদারীওগয়রহের অংশিরা তাহা অংশ করাইতে চাহিলে তাহার দরখাস্ত কালেক্টরসাহেবের নিকটে দিবার ও তদনুসারে আচরণ হইবার ও তাহার খরচা তাহারদিগের স্থানে আদায় হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুক অথবা অন্য ভূমির সকল অংশীরা চাহে যে সেই জমীদারীওগয়রহ দুই কিম্বা ততোধিক অংশেতে অংশ করায় তবে কর্ত্তব্য যে তাহারা তাহার এক দরখাস্ত আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে এবং মাতবর চারি জন সাক্ষীর প্রমাণে এক২ অংশীর অংশের সংখ্যা যুক্তে আর সেই সকল অংশীরা আপনারদিগের অংশে পৃথক২ ভোগদখলের অর্থে কিম্বা তাহারদিগের সকলের মধ্যে দুই জন অথবা ততোধিক জনে আপনারদিগের অংশের ভূমি এক শামিলে রাখিবার কারণ বাসনা রাখিলে তাহার নিদর্শনে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় ও এমত দরখাস্ত দিলে পরে কালেক্টরসাহেব তাহার মতে সেই ভূমিবিভাগ করিবেন ও তাহার কৈফিয়২ বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে জ্ঞাতকরণার্থে লিখিয়া পাঠাইবেন ও তাহা অংশাংশকরণের সমুদয় খরচ অংশাংশ করা সমাপ্ত হইলে পর মোট জমীদারীর জমার উপর ধরা গিয়া সমস্ত অংশীরদিগের শিরে তাহারদিগের অংশের জমার আন্দাজে দেনা পড়িবেক ইতি।

সাধারণ কোন জমীদারীআদির অংশিগণের মধ্যে এক কি দুই কি ততোধিক জনে আপন২ অংশের ভূমি পৃথকরূপে ভোগদখল করিবার ইচ্ছা রাখিলে তাহারদিগের ইচ্ছামতে কার্য্য হইবার ও তাহার খরচা তাহারদিগের প্রত্যেকের দিতে হইবার কথা।

কেহ কোন জমীদারী আদির অংশাংশের ও হিস্যাতে ভোগবান রহিবার অর্থে কালেক্টরসাহেবের নিকট দরখাস্ত দিলে যদি তাহার স্বত্বের প্রতি কেহ ওজর করে তবে আদালতে

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুকওগয়রহের অংশীগণের মধ্যহইতে এক জন কি দুই জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জন আপন২ অংশ পৃথকরূপে ভোগদখলকরণের অথবা দুই জন কি ততোধিক জন আপনারদিগের অংশের ভূমি এক শামিলে রাখিবার ইচ্ছা করে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের বাসনামত এক দরখাস্ত আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে ও মাতবর চারি জন সাক্ষীর প্রমাণে সেই জিলার কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় ও এমত দরখাস্ত দিলে ঐ কালেক্টরসাহেবের উচিত যে তাহার সহিত যে সকল ব্যক্তিরা এলাকা রাখে তাহারদিগকে জানাইবার কারণ নীচের লিখিত বিবরণক্রমে ইশ্তিহার দেন্। তাহার বিবরণ এই যে এই ইশতিহারনামা জারীহওনের তারিখহইতে ১৫ পনের দিনের মধ্যে ঐ ভূমির অংশাংশ দাখিলহওয়া দরখাস্তের অনুসারে হইবেক। আর যদি ঐ মিয়াদ অতীতহওনের পূর্ব্বে ঐ দরখাস্ত সম্যক্ জমীদারী কি তাহার কোন কিসমৎ ভোগদখলকরণিয়া কোন ব্যক্তি কিম্বা ব্যক্তিরা আপন কিম্বা আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতী ও মাতবর দুই জন সাক্ষীর প্রমাণী এক লিখনের দ্বারা কালেক্টরসাহেবের নিকটে এমত ওজর ও আপত্তি করে যে মুদ্দয়ীরা এতাব তাযাহারা আমারদিগের ভূমির কিসমৎ ভোগদখলের এজাহার করিতেছে তাহারা

তাহার

তাহার হকিয়ৎ অর্থাৎ স্বত্বাধিকার রাখে না তবে এমতে দরখাস্তকরণিয়ারা যাবৎ আপনারদিগের হকদারী দেওয়ানী আদালতে প্রমাণ না করে কিম্বা ঐ ওজরকরণিয়া ব্যক্তিরা আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতী ও চারি জন সাক্ষির প্রমাণী এক লিখনের দ্বারা কালেক্টরসাহেবের নিকটে ঐ দরখাস্তদেওনিয়াদিগের হকদারী কবুল না করে তাবৎ ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য নহে যে সেই জমীদারীওগয়রহ অংশাংশি করান্ ইতি।

স্বত্বপ্রমাণ না হইলে কালেক্টরসাহেব তাহা অংশাংশ না করাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ভূমির হিস্যা খারিজ করিয়া লইবার দাওয়ার বিষয়ে যদি তাহার তরফহইতে ওজরের লিখন উপরের লিখিত প্রকারে ও উপরের প্রকরণের নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে দাখিল না হয় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই দাওয়ার ভূমির অংশাংশ পশ্চাৎ যে প্রকারের প্রসঙ্গ করা যাইবেক সেই প্রকারে করিয়া তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর ইহার যেখানকার সহিত সে মোকদ্দমা সম্পর্ক রাখে তথাকার সাহেবদিগের হজুরে জ্ঞাতকরণার্থে পাঠাইয়া দেন্ ও তাহার অংশাংশের খরচা বাটওয়ারাকরা সমাপ্ত হইলে পর দরোবস্ত অর্থাৎ সম্যক্ জমীদারীর জমার অনুসারে সমস্ত অংশিগণের শিরে তাহারদিগের অংশের জমার আন্দাজমতে দেনা হইবেক কিন্তু ভূমির অংশিগণেরা তাহারদিগের প্রত্যেকের শিরে ঐ খরচা যত করিয়া পড়িবেক তাহার বন্দোবস্ত আপনারা মিলিয়া করিতে পারিবার নিষেধ এই দাঁড়ানুসারে হইবেক না ও কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে অংশিগণের মধ্যহইতে এক জন কিম্বা ততোধিক জন ঐ খরচার বাবৎ প্রকৃত যত টাকা দিতে হইবেক তাহা সম্যক্ যদি দাখিল করে তবে তাহা লন্ ও ইহার অন্যথা যদি ঐ টাকা আদায় না হয় তবে এই প্রকরণের স্পষ্ট করিয়া লেখা দাঁড়ামতে তাহারদিগের প্রত্যেকের স্থানে তলব করেন্ আর যদি অংশিগণের মধ্যে এক জন কি ততোধিক ব্যক্তি আপনং অংশের টাকা দিতে ত্রুটি করে তবে কর্ত্তব্য যে সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের বিষয়ে যে সকল হকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মতে ঐ টাকা উসুল করেন্ ইতি।

ওজর দরপেশ না হইলে কালেক্টরসাহেব যেমত আচরণ করিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এই ধারার লিখিত যে সমস্ত কথা সাধারণ জমীদারী এতাবতা যাহাতে অনেক অংশির স্বত্বসম্মিলিত থাকে তাহা অংশাংশহওনের নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সকল কথা যে জমীদারীতে অংশিগণের স্বত্বসম্বন্ধীয় মহালাতের সীমানিরূপণ করা এতাবতা যে ভূমির অংশ মহালবিশেষে স্বতন্ত্রং থাকে এমত জমীদারীর অংশাংশ ও অংশসকল খারিজহওনের বিষয়েতেও খাটিবেক ইতি।

ভিন্নং স্বত্বের জমীদারীর পৃথকং হিস্যা সকল খারিজহওনের বিষয়ে উপরের লেখা কথা সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৫ ধারা।

যদি সরকারের করসম্পর্কীয় ভূমির রকমওয়ারী কিম্বা মহালবিশেষে স্বতন্ত্রং সীমা নিরূপণহওয়া কোন হিস্যার উপর কাহার হক্ অর্থাৎ স্বত্ব সাব্যস্থহওনের ডিক্রী কোন আদালতহইতে হয় ও কালেক্টরসাহেবের নামে এই মজমুনে এক হকুমনামা হয়

আদালতের সাহেবেরা কোন জমীদারীর কোন হিস্যাতে কাহার

স্বত্ব সাব্যস্তহওনের ডি
ক্রীকরণের সময়ে বাটও
য়ারার খরচা আদায়ের
হুকুম তাহাতে লিখি
বার কথা।

হয় যে ঐ জমীদারী কিম্বা তালুক অংশাংশ করেন্ ও সেই জমীদারীওগয়রহ সর
কারের খাসতহসীলে অথবা ইজারাতে না থাকিলে অমুক অমুককে আদালতহইতে
হওয়া ডিক্রীর মতে তাহারদিগের হিস্যাতে দখল দেওয়ান্ তবে সে আদালতের সা
হেবের কর্ত্তব্য যে এমত হুকুম দেওনের সময়ে এ বিষয়েরো হুকুম দেন্ যে ডিক্রীর
লিখিত জমীদারী কি ভূমির হিস্যা বাটওয়ারা ও খারিজ করিবাতে ও তাহাতে দখল
দেওয়াইবাতে ও সরকারের জমার ধার্য্য করিবাতে যে খরচপত্র হয় তাহা সমস্ত যে
ব্যক্তি কিম্বা যাহারা ঐ হক অর্থাৎ স্বত্ব কবুল না রাখিয়া থাকে তাহারদিগের শিরে
দেনা হইবেক কিন্তু যদি ঐ দাঁড়ার অন্যমতাচরণ করিবার কোন বিশিষ্ট হেতু জানা
যায় তবে আদালতের সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি থাকিবেক যে ঐ খরচার টাকা ফ
রিয়াদী ও আসামী উভয়পক্ষের কিম্বা তাহারদিগের এক পক্ষের উপর মোকদ্দমার
ভাবদৃষ্টে ন্যায় ও বিচার্য্যমতে যে সংখ্যায় হয় তাহা দেওনের হুকুম দেন্ ও আদা
লতের সাহেবদিগের ইহাও উচিত যে এই ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ানুসারে যে সকল হু
কুম দেন্ সে সমস্ত হুকুমের নকল কালেক্টরসাহেবকে জ্ঞাত ও অবগতকরণার্থে এই
মজমুনে এক হুকুমনামার সহিত যে ডিক্রীমতে ঐ জমীদারী কিম্বা তালুক অংশাংশ
করিয়া অমুক অমুককে তাহারদিগের হিস্যাতে দখল দেওয়ান্ ঐ কালেক্টরসাহে
বের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৬ ধারা।

যে সকল কিসমৎ পূ
র্ব্বে কোন জমীদারী কি
হজুরী তালুক কি চৌধ
রাইর শামিল ছিল তা
হা পুনরায় এক শামি
ল হইতে পারিবার ও
সেই মতে তাহার রেজি
ষ্টরী হইবার কথা।

যদি দুই কিম্বা ততোধিক জমীদারী অথবা যে তালুক পূর্ব্বে কোন জমীদারী কি
তালুক কি চৌধরাইর কিসমৎ ছিল তাহা এক জনের ভোগদখলে আইসে অথবা এ
প্রকার জমীদারী কিম্বা তালুকওগয়রহ অংশ হইয়া তাহার দুই কিসমৎ কিম্বা ততো
ধিক কিসমতে এক জন কি দুই জন অথবা ততোধিক জন ভোগবান ও দখলীকার থা
কে তবে তাহারদিগের সাধ্য থাকিবেক যে সেই সকল কিসমৎ এক শামিল করাইয়া
আপনারদিগের ভোগদখলে রাখে ও কর্ত্তব্য যে এপ্রকার কিসমৎসকল এক শামিল
করাইবার দরখাস্ত তাহার অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের মোহর ও দস্তখতে এ
বং মাতবর ২ দুই জন সাক্ষির প্রমাণে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেওয়া যায়
আর এমত দরখাস্ত দিলে পর সেই কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে যদি তাঁহার বি
বেচনায় কোন আপত্তি না থাকে তবে দরখাস্তের লিখিতমতে কার্য্য করেন্ ও তা
হার কৈফিয়ৎ কালেক্টরী সিরিশতা বহীতে দাখিল করিয়া এ বিষয়ের সমাচার বোর্ড
রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সে মোকদ্দমা ইহার যেখানকার সম্পর্কীয় হয় তথাকার
সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

৭ ধারা।

জমীদারীর অংশাং
শকরণেতে একং অং

কোন জমীদারী কিম্বা হজুরী তালুকওগয়রহ অংশাংশকরণের হুকুম হইলে ক
র্ত্তব্য যে তাহার অংশাংশকরণে এমত সাবধান হওয়া যায় যে তাহার একং ক্রম

মতে

মতে দরোবস্ত অর্থাৎ সমুচয়২ মহাল কিম্বা গ্রামসকল আইসে এবং সেই ভূমির সকল গতিক দেখিয়া উভয়তঃ নৈকট্য অর্থাৎ সন্নোষ্যক্রমে একং কিসমতের মোতালক মহালাৎ কিম্বা গ্রামসকল যত নিকটবর্ত্তী হইতে পারে তাহাই হয় যে প্রত্যেক কিসমতের ভূমি যথাসাধ্য একত্র থাকে কিন্তু যে কোন জমীদারী কি তালুকওগয়রহের অংশাংশকরণের হুকুম হয় সে জমীদারী কি তালুকওগয়রহে যদি এত গ্রাম না থাকে যে তাহার একং কিসমতেতে দরোবস্ত অর্থাৎ সমুচয় গ্রাম কিম্বা গ্রামসকল আসিতে পারে তবে কর্ত্তব্য যে সে গ্রাম কিম্বা গ্রামসকলের অংশাংশ এপ্রকারে করা যায় যে একং কিসমতের ভূমি যথাসাধ্য একত্র ও এক স্থানেতেই রহে ইতি।

শের ভূমি স্থানেং না হইয়া একত্র থাকে এমত সাবধান হইবার কথা।

৮ ধারা।

জমীদারীওগয়রহের অংশাংশকরণের হুকুম হইলে পর কর্ত্তব্য যে তাহার একং কিসমতের জমা সুবে বাঙ্গালা ও বেহার ও উড়িষ্যার মধ্যের জমীদারী ও হুজুরী তালুকের বাবৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১ আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে ও বারাণস দেশের মধ্যের জমীদারী ও হুজুরী তালুকওগয়রহের বাবৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের অনুসারে ও শ্রীযুত নওয়াব উজ্জীর বাহাদুরের দত্ত দেশেতে ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ২৫ আইনের মতে ও জয়করা দেশেতে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৯ আইনের অনুসারে ও জিলা কটকেতে ঐ সনের ১২ আইনের অনুসারে ধার্য্য হয় কিন্তু একং কিসমতের মধ্যে যেং মহাল ও গ্রাম আইসে তাহার নির্ব্বাচনী করিবার অর্থে কর্ত্তব্য যে শরে রাস্তা ও নৌকা গমনাগমনের উপযুক্ত নদনদীর নিকটবর্ত্তির ন্যায় একং মহালওগয়রহের দোষ ও গুণ ও যে ভূমি যেমত তাহার রকম ও বেওরা এবং তাহার উৎপন্ন এবং পতিত ভূমির সংখ্যা আর তথায় ভূমির কত নীচাহইতে জল উঠে এবং পুষ্করিণীর অল্পতা ও বাহুল্য এবং পুল ও খালের গতিক এবং সে ভূমির মূল্যের যে কিছু বেওরা থাকে ও পশ্চাৎ হইতে পারে এই সমস্ত বিষয়ের বিবেচনা হয় আর তদনুসারে একং কিসমতের মোতালকসকল মহাল ও গ্রামসকলের নির্ব্বাচনী বিশিষ্ট বিবেচনায় ও বিনাপক্ষপাতে করা যায় ইতি।

জমীদারীআদি অংশাংশহওনের সময়ে তাহার একং অংশের জমার ধার্য্য ও ভূমির নির্ব্বাচনী যে সকল দাঁড়ামতে হইবেক তাহার কথা।

৯ ধারা।

জমীদারীওগয়রহ অংশহওনের সময়ে যদি দৈবাৎ কোন অংশির দখলী ভদ্রাসন বাটী অন্য অংশির কিসমতে যে মহাল কিম্বা গ্রাম আইসে তাহাতে থাকে তবে সেই বাটীর কর্ত্তা যে ভূমিতে সেই বাটী থাকে তাহার যথার্থ যে রাজস্ব সেই অংশির পাওনা হয় তাহা দিতে চাহিলে সেই বাটীর ভূমিতে যেং কারখানা ও এমারত থাকে তাহাসমেত আপন ভোগদখলে রাখিতে পারে অতএব এমতে কর্ত্তব্য যে সেই ভূমির চতুঃসীমা ও তাহার রাজস্বের সংখ্যা তকসীমনামায় অর্থাৎ অংশাংশের লিখনে বেওরা করিয়া লেখা যায় ইতি।

জমীদারীআদি অংশাংশের সময়ে কোন অংশির বাটী অন্য অংশির অংশের মধ্যে পড়িলে সেই বাটীর কর্ত্তা সেই বাটী যে ভূমিতে থাকে তাহার খাজানা দিতে চাহিলে সে বাটী আপন দখলে রাখিতে পারিবার কথা।

১০ ধারা।

১০ ধারা।

জমীদারীওগয়রহ অংশাংশহওনের সময়ে পুষ্করিণী ও ঝীল ও খাল ও পুলের বিষয়ে নির্দ্ধারিত দাঁড়ার কথা।

যে কোন অধিকারভূমিতে তাহার আবাদের কারণ পুষ্করিণী ও ঝীল ও খাল ও পুল তৈয়ার করা গিয়া থাকে সে অধিকারভূমির অংশ হইতে লাগিলে সেই ভূমির যে স্থানের আবাদের নিমিত্তে সেই পুষ্করিণীওগয়রহ তৈয়ার হইয়া থাকে সেই স্থান যে অংশির অংশে চিহ্নিত হয় সেই অংশির মোতালকেই তাহা থাকিবেক কিন্তু যে সকল স্থানে ঐ পুষ্করিণীওগয়রহে বড় হওন কি তাহার তৈয়ারহওনের অন্যং কারণ প্রযুক্ত এমত আবশ্যক হয় যে তাহাঁ দুই কিম্বা ততোধিক কিসমতের অধিকারিদিগের দখলে শরাকতীমতে থাকে ইহাতে কর্ত্তব্য যে যথাসাধ্য এ বিষয়ের নিরূপণ যে সেই পুষ্করিণীওগয়রহ হইতে সেই একং কিসমতেতে কত লাভ দর্শিবেক এবং তাহার মরম্মতী খরচ কি হিসাবে একং কিসমতের অধিকারিদিগের শিরে পড়িবেক তাহা তক্সীমনামা অর্থাৎ অংশাংশের লিখনে লেখা যায় ইতি।

১১ ধারা।

অংশাংশহওয়া ভূমির মধ্যের দেবালয় ও দরগার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

জমীদারীওগয়রহের অংশ হইবার পূর্ব্বে যে সকল দেবালয় ও দরগা অংশিদিগের সাধারণে রহিয়া থাকে তাহা অংশ হইলে পরেও পূর্ব্বমতে থাকিবেক যদি সেই অংশিরা সেই অধিকারভূমি অংশের কালে আপনারা উভয়তঃ মতান্তরে কিছু না স্থির করে আর তাহা করিতে হইলে সেই অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে তাহার সম্বাদ আমীনকে দেয় এইহেতুক যে সেই আমীন তাহার বেওরাকৈফিয়ৎ অংশাংশের লিখনে দাখিল করে অর্থাৎ লিখে ইতি।

১২ ধারা।

কালেকটরসাহেবের মোকররকরা আমীনের দ্বারা জমীদারীওগয়রহের অংশাংশ হইবার ও তাহার জমার উপর শতকরা নির্দ্ধারিত হিসাবে আমীন মেহনতানা পাইবার কথা।

জমীদারীওগয়রহের অংশাংশকরণের হুকুম হইলে কালেক্টরসাহেবের উচিত যে জনেক মাতবর লোককে তাহার অংশাংশ করিবার নিমিত্তে আমীন নিযুক্ত করেন ও তাহার এবং তাহার আমলার মেহনতানার নিমিত্তে জমীদারীর জমার উপর শতকরা যে হিসাবে পশ্চাৎ লেখা যাইতেছে সেইমতে নির্দ্ধার্য্য হইবেক ইতি।

১৩ ধারা।

ভূমির অংশাংশের কারণ যে আমীন নিযুক্ত হইবেক তাহার হলফের পাঠের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা ও তাঁহার প্রতি হুকুম আছে যে জমীদারীওগয়রহ অংশ করিতে আমীন প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সেই আমীনকে নীচের লিখিত পাঠক্রমে হলফ অর্থাৎ দিব্য করান্ তাহার পাঠ এই যে আমি অমুক অমুক জিলার মধ্যের অমুক অমুকের অধিকার অমুক জমীদারী কি তালুকওগয়রহের অংশাংশের কারণ নিযুক্ত হইলাম অতএব দিব্য করিতেছি যে আমি সর্ব্বতোভাবে যথার্থক্রমে ও বিনা পক্ষপাতে ও যথাসাধ্য ত্বরাক্রমে ঐ অধিকারের অংশাংশ করিব

আর

আর যত অংশ করিতে হুকুম হয় তাহার একং অংশের উপর সরকারের জমা আপন বুদ্ধি ও বিবেচনাক্রমে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের হজুরের আইনের মতে নিদ্ধার্য্য করিব আর ঐ অধিকারের অংশাংশের কিম্বা ঐ অধিকারের অংশাংশের সম্পর্কীয় কোন বিষয়ে কিছু রসুম কিম্বা সওগাত অথবা কোন কিছু ইনাম কোন অংশী কিম্বা তাহারদিগের পক্ষের কাহার স্থানে স্পষ্টক্রমে অথবা চক্রান্তে আপনি লইব না এবং অন্য কাহাকেও লইতে দিব না এবং এই আইনের লিখিত হুকুমানুসারে আমার যে লাভের ধার্য্য হয় তাহা ছাড়া কিছুই আপন কার্য্যের দ্বারা গ্রহণ করিব না এবং যে ভূমির অংশাংশের নিমিত্তে নিযুক্ত হইলাম তাহার হিসাবওগয়রহ যে কাগজপত্র আমার হস্তগত হয় তাহা কালেক্টরসাহেবের স্থানে দিব ইতি।

হলফের অন্য মতে কার্য্য করিলে আমীনের প্রতিফল হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলার ফৌজদারী আদালতে যদি এমত প্রমাণ হয় যে ঐ আমীন হলফ অর্থাৎ দিব্যের অন্যথা কিছু নগদ কিম্বা জিনিস অথবা অপর বস্তু কোন অংশী কিম্বা তাহার পক্ষের কোন লোকের স্থানে স্পষ্টক্রমে কিম্বা চক্রান্তে আপনি লইয়াছে অথবা অন্যকে লইতে দিয়াছে তবে আপনি যাহা লইয়া থাকে কি অন্যেরে লইতে দিয়া থাকে তাহার সংখ্যা কিম্বা মূল্যের তিনগুণ জরীমানা অর্থাৎ দণ্ড সরকারে দাখিল করাণ যাইবেক ও সে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে কয়েদ থাকিবেক ও এই প্রকরণের অনুসারে যে দাওয়া হয় তাহা ফৌজদারীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও কালেক্টরসাহেব সরকারী উকীলের মারফৎ এমত দাওয়ার ফরিয়াদী হইবেন কিন্তু এই প্রকরণানুসারে এ হুকুমও আছে যে ঐ আমীনের নামে দেওয়ানী আদালতেও নালিশ হইতে পারে ও দেওয়ানী আদালতে ঐ দাওয়া প্রমাণ হইলে সেই নগদ টাকা কিম্বা জিনিস যাহার স্থানে লইয়া থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান যাইবেক এবং তাহার স্থানহইতে আদালতের খরচাও ফরিয়াদীকে দেওয়ান যাইবেক এবং সে যাবৎ ডিক্রীর টাকা না দেয় কিম্বা ঐ ডিক্রীর টাকা তাহার জিনিস বিক্রয়দ্বারা আদায় না হয় তাবৎ কয়েদ থাকিবেক ইতি।

১৪ ধারা।

সনন্দআদি যে কিছু নিদর্শন আমীনকে দিতে কালেক্টরসাহেবকে হুকুম আছে তাহার কথা।

কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে জমীদারী কি তালুকওগয়রহের অংশাংশের কারণ যে আমীন নিযুক্ত হয় তাহার নাম এবং তাহার সকল অংশিদিগের নাম ও একং অংশির অংশের সংখ্যা আর অংশক্রমে যত জন ভূম্যধিকারী হইবেক তাহার নিদর্শনে এবং একং অংশের অধিকারির শামিল যত জন অংশী রহিবেক তাহাযুক্তে ও আপন মোহর ও দস্তখতে ঐ আমীনকে এক সনন্দ দেন এবং সেই আমীন জমীদারীওগয়রহের অংশের ব্যাপারে যে আইনের অনুসারে করিবেক তাহার নকল এবং সেই জমীদারীওগয়রহের মতালক যেং বিষয় কালেক্টরী সিরিস্তার বহীতে লেখা থাকে তাহারো নকল ঐ আমীনের স্থানে দেন ইতি।

১৫ ধারা

১৫ ধারা।

যে হিসাবে আমীনকে মেহনতানা দেওয়া যাইবেক তাহার তফসীলের কথা।

প্রথম প্রকরণ।—আমীনের মেহনতানা অর্থাৎ শ্রমের বেতন ও তাহার আমলার খরচ নীচের তফসীলের লিখিত হিসাবে দেওয়া যাইবেক ইতি।

তফসীল।

যে জমার সংখ্যা পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় তাহার উপর শতকরা ১০ দশ টাকা করিয়া।

যে জমার সংখ্যা পাঁচ শতের অধিক এক হাজারপর্য্যন্ত হয় তাহার প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও বাকী টাকার উপর শতকরা ৮ আট টাকা করিয়া।

যে জমার সংখ্যা এক হাজারের অধিক আড়াই হাজারপর্য্যন্ত হয় তাহার এক হাজার টাকাপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া।

যে জমা আড়াই হাজারের অধিক পাঁচ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার আড়াই হাজার টাকাপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হিসাবে আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৩ তিন টাকা করিয়া।

যে জমার সংখ্যা পাঁচ হাজারের অধিক দশ হাজার টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার পাঁচ হাজারপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা ও তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ২ দুই টাকা হিসাবে।

যে জমার সংখ্যা দশ হাজারের অধিক পঁচিশ হাজারপর্য্যন্ত হয় তাহার দশ হাজারপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা ও আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ১ এক টাকা হিসাবে।

যে জমার সংখ্যা পঁচিশ হাজারের অধিক পঞ্চাশ হাজারপর্য্যন্ত হয় তাহার পঁচিশ হাজারপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা

১০ দশ

১০ দশ টাকা আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা তাহার পর পনের হাজারের উপর শতকরা ১ এক টাকা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৷৷০ আট আনা হিসাবে।

যে জমার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের অধিক লক্ষ টাকাপর্য্যন্ত হয় তাহার পঞ্চাশ হাজারপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথমত পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর ৫ পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা তাহার পর পনের হাজারের উপর শতকরা ১ এক টাকা তাহার পর পঁচিশ হাজারের উপর শতকরা ৷৷০ আট আনা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৷০ চারি আনা হিসাবে।

যে জমার সংখ্যা এক লক্ষের অধিক যত টাকা হয় তাহার এক লক্ষপর্য্যন্ত উপরের উক্তমত এতাবতা প্রথম পাঁচ শতের উপর শতকরা ১০ দশ টাকা আর পাঁচ শতের উপর শতকরা ৮ আট টাকা তাহার পর দেড় হাজারের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকা তাহার পর আড়াই হাজারের উপর শতকরা ৩ তিন টাকা তাহার পর পাঁচ হাজারের উপর শতকরা ২ দুই টাকা তাহার পর পনের হাজারের উপর শতকরা ১ এক টাকা তাহার পর পঁচিশ হাজারের উপর শতকরা ৷৷০ আট আনা তাহার পর পঞ্চাশ হাজারের উপর শতকরা ৷০ চারি আনা আর বাকী টাকার উপর শতকরা ৵ দুই আনা হিসাবে।

উপরের লিখিত হিসাবে টাকার কসুর ধরা যাইবেক না ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের লিখিত প্রকরণেতে আমীনের নিমিত্তে যে মেহনতানা মোকরর হইয়াছে তাহা কেবল আমীনের মেহনতানা ও তাহার আবশ্যকী আমলার খরচকারণ বোধ করা যাইবেক কিন্তু যদি ভূমি জরীব করা উচিত হয় তবে অন্য যত ক্ষুদ্র আমীন ও আমলা ঐ জরীবের কর্ম্ম নির্ব্বাহের নিমিত্তে আবশ্যক হয় তাহা মোকরর করিতে হইবেক ও তাহারদিগের মাহিয়ানা কালেক্টরসাহেব যাহা স্থির করেন তাহা জমীদারীর অংশিগণের শিরে তাহারদিগের প্রত্যেকের অংশের দৃষ্টে দেনা হইবেক ইতি।

ভূমি জরীব করা আবশ্যক হইলে যে আমীন সে নিমিত্তে মোকরর হইবেক সে স্বতন্ত্র মেহনতানা পাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আমীনকে সনন্দ দিবার সময়ে উপরের প্রস্তাবিত হিসাবে তাহার মোট রসুমের তিন অংশের মধ্যহইতে কেবল এক অংশ তাহাকে পেশগী অর্থাৎ আগামীরূপে দেন্ ও বাকী দুই অংশের বিষয়ে নীচের লিখিত মতে কার্য্য করিবেন ইতি।

কালেক্টরসাহেব আমীনকে সনন্দ দিবার সময়ে তাহার রসুমের তিন অংশের এক অংশ তাহাকে দিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—অংশিগণের কহতমতে কিম্বা দস্তাবেজের দ্বারা অথবা যে

বাটওয়ারাহওনের

অন্যের

মধ্যে আর এক অংশ আমীনকে পেশগী দেওয়া যাইবার কথা।

অন্যের দেওয়া সমাচার গ্রাহ্য উপযুক্ত হয় তদনুসারে কালেক্টরসাহেবের যখন এমত বোধ হয় যে অংশাংশ করা অর্দ্ধেক হইয়াছে এমতে ঐ সাহেব বাকী দুই অংশের এক অংশ সেই আমীনকে দিবেন ও যে সময়ে কালেক্টরসাহেব এমত জানেন্ যে অংশ করা সারা হইল তখন অবশিষ্ট যে অংশ তাহা ঐ আমীনকে দিবেন ইতি।

বাটওয়ারা নামঞ্জুর হইলে যেমতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হজুরে আমীনের বাটওয়ারা করা নামঞ্জুর হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার ও আমীনের করা কর্ম্মের ভাবগতিক বুঝিয়া আপনারদিগের বিবেচনা মতে তাহার মেহনতানার বাকীহইতে যাহা বিহিত বোধ হয় তাহা জব্দ অর্থাৎ সরকারে বাজেয়াপ্ত করেন কি না করেন ইতি।

নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে বাটওয়ারা করা সারা না হইলে দাঁড়ার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—আমীন বাটওয়ারাকরণের ভূমিতে যাওনের সময়ে কালেক্টর সাহেবের কর্ত্তব্য যে বাটওয়ারা করা সমাপ্ত হইবার নিমিত্তে যে মিয়াদ উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা নিরূপণ করেন কিন্তু যদি অধিক কাল মিয়াদকরণের আবশ্যক হয় তবে কর্ম্মনির্ব্বাহ পাওনের প্রতি দৃষ্টিকরণাধীন কালেক্টরসাহেবের ক্ষমতা আছে যে বারে বারে তাহার উপর অন্য মিয়াদ বেশী করেন কিন্তু যদি ঐ আমীন যে কর্ম্ম তাহার করা উচিত তাহা না করে কিম্বা আপনার প্রতি অর্পণ হওয়া কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণেতে আবশ্যকব্যতিরেকে কিছু বিলম্ব কি তাচ্ছল্য করে কিম্বা তাহার কিছু ত্রুটিপ্রমাণ হয় এমতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই আমীনকে তাহার কর্ম্মহইতে তৎক্ষণাৎ সস্পেণ্ড করিয়া এ বিষয়ের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত বিলম্বের হেতুসহিত যে বোর্ডে উপস্থিত করিবার যোগ্য বিষয় হয় সেই বোর্ডের সাহেবদিগের হজুরে গোচর করান্। কালেক্টরসাহেবের কৈফিয়ৎ পাইলে পর বোর্ডের সাহেবেরা বিশিষ্টহেতু পাইলে সেই আমীনের বাকী মেহনতানা জব্দকরণের সহিত তাহার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মের ভারহইতে তাহার তগীরহওনের হুকুম দিবেন কিম্বা বাটওয়ারার কর্ম্ম সমাধাহওনের কারণ অন্য যে হুকুম বিহিত বোধ হয় তাহা দিবেন্ ইতি।

শতকরা নিরূপণ করা টাকাতে মেহনতানা না কুলাইলে যেমত আচরণ হইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি বাটওয়ারা করিতে এত অধিক কাল হয় যে শতকরা যে মেহনতানা মোকরর আছে তাহাতে আমীনের মেহনতানা ও তাহার আমলার খরচ কুলায় না এমতে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার ও আমীনের করা কর্ম্মের ভাব বুঝিয়া আপনারদিগের বিবেচনা মতে এই আইনানুসারে যে জরীমানার টাকা উসুল হইয়া থাকে তাহা সমাক কি তাহাহইতে কতক সেই আমীনকে দেন্ ইতি।

আমীন তগীর হইলে দ্বিতীয় যে আমীন নিযুক্ত হয় তাহাকে জরীমানার ও পূর্ব্বে আমী

৮ অষ্টম প্রকরণ।—আমীন যদি আপন কর্ম্মহইতে তগীর হয় ও অন্য আমীন বাটওয়ারা সমাপ্ত করিবার জন্যে তাহার স্থানে নিযুক্ত হয় তবে বোর্ডের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জরীমানার যত টাকা উসুল হইয়া থাকে ও মাসুল আমীনের বাকী মেহনতানার যত টাকা সরকারে জব্দ হইয়া থাকে তাহা দ্বিতীয় যে আমীন

ঐ

ঐ কর্ম্ম সমাধা করিবার জন্যে মোকরর হয় তাহাকে তাহার মেহনতানা ও তাহার আমলার খরচের নিমিত্তে দেন্ ইতি।

নের জন্য হওয়া বাকী মেহনতানার টাকা দেওয়া যাইবার কথা।

১৬ ধারা।

আমীন সরে জমীনে পঁহুছিলে পর তাহার কর্ত্তব্য যে আপনি যে জমীদারীওগয়রহের অংশাংশের নিমিত্তে নিযুক্ত হয় তাহার সমস্ত ভূমি আপনি দেখে এইহেতুক যে এই আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০ ও ১১ ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে একং অংশের জন্য ভূমি নির্ব্বাচিতে পারে ইতি।

অংশ হইবার ভূমি আপনি দেখিতে আমীনকে হুকুমের কথা।

১৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে জমীদারীওগয়রহের অংশাংশকরণের হুকুম হয় তাহার অধিকারিগণ কি তাহারদিগের যেং নায়েব সরে জমীনে থাকে তাহারদিগের উচিত যে একং মহাল ও গ্রামের তৎকালের উৎপন্নের কাগজপত্র এবং অন্য যে কিছু হিসাব ও সম্বাদ বাদ তাহারদিগের স্থানে আমীন চাহে তাহা তাহার স্থানে দেয় এইহেতুক যে আমীন তদ্দৃষ্টে সেই যে একং অংশ খারিজ হয় তাহার উপর সরকারের জমা এই আইনের লিখিত দাঁড়ানুসারে ধার্য্য করিতে পারে ইতি।

অংশ হইবার ভূমির অধিকারিদিগের সরকারের জমার ধার্য্য কারণ আমীনের তলবকরা হিসাবদিগর তাহাকে দিবার হুকুমের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ অধিকারিগণ কিম্বা তাহারদিগের যে নায়েবেরা সরে জমীনে থাকে তাহারদিগের উচিত যে আমীনের তলবমতে যে কিছু হিসাব তাহাকে দেয় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে থাকিবার নিমিত্তে তাহার নিকটে হলফ করে আর যে সকল লোককে হলফ করাণ আদালতে ক্ষমা হইতে পারে তাহারদিগের ন্যায় যদি তাহারা হয় তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে আমীনকে ক্ষমতা দেন্ যে সেই হিসাব প্রকৃতপ্রস্তাবে থাকিবার জন্য সেই অধিকারী কি নায়েবদিগের স্থানে কেবল একরারনামা অর্থাৎ নিয়মপত্র লয়। ও যদি সেই অধিকারিরা তলবকরা হিসাব না দেয় তবে তাহারদিগের সকলের মধ্যে যে কেহ তাহা ছাপাইয়া রাখে সে যাবৎ সেই হিসাব আমীনকে না দেয় তাবৎ সেই গতিকের বেওরা ও অপরাধির বিষয় ও শক্তিদৃষ্টে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের বিবেচনায় দিনপ্রতি যে হারে দণ্ডলওন উচিত জানেন্ তাহাই তাহার উপর সঙ্গত হইবেক আর কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই দণ্ডের টাকা মালগুজারীর বাকী উসুলের কারণ যেমত হুকুম আছে তদনুসারেই উসুল করেন ইতি।

অংশ হইবার ভূমির অধিকারী ও নায়েবদিগের হিসাব প্রকৃত হইবার অর্থে হলফ করিতে কি একরারনামা দিতে হুকুমের কথা।

তলবকরা হিসাব না দিলে ঐ অধিকারিদিগের স্থানে জরীমানা লইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—অধিকারিরা কি তাহারদিগের যে নায়েবেরা সরে জমীনে থাকে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে জমীদারীওগয়রহের কর্ম্মচারীআদি আমলাকে আমীনের নিকটে হাজির করায় এইহেতুক যে হিসাব বুঝাইয়া দেয় আর সেই জমীদারীওগয়রহের অংশাংশের ও তাহার একং অংশের জমার ধার্য্যের নিমিত্তে যে কিছু সম্বাদ বাদ ও কাগজপত্র আমীন চাহে তাহা সেই কর্ম্মচারীওগয়রহে কহে

যে অধিকারভূমির অংশ করিতে হুকুম হয় তাহার অধিকারিদিগের অধিকারের আমলা কর্ম্মচারিদিগকে আমীনের নিকটে হাজির করিতে হুকুমের কথা।

যে কর্ম্মচারিরা আপনারদিগের হিসাব না দেয় কি ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২৯ আইনের ব্যতিক্রমে অন্য কর্ম্ম করে তাহারদিগের দণ্ডের কথা।

ও দেয় যদি সেই অধিকারিরা তাহারদিগকে হাজির না করে তবে উপরের প্রকরণানুসারে হিসাবওগয়রহ কাগজপত্র না দিলে যে জরীমানা অর্থাৎ দণ্ডের ধার্য্য আছে তাহাই তাহারদিগের প্রতি সঙ্গত হইবেক আর যদি কোন পাটওয়ারী আপনার হিসাব দিতে না চাহে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৮ আইনের ৬২ ধারা ও ঐ ধারার মোতাবেক যে২ ধারা ১৭৯৫ সালের ২৭ আইনে ও ১৮০৩ সালের ২৯ আইনে আছে তাহার লিখিত দাঁড়ার ব্যতিক্রমে অন্য কোন কর্ম্ম করে তবে ঐ ধারার লিখিত মতাচরণ তাহার প্রতি করা যাইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

আমীন অধিকারভূমির অংশাংশকরা সারা হইলে পর তাহার যে কাগজপত্রাদি কালেক্টরসাহেবকে দিবেক তাহার মজমুনের কথা।

যে কালে আমীন জমীদারীওগয়রহের অংশাংশের কার্য্য ও এক২ অংশের সরকারের জমার যে ধার্য্যের নিষ্পত্তি করে সে কালে তাহার কর্ত্তব্য যে অংশাংশের কাগজপত্র ভূমির বেওরাকৈফিয়ৎ এবং সরকারের জমার ধার্য্যানিদর্শনে দুরস্ত করিয়া কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় আর উচিত যে এক২ অংশের শামিলে যে২ মহাল ও গ্রাম আইসে তাহার নাম আর সেই এক২ মহাল ও গ্রামের তৎকালের গত তিন সনের উৎপন্নের সংখ্যা আর সেই এক২ অংশের উপর সরকারের যে জমা ধার্য্য করে তাহার সংখ্যা এবং এক২ অংশের মোতালক ভূমির নির্ব্বাচনী যেমতে হয় তাহার বিবরণ এবং যে২ হিসাবের অনুসারে সেই আমীন সরকারের জমার ধার্য্য করে তাহার যে বিস্তারিত কালেক্টরসাহেবের জ্ঞাতসারের কারণ আবশ্যক হয় এবং এই আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ধারার লিখিত পুষ্করিণী ও দেবস্থলীআদির বিষয়ে যে বন্দোবস্ত হয় তাহা সমস্ত বেওরা করিয়া সেই সকল কাগজে লেখা যায় ইতি।

১৯ ধারা।

ইরসালী কাগজপত্র দেখিলে পর তকসীমনামা দুরস্ত করিতে কালেক্টরসাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

তকসীমনামার মজমুনের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—আমীন উপরের ধারার লিখনানুসারে কাগজপত্র কালেক্টরসাহেবের নিকটে দিলে পর সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার বিবেচনা ও তহকীক করিয়া এবং অংশিদিগের কেহ নিজে কিম্বা উকীলের মারফতে সেই কাগজের প্রতি যে আপত্তি ও এজহার তাঁহার নিকটে করে তাহা জ্ঞাত হইয়া এক২ অংশের শামিল করা সকল মহাল ও গ্রামের নাম ও সেই এক২ মহাল কিম্বা গ্রামের তৎকালের উৎপন্ন এবং সেই এক২ মহাল কিম্বা গ্রামের উপর যে জমা ধার্য্য হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা এবং সেই এক২ অংশের অধিকারি কি অধিকারিদিগের নাম আর কোন অংশ দুই জন কিম্বা ততোধিক জন অংশির ভোগ দখলে শরাকতের মতে আসিয়া থাকিলে সেই এক২ অংশির অংশের আন্দাজের নিদর্শনে এবং এই আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ধারার লিখিত যে কোন বিষয়ের প্রতি যেমত নিয়ম হইয়া থাকে তাহার বেওরাসমেত এক তকসীমনামা তৈয়ার করিয়া তাহার নকল বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিসানরসাহেবদিগের হুজুরে আপন অভিপ্রায় ও মতের

কথা

কথা যে কিছু ইহা বুঝিবার কারণ আবশ্যক হয় যে ভূমির অংশাংশ ও তাহার একং অংশনিরূপণ হজুরের আইনানুসারে হইয়াছে কি না তাহা সমেত পাঠাইয়া দেন ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কিন্তু ঐ তকসীমনামা অর্থাৎ অংশাংশ পত্র বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে পাঠাইবার পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার নকল অংশিদিগকে দেন ও যদি সকল অংশিতে আপনারদিগের মোহর দস্তখতে ও চারিজন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে এক একরারনামা এই মজমুনে লিখিয়া দাখিল করে যে ঐ ভূমির যে অংশাংশ জ্ঞাত হইয়াছি তাহাতে আমরা রাজী অর্থাৎ সম্মত আছি কিম্বা তাহারদিগের মধ্যে কেহ অংশাংশের ফর্দ্দের নকল পাওনের পর পনের দিনের মধ্যে সেই অংশাংশের উপর কিছু ওজর অর্থাৎ আপত্তি না করে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে প্রথম প্রকারে এতাবতা তাহারদিগের সম্মত থাকনের একরারনামা পাইলে পর ও দ্বিতীয় প্রকারে এতাবতা ঐ নিয়মিত কাল গত হইলে পর সেই সকল অংশিগণকে তাহারদিগের অংশেতে দখল দেওয়াইয়া তাহার কৈফিয়ৎ জমার নিরূপণসম্বলিত ভূমির তকসীমনামার নকল ও তরজমাসহিত বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দিবেন কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে এমত নির্দ্ধার্য্য করা জমা বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে যাবৎ মঞ্জুর না হয় তাবৎ সিদ্ধ বোধ হইবেক না ও ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তকসীমনামাতে যে কিছু ফেরফার এই আইনের ৮ ধারার প্রস্তাবিত আইনের লিখিত হুকুমের মতে করণের আবশ্যক হয় তাহা করেন এবং ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে ভূমির অংশাংশ ও একং অংশের জমার ধার্য্য ও তকসীমনামার লিখিত অন্যং বিষয় যে প্রকারে ধার্য্য পাইয়া থাকে জমায় কমীকরণভিন্ন তাহাই মঞ্জুর ও গ্রাহ্য করেন অথবা যে প্রকারে বিহিত বুঝেন ফেরফার করেন এবং যে সময়ে ঐ সাহেবেরা ভূমির অংশাংশের বিষয়ে আপনারদিগের নিষ্পত্তিহওনের পুর্ব্বে যেং নূতন তহকীক করা আবশ্যক বুঝেন তাহা করাইয়া লন ইতি।

বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হজুরে তকসীমনামা পাঠাইবার পূর্ব্বে কালেক্টরসাহেবের যে মতাচরণ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

যেমতেতে অংশিগণেরে অবিলম্বে দখল দেওয়ান আবশ্যক তাহার কথা।

বোর্ড রেবিনিউর কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা জমার ধার্য্যহওয়া মঞ্জুর করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি অংশিরা কি তাহারদিগের মধ্যে কেহ উপরের প্রকরণের নির্দ্ধারিত পনের দিনের মধ্যে অংশাংশের ফর্দ্দের উপর কোন ওজর অর্থাৎ আপত্তি করে তবে কালেক্টরসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগেরে তাহারদিগের অংশেতে দখল না দেওয়াইয়া অবিলম্বে ঐ ওজর লেখা কাগজের নকল ও তরজমা তকসীমনামার ফর্দ্দের নকল ও তরজমা ও আমীনের দেওয়া সমস্ত কাগজপত্র কি তাহার যে কতক যে বিষয়েতে ঐ ওজর হইয়াছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ও আরং যে সম্বাদ বাদ বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের যথার্থ বিচারের অর্থে গুণদায়ক হয় তাহার সহিত ঐ সাহেবদিগের হজুরে পাঠান ইতি।

অংশিগণেরা তকসীমনামার প্রতি আপত্তি করিলে কালেক্টরসাহেবের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২০ ধারা।

তকসীমনামার বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবার ও ঐ সাহেবদিগের নিষ্পত্তির হুকুম পাইলে কালেক্টর সাহেব অংশিগণকে অংশেতে দখল দেওয়াইয়া ভূমির অংশাংশের কৈফিয়ৎ আপন সিরিশ্তার বহীতে লেখাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—তকসীমনামা অর্থাৎ অংশাংশপত্রের বিষয়ে বোর্ডের সাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাই শেষ হুকুম ও চূড়ান্ত বোধ হইবেক ও কালেক্টর সাহেব ঐ সাহেবদিগের তরফহইতে শেষ হুকুম পাইলে পর তাঁহার কর্ত্তব্য যে অংশিদিগকে তাহারদিগের অংশেতে দখল দেওয়াইয়া আমীনের দাখিলকরা কাগজপত্র অংশাংশহওয়া ভূমির সাবেক যে কৈফিয়ৎ তাহার সিরিশ্তার বহীতে লেখা থাকে তাহার সহিত অবিলম্বে মিলাইয়া সেই কৈফিয়তে যে ভুলচুক পান তাহা দুরস্ত করিয়া সেই ভূমির অংশাংশের কৈফিয়ৎ আপন সিরিশ্তার বহীতে লেখান্ ইতি।

নিরূপিত মিয়াদগত হইলে বিশিষ্টহেতুব্যতিরেকে ওজর না শুনা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে ভূমির অংশাংশের কৈফিয়ৎ কালেক্টরসাহেব প্রথমতঃ অংশিদিগকে জ্ঞাত করাইয়া থাকেন্ সে ভূমির অংশাংশের বিষয়ে অংশিদিগের ওজর অর্থাৎ আপত্তি নিরূপিত মিয়াদ এত্তাবত্তা পনের দিবস গত হইলে পর ওজর দরপেশ করিতে বিলম্বহওনের বিশিষ্টহেতু না দর্শাইলে বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা শুনিবেন না ইতি।

বোর্ডের সাহেবদিগের হুজুরে দরখাস্ত কেবল কাজীয়া ফসাদের নিমিত্তে বোধ হইলে জরীমানা লওয়া যাইবার কথা।

জরীমানা উসুলের অর্থে যে আচরণ করা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কালেক্টরসাহেবের করা অংশাংশের উপর ওজর অর্থাৎ আপত্তির দরখাস্ত বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের নিকটে দাখিল হইলে যদি সে সকল ওজর স্পষ্ট অযথার্থ ও কেবল ক্লেশ দেওনার্থে বোধ হয় তবে ঐ সাহেবেরা মোকদ্দমার ভাব ও অপরাধির সংস্থান বুঝিয়া যে জরীমানা করা উপযুক্ত বুঝেন্ তাহার হুকুম দিবেন ও ঐ জরীমানার টাকা মালগুজারীর বাকী টাকা যেপ্রকারে উসুল করিবার হুকুম আছে সেই প্রকারে উসুল হইবেক ইতি।

২১ ধারা।

কাগজ না দিলে কি অন্যপ্রকারে ভূমির অংশাংশহওয়াতে প্রতিবন্ধকতা করিলে বোর্ডের সাহেবেরা জরীমানা করিবার কথা।

যে সময়াবধি অপরাধির দিনুড়ি জরীমানা দিতে হইবেক তাহার কথা।

যে সাধারণভূমির অংশাংশকরণের হুকুম হইয়া আইনমতে অংশাংশ হয় সেই সাধারণ ভূমির অংশিগণের মধ্যে কোন অংশি যদি তলবকরা হিসাবের কাগজপত্র না দেওয়াতে কি অন্য কোন প্রকারে জানিয়া শুনিয়া ভূমির অংশাংশহওয়াতে প্রতিবন্ধকতা করে তবে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা কালেক্টরসাহেবের পাঠান কৈফিয়ৎ পাইলে পর মোকদ্দমার ভাবদৃষ্টে যত টাকা জরীমানা করা উচিত জানেন্ সেই অংশির তত টাকা জরীমানা করিবেন ও আইনমতে মালগুজারীর বাকী টাকা যে প্রকারে লওয়া যায় সেই প্রকারে ঐ টাকা লওয়া যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি এই আইনের লিখিত কোন দাঁড়ানুসারে হিসাবওগয়রহ্ কাগজ মৌজুদকরণের নিমিত্তে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের মঞ্জুরীক্রমে কালেক্টরসাহেব দিন দিন জরীমানা মোকরর করিয়া থাকেন্ তবে বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা তাহার অন্যমত হুকুম না দিলে এবং কালেক্টরসাহেব প্রথমতঃ সে বিষয়ে অন্য কোন প্রকার হুকুম না দিয়া থাকিলে যে

তারিখে

তারিখে ঐ জরীমানার খবর অপরাধিকে দেওয়া গিয়াছিল সেই তারিখঅবধি ঐজ রীমানা সম্যক কি তাহার কতক তাহার দিতে হইবেক ইতি।

২২ ধারা।

এই আইনের ৪ ধারার ১ ও ২ প্রকরণের লিখিত গতিকেতে যদি কোন জমীদারী কি হজুরী তালুকওগয়রহের অধিকারিরা আপোসে এমত নিয়ম করে যে সেই জমী দারীওগয়রহের অংশের ব্যাপার আপনারা নিষ্পত্তি করে এবং সরকারের জমাও আপনারা সেই একং অংশের উপর নির্দ্ধার্য্য করে এবং সেই জমীদারীওগয়রহের অংশাংশের অপর সকল বিষয়ের সরবরাহ হজুরের আইনের অনুসারে দেয় তবে এমতে সেইঅধিকারিদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের মোহর ও দস্তখতে সেই মজ মুনেই এক আরজী ৪ চারি জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে কালেক্টরসাহেবের নিক টে গুজরায় ইহাতে সেই সাহেবের উচিত যে সেই আরজী গুজরিলে পর তদনুসারে আমীনকে হুকুম দেন্। কিন্তু এমতেও সেই অধিকারিদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে যে সকল হিসাবের তলব আবশ্যক আছে তাহা আমীনকে দর্শায় ও তাহা প্রকৃতপ্রস্তা বে থাকিবার অর্থেও দিব্য করে কিম্বা কেবল নিয়মপত্র লিখিয়া দেয় আর কর্ত্তব্য যে ভূমির অংশাংশ ও একং অংশের জমার ধার্য্য এবং সেই ভূমির অংশের মো তালক অপর সকল হিসাবকিতাব সেই আমীনের সাক্ষাৎ ও তাহার দেখা শুনায় হয় এইহেতুক যে সে বিষয় সমস্তই হজুরের আইনের অনুসারে হইয়াছে এমত জওয়াব দিবার ভার সেই আমীনের শিরে থাকিবেক আর ঐ মত যদি উপরের লি খিত ধারা ও প্রকরণের লিখিত গতিকে যে জমীদারীওগয়রহের অংশকরণের হু কুম হয় তাহার সকল অধিকারিরা আপোসে এমত নিয়ম করে যে ভূমির অং শাংশের ও তাহার একং অংশের সরকারের জমার ধার্য্যের ও ভূমির অংশাং শের সম্পর্কীয় অপর সকল বিষয়ের নিষ্পত্তির অর্থে এক জন মধ্যস্থ কিম্বা ততোধিক জনকে আদরণ করে তবে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সেই মজমুনেই এক আরজী এক জন মধ্যস্থাদরণ হইলে সেই মধ্যস্থের নামনিদর্শনে ও দুই জন মধ্যস্থ কিম্বা ত তোধিক জন আদরণ হইলে সেই মধ্যস্থ দিগের নাম এবং এক জন আমীন ঠাহরাই য়া তাহারো নাম লিখিয়া চারি জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় এমতে আরজী দিলে পর সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে সরকারের আমীন কে হুকুম দেন্ যে মধ্যস্থাদরণী নিয়মপত্র এতাবতা সালিসী একরারনামা সেই অধি কারিদিগের স্থানে লেখাইয়া লয় আর সেই অধিকারিদিগের উচিত যে আবশ্যক সকল হিসাবকিতাব মধ্যস্থকে দর্শায় ও তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে থাকিবার বিষয়ে সেই সরকারী আমীনের নিকটে দিব্য করে কিম্বা কেবল নিয়মপত্র লিখিয়া দেয় আর কর্ত্তব্য যে মধ্যস্থদিগের দ্বারা ভূমির অংশাংশের ও সরকারের জমার ধার্য্যের এবং সেই অংশের মোতালক অপর বিষয় সমস্তই আমীনের সাক্ষাৎ ও তাহার দে খা শুনায় নিষ্পত্তি পায় এইহেতুক যে তাহা মধ্যস্থদিগের দ্বারা হজুরের আইনস

যে অধিকারভূমির অংশ করিতে হুকুম হয় তাহার অধিকারিরা এই ধারার লিখিত গতিকে আপনারা অংশের ব্যা পার নিষ্পত্তি করিবার কিম্বা মধ্যস্থদিগের দ্বা রা নিষ্পত্তি করাইবার ক্ষমতা রাখিবার কিন্তু দুই মতেই তাহার নিষ্প ত্তি আমীনের সাক্ষাৎ হইবার কথা।

কলের

কলের অনুসারে নিষ্পত্তি হইয়াছে এমত জওয়াব দিবার ভার সেই আমীনের শিরে থাকিবেক। আমীনের দেখা শুনায় অধিকারিরা কিম্বা উপরের লিখিত গতিকে তাহারদিগের মধ্যস্থেরা ভূমির অংশ ও সরকারের জমার ধার্য্য ও তাহার মোতালক অপর সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি করিলে পর সেই আমীনের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ১৮ ধারার লিখনক্রমের সমস্ত কাগজপত্র ও নিদর্শনলিপি কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় তাহা দিলে পর সেই সাহেবের উচিত যে সে ভূমির অংশাংশের নিষ্পত্তি অধিকারিদিগের কিম্বা তাহারদিগের মধ্যস্থদিগের দ্বারব্যতিরেকে সরকারের তরফ আমীনের মারফতে হইলে যে মতাচরণ করিতেন সেই মতাচরণ করেন্ এবং আমীনের মারফতে জমীদারীওগয়রহের অংশের অর্থে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম এই আইনে লেখা আছে সেই সকল দাঁড়া ও হুকুম অধিকারিদিগের কিম্বা তাহারদিগের মধ্যস্থদিগের দ্বারা যে ভূমির অংশাংশ নিষ্পত্তি পায় তাহার প্রতিও চলিবেক ইতি।

২৩ ধারা।

অংশিগণেরা আমীনের সহায়তায় আপনারদিগের বিবেচনাক্রমে যে বাটওয়ারা করে তাহার খরচার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে আমীনের দ্বারা বাটওয়ারার বিষয় নির্ব্বাহপাওনের খরচখরচা দিতে হইবার বিষযে এই আইনে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম আছে সেই সমস্ত দাঁড়া ও হুকুম উপরের লিখিত ধারানুসারে অধিকারিদিগের আপোসে কিম্বা তাহারদিগের মোকররকরা সালিসেরদিগের দ্বারা আমীনের সহকারিতাক্রমে যে ভূমির অংশাংশনির্ব্বাহ পায় তাহার বিষয়েও খাটিবেক কিন্তু যে আমীন এমত অংশাংশ করণের ভারে নিযুক্ত হয় সে আমীন এই আইনের ১৫ ধারানুসারে আমীনের মেহনতানার নিমিত্তে যে রসুম মোকরর হইয়াছে কেবল তাহার অর্দ্ধেক পাইবেক ইতি।

২৪ ধারা।

ভূমির অংশ হইলে পর তাহার অধিকারিরা আপনং অংশ লইতে যেং গতিকে গুলীবাঁট শরতী করিবেক তাহার কথা।

জমীদারী কি হজুরী তালুকওগয়রহের অংশাংশ বিরুদ্ধাচরণ ও পক্ষপাত না হইতে পারিবার কারণ এমত দাঁড়া নির্দ্ধার্য্য হইল যে যেকালে কোন জমীদারীওগয়রহের অংশ করিতে হুকুম হয় সেকালে তাহার অংশ যদি দুই কিম্বা ততোধিক অংশে তুল্যতাক্রমে হয় তবে সেই সকল অংশের অংশিদিগের কর্ত্তব্য যে সেই সকল অংশ লইবার সমাধার্থে কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে গুলীবাঁট শরতী করে ও সেই গুলীবাঁট শরতী করিতে কিছু ব্যাঘাত ও বিরুদ্ধাচরণ হয় নাই এমত জওয়াব দিবার ভার সেই সাহেবের শিরে থাকিবেক অতএব ঐ দাঁড়াক্রমে জমীদারী কি তালুক অংশাংশ করিতে হইলে যদি চারি অংশে চারিং আনা হয় কিম্বা তিন অংশে এক অংশ আট আনা ও অন্য দুই অংশ চারিং আনা হয় তবে জমীদারীওগয়রহের অংশ ও সরকারের জমার ধার্য্য ও অংশের মোতালক অপর সকল বিষয় নিষ্পত্তি হইলে প্রথমমতে চারিং আনা সংখ্যার অংশের যে চারি অধিকারী হয় ও

দ্বিতীয়

দ্বিতীয়মতে চারি২ আনা সংখ্যার অংশের যে দুই অধিকারী হয় তাহারাই আপন২ অংশ লইবার কারণ ঐ দাঁড়ামতে গুলীবাঁট শরতী করিবেক কিন্তু যদি এক২ অংশের অধিকারিরা আপোসে এমত নিষ্পত্তি করে যে অমুক২ অংশ অমুক অমুকের ভোগদখলে আসিবেক তবে তাহারদিগের উচিত যে আপনারদিগের দস্তখতে ও দুই জন মাতবর সাক্ষির প্রমাণে এক দরখাস্তী আরজী এই মজমুনে যে অমুক২ অংশ অমুক ব্যক্তির অধিকার নির্দ্দিষ্টে নিষ্পত্তি হইলে কালেক্টরসাহেবের নিকটে দেয় পশ্চাৎ সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তদনুসারে তাহারদিগেরে দখল দেওয়ান্ ইতি।

২৫ ধারা।

যে জমীদারী কি হজুরী তালুকওগয়রহ দুই কিম্বা ততোধিক অংশে অংশ করিতে হুকুম হয় তাহার এক২ অংশের জমার ধার্য্যে গণতা ও ত্রুটি না হইতে পারিবার কারণ স্পষ্ট করা যাইতেছে যে যদি ইঙ্গরেজী ১৮১১ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার লিখিত প্রকারে বাটওয়ারা মঞ্জুরহওনের সময়াবধি ১১ একাদশ বৎসরের মধ্যে কখনো শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে প্রমাণ হয় যে সেই জমার ধার্য্য অধিকারভূমির অংশের কালে গণতা ও ত্রুটিপ্রযুক্ত যথার্থক্রমে হয় নাই তবে ইহাতে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে এই আইনের ৮ ধারার লিখিত দাঁড়াক্রমে সেই এক২ অংশের অংশকালের উৎপন্নের যে আনওয়ান সাক্ষির দ্বারা ও যে সকল অনুসন্ধান ও সম্বাদবাদ মিলে তাহাতে জানিতে পারা যায় তদনুসারে সেই এক২ অংশের জমার ধার্য্য পুনরায় করিতে হুকুম দেন্ এবং যে সকল লোকের অংশের জমা সঙ্গতের ন্যূন অর্থাৎ ওয়াজিবীহইতে কম ধার্য্য হইয়া থাকে তাহাদিগের হকে এমত হুকুম দেন্ যে তাহারা যে সকল লোকের অংশের জমা সঙ্গতের অধিক ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারদিগের স্থানে সেই অধিক টাকার নিশা করে আর যদি তাহারা সেই অধিক টাকা না দেয় তবে সেই টাকা যেমতে সরকারের মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের নিমিত্তে নির্দ্ধার্য্য আছে সেইমতে কালেক্টরসাহেবের মারফতে উসুল হয় ইতি।

অধিকারভূমির অংশ হইলে যদি দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ বাহাদুরের হজুরে ইহা বুঝা যায় যে ভূমির অংশহওনকালে তাহার অংশসকলের জমা অযথার্থ ধার্য্য হইয়াছে তবে তাহার জমা পুনরায় ধার্য্য করাইতে এবং যে অধিকারিদিগের অংশের জমা অল্প ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারা যে সকল অধিকারির অংশের জমা অধিক নির্দ্ধার্য্য হইয়া থাকে তাহারদিগেরে সেই অধিক টাকা দিবার হুকুম করিতে শ্রীযুতের কর্তৃত্বের কথা।

২৬ ধারা।

যে জমীদারী কি হজুরী তালুকওগয়রহের অংশাংশকরণের হুকুম হয় তাহার অংশিদিগের মধ্যে কেহ যদি পীড়াপ্রযুক্ত কিম্বা কারণান্তরে কালেক্টরসাহেবের কি আমীনের নিকটে হাজির হইতে না পারে কি না চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এক জনকে উকীল নিযুক্ত করিয়া যাবৎ অংশাংশের বিষয় নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ এই আইনের অনুসারে যে সকল নিষ্পত্তি তাহার কর্ত্তব্য হয় সেই সকল কর্ম্মের কর্তৃত্ব ভার তাহাকে দিয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।

যে অধিকারিভূমির অংশকরণের হুকুম হয় তাহার কোন অংশী নিজে হাজির হইতে না পারিলে উকীল মোখ্তার করিয়া পাঠাইবার কথা।

২৭ ধারা।

২৭ ধারা।

অধিকারভূমির অংশ করণের হুকুম হইলে সেই ভূমির অংশিগণের মধ্যে যাহারা অনুপযুক্ত থাকে তাহারদিগের স্ব স্বাধিকারের রক্ষণার্থে বোর্ডের সাহেবদিগেরে হুকুমের কথা।

যে জমীদারী কিম্বা হুজুরী তালুকের অংশাংশকরণের হুকুম হয় তাহার অংশিগণের মধ্যে কোন স্ত্রীলোক যদি অনুপযুক্ত জানা যায় কিম্বা কেহ অল্প বয়সের হয় অথবা অন্য যে কেহ আপন ভূমির ব্যাপার কার্য্যকরণের যোগ্যতা না রাখে তবে কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সম্বাদ বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের হুজুরে দেন্ ও সেই সাহেবদিগের প্রতি যথেষ্ট তাকীদ আছে যে সেই অধিকারভূমির অংশাংশের কালে এপ্রকার নালায়ক অর্থাৎ অনুপযুক্ত অংশিদিগের স্বত্বলোপ না হয় এমত সাবধান ও মনোযোগী হন্ ও যদি সাধারণ অধিকারভূমির অধিকারিদিগের মধ্যে উপরের লিখিতমতে কএক জন অনুপযুক্ত হয় ও ওসী অর্থাৎ অধ্যক্ষ রাখে তবে সেই অধ্যক্ষ এই আইনানুসারে তাহারদিগের ভূমির অংশের বিষয়ে যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা করিবেক ইতি।

২৮ ধারা।

যাবৎ অংশহওয়া ভূমির অধিকারিরা আপন২ অংশে দখল না পায় তাবৎ সেই সমুদয় ভূমির সরকারের জমার তলব তাহারদিগের সকলের শিরে থাকিবার কথা।

যে কোন জমীদারীওগয়রহের জমা আদায়ের করারদাদ তাহার সকল অধিকারিদিগের সহিত হইয়া থাকে এই আইনানুসারে সেই জমীদারীওগয়রহের অংশাংশকরণের হুকুম হইলে যাবৎ তাহার অংশের বিষয় সমুদয় নিষ্পত্তি হইয়া এক২ অংশের অধিকারিরা আপন২ অংশে দখল না পায় তাবৎ সেই জমীদারীওগয়রহ সাধারণ জমীদারীসকলের অধিকারিদিগের তরফহইতে যে সরবরাহকার মোকরর হয় তাহার এতমামে থাকিবেক এবং ইহার পর যে২ প্রকারের প্রসঙ্গ লেখা যাইবেক তাহাছাড়া সেই জমীদারীওগয়রহ সমুদয়ের উপরেই সরকারের জমার তলব সঙ্গত রহিবেক ইতি।

২৯ ধারা।

সরকারের খাসতহশীলে কিম্বা ইজারাতে যে ভূমি থাকে তাহার অংশের বিষয়ে যে দাঁড়া খাটিবেক তাহার কথা।

যে কোন জমীদারীওগয়রহ সরকারের খাসতহসীলে কিম্বা ইজারায় থাকে সে জমীদারীওগয়রহ অংশাংশকরণের হুকুম হইলে তাহার অংশাংশকরণেতে এই আইনের লিখিত যে সকল দাঁড়া ভূমির অংশের বিষয়ে সম্পর্ক রাখে তাহার যত দাঁড়া সেই জমীদারীওগয়রহের বিষয়ে চলন উচিত হইবেক তাহাই চলিবেক অতএব তাহার মালগুজারী তহসীলের কারণ সরকারের তরফ যে সকল তহসীলদার কিম্বা ইজারদার নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে তলবমতে সেই জমীদারীওগয়রহের মোতালক যে কিছু হিসাবকিতাব ও অন্য২ নিদর্শনী কাগজপত্র তাহারদিগের স্থানে থাকে তাহা মৌজুদ করিয়া দেয় ও সেই জমীদারওগয়রহ অংশাংশ হইলে পর এই আইনের ৮ ধারার লিখিত দাঁড়াসকল তাহার প্রতি চলন উচিত হইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

৩০ ধারা।

কোন প্রকার সাধারণ অধিকারভূমির সহিত এই আইনের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখে ইহাতে সন্দেহ না থাকিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে ঐ সমস্ত দাঁড়া যে অধিকারভূমির মোটে একজমা হয় ও তাহার প্রত্যেক অংশী তাহাতে বিনাচিহ্নেতে সম্মিলিত স্বত্বাধিকার রাখে ও তাহার স্বতন্ত্রং কিসমতে স্বতন্ত্রক্রমে স্বত্বাধিকার না রাখে সেই সকল সাধারণ অধিকারভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু যে অনেক দাঁড়া লেখা যায় যে একং অংশের ভূমি ছাড়াছাড়ি ও বেন্দাফোড়া না হয় এবং একং অংশের ভূমির নির্ব্বাচনী তুল্যমূল্য গৌরবে হয় এবং ভূমির অংশাংশ বিনা তারতম্যে সমানহওনের বিষয়ি আরং দাঁড়া যে অধিকারভূমির অংশিরা মোট অধিকারের উপর প্রত্যেকে সমান স্বত্বাধিকার রাখে কেবল তাহার অংশাংশকরণের বিষয়ে খাটে। ও ভূমির যেং অংশ কিসমত প্রত্যেকে ভিন্নং মহাল হয় ও পূর্ব্বের অধিকারির স্থানহইতে খরীদকরাতে কি অন্য প্রকারেতে দখলে আসিয়াছে ও আইনমতে মোট অধিকারের শামিল হইতে খারিজহওনের যোগ্য হয় ও এই আইনের ৮ ধারার লিখিত দাঁড়ানুসারে মোট অধিকারের জমার মোকাবিলায় ওয়াজবী হিস্যা বটে কিন্তু তাহার অন্যং অংশের উপর আলাহিদা জমা মোকরর হইয়া পৃথক্ কবুলিয়ৎ দাখিল হইবার জন্যে মোট অধিকারের শামিলে রহিয়াছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে না ও জানা কর্ত্তব্য যে এমতং গতিকে এই আইনের লিখিত যে সকল দাঁড়াতে জমার ধার্য্যকরণের ও জমার ধার্য্যের নিমিত্তে হিসাবের কাগজপত্র দাখিল করিবার ও তাহা দেখিবার ও ভূমির প্রত্যেক অংশের উপর স্বতন্ত্রক্রমে জমার ধার্য্য না হওনপর্য্যন্ত বাকীর দায়ে মোট অধিকার বাধিত থাকিবার এবং যদি জমীদারীওগয়রহ অংশাংশ হইলে পর দশ বৎসরের মধ্যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে ইহা বুঝা যায় যে জমীদারীওগয়রহের অংশাংশ হওনকালে তাহার অংশের জমার ধার্য্য অযথার্থরূপে ও কারসাজীতে হইয়াছে এমতে সেই সকল জমা পুনরায় নূতন করিয়া ধার্য্য করাইবার কর্ত্তৃত্ব ঐ নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের থাকিবার কথা লেখা যায় সেই সকল দাঁড়া এই আইনের লিখিত আরং দাঁড়ার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু উপরের লেখা গতিকে ও অন্য সমস্ত গতিকে পুনরায় গোড়াগুড়ি জমার ধার্য্য যখন হয় তখন তাহার কৈফিয়ৎ বোর্ড রেবিনিউ কি বোর্ড কমিস্যনর সাহেবদিগের হজুরে মঞ্জুরীর কারণ লিখিয়া পাঠাইতে হইবেক ও তাহা তথায় যাবৎ মঞ্জুর না হয় তাবৎ এবং মঞ্জুরী জমায় কমী দিয়া ধার্য্য করিতে হইলে তাহা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুরে মঞ্জুর না হইবাপর্য্যন্ত মাতবর ও সিদ্ধ হইবেক না ইতি।

এই আইনের সমস্ত দাঁড়া সাধারণ অধিকার ভূমির সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

নির্ণীত অংশের জমার ধার্য্যকরণের অর্থে এই আইনের লিখিত দাঁড়া তাহা বিক্রয় কি হস্তান্তর হইলে খাটিবার কথা।

জমার ধার্য্য গোড়াগুড়ি করিতে হইলে তাহা বোর্ড রেবিনিউকি বোর্ড কমিস্যনরের বিনামঞ্জুরীতে ও জমায় কমী দিতে হইলে তাহা হজুর কৌন্সেলের মঞ্জুরীব্যতীত মাতবর না হইবার কথা।

৩১ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইন জারী হইলে পর যে সকল বাটওয়ারা মঞ্জুর হয়

সমস্ত বাটওয়ারা ম

ইঙ্গরেজী

ঞ্জুর হইয়া রেজিষ্টরী ব হীতে লেখা যাইবার ক থা।

অযথার্থ জমা ধার্য্যহ ওনেতে দশ বৎসরের ম ধ্যে ভূমিতে বাকী পড়ি লে তাহা আদায়ের নি মিত্তে ভূমি বিক্রয়করা আ বশ্যক হইলে কালেকট রসাহেবেরা তাহার কৈ ফিয়ৎ বোর্ডে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ভাষা ও অক্ষরেতে তাহা রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবেক ও সেই বহীতে জমীদারীর ও প্রত্যেক অধিকারির নাম ও তাহার জমা বাটওয়ারা আরম্ভের সময়ে যেপ্রকার ছিল এবং ভিন্নং হিস্যার ও তাহার অধিকারিদিগের নাম ও তাহার যে জমা বাটওয়ারা মঞ্জুরহওনের পর স্বতন্ত্রং অংশেতে নির্দ্ধার্য্য হয় ঐ বাটওয়ারা মঞ্জুরহওনের তারিখসহিতে লেখা যাইবেক আর যদি বাটওয়ারা মঞ্জুরহওনের তারিখঅবধি দশ বৎসরের মধ্যে ঐ সকল বাটওয়ারাহওয়া হিস্যার কোন হিস্যাতে বাকী পড়ে ও বাকী আদায়ের কারণ তাহা বিক্রয় করা আবশ্যক বোধ হয় এমতে কালেক্টরসাহেবের উচিত ও তাঁহার প্রতি হুকুম আছে যে বাটওয়ারাহওনের সময়ে জমার ধার্য্যকরণেতে কারসাজী কি চুক ভুল হইয়াছে কি না ইহা বুঝা যাইবার নিমিত্তে যথাসাধ্যে বাকী পড়নের হেতু ও কারণের যথোপযুক্ত অনুসন্ধান করেন্ আর বাকী পড়নের কারণ কোন প্রকার প্রকাশ পায় কর্ত্তব্য যে তাহার কৈফিয়ৎ সমস্ত বৃত্তান্তসম্বলিত যে বোর্ডের হুকুমতের তাবে হয় তথাকার সাহেবদিগের হজুরে লিখিয়া পাঠান যে ঐ সাহেবেরা সে কৈফিয়তের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এমত বিবেচনা ও প্রবিধান করেন যে পুনর্ব্বার যে প্রত্যেক হিস্যা আসল জমীদারীর অংশাংশক্রমে বিভক্ত হইয়াছে নূতন করিয়া তাহার জমার ধার্য্যকরণার্থে হুকুম দিবার অনুমতি শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে লওয়া বিহিত কি না ইতি।

৩২ ধারা।

জমীদারীর বাটওয়ারা হওনের বিষয়ে তাহার অংশিগণের কারসাজী ক্রমে সর্ব্বপ্রকারের বিলম্ব ও ব্যাঘাতের নিবারণের দাঁড়ার কথা।

যাহাতে অনেক অংশির স্বত্ব সম্মিলিত থাকে এমত সাধারণ জমীদারীর যে অংশিগণ আপনারদিগের হিস্যা খারিজ করিয়া লইবার অধিকার রাখে তাহারদিগকে তাহারদিগের হিস্যাতে দখল দেওয়াইবার বিষয়ে কারসাজী অর্থাৎ চক্রান্তক্রমে কোন প্রকার ব্যাঘাত ও বিলম্ব না হইতে পারিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দিষ্ট হইল যে যদি বোর্ড রেবিনিউ কিম্বা বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের চিত্তে এমত লয় যে জমীদারী ভোগদখলকরণিয়া কোন ব্যক্তি কিম্বা ততোধিক জনের ব্যাঘাত জন্যানক্রমে আমীনের সনন্দের লিখিত প্রথম মিয়াদের মধ্যে বাটওয়ারাকরা সমাপ্ত হইল না কি হইতে পারিবেক না এমতে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে যে অংশী আপন হিস্যার প্রতি ভোগবান না থাকে কালেক্টরসাহেব কিম্বা অন্যের দ্বারা তাহার দরখাস্ত উপস্থিত হইলে তাহার মতে এমত হুকুম দেন্ যে বাটওয়ারা হইলে পর ঐ অংশির শিরে জমার যত টাকা প্রকৃত দেনা হইবেক ও এ জমা সমস্ত রকমওয়ারী হিস্যাতে স্পষ্ট ও প্রকাশ থাকিবেক ও তাহার উপর শতকরা অধিক কুড়ি টাকা এতাবতা মালিকানার অর্থে শতকরা ১০ দশ টাকা ও তহসীলের খরচার নিমিত্তে শতকরা ১০ দশ টাকা যথার্থ তদন্তক্রমে জমীদারীর যত ভূমির উৎপন্ন হইতে আদায় হইতে পারে ও ইহার অধিক না হয় তত ভূমিতে ঐ অধিকারিকে তৎক্ষণাৎ দখল দেওয়া যায় কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ভূমির বিষয়ে এই বন্দোবস্ত

পুরা

পূরা বুঝা যাইবেক না বরং যে ভূমি ঐ অংশিকে দেওয়া গেল তাহার উৎপন্নের সংখ্যাতে উত্তরকাল কথন সম্যক্ জমীদারীর উৎপন্নের দৃষ্টে কিছু কমী বেশী প্রকাশ হইলে তাহার ও জমীদারী বাটওয়ারা হইলে পর হিস্যার মালিয়ত অর্থাৎ মূল্যের বিষয়ি আর২ সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি হইতে পারিবার নিমিত্তে কর্ত্তব্য যে মামুলমতে অর্থাৎ পূর্ব্বাবধি যেমত রীতি থাকে সেই মতানুসারে ঐ জমীদারীর বাটওয়ারা হয় যে ঐ বাটওয়ারা হইলে পর সমস্ত ভিন্ন২ অংশির সহিত তাহারদিগের প্রত্যেকের প্রকৃত যত টাকা জমা দিতে হইবেক তাহার মোতাবেক ভূমির নিরূপণহওন সর্ব্বপ্রকারে এই আইনের ৭ ও ৮ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে হয় ইতি।

৩৩ ধারা।

বাটওয়ারার সময়ে বাকীপড়া টাকার বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

যে সাধারণ জমীদারীতে অনেক অংশির স্বত্ব সম্মিলিত থাকে অংশিগণের দরখাস্ত কালেকটরসাহেবের হজুরে উপস্থিতহওনাধীন কি আদালতের হুকুমনামামতে যদি তাহার বাটওয়ারা আরম্ভ হয় ও বাটওয়ারা সমাপ্ত ও মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে সেই জমীদারীতে বাকী পড়ে তাহার প্রত্যেক অংশির প্রতি তাহারা আপনারদিগের হিস্যাতে ভোগবান থাকে বা না থাকে অনুমতি আছে যে ঐ বাকীর সংখ্যার দৃষ্টে আপনারদিগের হিস্যার আন্দাজ টাকা কালেক্টরসাহেবের হজুরে দাখিল করে ও ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহা লইয়া তাহারদিগের হিস্যার ওয়াসীল বাকী করেন আর উত্তরকালে বাকী টাকা আদায়ের কারণ অংশাংশ না হওয়া জমীদারীর কিঞ্চিৎ বিক্রয়করা আবশ্যক হইলে কেবল বাকীদারদিগের হিস্যা বিক্রয় হইবেক ও এই সকল প্রকারেতে নীলামের খরীদারের অর্থাৎ ক্রয়কর্ত্তার হক অর্থাৎ স্বত্বদৃষ্টে অংশাংশ করা যাইবেক ও বাকীদার অধিকারিরা সে জমীদারী বাটওয়ারাক্রমে যেমত স্বতন্ত্র২ অংশ পাইত ও তাঁহা সম্যক সর্ব্বপ্রকারেতে বিক্রয় হইবেক সেইমত স্বতন্ত্রক্রমে খরীদার সে জমীদারীর এক হিস্যা কি হিস্যাসকল ভোগদখল করিতে অধিকার রাখিবেক বরং সর্ব্বপ্রকারের ঐ বাকীদারদিগের সম্যক্ স্বত্বের অধিকারী হইবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

জমীদারীর পৃথক২ মহালের জমার ধার্য্যকরণে বিলম্ব না হইবার অর্থে দাঁড়ার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে জমীদারীর মোটে এক জমা থাকে তাহার স্বতন্ত্র২ অংশক্রমে সীমানিরূপণহওয়া মহালের খারিজহওনের হুকুম হইলে তাহার জমার ধার্য্যকরণেতে যে নানাপ্রকার বিলম্ব ও ব্যাঘাত হয় ও সেহেতুক লোকদিগের যে ক্ষতি ও দুঃখ হয় যথাসাধ্য তাহার নিবারণহওনার্থে নীচের লিখিত হুকুম ঐ সকল মহালের প্রতি খাটিবেক ইতি।

জমার ধার্য্যকরা সারা না হইতে যে বাকী পড়ে

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সাধারণ জমীদারীর মধ্যে স্বতন্ত্রক্রমে সীমানিরূপণহওয়া যে কোন মহালের অধিকারী আইনানুসারে তাহা খারিজ করিয়া লওনের অধিকার রাখে.

তাহার বিষয়ে দাঁড়ার কথা।

রাখে ও সেই মহালের খারিজ ও তাহার উপর সরকারের জমার ধার্য্যহওনের আরম্ভ হইয়া সেই জমার ধার্য্যহওয়া সমাপ্ত ও মঞ্জুরহওনের পূর্ব্বে ঐ মহাল যে জমীদারীর শামিল থাকে তাহাতে যদি বাকী পড়ে আর সেইহেতুক সেই সমাক্ জমীদারী কিম্বা তাহার কোন অংশ বিক্রয়করা আবশ্যক হয় এমতে ঐ মহালের অধিকারি ব্যক্তির ক্ষমতা আছে যে সেই মহালের উৎপন্নের দৃষ্টে মোট জমীদারীর জমার সম্বন্ধে শতকরা মালিকানা ও তহসীলের খরচ ১০ দশ২ টাকা করিয়া একুনে কুড়ি টাকাবাদে তাহার শিরে বাকীর যত টাকা পড়ে তাহা কালেক্টরসাহেবের হজুরে দেয় ও এমতে যদি ঐ মহাল তাহার ভোগদখলে না থাকে তবে কর্ত্তব্য যে তৎক্ষণাৎ সে মহালেতে তাহাকে দখল দেওয়া যায় ও ঐ বাকীর টাকা উপস্থিতকরণের সময়ে তহকীককরণেতে কিম্বা সাক্ষির সাক্ষ্য অথবা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদশনপত্রাদির দ্বারা কালেক্টরসাহেবের চিত্তে যদি নিশ্চয় এমত বোধ হয় যে ঐ মহালের উৎপন্নের সংখ্যা নিরূপণ অপ্রকৃত হয় নাহি তবে কর্ত্তব্য যে ঐ টাকা লইয়া সে মহালের নামেতে ওয়াসীল বাকী করেন্ আর যদি শেষেতে বাকী আদায়ের নিমিত্তে সেই জমীদারীহইতে কিছু রিক্রয়করা আবশ্যক হয় তবে সে মহাল ছাড়িয়া বিক্রয় হইবেক ও তাহার খারিজ ও জমার ধার্য্য অংশিগণের স্বত্বের দৃষ্টে মামুলমতে অর্থাৎ পূর্ব্ব রীতিক্রমে হইতে পারিবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে সমস্ত অংশিগণের জমার বন্দোবস্ত ও ধার্য্য হইলে পর ঐ মহালের অধিকারির দাখিলকরা টাকা বাকীর বাবৎ যে টাকা তাহার প্রকৃত দেনা হয় তাহার সংখ্যার অতিশয় বোধ হইলে তাহা কালেক্টরসাহেবের নিকটহইতে ফিরিয়া পাইতে পারিবেক ও ঐ কালেক্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার স্থানে যত টাকা বেশী লইয়াছিলেন তাহা আর২ যে বাকীদারদিগের শিরে হিসাবেতে বাকীর টাকার প্রকৃত সংখ্যার কম হইয়া পড়িয়াছিল তাহারদিগের স্থানে সরকারের মালগুজারীর আর২ বাকীর টাকা যেপ্রকারে উসুল করেন্ সেইমতে লন্ আর এইমত তাহা না হইয়া যদি এমত বুঝা যায় যে ঐ মহালের অধিকারী বাকীর যে টাকা তাহার শিরে পড়িয়াছিল তাহার কম দিয়াছে তবে কর্ত্তব্য যে তাহার স্থানহইতে লইয়া যে বাকীদার অধিকারিদিগের শিরে বেশী পড়িয়াছিল তাহারদিগ্কে দেন্ ইতি।

৩৫ ধারা।

বহালী আইনসকলের হুকুম চলিবার ও নূতন আইন তৈয়ার হইবার মতের কথা।

বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনরসাহেবেরা এই আইনানুসারে কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করিবেন ও আর২ সমস্ত কর্ম্মাদির নির্ব্বাহ আলাহিদা যে সকল হুকুম দফা২ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে প্রকাশ হয় তদনুসারে করিবেন আর যদি বুঝেন্ যে কোন বিষয়ের উপায় হজুরের নির্দ্ধারিত আইনের কোন আইনেতে লেখা যায় নাই তবে কর্ত্তব্য যে সে বিষয়ের হুকুম শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে চাহেন ইতি।

 মঞ্জুর

মঞ্জুরহওয়া বাটওয়ারার রেজিষ্টরী বহী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৯ আইনের ৩১ ধারার হুকুমমতে ইঙ্গরেজী অক্ষর ও ভাষাতে ও এদেশীয় চলন ভাষা ও অক্ষরেতে কালেক্টরী ও বোর্ডের সিরিশ্তাতে রাখা যাইবেক।

নং ১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
জমীদারী কিম্বা হজুরীতালুকের নাম	অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের নাম	পরগনার সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	ভূমির সংখ্যা	জমীদারীর জমা	রকমওয়ারী হিস্যা	অধিকারী কিম্বা অধিকারিদিগের নাম	পরগনার সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	ভূমির সংখ্যা	একং কিসমতের জমা	বাটওয়ারা মঞ্জুরীর তারিখ

সমাপ্ত।

ATRUE TRANSLATION,

P. WYNCH,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২০ বিংশ আইন।

ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা শহরেতে হওয়া পাঠশালার সম্পর্কীয় যে সকল আইন এক্ষণে চলন আছে তাহা রদ ও রহিত হইবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৭ সেপ্তম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১২ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২২১ সালের ২৮ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ১৩ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ১৩ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১২ শহর শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

সুবে বাঙ্গালার সম্পর্কীয় ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতা শহরেতে পাঠশালা হইবার বিষয়ে যে সকল আসল দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ আইনেতে লেখা আছে সেইং দাঁড়া ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৪ আইনের ও ১৮০৭ সালের ৩ আইনের লিখিত দাঁড়ার অনুসারে সুধরা ও সারা গিয়াছে ও বারেং আরো ফের স্কার করা ও নূতন ২ আইন নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক হইতেছে ও পাঠশালার সম্পর্কীয় আবশ্যকী হুকুমসকল বিশেষরূপে তাহারি আইনের মধ্যে সর্ব্বপ্রকারে লেখা যাইতে পারে কেননা ঐ সকল বিশেষ আইন ও আরং সমুদয় বিষয়ের আইন এই দুই শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে নির্দ্দিষ্ট হয় অতএব ঐ পাঠশালার নিমিত্তে আর স্বতন্ত্র আইন নির্দ্দিষ্ট করা ও তাহার বিষয়ি চলিত আইনসকল বহাল রাখা অনাবশ্যক বুঝা গেল একারণ শ্রীযুত বৈস্প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুরহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ দাঁড়া জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০০ সালের ৯ আইনের লিখিত যে সকল দাঁড়া এখনপর্য্যন্ত চলন আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৪ আইন ও ১৮০৭ সালের ৩ আইনের সহিত এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি। ইং ১৮০০ সালের ৯ আইনআদি কএক আইন রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

কলিকাতার পাঠশালার মধ্যে বিদ্যার্থী অর্থাৎ পড়ুয়া সাহেবদিগের প্রবিষ্টহওনের বিষয়ে ও পাঠশালার সিরিশ্তার সুব্যবস্থা ও শাসনের বিষয়ে এবং তাহার সম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের বন্দোবস্তের অর্থে সর্ব্ব সাধারণে যে সকল দাঁড়া বিহিত বোধ হয় পাঠশালার বিষয়ি নির্দ্ধারিত দাঁড়া বিশেষরূপ তাহারি যে আইন তা

হার মধ্যে লেখা যাই বার কথা।

হয় তাহা বিশেষরূপ পাঠশালার অর্থে যে সকল আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নির্দিষ্ট হইবেক সেই সকল আইনেতে লেখা যাইবেক ইতি।

VOL. V. 470.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
P. WYNCH.
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২১ একবিংশ আইন।

জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে ও সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবদিগকে তাঁহারদিগের এদেশীয় কোন কর্জ্জা মহাজনকে সিরিশ্তার আমলা দিগের মধ্যে নিযুক্ত করিতে নিষেধের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ৪ অক্তোবর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১৯ আশ্বিন মওয়াফেকে ফসলী ১২২২ সালের ৫ আশ্বিন মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ২০ আশ্বিন মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ৫ আশ্বিন মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১৯ শহর শওয়ালে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যে সকল সাহেবেরা ভারি২ কর্ম্মের নির্ব্বাহকরণেতেও আপনার প্রতি অর্পণহওয়া সিরিশ্তার কার্য্য চালাইবার অর্থে নিযুক্ত আছেন তাঁহারা আপনারদিগের এদেশীয় কর্জ্জা মহাজনদিগকে আপন২ কাছারীর সিরিশ্তার মধ্যে মোকরর করেন্ এইহেতুক কএকবার সকলের পক্ষে হানি ও ক্ষতি হইয়াছে ও শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের চিহ্নিত চাকর নবযৌবনবিশিষ্ট সাহেবদিগের কর্জ্জলওনের রীতি উঠাইয়া দেওনের অর্থে যে উপায় ও উদ্যোগ বিহিত তাহা করা আবশ্যক ও উচিত কেননা এই রীতিক্রমে ঐ সাহেবেরা আপনারা স্বয়ং ঘোর বিপদ্ ও অসহ্য ক্লেশ ও ব্যামোহগ্রস্ত হন্ বরং এমত২ বিপদগ্রস্তহওয়াতে বোধ হয় যে তাঁহারদিগের প্রতি অর্পণহওয়া প্রধান২ ভারের কর্ম্মকার্য্যের যথোপযুক্ত নির্ব্বাহ যে নিশ্চিন্ততা ও স্বচ্ছন্দচিত্ততা ব্যতিরিক্ত সুন্দররূপহইতে পারে না এমন নিশ্চিন্ততা ও স্বচ্ছন্দচিত্ততা থাকা অসাধ্য এহেতুক শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়াসকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হইবেক ইতি।

২ ধারা।

জিলা ও শহরের জজ সাহেব ও সরকারের মালগুজারীর কালেক্টর সাহেবআদিকে আপনারদিগের কর্জ্জা মহাজন

জানা কর্ত্তব্য যে এই আইন জারীহওনের তারিখহইতে জিলা ও শহরের জজ সাহেবদিগের ও সরকারের মালগুজারীর ও মাসুলের কালেক্টরসাহেবদিগের ও নিমক ও আফীন তৈয়ারকরণের মোখ্তারকার সাহেবদিগের প্রত্যেকের প্রতি নিষেধ আছে যে আপনারদিগের নিজের কোন কর্জ্জা মহাজনকে আপন২ সিরিশ্তার আমলার মধ্যে মোকরর না করেন্ অতএব বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড ত্রেড ও বোর্ড কমিস্যনের ও আপীল আদালতের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের

উচিত

দিগকে আমলার মধ্যে নিযুক্ত করিতে নিষেধের কথা।

বোর্ডের ও দায়েরসায়েরী আদালতসকলের সাহেবআদির যেমতাচরণকরা আবশ্যক তাহার কথা।

উচিত হইবেক যে ইঙ্গরেজী ১৮০৯ সালের ৮ আইনেতে তাঁহারদিগের হুজুরে যে রিপোর্ট পাঠাইবার হুকুম লেখা আছে তাঁহারদিগের তাবে ঐ সাহেবদিগের তরফ হইতে সেই রিপোর্ট এই মজমুনে যে সিরিশ্‌তার মধ্যে কোন কর্ম্ম খালী হইয়াছে সেই কর্ম্মে অমুক ব্যক্তিকে আপনকারদিগের মঞ্জুরী হইলে নিযুক্ত করিব পাইলে পর এ বিষয়ের তহকীক ও অনুসন্ধান করেন্ যে সেই ব্যক্তি সেই সাহেবের নিজের কর্জ্জা মহাজন বটে কি না ও ঐ সাহেবদিগের উচিত যে উপরের লিখিত কথা স্পষ্ট জানা যাইবার সন্ধানানুসন্ধানের বিষয়ে যে সাহেব রিপোর্ট পাঠাইয়া থাকেন্ কেবল তাঁহার লিখাতেই ক্ষান্ত না হইয়া এই আইনের লিখিত হুকুম ব্যর্থ ও বিফল না হইতে পারিবার জন্যে যে প্রকার করা আবশ্যক হয় তাহা করেন্ ইতি।

৩ ধারা।

উপরের লিখিত দাঁড়া ঐ কর্জ্জা মহাজনদিগের সম্পর্ক ও তাবেদার লোকের প্রতি খাটিবার কথা।

উপরের ধারার লিখিত যে দাঁড়াসকল উপরের লিখিত ঐ কার্য্যকারক সাহেবদিগের কর্জ্জা মহাজন লোক তাঁহারদিগের সিরিশ্‌তার আমলার মধ্যে নিযুক্তহওনের নিষেধের বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইল সেই সকল দাঁড়া তাহারদিগের সম্পর্ক ও তাবেদার অর্থাৎ ব্যাপ্য লোকদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক অতএব এই ধারানুসারে এ হুকুমও আছে যে যেমন কর্জ্জা মহাজনদিগের অর্থে ঐ সাহেবদিগের কোনহ সাহেবের সিরিশ্‌তার আমলার মধ্যে নিযুক্তহওনের বিষয়ে সম্পূর্ণ নিষেধ আছে তাহারদিগের সম্পর্ক ও তাবেদার অর্থাৎ ব্যাপ্য লোকদিগের অর্থেও সেই মত নিষেধের হুকুম আছে ইতি।

৪ ধারা।

এই আইনের লিখিত কথা তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

এই আইনের লিখিত কথাক্রমে আশয়ের কিছু অন্য মত কাহারু বোধ না হইবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে উপরের লিখিত হুকুমসকল কেবল সরকারের তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে না ইতি।

Vol. V. 472.

সমাপ্ত।

A True Translation,
P. WYNCH,
Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২৩ ত্রয়োবিংশ আইন।

সদর আমীন ও মুনসেফদিগকে নিযুক্তকরণের বিষয়ি পূর্ব্বের চলিত কএক আইনের কোনং কথা ফেরফার করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার এবং ঐ সদর আমীন ও মুনসেফদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে তাহারদিগের যে ক্ষমতা আছে তাহা শুধিবার ও বাড়াইবার এবং জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের হুকুমতের তাবেতে অন্যং কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা তাহারদিগেরে দিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ১৯ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২২ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১৬ শহর জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক সংখ্যা ও মূল্য নিয়ম করা নগদ ও জিনিসের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের কারণ মুনসেফ ও সদর আমীনদিগকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে বারেং কএক আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল ও কোনং প্রকারে সেই সকল আইন শুধরা আবশ্যক বুঝা গেল এবং উপস্থিত দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি শীঘ্রং হইবার নিমিত্তে মুনসেফ ও সদর আমীনদিগের ক্ষমতার আধিক্য করা ও তাহারদিগের প্রতি আরং কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের ভার দিবার বিষয়ে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া আবশ্যক জানা গেল এবং মুনসেফ ও সদর আমীনদিগকে নিযুক্ত ও তগীর করিবার অর্থে এক্ষণে যে ক্ষমতা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রতি আছে সেই ক্ষমতা সম্যক প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের প্রতি হইলে এবং মুনসেফ ও সদর আমীনদিগের সিরিশতার বিষয়ে যে সকল দাঁড়া ও হুকুম সম্পর্ক রাখে সেই সকল দাঁড়া ও হুকুম এক আইনেতে সংগ্রহ করিলে লোকদিগের ক্লেশ নিবারণ ও সুগম হইতে পারিবেক একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ১ পহিলা ফেব্রুআরিঅবধি জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

পূর্ব্বের চলিত কএক আইন রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪০ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৩১ আইন এবং ঐ সনের ৩৬ আইনের ৫ ধারা এবং ঐ সনের ৩৮ আইনের ৮ ধারা ও ১৭৯৭ সালের

লের ৬ আইনের ৩ ধারার ১ ও ২ ও ৩ প্রকরণ ও ঐ ১৭৯৭ সালের ১৮ আইন ও ১৮০০ সালের ৭ আইনের ২০ধারা ও ১৮০৩ সালের ১৬ আইন এবং ঐ ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ৩ ধারা এবং ঐ সনের ৪৯ আইনের ৯ ধারাবধি ১৯ ধারাপর্য্যন্ত ও ১৮০৪ সালের ৫ আইনের ১৯ ধারার যে কতক মুনসেফদি গের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ও ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৯ ধারা ও ১৮০৯ সালের ৮ আইনের ৮ ধারা ও ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৯ ও ১০ ধারা ও ঐ সনের ঐ ১৩ আইনের ১১ ধারার ১ ও ২ প্রকরণের যে কতক২ মুনসেফ ও সদর আমীনদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

কেবল আমীনী ও সালিসী কর্ম্মে নির্ব্বাহকর ণার্থে এদেশীয় লোকদিগকে যে সকল সনন্দ দেওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া লইয়া বাতিল করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইন পাইলে পর জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত নগদের এবং সিক্কা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত মূল্যের অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি মুনসেফী ভারক্রমে না হইয়া কেবল আমীনী ও সালিসী ভারক্রমে করিবার নিমিত্তে এদেশীয় লোকদিগকে যে সকল সনন্দ দেওয়া গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া লইয়া বাতিল করেন্ ও উত্তরকালে আমীনী ও সালিসী সিরিশ্‌তা মৌকুফ হইবেক ইতি।

আমীনী ভারক্রমে আমীনদিগের নিকটে উপস্থিত থাকা মোকদ্দমা মুনসেফ ও সদরআমীনদিগকে সোপর্দ্দ হইবার ও আমীনেরা যে রসুম পাইত সেই রসুম তাহারা পাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে যে সকল মোকদ্দমা আমীনী ভার উপলক্ষে এদেশীয় লোকদিগের নিকটে জের তজবীজে আছে সে সকল মোকদ্দমা মুনসেফ ও সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ করেন্ ও আমীন যে রসুম পাইতে পারিত সে রসুম ঐ সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর তাহা যে সকল মুনসেফ ও সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ হয় তাহারা পাইবেক ইতি।

সালিসী ভারানুসারে সালিসদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তিকরণেতে যে মতাচরণ করা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল মোকদ্দমা সালিসী ভারানুসারে এদেশীয় লোকদিগের নিকটে উপস্থিত আছে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের ও ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের ও ১৮০৩ সালের ২১ আইনের ও ১৮১৩ সালের ৬ আইনের লিখিত দাঁড়ার মতে সে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

মুনসেফী ভারাক্রান্ত এদেশীয় লোকেরা আপনং নিকটে মুনসেফী কি আমীনী কি সালিসী ভারক্রমে উপস্থিতথাকা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার কথা।

যদি এক ব্যক্তির প্রতি আমীনী এবং সালিসী এবং মুনসেফী ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার ভার হইয়া থাকে তবে সে ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে এক্ষণে যে সকল মোকদ্দমা তাহার নিকটে মুনসেফী ভারানুসারে কিম্বা আমীনী ভারক্রমে অথবা সালিসী ভার মতে উপস্থিত আছে সে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে কিন্তু এই আইনের ৫৭ ও ৫৮ ও ৫৯ ধারাক্রমে যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে জিলা চাটিগাঁয়ের জজসাহেবের ক্ষমতা আছে তাহাছাড়া অন্য জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য নহে যে অন্য কোন নূতন মোকদ্দমা তাহাকে আমীনীমতে সোপর্দ্দ করেন্ এবং ঐ মুনসেফকে ইহা বি

জিলা চাটিগাঁয়ের জজ

শেষ্য

যেধ আছে যে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ১৬ আইনের এবং ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের এবং ১৮০৩ সালের ২১ আইনের এবং ১৮১৩ সালের ৬ আইনের লেখা হুকুমমতে আচরণকরণভিন্ন অন্য কোন মোকদ্দমা সালিসীরূপে না শুনে ইতি।

ভিন্ন অন্য জজসাহেবকে আমীনীরূপে কোন মোকদ্দমা ঐ মুনসেফকে সোপর্দ্দ করিতে নিষেধের কথা।

উত্তরকালে যে২ আইন মতে মুনসেফের নিকটে সালিসীর নিমিত্তে মোকদ্দমা উপস্থিত হইতে পারে তাহার কথা।

৫ ধারা।

যে সকল ব্যক্তিরা এক্ষণে মুনসেফী ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার অর্থে নিযুক্ত আছে তাহারদিগকে অনুমতি আছে যে যাবৎ নূতন সনন্দ তৈয়ার ও নীচের ধারার লিখিত মতে কার্য্য না হয় তাবৎ পূর্ব্বে তাহারদিগকে যে সনন্দ দেওয়া গিয়াছে তাহার দ্বারা এই আইনের মতে মুনসেফদিগকে অর্পণহওয়া সমস্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করে ইতি।

মুনসেফেরা নূতন সনন্দ তৈয়ারনাহওনপর্য্যন্ত পূর্ব্বের সনন্দের দ্বারা এই আইনানুসারে হওয়া সমুদয় ক্ষমতামতে কার্য্য করিবার কথা।

৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইন পাইলে পর জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যে মুনসেফদিগের এলাকা অর্থাৎ অধিকার অভেদে পোলীসের এলাকার সমান হয় তাঁহারদিগের ইসমনবিসীর নূতন ফর্দ্দ প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে তাঁহারদিগের মঞ্জুরীর কারণ পাঠাইয়া দেন্ এবং যে২ কসবা কি গ্রাম এক২ মুনসেফের অধিকারের মধ্যস্থলে হওন কি অন্য বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত এক২ মুনসেফের কাছারীহওনের যোগ্য বোধ হয় সে সকল কসবা ও গ্রামের ইসমনবিসীর ফর্দ্দ ঐ সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

জজসাহেবেরা পোলীসের এলাকার সমান এলাকার মুনসেফদিগের নয়া ইসমনবিসী প্রবিন্স্যাল কোর্টে মঞ্জুরীর কারণ পাঠাইবার কথা।

মুনসেফী কাছারীর স্থান নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল মুনসেফী এলাকা অর্থাৎ অধিকার যে সকল পোলীসের অধিকারের সমান সেই২ মুনসেফী এলাকা সেই২ পোলীসের অধিকারের নামের মত নামে বিখ্যাত হইবেক ইতি।

পোলীসের এলাকার নামের মতে মুনসেফী এলাকার নাম হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মুনসেফী কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার কারণ এক্ষণে যে সকল লোক নিযুক্ত আছে তাহারদিগের সংখ্যা যদি পোলীসের এলাকার দারোগাদিগের সংখ্যাহইতে অধিক হয় তবে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই সকল মুনসেফদিগের মধ্যে যাহারদিগকে অতিযোগ্য ও অতিধার্ম্মিক জানেন তাহারদিগকে বাচনী করেন্ কিন্তু পোলীসের দারোগারদিগহইতে মুনসেফ লোক কম হইলে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে মুনসেফী কর্ম্মনির্ব্বাহের জন্যে যত জন লোক আবশ্যক ও উপযুক্ত বুঝেন তাহা বাচনী করিয়া স্থির করেন্ ও ঐ দুই প্রকারেই এই আইনের ৮ ধারার লেখা হুকুমের দৃষ্টে লোক নির্ব্বাচনের হেতু লিখিয়া প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্।

এক্ষণে যে সকল মুনসেফ মোকরর আছে তাহারদিগের সংখ্যা পোলীসের এলাকাহইতে কম কি অধিক হইলে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—এক২ জিলা কি শহরেতে যে সকল মুনসেফ মোকরর হইবে তাহারদিগের নির্ব্বাচনা ও কাছারী হওনের স্থানসকলের বিষয়ে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের মঞ্জুরী পাইলে পর পূর্ব্বে যে সকল সনন্দ মুনসেফদিগকে দেওয়া গিয়াছিল

এই প্রকরণের লিখিত বিষয়ে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের

মঞ্জুরী পাইলে পর জজ সাহেবেরা সাবেক সনন্দ রদ করিয়া নয়া সনন্দ মুনসেফদিগকে দিবার কথা।

গিয়াছিল তাহা ফিরিয়া লওয়া গিয়া বাতিল হইবেক ও যাহারদিগকে মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত করা প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে উত্তম ও উচিত বোধ হয় তাহারদিগকে এই আইনের শেষের লেখা ১ নম্বরের শরওয়া মতে সনন্দ দেওয়া যাইবেক ইতি।

যেং মুনসেফী সিরিশ্তা মৌকুফ করা উচিত হয় তাহার মোতালক কাগজপত্রাদির বিষয়ে যেমতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এই ধারার ও প্রকরণের প্রথমকার লিখনমতে যদি কোনং মুনসেফের মুনসেফী সিরিশ্তা বহালরাখণের আবশ্যক না থাকে তবে সে সকল সিরিশ্তা মৌকুফ হইবেক ও জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের উচিত যে তাহারদিগের নিকটে উপস্থিতথাকা মোকদ্দমার মোতালক কাগজপত্র ও দস্তাবেজ তাহা যে মুনসেফদিগের সিরিশ্তার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক তাহারদিগের স্থানে পাঠাইবার বিষয়ে যে উপায় করা উচিত ও আবশ্যক বুঝেন্ তাহা করেন্ ইতি।

৭ ধারা।

মুনসেফী এলাকাসকলের বিষয়ে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে পোলীসের দুই এলাকা অর্থাৎ অধিকার সম্যক কিম্বা ইহাহইতে অধিক এবং মুনসেফী এলাকার শামিল করেন্ এবং ঐ সাহেবদিগের প্রতি অনুমতি ও ক্ষমতা আছে যে কোন স্থানের গতিক বুঝিয়া কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত যদি উচিত জানেন তবে ঐ সকল সিরিশ্তার কোন সিরিশ্তা মৌকুফ করেন এবং ঐ সাহেবদিগকে অনুমতি আছে যে মুনসেফী কাছারী এক্ষণে যে সকল কস্‌বা কিম্বা গ্রামে আছে সেখানহইতে ঐ মুনসেফী এলাকার মধ্যে অন্য যে কস্‌বা কিম্বা গ্রাম কাছারী করিবার নিমিত্তে বিহিত বোধ হয় তথায় লইয়া যাইবার কারণ হুকুম দেন্ ইতি।

৮ ধারা।

জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা মুনসেফী কর্ম্মের নিমিত্তে যেমত ব্যক্তিদিগকে নির্ব্বাচিবেন তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে এমত হুকুম নাহি যে মুনসেফী কর্ম্মের নিমিত্তে বিশেষং প্রকারহইতে লোক বাচনী করেন্ বরং তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে হিন্দু কিম্বা মুসলমানের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি মুনসেফী কর্ম্মনির্ব্বাহ করণের যোগ্য হয় তাহাকে চাহরান কিন্তু পরগনা ও শহরের কাজীদিগের মধ্যে যাহারা মুনসেফী কর্ম্মের যোগ্য বোধ হয় তাহারদিগকেঐ কর্ম্মের নিমিত্তে অগ্রগণ্য ও প্রথম কল্প জানিবেন ইতি।

প্রবিন্স্যাল কোর্টে লোকদিগের যোগ্যতার রিপোর্ট করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার অর্থে যে ব্যক্তিকে উপযুক্ত বোধ হয় তাহার সমাচার ও তাহার বয়ঃক্রম ও যোগ্যতা ও নেকনামী অর্থাৎ সুখ্যাতি ও লেখাপড়া ও পূর্ব্বের উপজীব্য এই সকল বিষয়ের যাহা আপনি জ্ঞাত হইয়া থাকেন তাহা প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে লিখিয়া পাঠান কিন্তু যাবৎ ঐ সাহেবদিগের মঞ্জুরী না পঁহুছে তাবৎ কোন ব্যক্তি মুনসেফী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পাইবেক না ইতি।

তথাকার মঞ্জুরীবিনা কেহ মুনসেফী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে না পারিবার কথা।

৯ ধারা।

৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি জিলা ও শহরের জজসাহেবের নিকটে ইহা প্রমাণ হয় যে মুনসেফদিগের মধ্যহইতে কোন ব্যক্তি আপন ভারের কর্ম্ম করিতে মন্দ কর্ম্ম কি শৈথিল্যকরণ কিম্বা অযোগ্যতাহেতুক অথবা কর্ম্মহইতে তগীরহইতে পারিবার মত অন্য কোন কর্ম্মকরণপ্রযুক্ত তগীরহওনের যোগ্য বটে তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সমস্ত বিষয়ের কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত সে বিষয়েতে আপনি যাহা বিবেচনা করিয়া থাকেন তাহার সহিত প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে লিখিয়া পাঠান ও ঐ সাহেবলোক ঐ জজসাহেবের রিপোর্টেতে যে হুকুম দেওয়া উচিত জানেন তাহা দেন্ আর যদি হুকুম দিবার পূর্ব্বে মোকদ্দমার ভাবগতিক দেখিয়া আবশ্যক বুঝেন তবে নূতন তহকীক করাইয়া ও অন্য সংবাদবাদ তলব করিয়া লন ইতি।

মুনসেফেরদিগের তগীরীর বিষয়ে যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন মুনসেফ জোর করিয়া কিছু লয় কিম্বা কোন প্রকার জবরদস্তী ও দৌরাত্ম্য করে অথবা অন্য কোন মন্দ কর্ম্ম করে তবে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহাকে কর্ম্মহইতে সস্পেণ্ড করেন্ কিন্তু উপরের লেখা সমস্ত প্রকারেতে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে অতিশীঘ্র এ বিষয়ের সমাচার প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে দেন ও ঐ সাহেবলোকের হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকেন ইতি।

যেং প্রকারেতে মুনসেফদিগকে সস্পেণ্ড করিতে জজ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মুনসেফেরদিগহইতে আপনং ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের মধ্যে কর্ম্মহইতে তগীর কি সস্পেণ্ড না হইতে পারিবার মত আরং প্রকার বিরুদ্ধাচরণ ও শৈথিল্য হইলে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ২০ কুড়ি টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা তাহারদিগের স্থানে লন্ ও এমতং গতিকের বিষয়েতে জজসাহেব যে হুকুম দিবেন তাহাই চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

জজসাহেবেরা মুনসেফদিগের স্থানে কুড়ি টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা লইতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—কোন মুনসেফ আপন ভারের কর্ম্মহইতে তগীরহইতে পারিবার উপযুক্ত কোন বিশিষ্টহেতু প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে প্রমাণ না হইলে তগীর হইবেক না ইতি।

মুনসেফদিগের তগীর হওনের বিশিষ্ট হেতু প্রবিন্সালকোর্টে প্রমাণ না হইলে তাহারা তগীর না হইবার কথা।

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি মুনসেফেরা মুনসেফী কর্ম্মকরণেতে রেশ্বত অর্থাৎ ঘুষ লয় কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লয় কিম্বা তাহারদিগকে দেওয়া ক্ষমতার কার্য্য দৌরাত্ম্যক্রমে ও হুকুমের অন্যথামতে করে তবে ইহার নালিশ তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে হইতে পারিবেক ও আদালতের জজসাহেবের হজুরে ঐ নালিশের কথা প্রমাণ হইলে আদালতের সাহেব ঐ মুনসেফের স্থানহইতে যত দণ্ড ও আদালতের খরচা উচিত বুঝেন তাহা ফরিয়াদীকে দেওয়ান ইতি।

মুনসেফেরা আপনং কর্ম্ম করিতে ঘুষ লইলে তাহারদিগের নামে দেওয়ানী আদালতে নালিশ হইবার প্রমাণ হইলে তাহারদিগের দণ্ড ও আদালতের খরচা দিতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মুনসেফেরা আপনং ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহকরণেতে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষ লইলে কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লইলে কিম্বা অন্য কোন মন্দ কর্ম্ম করিলে

যাহা হইলে মুনসেফেরদিগের নামে ফৌজদা

রীতে নালিশ হইতে পারিবার ও প্রমাণ হইলে তাহারা জরীমানা ও কয়েদের যোগ্য হইবার কথা।

রেশ্বৎ আদির মোকদ্দমাতে জজসাহেব নালিশ সত্য অনুভব না হইলে মুনসেফদিগকে তলব না করিবার কথা।

করিলে ফৌজদারীহইতে শাস্তি পাওনের যোগ্য হইবেক ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে অপরাধপ্রমাণ হইলে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া তাহারদিগের উপর জরীমানা ও কয়েদের হুকুম হইতে পারিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন মুনসেফহইতে কর্ম্মের নির্ব্বাহ কি মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কেবল সিরিশ্তায় হওয়াতে কোন কসুর হয় কিম্বা তাহাহইতে কিছু চুকভুল হয় তবে আদালতে তাহার ধরাধর ও আপত্তি হইতে পারিবেক না বরং মুনসেফদিগের নামে রেশ্বৎ অর্থাৎ ঘুষলওনের কি জবরদস্তী করিয়া কিছু লওনের কিম্বা আপনারদিগের পাওয়া ক্ষমতার কার্য্য দৌরাত্ম্যক্রমে কি হুকুমের অন্য মতে করণের নালিশ হইলে যাবৎ সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যদ্বারা কি অন্য কোন বিশিষ্ট প্রমাণেতে আদালতের সাহেবের ঐ নালিশ সত্য অনুভব না হয় তাবৎ তাহারদিগকে আদালতে তলব ও হাজির করিতে পারিবেন না ইতি।

১১ ধারা।

উত্তরকালে যাহারা মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারা সনন্দ পাইবার ও হলফ করিবার কিম্বা একরারনামাতে দস্তখৎ করিবার কথা।

জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উত্তরকালে যাহারা মুনসেফী কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারদিগকে এই আইনের শেষের লেখা ১ প্রথম নম্বরের শরওয়ামতে একং সনন্দ দেন্ ও প্রত্যেক মুনসেফের কর্ত্তব্য যে আপনং কর্ম্মে হাত দিবার পূর্ব্বে এই আইনের শেষের লেখা ২ দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়াতে হলফ অর্থাৎ দিব্য করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করে কিন্তু জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি উচিত বুঝেন্ তবে ঐ মুনসেফের হলফ মাফ করিয়া তাহার বদলে হলফের মজমুনে একরারনামা লেখাইয়া তাহাতে তাহার দস্তখৎ করাইয়া লন্ ইতি।

১২ ধারা।

মুনসেফদিগকে সনন্দের নকল দিবার ও তাহারা তাহা আপনং কাছারীতে লটকাইয়া দিবার কথা।

জজসাহেব উপরের ধারার লেখা হুকুমমতে যখন কোন মুনসেফকে সনন্দ দেন্ তখন তাঁহার কর্ত্তব্য যে সেই সনন্দের এক নকলও আপন মোহর ও দস্তখতে সেই মুনসেফকে দেন্ যে সেই মুনসেফ সে নকল আপন কাছারীতে লোকদিগের দৃষ্টিহওনের স্থানে লটকাইয়া দেয় ইতি।

১৩ ধারা।

মুনসেফেরা যেসকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনানুসারে যে সকল ব্যক্তিরা মুনসেফী কর্ম্মনির্ব্বাহের নিমিত্তে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে সিক্কা ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা ও মূল্যের নগদ ও অস্থাবর বস্তুর যে সকল মোকদ্দমার দাওয়া তাহারদিগের মুনসেফী এলাকা অর্থাৎ অধিকার বাসি এদেশীয় লোকের প্রতি হয় এমতং মোকদ্দমা শুনে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করে এই নিয়মে যে যদি মোকদ্দমার হেতু হওনঅবধি নালিশকরণের সময়পর্য্যন্ত এক বৎসরহইতে অধিক কাল গত না হইয়া থাকে এবং প্রকৃত যৎকের মোকদ্দমা

তাহাই

তাহাই সমুদয় দাওয়াতে লেখা থাকে এবং সেই দাওয়া প্রকৃত পাওনা নগদের কি অস্থাবর বস্তুর কিম্বা তাহার মূল্যের বাবৎ বোধ হয় ও অপমান কি শারীরিক হানির সহিত সম্পর্ক না রাখে ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মুনসেফদিগ্‌কে নিষেধ আছে যে যে কোন মোকদ্দমাতে আপনারা নিজে কিম্বা তাহারদিগের সম্পর্কীয় কিম্বা এলাকাদার লোকের মধ্যে কেহ অথবা যে সকল উকীল কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিরা তাহারদিগের কাছারীতে কর্ম্ম করে তাহার মধ্যে কেহ কিম্বা ইঙ্গরেজের বাদশাহের প্রজা সাহেবদিগের কোন সাহেব অথবা তাহাভিন্ন অন্য বিলায়তের বাদশাহের প্রজা ফিরিঙ্গী লোকদিগের কোন ফিরিঙ্গী অথবা আমেরিকাদেশীয় লোকদিগের মধ্যে কেহ ফরিয়াদী কি আসামী হয় সে মোকদ্দমা না শুনে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি না করে ইতি।

এই প্রকরণের লেখা লোকদিগের মোকদ্দমা শুনিতে ও বিচার করিতে মুনসেফদিগ্‌কে নিষেধের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মুনসেফদিগ্‌কে ইহাও নিষেধ আছে যে যে সকল ব্যক্তিরা পাপর অর্থাৎ যোত্রহীনরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহে সে মোকদ্দমা না শুনে ও তাহার বিচার না করে ইতি।

পাপরমতে মোকদ্দমা শুনিতে মুনসেফদিগ্‌কে নিষেধের কথা।

১৪ ধারা।

মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে উপস্থিত মোকদ্দমা কাছারীতে বসিয়া আপনি নিজে বিচার ও নিষ্পত্তি করে ও আপনারদিগের আমলা কি চাকর কিম্বা গণাক্রান্ত লোকদিগের কোন ব্যক্তিকে অথবা অন্য কাহাকেও তাহাতে হাত দিতে না দেয় এবং কর্ত্তব্য যে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার মঞ্জুরী ও বিচার ও নিষ্পত্তি নীচের লেখা ধারার লিখিত সকল হুকুমের মতে করিতে থাকে ও যে সকল প্রকারেতে বিশেষরূপে এই আইনেতে কিছু হুকুম না লেখা গিয়া থাকে তাহাতে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে জিলা ও শহরের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দার বিচার ও নিষ্পত্তিবিষয়ে যে সকল আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল আইনেতে যেং দাঁড়া ও হুকুম লেখা আছে যথাসাধ্যে সেইং দাঁড়া ও হুকুমমতে কার্য্য করে ইতি।

মুনসেফেরা আপনং কাছারীতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ও যেং দাঁড়ামতে নিষ্পত্তি করিবেক তাহার কথা।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উভয় বিবাদিকে অর্থাৎ ফরিয়াদী আসামীকে কোন প্রকারে অনুমতি নাহি যে আপনং মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব করিবার কারণ আপন আত্মীয় ও এলাকাদার ও চাকরভিন্ন কিম্বা জজসাহেবের হজুরহইতে যে ব্যক্তি সনন্দ পাইয়া থাকে তাহাকে ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে উকীল মোকরর্‌ করে ইতি।

যে প্রকার লোকদিগ্‌কে সওয়াল জওয়াব করিবার কারণ মোকরর্‌ করা সঙ্গত তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যখন জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা মুনসেফদিগের নিকটে সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে উকীল নিযুক্তকরা আবশ্যক জানেন তখন

মুনসেফদিগের নিকটে সওয়াল জওয়াব ক

রিবার কারণ উকীল মোকরর্ করিতে জজসাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

উকীলদিগকে যে সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

যে কএক জনকে মোকররুকরা বিহিত হয় সুখ্যাত্যাপন্ন ও সচ্চরিত্র ও যোগ্য ও কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের উপযুক্ত দেখিয়া মোকরর্ করেন্ ও তাহারদিগকে এই আইনের শেষের লেখা ৩ তৃতীয় নম্বরের শরওয়ামতে সনন্দ দিবেন কিন্তু জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগকে অতিতাকীদ হুকুম আছে যে মুনসেফদিগের নিকটে উকীল মোকররুকরণের যে ক্ষমতা তাঁহারদিগকে এই প্রকরণানুসারে দেওয়া গেল উচিত ও আবশ্যক হওনব্যতিরেকে কোন প্রকারে সে ক্ষমতা মতে কার্য্য করিবেন না ইতি।

উকীলদিগের হলফের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে কোন উকীল ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক সে উকীল এই মজমুনে হলফ অর্থাৎ দিব্য করিবেক যে সওয়াল ও জওয়াব করিতে সাধ্য পক্ষে কসুর করিব না ও আমার ভারসম্পর্কীয় সমস্ত কর্ম্মকার্য্য ধর্ম্মক্রমে ও যথার্থরূপে করিব। ও সে যদি আপন ভারের কর্ম্ম করিতে বেইমানী কি বিধর্ম্মাচরণ অথবা কিছু বিরুদ্ধাচরণ জানিয়া শুনিয়া করে তবে তাহার নামে তাহার নালিশ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে হইতে পারিবেক কিন্তু তাহারদিগের ঐ সকল কসুর জজসাহেবদিগের হজুরে প্রমাণ না হইলে কিম্বা ওকালতী কর্ম্মের অযোগ্যতা কিম্বা মন্দ চালিচলন ও বদমাইশী অর্থাৎ অসদ্বৃত্তিতা প্রমাণ না হইলে তাহারা তগীর হইবেক না কিন্তু যদি জজসাহেব উকীল নিযুক্তরাখা বিহিত না জানেন তবে সনন্দ ফিরিয়া লইয়া বাতিল করিবেন ইতি।

হলফের অন্যমতে কার্য্য করিলে নালিশ হইতে পারিবার কথা।

যে২ মতে উকীলেরা তগীর হইবেক তাহার কথা।

উকীলেরা আপন২ মওক্কেলের সহিত মেহনতানার বাবৎ রসুমের ধার্য্য করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যাহারা এই ধারানুসারে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সওয়াল ও জওয়াব ও অন্য কর্ম্মাদিকরণের মেহনতানার বাবৎ আপন২ রসুমের নিষ্পত্তি আপন মওক্কেলের সহিত করে ও উকীলেতে ও তাহার মওক্কেলেতে যে রসুমের ধার্য্য হয় তাহা নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা ওকালতনামাতে লেখা যাইবেক ও মুনসেফেরদিগের ক্ষমতা আছে যে ওকালতনামার লেখা ঐ রসুম সমুদয় কিম্বা তাহাহইতে যত টাকা উচিত বুঝে তাহা যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হয় তাহার উপর আপন২ ফয়সালাতে দেনা লিখে ইতি।

রসুমের ধার্য্য ওকালতনামায় লেখা যাইবার কথা।

মুনসেফেরা ভিন্নব্যক্তিকে সওয়ালজওয়াব করিতে না দিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মুনসেফদিগের এ বিষয়ে অতিসাবধান ও মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী ও আসামীর আত্মীয় ও গণাক্রান্ত ও চাকর লোকভিন্ন কিম্বা জিলা ও শহরের জজসাহেবের সনন্দঅনুসারে ওকালতী কর্ম্মে যাহারা নিযুক্ত হয় তদ্ভিন্ন অন্য কাহাকেও আপন২ কাছারীতে সওয়াল ও জওয়াব করিতে না দেয় ইতি।

১৬ ধারা।

নালিশের প্রথমকার রসুম ইষ্টাম্প কাগজের

এই আইনের ১৩ ধারামতে যে সকল মোকদ্দমা মুনসেফের নিকটে উপস্থিত হয় তাহাতে নালিশের প্রথমে ফরিয়াদীর স্থানে কিছু রসুম লওয়া যাইবেক না কিন্তু

তাহার

তাহার বদলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখনানুসারে নীচের তফসীল মতে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্য লওয়া যাইবেক ইতি।

মূল্যের দ্বারা লওয়া যাইবার কথা।

তফসীল।

যদি বিরোধীয় নগদ টাকার কিম্বা অস্থাবর বস্তুর মূল্যের সংখ্যা ১৬ টাকার অধিক না হয় তবে তাহার নালিশের আরজী যে ইষ্টাম্পকাগজের দাম ১ এক টাকা সেই কাগজে লেখা যাইবেক।

আর যদি ১৬ ষোল টাকার অধিক ৩২ বত্রিশ টাকাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্প কাগজের দাম ২ দুই টাকা সেই কাগজে লেখা যাইবেক।

আর যদি ৩২ বত্রিশ টাকার অধিক যাহার অধিকের দাওয়ার তজবীজ মুনসেফ করিতে পারিবেক না এমন যে ৬৪ চৌষট্টি টাকা তাহাপর্য্যন্ত হয় তবে যে ইষ্টাম্প কাগজের দাম ৪ চারি টাকা সেই কাগজেতে লেখা যাইবেক।

১৭ ধারা।

নালিশী আরজীর মজমুনের কথা।

মুনসেফের নিকটে নালিশের যে আরজী গুজরিবেক কর্ত্তব্য যে সেই আরজীতে দাওয়ার যথার্থ বৃত্তান্ত লেখা থাকে এবং মোকদ্দমার বিষয় যে সময়ে হইয়া থাকে সে সময় এবং আসামী কিম্বা আসামীদিগের নাম ও তাহারদিগের সাকিন ও বিরোধীয় নগদ টাকার কিম্বা অস্থাবর বস্তুর মূল্যের সংখ্যা ফল সমস্ত বৃত্তান্ত ইত্যাদিতে যে মোকদ্দমার আহওয়াল বিলক্ষণ স্পষ্ট বুঝা যায় তাহা ও বিরোধের বিষয়ের বিবরণ ও বেওরা হইবার অর্থে গুণদায়ক যাহা হয় ও কার্য্যে আইসে তাহা সেই আরজীতে লেখা যায় ইতি।

১৮ ধারা।

মুনসেফ ফরিয়াদীকে নালিশী আরজীতে কটু কথা আদি ও মোকদ্দমার বেওরাছাড়া কথা লিখিতে বারণ করিবার কথা।

নালিশী আরজীতে দস্তখৎ করিবার ও দাখিলের নম্বর ও তারিখ লিখিবার কথা।

মুনসেফ মোকদ্দমার নম্বর ও উভয় বিবাদির নাম ও নালিশী আরজী শুনা যাওনের তারিখ

মুনসেফের কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদীকে যথাসাধ্য ইহা বারণ করিয়া দেয় যে উপস্থিত মোকদ্দমার বিবরণছাড়া অন্য কথা ও বৃত্তান্ত ও যাহা প্রকৃতার্থে সে মোকদ্দমার সহিত কিছু সম্পর্ক না রাখে তাহা এবং আসামীওগয়রহের প্রতি তহমৎ অর্থাৎ অপবাদের কথা ও কটুকথার প্রসঙ্গ আপন আরজীতে না লিখে। এবং মুনসেফের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক নালিশী আরজীতে আপন দস্তখৎ করে ও তাহা দাখিল হইবার নম্বর ও তারিখ লিখে এবং তাহার প্রতি হুকুম আছে যে এই আইনের শেষের ৪ চতুর্থ নম্বরেতে যে বহীর নক্শা লেখা আছে সেই মত বহীতে মোকদ্দমার নম্বর ও উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও ফরিয়াদীর নালিশী আরজী শুনা যাওনের তারিখ ও দাওয়ার টাকার সংখ্যা ও মোকদ্দমার প্রকৃত মর্ম্ম সাবধানপূর্ব্বক লিখে। ও মুনসেফের কর্ত্তব্য যে সেই বহীর দুই ঘর খালী রাখিয়া তাহার প্রথম ঘরেতে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের তারিখ ও প্রত্যেক মোকদ্দমাতে যে শেষ হুকুম হয়

আদির বহীতে লিখিবার কথা।

হয় তাহার খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক এই বিবরণে লিখে যে দাওয়ামত টাকার তাহা সমুদয় কিম্বা তাহাহইতে কতক ফরিয়াদীর হকে ডিক্রী হইয়াছে কিম্বা সেই দাওয়া নামসমুয়া অর্থাৎ অগ্রাহ্য হইয়াছে কিম্বা সে মোকদ্দমাতে রাজীনামা দাখিল হইয়াছে অথবা মোকদ্দমার তজবীজতনকী করিয়া ডিস্‌মিস্ হইয়াছে কিম্বা অন্য প্রকারে রহিত হইয়াছে এবং আদালতের খরচার এত টাকা ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের মধ্যে এক জনের শিরে কিম্বা উভয়ের শিরে দেনা পড়িয়াছে ও দ্বিতীয় ঘরেতে উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী দুই জনকে ডিক্রীর নকল দেওয়া যাওনের কি দিতে উপস্থিতকরণের তারিখ লেখা যাইবেক। ও ঐ বহী সর্ব্বকালে প্রকৃত প্রস্তাবে তৈয়ার হইবার নিমিত্তে এবং মুনসেফেরা আরজী দাখিল হইবার শৃংখলামতে পরে২ মোকদ্দমা শুনে এনিমিত্তে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে প্রতিবৎসর ঐ বহী একং২বার দৃষ্টি করেন্ অতএব মুনসেফদিগকে হুকুম দিবেন যে দশহরা কিম্বা মোহরম এই দুই সময়েতে তাহারা যে অবকাশ কাল পায় সেই সময়ে ঐ বহী জিলা কি শহরের আদালতে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

১৯ ধারা।

আসামীর নামে যে চিঠী হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ফরিয়াদীর নালিশ শুনা গেলে ও নিরূপিতমতে ঐ বহীতে লেখা গেলে পরে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে আসামীর নামে এক চিঠী কেবল মোকদ্দমার নম্বর ও ফরিয়াদী ও আসামী উভয় বিবাদির নাম ও ফরিয়াদীর দাওয়ার বেওরা চুম্বকে এবং ঐ চিঠীতে যে দিন নিরূপণ করিয়া লেখা থাকিবেক সেই দিনে আসামী নিজে কি তাহার উকীল হাজির হইয়া দাওয়ার জওয়াব দিবার তাকীদযুক্তে লিখিয়া আপন মোহর ও দস্তখতে আসামীর নিকটে পাঠায় ইতি।

মুনসেফ চিঠী যাহার হাওয়ালে করিয়া দিবে তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মুনসেফের কর্ত্তব্য যে ঐ চিঠী ফরিয়াদী কিম্বা তাহার উকীলের স্থানে দেয় ও ফরিয়াদীকে অনুমতি আছে যে তাহা আপনি নিজে কিম্বা অন্য যে ব্যক্তিকে এ কর্ম্ম করিবার নিমিত্তে ঠাহরায় তাহার মারফত আসামীর নিকটে পঁহুছায় ও ঐ চিঠী ফরিয়াদী কি তাহার উকীলকে দিবার পূর্ব্বে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তির মারফত আসামীর নিকটে ঐ চিঠী পাইবেক তাহার নাম সেই চিঠীর পিঠে লিখিয়া দেয় ইতি।

আসামীর নিকটে চিঠী পঁহুছাইবার মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে ব্যক্তির মারফত ঐ চিঠী আসামীর নিকটে পঁহুছান যাইবেক তাহার কর্ত্তব্য যে আসামীর স্থানে ঐ চিঠীর পিঠে তাহা পাইবার রসীদ লেখাইয়া লয় এবং সেই ব্যক্তির কর্ত্তব্য যে আসামীর নিকটে চিঠী পঁহুছাইবার সাক্ষী তাহার প্রতিবাসিদিগের মধ্যে কোন২ ব্যক্তিকে কিম্বা গ্রামের মণ্ডল কি পাটওয়ারী কি অন্য কোন প্রধান লোককে অথবা মহল্লার মহল্লাদারকে করে ও সর্ব্বদা আপন রিপোর্টে ঐ সাক্ষিদিগের নাম লিখিবেক ইতি।

২০ ধারা।

২০ ধারা।

আসামী যদি তেজারতের কুঠীর মোখ্তারকার সাহেবের তাবে তাঁতী কি অন্য লোকদিগের কিম্বা নিমক পোখ্তানী কি আফীন তৈয়ারকরণের কার্য্যে নিবিষ্ট লোক দিগের মধ্যে কেহ হয় তবে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে ঐ চিঠী খাম করিয়া তাহার উপর তেজারতের কুঠীর কি নিমক পোখ্তানীর কি আফীনের মোখ্তারকার সাহেবের কিম্বা তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের নামে কিম্বা তাঁহার তাবে যে আড়ঙ্গ কি কুঠী কিম্বা চৌকী অতিনিকটে হয় তাহার গোমাশ্তা কি আমীন কি সরদার আমলার নামে শিরনামা দিয়া ও সেই খাম করাতে আপনার মোহর করিয়া পাঠাইয়া দেয় ও সেই সাহেব ও তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের কিম্বা তাঁহার তাবে যে আড়ঙ্গ কি কুঠী কিম্বা চৌকী অতিনিকটে হয় তাহার গোমাশ্তা কি আমীন কিম্বা সরদার আমলার কর্ত্তব্য যে আসামীর নিকটে চিঠী পঁহুছাইয়া ও তাহার স্থানে চিঠী পঁহুছিবার রসীদ লেখাইয়া লইয়া পুনরায় চিঠী মুনসেফের নিকট ফিরিয়া পাঠান্ ইতি।

তেজারতের কুঠীআদির মোখ্তারকার সাহেব দিগের তাবে তাঁতীআদি লোক আসামী হইলে তাহার নিকটে চিঠী পঁহুছাইবার মতের কথা।

২১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোন মোকদ্দমার আসামীর নামে চিঠী জারী হইলে যদি সে আসামী নিজে কিম্বা তাহার উকীল নিরূপিত সময়ে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হওনের পরে দাওয়ার জওয়াব না দেয় তবে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার একতরফী তজবীজ করে ও ফরিয়াদী আপন দাওয়া সাবুদ করিবার কারণ যে সকল সাক্ষী মানিয়া থাকে তাহারদিগের সাক্ষ্য লইয়া ও আর যে দলীলদরপেশ করে তাহা বিবেচনা করিয়া আসামী হাজির হইয়া জওয়াব দিলে যে প্রকারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ও ডিক্রীর হুকুম করিতে হয় সেই প্রকারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে ও ডিক্রীর হুকুম দিতে থাকে ইতি।

মুনসেফ কোনং প্রকারেতে মোকদ্দমার একতরফী তজবীজ করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কিন্তু মোকদ্দমার একতরফী তজবীজকরণের পূর্ব্বে মুনসেফের উচিত যে যে ব্যক্তির মারফত চিঠী আসামীর নিকটে পঁহুছান গিয়াছিল। তাহার দ্বারা এবং সেই ব্যক্তি আসামীর নিকটে চিঠী পঁহুছাইবাতে যে সকল সাক্ষী করিয়া থাকে তাহারদিগের সাক্ষ্যদ্বারা এ বিষয়ের বিলক্ষণ তহকীক করে যে সেই চিঠী আসামীর নিকটে পঁহুছিয়াছিল কি না ইতি।

চিঠী আসামীর নিকট পঁহুছিয়াছিল কি না এবিষয়ের তহকীক মুনসেফের করিতে হইবার কথা।

২২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোন মোকদ্দমার আসামীর নামে উপরের ধারার লেখা হুকুমমতে চিঠী হইলে যদি সে আসামী রূপোশ হয় কি লুকাইয়া থাকে কিম্বা অনেক তালাশেতে না মিলে অথবা চিঠীর পিঠে একরার লিখিয়া না দেয় তবে চিঠী পঁহুছাইবার ভার যে ব্যক্তির উপর থাকে তাহার কর্ত্তব্য যে এ বিষয়ের বেওরা চিঠীর পিঠে লিখে

আসামীর গরহাজিরী কি চিঠী পহুছিবার একরার লিখিয়া না দিবার খবর মিলিবার অর্থে যে

উপায় কর্ত্তব্য তাহার কথা।

লিখে এবং আসামী অনেক তালাশেতে মিলিল না কিম্বা ঐ চিঠীর পিঠে তাহা পঁহুছিবার একরার লিখিয়া দিল না এ কথা সাবুদ হইবার কারণ আসামীর প্রতিবাসি কোন ব্যক্তি কি ব্যক্তিরদিগকে কিম্বা গ্রামের মণ্ডল কি পাটওয়ারী কি অন্য কোন প্রধান বাসিন্দাকে অথবা আসামী প্রায় সর্ব্বদা যে মহল্লা অর্থাৎ পাড়াতে থাকে সেই মহল্লার মহল্লাদারকে সাক্ষী করে ইতি।

আসামীকে না পাওয়া গেলে কি চিঠী পঁহুছিবার একরার লিখিয়া না দিলে ইশ্তিহার দেওয়া যাইবার ও ইশ্তিহারনামার মজমুনের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ বেওরা মুনসেফের নিকটে পঁহুছিলে পর তাহার কর্ত্তব্য যে আপন আদালতের কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টিপাতের স্থানে এক ইশ্তিহার নামা সেই চিঠীর নকল লেখা সুদ্ধা আর এই সকল কথা লিখিয়া লট্‌কাইয়া দেয় যে ঐ আসামী যদি এই ইশ্তিহারনামার তারিখহইতে পনের দিনের মধ্যে হাজির না হয় তবে তাহার হাজিরহওন ও জওয়াব দাখিলকরণ বিনা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাইবেক। এবং সেই ইশ্তিহারনামার নকল আসামী যে বাটীতে বাস করে সেই বাটীর সদর দরওয়াজাতে কিম্বা তাহার নিকটে যে স্থানে দিলে সকলের দৃষ্টি হয় তথায় লট্‌কান যাইবেক ও সেই ইশ্তিহারনামা এ দেশের চলন অক্ষর ও ভাষাতে লেখা কর্ত্তব্য ইতি।

ইশ্তিহারনামা লিখিত সময়ে আসামী হাজির না হইলে মুনসেফ মোকদ্দমার একতরফী তজবীজ করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ ইশ্তিহারনামা দেওয়া গেলেও যদি আসামী আপনি নিজে কিম্বা তাহার উকীল হাজির না হয় তবে তাহাতে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে ইশ্তিহারনামার মিয়াদ গত হইলে পর এই আইনের ২১ ধারার ২ প্রকরণের লেখা উপায় ও হুকুমের মতে কার্য্য করিয়া মোকদ্দমার একতরফ বিচার ও নিষ্পত্তি করে ইতি।

২৩ ধারা।

মুনসেফদিগকে আসামীর স্থানে জামিনী তলব করিতে নিষেধের কথা।

মুনসেফদিগকে সম্পূর্ণ নিষেধ আছে যে আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমা আসামীদিগের স্থানে মালজামিনী কিম্বা হাজিরজামিন তলব না করে এবং তাহারদিগের মালআমওয়াল ক্রোক না করে কিন্তু মুনসেফেরা যদি নিশ্চয় ইহা বুঝে যে আসামী রুপোশ হইবার কিম্বা তাহারদিগের অধিকারহইতে বাহির হইয়া যাইবার বাসনা রাখে কিম্বা আপন মালআমওয়ালের উপর এমত কোন চক্রান্ত করে যে তাহার নামে ডিক্রী হইলে ডিক্রী জারীহওয়া ভার হইবে তবে এসকল প্রকারেতে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার গতিকের বেওরা জজসাহেবের হুজুরে লিখিয়া পাঠায় ও ঐ সাহেবকে অনুমতি আছে যে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ২ আইনের ৪ ও ৫ ধারার লিখন মতে তাহাতে যে হুকুম দেওয়া উপযুক্ত বুঝেন তাহাই দেন্ ও সেই হুকুম মুনসেফ কি আপন আদালতের আমলা ইহার যাহার দ্বারা বিহিত হয় তাহার দ্বারা জারী করেন ইতি।

মুনসেফেরা আসামী রুপোশ হইবার বেওরা জজসাহেবের হুজুরে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

২৪ ধারা।

সাক্ষির সাক্ষ্যলওনা

যদি আসামী নিজে কিম্বা উকীলের দ্বারা চিঠী কি ইশ্তিহারনামার বিরুদ্ধ করিয়া

দেখার

লেখার সময়ে কিম্বা তাহার মিয়াদ গতহওনের পর ফরিয়াদীর মানিত সাক্ষিদিগের সাক্ষ্যলওনের ও দস্তাবেজ দাখিল হওনের পূর্ব্বে হাজির হয় তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে ফরিয়াদীর দাওয়ার আরজীর নকল লইয়া তাহার জওয়াব লিখিয়া দাখিল করে ইতি।

দি পূর্ব্বে আসামী হাজির হইলে দাওয়ার জওয়াব দাখিল করিতে পারিবার কথা।

২৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আসামীকে ইহা বারণ করে যে প্রকৃতার্থে যে সকল কথা মোকদ্দমার সহিত কিছু সম্পর্ক না রাখে তাহা কিম্বা ফরিয়াদীওগয়রহ প্রতি তহমতের কি কটু কথার প্রসঙ্গ আপন জওয়াবেতে না লিখে ইতি।

মুনসেফেরা মোকদ্দমার ব্যতীত অন্য বৃত্তান্ত ও কটু কথাআদি জওয়াবে লিখিতে আসামীকে বারণ করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। যদি আসামী আপন জওয়াবেতে ফরিয়াদীর দাওয়া কবল রাখে অর্থাৎ মানে কিম্বা তাহা কিছুই কবুল না রাখে তবে অন্য২ প্রকার সওয়ালজওয়াব মুনসেফের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে করার দরকার হইবেক না কিন্তু যদি আসামীর জওয়াবে এমত কোন কথা লেখা থাকে যে বিরোধের বিষয়ের বেওরা জানা যাইবার কারণ ফরিয়াদীর প্রতি তাহার জওয়াব দেওয়া আবশ্যক হয় কিম্বা ফরিয়াদী তাহার জওয়াব দিবার মনস্থ আপনি জানায় এমতে তাহার কর্ত্তব্য যে আসামী নালিশের আরজীর জওয়াব দাখিলকরণের পরদিন আপন জওয়াবলজওয়াব দাখিল করে কিন্তু ফরিয়াদীকে অনুমতি থাকিবেক না যে আপনার নালিশের আরজীর মজমুনভিন্ন আর কোন নূতন কথা তাহাতে লিখে বরং তাহার কর্ত্তব্য যে আসামীর জওয়াবের কথা কবুল রাখে অর্থাৎ মানে কিম্বা তাহার লেখা সমুদয় কি যে২ কথা হয় তাহা কবুল না রাখে কিম্বা এই কথা মাত্র লিখে যে ঐ জওয়াব আমার আরজীর লেখা মজমুনের মতানুযায়ী নহে ইতি।

যে প্রকারে ফরিয়াদীকে জওয়াবলজওয়াব দাখিল করিতে অনুমতি আছে তাহার কথা।

জওয়াবলজওয়াবের মজমুনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। আসামীরো কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী যে দিবসে জওয়াবলজওয়াব দাখিল করে সেই দিবসেই তাহার রদজওয়াব দাখিল করে ও প্রথম জওয়াবে যাহা২ লিখিয়া থাকে তাহা ছাড়া আর কোন নয়া কথা ঐ রদজওয়াবেতে না লিখে বরং তাহার কর্ত্তব্য যে জওয়াবলজওয়াবের লেখা সমুদয় কিম্বা তাহার যে কথা হয় তাহা না মানে অথবা এই কথামাত্র লিখে যে ফরিয়াদীর দাওয়ার যে জওয়াব দিয়াছি তাহা সমস্ত ওয়াজিবী ও তাহার আরজীর মতানুযায়ী। ও উপরের লেখা মজমুনব্যতীত অন্য সওয়াল ও জওয়াব মুনসেফদিগের আদালতে শুনা যাইবেক না ইতি।

আসামী রদজওয়াব দিবার এবং তাহাতে যাহা লেখা ও না লেখা উচিত তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে মুনসেফদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে জওয়াব ও জয়াওবলজওয়াব ও রদজওয়াব ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক না ইতি।

মুনসেফদিগের নিকটের মোকদ্দমাতে জওয়া

৫ পঞ্চম প্রকরণ

বল্‌জওয়াব কিম্বা রদজওয়াব দাখিল করিতে বিলম্ব হইলে সেহেতুক মুনসেফ মোকদ্দমার বিচারকরা মৌকুফ না রাখিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে সকল মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী জওয়াবলজওয়াব দাখিল করিতে কিম্বা আসামী রদজওয়াব দাখিল করিতে নিরূপিত সময়ের অতিরিক্ত বিলম্ব করে তাহাতে মুনসেফদিগকে হুকুম নাহি যে এমতবিলম্ব হওয়াতে মোকদ্দমার তজবীজকরা মৌকুফ রাখে বরুং তাহারদিগকে অনুমতি আছে যে জওয়াবলজওয়াব কিম্বা রদজওয়াব দাখিল করিলে যেমত বিচার করিত ইহাতেও সেইমত সে মোকদ্দমার বিচার করে ইতি।

২৬ ধারা।

নম্বরবিলিমতে মোকদ্দমার তজবীজ হইবার কথা।

মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার নম্বরবিলিমতে বিচার করে কিন্তু যদি মুনসেফের রিপোর্টের দ্বারা কিম্বা অন্য প্রকার অবগত হওনানুসারে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের বিবেচনায় কোন মোকদ্দমার বিচার পূর্ব্বে হওয়া উচিত বোধ হয় তবে মুনসেফের নামে এই বয়ানে হুকুম দেন্ যে নম্বরবিলিতে দৃষ্টি না করিয়া আর২ মোকদ্দমার বিচারের পূর্ব্বে সে মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাসকল রুবকার করিয়া নিষ্পত্তি করে ইতি।

২৭ ধারা।

মোকদ্দমার বিচারের নির্দ্ধারিত দিবসে উভয়ে গরহাজির থাকিলে এস্তেলানামা লট্‌কান যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সকল মোকদ্দমাতে আসামীর তরফহইতে জওয়াব দাখিল হইয়া থাকে তাহার কোন মোকদ্দমার বিচারহওনের নিরূপিত প্রথম দিবসে ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ে কিম্বা তাহারদিগের এক জন গরহাজির থাকিলে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে সে মোকদ্দমার তজবীজ করা মৌকুফ রাখিয়া এক এস্তেলানামা দশ দিবসের কম না হয় এমত এক মিয়াদের নিরূপণ ও ঐ নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে ঐ মোকদ্দমার তজবীজ করা যাইবেক এ কথা লিখিয়া আপন কাছারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিহওনের স্থানে লট্‌কাইয়া দেয়। যদি ঐ নিরূপিত দিবসে ফরিয়াদী কিম্বা তাহার উকীল মুনসেফের নিকটে হাজির না হয় তবে সে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইবেক আর যদি আসামী নিরূপিত দিবসে হাজির না হয় তবে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার এক তরফী তজবীজ করে ইতি।

উভয়ের এক জন গরহাজির হইলে যেমতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি বিনাতজবীজে কোন মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয় আর ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের মধ্যে কেহ মুনসেফের নিষ্পত্তিতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হইয়া আপীল করে তবে আদালতের যে সাহেবের প্রতি আপীলমতে সে মোকদ্দমার বিচারের ভার আছে তাঁহার কর্ত্তব্য যে আপনি নিজে সে মোকদ্দমার যথার্থ বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করেন্ কিম্বা সে মোকদ্দমা যে মুনসেফের আদালতে ডিস্‌মিস্ হইয়া থাকে তাহার নিকটে অথবা অন্য কোন আদালতে এমত মোকদ্দমার বিচারের ভার থাকিলে তথায় গোড়াগুড়ি বিচার করিবার নিমিত্তে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

মুনসেফী আদালতে বিনাতজবীজে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইলে যে নিয়ম আছে তাহার কথা।

 * ২৮ ধারা।

২৮ ধারা।

মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের রুবকারকরা মোকদ্দমা ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের কিম্বা তাহারদিগের মোকররুকরা উকীলের মোকাবিলায় সওয়াল ও জওয়াব শুনিয়া ও উভয়ের দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্র ও উভয়ের মানিত সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী দেখিয়া বিচার ও নিষ্পত্তি করে বরং যদি উভয়ে হলফ করিতে রাজী হয় তবে তাহারদিগের হলফের অনুসারে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে থাকে ইতি।

মুনসেফেরা আপনারদিগের রুবকারকরা মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যে প্রকারে করিবেক তাহার কথা।

২৯ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি ফরিয়াদী কিম্বা আসামী মুনসেফের নিকটে সাক্ষিদিগকে হাজির করাইবার দরখাস্ত করে ও সাক্ষী কি সাক্ষিরা কেবল ফরিয়াদী কিম্বা আসামীর কথাক্রমে হাজির না হয় তবে সেই মুনসেফ যে সাক্ষী কি সাক্ষিরা তাহার এলাকা অর্থাৎ অধিকারস্থ হয় তাহারদিগের নামে সপীনা করিবেক আর এদেশের রীতি ও রেওয়াজ মতে যাহারদিগকে আদালতে হাজিরকরাণ সঙ্গত নহে এমত কোন স্ত্রীলোক যদি সাক্ষী থাকে তবে তাহাকে হাজিরকরণের কারণ সপীনা জারী হইবেক না ও তাহার সাক্ষ্যলওনের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারাতে ও ১৭৯৫ সালের ৫ আইনের ২ ধারাতে এবং ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারাতে যে উপায় লেখা আছে তাহাই করিবেক ইতি।

যে সাক্ষিরা উভয়বিবাদির কথাক্রমে হাজির না হয় তাহারদিগের নামে সপীনা করিতে মুনসেফের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সেই সপীনাতে মোকদ্দমার নম্বর ও উভয়ের মধ্যে যাহার দরখাস্তমতে সপীনা জারী হয় তাহার নাম ও সাক্ষিদিগের এবং তাহারদিগের সাকিনের নাম লেখা যাইবেক আর ইহা লেখা যাইবেক যে ঐ সাক্ষী নিরূপিত দিবসে মুনসেফী আদালতের কাছারীতে হাজির হইয়া মোকদ্দমার যে কিছু বৃত্তান্ত জ্ঞাত থাকে তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ কহে ইতি।

সপীনার মজমুনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মুনসেফের নিকটে সাক্ষিদিগকে হাজির করাইবার নিমিত্তে উভয় বিবাদী যে দরখাস্ত দিবেক তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার আবশ্যক নাহি এবং মুনসেফকে ঐ সপীনা জারীকরণের কারণ কিছু রসুম তলব করিতে এবং লইতে পারিবার অনুমতি নাহি ইতি।

উভয় বিবাদির সাক্ষী হাজির করাইবার দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে না হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—মুনসেফের কর্ত্তব্য যে ঐ সপীনা যে ব্যক্তি তাহার দরখাস্ত করে তাহার স্থানে কিম্বা তাহার উকীলের স্থানে দেয় ও সেই ব্যক্তির কিম্বা তাহার উকীলের ক্ষমতা আছে যে সাক্ষিদিগকে ঐ সপীনা আপনি নিজে দেয় কিম্বা এ কর্ম্মের উপযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা সাক্ষিদিগের নিকটে পঁহুছায় কিন্তু তাহাতে এই নিয়ম থাকিবেক যে সপীনা পঁহুছাইবার নিমিত্তে যে ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট হয় তাহাকে মুনসেফ ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের মধ্যে কোন ব্যক্তির কিম্বা তাহার উকীলের স্থানে

সপীনা জারীর মতের কথা।

নিয়মের কথা।

স্থানে সপীনা দিবার পুর্ব্বে জ্ঞাত হইবেক ও তাহার নাম সপীনার পিঠে লেখা যাইবেক ইতি।

৩০ ধারা।

সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত কি নিমক কি আফীন বানাইবার কর্ম্মে নিযুক্তথাকা তাঁতী আদি ব্যক্তিদিগের নামে সপীনা হইলে তাহা জারীহওনের মতের কথা। ঐ সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী শীঘ্রং করিয়া তাহারদিগকে বিদায় করিবার কথা।

যদি সাক্ষ্য দিবার নিমিত্তে সরকারের তেজারতের দ্রব্যজাত কিম্বা নিমক অথবা আফীন তৈয়ার করিবার কর্ম্মে নিযুক্ত কোন তাঁতী কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির নামে সপীনা হয় তবে সে সপীনা ঐ সাক্ষী আসামী হইলে তাহার নামে এই আইনের ২০ ধারার লেখা হুকুমমতে যে প্রকারে সমন জারী হইত সেই প্রকারে জারী হইবেক কিন্তু মুনসেফদিগের এবিষয়ে সাবধানহওয়া উচিত যে আবশ্যক না হইলে ঐ তাঁতী ইত্যাদি কোন ব্যক্তিকে আপনারদিগের নিকটে না আনায় ও আবশ্যক মতে হাজির হইলে তাহার জোবানবন্দী যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার মধ্যে করিয়া লইয়া তাহাকে বিদায় করে ইতি।

৩১ ধারা।

কোন সাক্ষির নামে সপীনা জারী হইলে সে যদি হাজির না হয় তবে তাহার মাল ক্রোক হইবার কথা।

মাল ক্রোক করাতেও সাক্ষী হাজির না হইলে মুনসেফের যে কর্ত্তব্য তাহার কথা।

জজসাহেব আর এক হুকুমনামা পাঠাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোন সাক্ষির নামে নিরূপণ করিয়া লেখামতে সপীনা জারী হইলে সে সাক্ষী যদি নির্দ্ধারিত দিবসে হাজির না হয় তবে মুনসেফকে অনুমতি আছে যে আপনার মুনসেফী এলাকা অর্থাৎ অধিকারের মধ্যে সেই সাক্ষির যে মাল আমওয়াল পাওয়া যায় তাহা ক্রোক করিতে পারিবেক ও মাল আমওয়াল ক্রোক হইলেও যদি যাহার নামে সপীনা জারী হইয়াছে সেই সাক্ষী যে কালের মধ্যে হাজিরহওয়া উপযুক্ত তাহার মধ্যে হাজির না হয় কিম্বা হাজিরহইতে না চাহে ও যে ব্যক্তি তাহাকে আপন মোকদ্দমা প্রমাণ করিবার নিমিত্তে সাক্ষি মানিয়া থাকে তাহার হলফ অর্থাৎ দিব্যক্রমে মুনসেফের ইহা নিশ্চয় বোধ হয় যে সেই সাক্ষির সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক তবে মুনসেফের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জজসাহেবের হজুরে লিখিয়া পাঠায় ও সেই জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাঁহার আপন আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে সাক্ষিরদিগকে হাজির করাইবার কারণ যে হুকুম জারী করিয়া থাকেন মুনসেফের নিকটে সাক্ষিদিগকে হাজির করাইবার বিষয়েও সেই মত হুকুম জারী করেন্ ইতি।

অন্য হুকুমনামাতে ও সাক্ষী হাজির না হইলে জজসাহেব তাহার জরীমানা করিবার কথা।

জরীমানার টাকা উসুলকরণের মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—পুনর্ব্বার হুকুমনামা জারী হইলেও যদি সেই সাক্ষী হাজির না হয় তবে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে যত নগদ টাকা কি যে জিনিসের বিরোধ হয় কোন প্রকারে তাহার সংখ্যা কিম্বা মূল্যহইতে অধিক না হয় এমত সংখ্যাতে সেই সাক্ষির জরীমানা করেন্ ও ডিক্রী জারীহওনের কারণ এক্ষণকার চলিত আইনমতে যেমতং উপায় করেন্ ঐ জরীমানার টাকা উসুলকরণের বিষয়েও সেই উপায় করেন্ ইতি।

কোন সাক্ষী হাজির

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন সাক্ষী তাহার নামে নিরূপিত মত সপীনা জারী

হইলে

হইলে হাজির হইয়া সাক্ষ্য দিতে কিম্বা আপন জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিতে না চাহে তবে মুনসেফের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া সেই সাক্ষির যে জরীমানাকরা উচিত বুঝে তাহা করে কিন্তু মুনসেফকে এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিষেধ আছে যে তাহার প্রতি যে ভার দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে জরীমানার টাকা উসুল করিতে প্রবর্ত্ত না হয় বরং মোকদ্দমার বেওরা জজসাহেবের হজুরে লিখিয়া পাঠায় ও সেই জজসাহেব সেই জরীমানার টাকা সমুদয় মাফ করিতে কিম্বা তাহা কমাইতে অথবা সমুদয় বহাল রাখিতে পারেন্ ও তাহা উসুলের কারণ উপরের প্রকরণের লেখা উপায় করিবেন ইতি।

হইয়া সাক্ষ্য দিতে কি জোবানবন্দীতে দস্তখৎ করিতে না চাহিলে মুনসেফ মোকদ্দমার বৃত্তান্ত লিখিয়া জজসাহেবের হজুরে রিপোর্ট করিবার কথা।

মুনসেফের রিপোর্ট পঁহুছিলে জজসাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৩২ ধারা।

প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন মুনসেফের আপন এলাকা অর্থাৎ অধিকারের বাহিরে যে সাক্ষী বাস করে তাহার সাক্ষ্য লওনের প্রয়োজন হয় ও সেই সাক্ষী ফরিয়াদী কি আসামীর কথাক্রমে হাজির না হয় তবে সে মুনসেফ যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুকুমতের তাবে হয় সেই জজসাহেবের হজুরে সেই সাক্ষী পাঠাইয়া দিবার নিমিত্তে আরজী করিবেক ও সেই জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে আপন আমলার দ্বারা কিম্বা যে জজসাহেব অথবা মুনসেফের অধিকারে সেই সাক্ষী বসত করে তাঁহার মারফত সেই সাক্ষিকে হাজির করিবার কারণ যে২ হুকুমজারীকরা আবশ্যক হয় তাহা করেন্ ইতি।

কোন মুনসেফের এলাকার বাহিরে কোন সাক্ষির নিবাস হইলে সে সাক্ষিকে হাজির করাইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন সাক্ষী মুনসেফী কাছারীহইতে অতিদূরে বাস করে কিম্বা তাহাকে মুনসেফের আদালতে হাজিরকরাণ উচিত না হয় তবে মুনসেফের ক্ষমতা আছে যে সেই সাক্ষির জোবানবন্দী আপনি যে২ সওয়ালের জওয়াব লওয়া আবশ্যক জানে সেই সওয়ালের ফর্দ্দ কিম্বা উভয়বিবাদী অথবা তাহারদিগের উকীলেরা মোকদ্দামার তজবীজের সময়ে যে সওয়ালের ফর্দ্দ দাখিল করে তাহার মতে লওনের নিমিত্তে জজসাহেবের হজুরে দরখাস্ত করে ও সেই জজসাহেব সেই সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার অর্থে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪আইনের ৬ ধারা ও ১৭৯৫ সালের ৮ আইনের ২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারার লিখিত উপায় করিবেন ইতি।

যে২ প্রকার সাক্ষির জোবানবন্দীর প্রয়োজন হইলে মুনসেফ সাক্ষির জওয়াবের কারণ সওয়ালের ফর্দ্দ জজসাহেবের হজুরে পাঠাইবেক তাহার কথা।

৩৩ ধারা।

মুনসেফদিগকে সম্পূর্ণ নিষেধ আছে যে সাক্ষিদিগকে কয়েদ কিম্বা তাহারদিগের উপর আর২ প্রকার জবরদস্তী না করে এবং মুনসেফদিগের প্রতি হুকুম আছে যে সাক্ষিদিগের জোবাবন্দী যত শীঘ্র হইতে পারে তাহারি মধ্যে করিয়া লয় যে অনর্থক বিলম্বহওয়াতে ও আপন২ নিবাস ও কর্ম্ম ছাড়িয়া অন্যত্র থাকাতে তাহারদিগের ক্লেশ ও ব্যামোহ না হয় ইতি।

সাক্ষিদিগেরপ্রতি জবরদস্তী করিতে কি অধিক কাল তাহারদিগ্কে ঘরছাড়া করিয়া রাখিতে মুনসেফকে নিষেধের কথা।

৩৪ ধারা।

সাক্ষিদিগের হলফ কি হলফনামাক্রমে তাহারদিগের জোবানবন্দী লইবার কথা।

মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে সাক্ষিদিগের যে জাতি ও ধর্ম্ম তাহার মতে যে দিব্য গুরুতর বুঝে তাহাই তাহারদিগকে করায় কিন্তু যদি সাক্ষিদিগের জাতি ও মর্য্যাদার দৃষ্টে এমত বোধ হয় যে এদেশের রীতি ও রেওয়াজমতে সহসা তাহারদিগকে দিব্যকরাণ অনুচিত তবে মুনসেফ সে সাক্ষিদিগকে দিব্য না করাইয়া তাহার বদলে ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৬ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৭ ধারার কিম্বা উত্তরকালে যেসকল দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার লেখা হুকুমমতে হলফনামা অর্থাৎ সুকৃতিপত্র লেখাইয়া লইবেক ইতি।

৩৫ ধারা।

যে প্রকারে হলফ কি হলফনামা বিনা সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

মুনসেফদিগের সর্ব্বকালে এ ক্ষমতা আছে যে যদি ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ে কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা রাজী হয় তবে কোন সাক্ষির সাক্ষ্য বিনাহলফে হলফনামাক্রমে বরং হলফনামাবিনা অমনি লইয়া মোকদ্দমার বিচার করে ইতি।

৩৬ ধারা।

মুনসেফেরা উভয় বিবাদী কি তাহারদিগের উকীলদিগেরে সাক্ষিকে শিক্ষাইয়া দিতে ও ভয় দেখাইতে কি মোকদ্দমা ছাড়া কথার সওয়াল করিতে না দিবার কথা।

মুনসেফেরা এ বিষয়ে অতিসাবধান ও সতর্ক হইবেক যে উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী কিম্বা তাহারদিগের উকীলেরা কি মোখ্তারেরা সাক্ষিদিগকে শিক্ষাইয়া দিতে ও ভয় দেখাইতে না পায় কিম্বা যেং সওয়ালেতে তাহারদিগের আশয় টের পাইয়া জওয়াব দিতে পারে তাহা অথবা উভয় বিবাদির মান মর্য্যাদার কিম্বা স্পষ্টতঃ বিরোধের বিষয়ের সহিত সম্পর্ক না রাখে এমত সওয়াল না করিতে পায় ইতি।

৩৭ ধারা।

সাক্ষির জোবানবন্দী লেখা যাইবার মজমূনের ও তাহাতে তাহার দস্তখৎ হইবার কথা।

প্রত্যেক সাক্ষির জোবানবন্দী প্রথমে সেই সাক্ষির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বিবাহিতা স্ত্রীলোক সাক্ষী হইলে তাহার স্বামির নাম ও তাহার জাতি ও ধর্ম্ম ও ব্যবসায়ের নাম ও বয়ঃক্রমের সংখ্যা ও সাকিনের নাম লেখা যাইবেক এবং কর্ত্তব্য যে সেই জোবানবন্দীতে ঐ সাক্ষী আপন দস্তখৎ কিম্বা কিছু নিশানী করে ইতি।

৩৮ ধারা।

মুনসেফরা দস্তাবেজ দাখিলের বিষয়ে কিছু রসুম কি ইষ্টাম্পের রসুম না লইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— মুনসেফদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিষয়ে যে সকল দস্তাবেজ তাহারদিগের নিকটে দাখিল হয় তাহার কিছুমাত্র রসুম লওয়া যাইবেক না ও ঐ সকল দস্তাবেজ দাখিলকরণের কারণ প্রথমতঃ দরখাস্ত দিবার

আবশ্যক

আবশ্যক নাহি কিন্তু মুনসেফদিগকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ হুকুম আছে যে যে কোন তমঃসুক কিম্বা একরারনামা অথবা অন্য২ দস্তাবেজ আসল অথবা তাহার নকল ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবার অর্থে এক্ষণে হুকুম হইয়াছে কিম্বা উত্তরকালে হয় তাহা এক্ষণকার চলিত আইনেতে যে ইষ্টাম্পকাগজের রকম ও মূল্য লেখা গিয়াছে এক্ষণকার চলনমতে সেই ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা গেলে তাহা দস্তাবেজরূপে না লয় ও মঞ্জুর না করে ইতি।

এক্ষণকার চলন ইষ্টাম্প কাগজে না লেখা দস্তাবেজ মঞ্জুর করিতে নিষেধের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মুনসেফের নিকটে যে সকল দস্তাবেজ দাখিল হয় তাহার মধ্যে কোন দস্তাবেজে যদি সেই মুনসেফের এমত সন্দেহ হয় যে ঐ দস্তাবেজ নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছে কি না তবে সে মুনসেফের উচিত যে সে দস্তাবেজ মোকদ্দমার বেওরাসহিত জজসাহেবের অভিমতের কারণ তাঁহার হুজুরে পাঠাইয়া দেয় ও সেই জজসাহেব সে দস্তাবেজ রদ কিম্বা মঞ্জুরহওনের বিষয়ে যে হুকুম দেন সেই হুকুমমতে কার্য্য করিবেক ইতি।

মুনসেফেরা নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছে কি না এমত সন্দেহ হওয়া দস্তাবেজ সহিত জজসাহেবের হুজুরে রিপোর্ট করিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে যে দস্তাবেজ দাখিল হয় সে দস্তাবেজেতে তাহা দাখিলহওনের তারিখ লিখিয়া আপন দস্তখৎ ও মোহর করে ও সেই সকল দস্তাবেজের ঠিকানা থাকিবার নিমিত্তে তাহাতে এক২ অঙ্ক অর্থাৎ নম্বর কিম্বা এক২ অক্ষরের নিশানী করে ও যে২ সাক্ষির জোবানবন্দীতে কিম্বা যে সকল রুবকারীতে অথবা ডিক্রীতে সেই দস্তাবেজের প্রসঙ্গ লিখিতে হয় তাহাতে নম্বর কি ২রে নিশানীর কথাসুদ্ধ লিখে ইতি।

দাখিলহওয়া দস্তাবেজে দস্তখৎ ও ঠিকানা থাকিবার কারণ নিশানী করিবার ও তাহার প্রসঙ্গ জোবানবন্দী ও রুবকারী ও ডিক্রীতে লিখিবার কথা।

৩৯ ধারা।

মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের রুবকারকরা মোকদ্দমা ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের সওয়াল ও জওয়াব ও সাক্ষীদিগের জোবানবন্দী শুনিয়া ও দস্তাবেজ দেখিয়া ও বিবেচনা করিয়া ন্যায় ও বিচারানুসারে নিষ্পত্তি ও সমাধা করে ইতি।

উভয়ের সওয়াল ও জওয়াব ও সাক্ষির জোবানবন্দী শুনিয়া ও দস্তাবেজ দেখিয়া মুনসেফ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪০ ধারা।

মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আপনারদিগের আদালতের প্রত্যেক ডিক্রীতে উভয় বিবাদির অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও তাহারদিগের আদালতে যে সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী লওয়া গিয়া থাকে তাহারদিগের নাম এবং মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে যে সকল দস্তাবেজ পড়া গিয়া থাকে তাহার নাম ও ফরিয়াদী ও আসামীর সওয়াল ও জওয়াবের বিশেষ২ বৃত্তান্তের খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক ও আপনারদিগের নিষ্পত্তির আসল২ হেতু ও প্রমাণের বয়ান ও বিবরণ লিখে এবং সেই ডিক্রীতে যে নগদ টাকা অথবা অস্থাবর বস্তুর মূল্যের ডিক্রী কোন ব্যক্তির হকে হয়

মুনসেফী আদালতের ডিক্রী যে মজমুনে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

তাহার

ফরিয়াদীর দাওয়া কেবল দুঃখ দিবার কারণ বুঝা গেলে মুনসেফ তাহার উপর খরচা ও দণ্ড মোকররূ করিবার কথা।

তাহার সংখ্যা এবং আদালতের যে খরচা ফরিয়াদী ও আসামীর শিরে দেনা হয় তাহার সংখ্যা লিখে ও যে মোকদ্দমাতে মুনসেফ ফরিয়াদীর দাওয়া কেবল আসামীকে দুঃখ ও ক্লেশ দিবার নিমিত্তে বুঝে তাহাতে যে আন্দাজ খরচা ও দণ্ড উচিত হয় তাহাই ফরিয়াদীর উপর মোকররূ করিয়া তাহারো প্রসঙ্গ উপরের লিখিতমতে ফয়সলাতে লিখিবেক ইতি।

৪১ ধারা।

ডিক্রীর নকল তৈয়ার করণের ও তাহা উভয় বিবাদিকে দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—উপরের লিখিত প্রকারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর মুনসেফেরদিগের কর্ত্তব্য যে ডিক্রীর দুই নকল লেখাইয়া তাহাতে আপনারদিগের মোহর ও দস্তখৎ করিয়া মোকদ্দমা ফয়সলা অর্থাৎ নিষ্পত্তিহওনের তারিখ হইতে সাত দিবসের মধ্যে আপনারদিগের আদালতের কাছারীতে উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামীকে কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগকে দেয় এবং কর্ত্তব্য যে ডিক্রীর সেই নকলের পিঠে তাহা দেওয়া যাওনের তারিখ লিখিয়া দেয় আর যদি ফরিয়াদী আসামী উভয়ে কিম্বা তাহারদিগের এক জন তাহা লইবার নিমিত্তে হাজির না হয় কিম্বা হাজির হইয়া তাহা লইতে না চাহে তবে তাহার বৃত্তান্ত সেই ডিক্রীর নকলের পিঠে লিখিযা রাখিবেক ইতি।

মুনসেফ ডিক্রীর নকল দেওনের তারিখ কি তাহা দেওয়া না হওনের হেতু তাহার পিঠে লিখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে ইহা প্রমাণ হয় যে কোন মুনসেফ তারিখ লিখিতে ও যে২ কথা লিখিবার অর্থে উপরের প্রকরণেতে লেখা গিয়াছে তাহা লিখিতে জানিয়া শুনিয়া একে আর লিখিয়াছে কিম্বা আপীল না হইতে পায় এই মনস্থে ফরিয়াদী ও আসামীর মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ডিক্রীর নকল দেয় নাই তবে ঐ মুনসেফ তগীরহওনের ও ঐ সাহেবদিগের বিবেচনায় যত টাকা জরীমানা উপযুক্ত বোধ হয় তত টাকা জরীমানা সরকারে দিবার যোগ্য হইবেক ইতি।

মুনসেফ এই প্রকরণের উক্ত কথা লিখিতে চাতুরী করিলে কি ডিক্রীর নকল উভয় বিবাদির মধ্যে একেরে না দিলে প্রতিফল পাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ফরিয়াদী ও আসামী উভয় বিবাদিকে ডিক্রীর যে নকল দিবার হুকুম মুনসেফদিগকে আছে তাহা ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার আবশ্যক নাহি ইতি।

উভয় বিবাদিকে দেওয়া যাইবার নিমিত্তে ডিক্রীর নকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে না হইবার কথা।

৪২ ধারা।

মোকদ্দমার বিচারকালীন উভয় বিবাদীকি তাহারদিগের উকীলদিগের কি সাক্ষিদিগের কেহ মুনসেফের পক্ষে চপলতা করিলে মুনসেফ তাহার জরীমানা করিয়া তাহার বেওরা জজসাহে

যদি ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের কি তাহারদিগের সাক্ষিগণের মধ্যে কেহ মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে মুনসেফের পক্ষে কিছু চপলতা করে তবে মুনসেফকে অনুমতি আছে যে ঐ সকল লোকদিগের মধ্যহইতে যে কেহ এমত ত্রুটি করে তাহার প্রতি বিষয় বুঝিয়া যে জরীমানা উপযুক্ত হয় তাহাই করে কিন্তু মুনসেফকে সম্পূর্ণ নিষেধ আছে যে এমত জরীমানার টাকা উসুলের অর্থে আপনার প্রতি অর্পিহওয়া ক্ষমতাক্রমে কিছু উপায় ও উদ্যোগ

না করে বরং তাহার উচিত যে সে বিষয়ের রোওয়া জজসাহেবের হজুরে লিখিয়া পাঠায় ও সেই জরীমানার টাকা সমুদয় মাফ করিতে কিম্বা তাহা কমাইতে অথবা সম্যক বহাল রাখিতে সেই জজসাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে ও কম করা কি সম্যক্ বহাল রাখা হইলে এক্ষণকার চলিত আইনের হুকুমমত ডিক্রীজারী করিবার কারণ যেমতং উপায় করেন্ ঐ জরীমানার টাকা উসুলের কারণ সেই প্রকার উপায় ও আচরণ করিবেন ইতি।

বের হজুরে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

জরীমানার টাকা সমুদয় মাফ করিতে কি কমাইতে কি সমুদয় বহাল রাখিতে জজসাহেবের ক্ষমতার ও তাহা উসুলের মতের কথা।

৪৩ ধারা।

১ প্রথম করণ।—মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিমাসের ১৫ তারিখে কিম্বা ইহার যত পূর্ব্বে হইতে পারে গত মাসে যে সকল মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ এই আইনের শেষের লেখা ৫ নম্বরের নক্শামতে তৈয়ার করিয়া আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেয় এবং কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক মোকদ্দমার মোতালক আসল কাগজপত্র ও দস্তাবেজ মোকদ্দমার কৈফিয়তের সহিত পাঠাইতে থাকে যে আদালতের সিরিশ্তায় দাখিল হয় ইতি।

মুনসেফেরা মাসেং গত মাসের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার কৈফিয়ৎতাহার রুবকারী কাগজপত্রসহিত পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে প্রতিবৎসর জানুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখে তাহারদিগের নিকটে যত মোকদ্দমা রুবকার থাকে তাহার কৈফিয়ৎ ঐ জানুআরি মাসের ১৫ তারিখে কি ইহার যত পূর্ব্বে হইতে পারে এবং প্রতিবৎসর জুলাই মাসের ১ পহিলা তারিখে যত মোকদ্দমা তাহারদিগের নিকটে রুবকার থাকে তাহার কৈফিয়ৎ ঐ জুলাই মাসের ১৫ তারিখে কি ইহার যত পূর্ব্বে হইতে পারে এই আইনের শেষের লেখা ৬ নম্বরের নক্শামতে তৈয়ার করিয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।

মুনসেফেরা তাহারদিগের নিকটে রুবকার থাকা মোকদ্দমার ছয়মাসিয়া কৈফিয়ৎ জজসাহেবের হজুরে পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জজসাহেবের হজুরে মাহওয়ারী ও ছয়মাসিয়া যেং কৈফিয়ৎ পাঠাইবার হুকুম আছে কর্ত্তব্য যে তাহা খাম করিয়া তাহার উপরে আদালতের জজসাহেবের নামে শিরনামা দিয়া ও তাহাতে মুনসেফের মোহর হইয়া সরকারী ডাকে কিম্বা মুনসেফের চাকরলোকের মধ্যে কাহারু মারফত ঐ সাহেবের হজুরে পাঠান যায় অতএব এই ধারানুসারে ডাকের আমলা লোককে হুকুম আছে যে এ প্রকার পুলিন্দা সকল মাসুল না লইয়া আদালতের জজসাহেবের হজুরে রওয়ানা করিতে থাকে ও মুনসেফের এ ক্ষমতা ও আছে যে যদি চাহে তবে নিকটে পোলীসের যে দারোগা থাকে তাহার নিকটে পাঠাইয়া দেয় ও পোলীসের দারোগার প্রতি হুকুম আছে যে তাহার রসীদ দিয়া সেই পুলিন্দা ঐ সাহেবের হজুরে পাঠাইয়া দেয় এবং মুনসেফেরা এ বিষয়ে অতিসাবধান হইবেক যে যেং পুলিন্দা ও কৈফিয়ৎ পাঠাইবার হুকুম আছে তাহার খাম এ প্রকারে আঁটিবেক ও তাহার উপর আপনারদিগের মোহর এমতে করিবেক যে তাহা চলিয়া যাইবার সময়ের মধ্যে খোলা গেলে কি মোহর ভাঙ্গা চূরা হইলে জজসাহেবের হজুরে পঁহুছিলে তাহা দেখিবা মাত্র বুঝা যায় ইতি।

মাসিক ও ছয়মাসিয়া কৈফিয়ৎ যে প্রকারে জজসাহেবের হজুরে পাঠান যাইবেক তাহার কথা।

৪৪ ধারা।

আপনারদিগের ডিক্রী জারী করিতে মুনসেফদিগকে নিষেধের কথা।

মুনসেফদিগকে এ বিষয়ে অতিনিষেধ আছে যে কোন মোকদ্দমাতে আপনার করা কোন ফয়সলা আপনি নিজে জারী না করে এবং যে সকল প্রকারেতে জজসাহেব এই আইনের ৫১ ও ৫২ ধারানুসারে তাঁহাকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে তাহারদিগকে ডিক্রী জারীকরণের ক্ষমতা ও ভার দেওয়া উচিত জানেন সে সকল প্রকারব্যতিরেকে আপনারদিগের ফয়সলা জারী করিতে কি কাহারো প্রতি সমন জারী করিতে আপনং ক্ষমতানুসারে কিছু উপায় ও আচরণ না করে ইতি।

৪৫ ধারা।

ডিক্রী জারীহওনের মতের কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ফরিয়াদী কি আসামী ইহার যাহার হকে মুনসেফী আদালতে ডিক্রী হয় সে সেই ডিক্রী জারীহওনের মনস্থ করিলে তাহার উচিত যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার নির্ণীত ইষ্টাম্পকাগজে তাহার দরখাস্ত লিখিয়া জিলা কিম্বা শহরের জজসাহেবের হজুরে দেয় যদি ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে ডিক্রী হইয়া থাকে তবে ঐ দরখাস্ত ঐ ১ পহিলা ফেব্রুআরিহইতে এক বৎসরের মধ্যে দাখিল করা যাইবেক আর যে কোন মোকদ্দমার ডিক্রী ঐ ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখেতে কিম্বা তাহার পরে হইয়া থাকে তাহাতে ডিক্রীহওনের তারিখহইতে এক বৎসরের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করা যাইবেক ইতি।

জজসাহেবর হজুরে দরখাস্ত গুজরিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। ডিক্রী জারীহওনের নিমিত্তে যাহার দরখাস্ত দিতে হয় কর্ত্তব্য যে সে নিজে কিম্বা উকীলের মারফৎ ঐ দরখাস্ত জজসাহেবের হজুরে গুজরায় ও সেই দরখাস্তেতে মোকদ্দমার নম্বর এবং যে মুনসেফ সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকে তাহার নাম ও তাহার এলাকার নাম ও ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের তারিখ ও আসল দাওয়ার কি আদালতের খরচাবাবৎ যত নগদ টাকার ডিক্রী দরখাস্তদেওনিয়ার হকে হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা এবং মুনসেফের ফয়সলাহইতে আপীল মঞ্জুর হইয়াছে কি না তাহার জিগির লেখা যাইবেক ইতি।

দরখাস্তের মজমুনের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত শুনিয়া তাহার মজমুন মোকদ্দমার আসল নথীতে মুনসেফের যে ফয়সলা থাকে তাহার সহিত এবং তাহার নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার মাহওয়ারী কৈফিয়তের লেখা বৃত্তান্তেরসহিত মোকাবিলা করান ইতি।

দরখাস্তের মজমুন মুনসেফের ফয়সলা ও তাহার পাঠান মাহওয়ারী কৈফিয়তের সহিত মোকাবিলা করিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ। মোকদ্দমার আপীল মঞ্জুর হইলে মুনসেফী ডিক্রী জারীহওনের কি মৌকুফথাকনের বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যে হুকুম লেখা আছে তদনুসারে কার্য্য হইবেক।

মুনসেফী ফয়সালার আপীল মঞ্জুর হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি কেহ এই ধারার ১ প্রকরণের নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে পর মুনসেফের করা ডিক্রী জারীহওনের কারণ দরখাস্ত দেয় ও বিলম্বহওনের কিছু মাতবর ও শুনিবার যোগ্য ওজর জাহির না করে তবে মুনসেফের করা ডিক্রী জারী হইবেক না ও যে ব্যক্তি দরখাস্ত দেয় তাহার ক্ষমতা আছে যে পুনর্ব্বার নূতন করিয়া জিলা কি শহরের আদালতে নালিশ করে ও এমত মোকদ্দমার তজবীজের সময়ে আসামীকে কোন প্রকারে অনুমতি নাহি যে মুনসেফ মোকদ্দমার এক তরফী তজবীজ করিয়া থাকনব্যতিরিক্ত মুনসেফের ফয়সালার উপর কিছু আপত্তি করে কিন্তু সেই আসামী প্রথমে নগদ যত টাকার ডিক্রী হইয়াছে তাহা সমুদয় কিম্বা তাহার কতক আদায় হইয়া থাকিলে কিম্বা মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনের তারিখের পরে বিরোধের বিষয়ের বন্দোবস্ত হইয়া থাকিলে তাহা সাবুদ করিতে পারে ইতি।

ডিক্রী জারীর দরখাস্ত দিবার মিয়াদ গত হইলে পুনরায় নূতন নালিশ করিতে হইবার কথা।

এমত মোকদ্দমাতে আসামী যেমত সওয়াল জওয়াব করিবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি এই ধারার ১ প্রথম প্রকরণের নির্দ্ধারিত মিয়াদমধ্যে মুনসেফের করা ডিক্রী জারীহওনের কারণ দরখাস্ত গুজরে ও তাবৎপর্য্যন্ত মুনসেফের ফয়সালাহইতে আপীল না হইয়া থাকে তবে মুনসেফের ডিক্রী এক্ষণকার চলিত আইনের মতে জারী হইবেক কিন্তু যদি জজসাহেবের ইহা নিশ্চয় বোধ হয় যে অসঙ্গতরূপে ঐ ডিক্রী হইয়াছে অথবা আর কোন বিশিষ্টহেতুপ্রযুক্ত সেই ডিক্রী জারীহওয়া মৌকুফথাকা বিহিত বুঝেন তবে যে ব্যক্তির উপর ডিক্রী হইয়া থাকে তাহাকে অনুমতি দেন্ যে আপীলকরণের নিরূপিত মিয়াদ গত হইয়া থাকিলেও সেই ফয়সলার উপর আপীল করে ইতি।

নিরূপিত মিয়াদ গত না হইলে ডিক্রী জারী হইতে পারিবার কথা।

না হইতে পরিবার মতের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—অল্প২ টাকার বাবৎ ডিক্রীর হুকুমমতাচরণ না করাতে যে লোক কয়েদ হয় তাহারদিগের অনেক কাল কয়েদ না থাকিতে হয় এনিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ২ আইনের ১১ ধারার লেখা দাঁড়াছাড়া এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর কোন ব্যক্তি ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যার টাকার বাবৎ কোন ডিক্রীর হুকুমমতাচরণ না করিলে ছয় মাসের অধিক কাল কয়েদ থাকিবেক না ও ঐ ছয় মাস মিয়াদ গত হইলে সেই কয়েদী ব্যক্তি এই প্রকরণের মতে খালাসহওনের যোগ্য হইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে কয়েদথাকনের মধ্যে কি খালাসহওনের পরে এমত ব্যক্তির দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেলে ডিক্রীর টাকা সমুদয় কি তাহার মধ্যে যাহা বাকী থাকে তাহা আদায় হইবার আন্দাজ মত ক্রোক ও বিক্রয়ের যোগ্য হইবেক ইতি।

চৌষট্টি টাকাপর্য্যন্তের ডিক্রীর হুকুমমতাচরণ না করাতে কোন ব্যক্তি ছয় মাসের অধিককাল কয়েদ না থাকিবার কথা।

ডিক্রীর টাকা আদায় কারণ ঐ ব্যক্তির দ্রব্য সামগ্রী ক্রোক ও বিক্রয় হইবার কথা।

৪৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি মুনসেফের ফয়সলাতে নারাজ অর্থাৎ অসম্মত হয় তাহাকে অনুমতি আছে যে এই আইনের ৪১ ধারামতে ফরিয়াদী ও আসামীকে কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের স্থানে ডিক্রীর নকল দেওয়া যাওনের তা

মুনসেফের ফয়সলাহইতে হওয়া আপীল মঞ্জুরহওনের মতের কথা।

রিখের

রিখের পর ৩০ ত্রিশ দিনের মধ্যে আপীলের দরখাস্ত দাখিলকরণের নিয়মে জজ সাহেবের হজুরে সে মোকদ্দমার আপীল করে কিন্তু জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে যদি আপেলাণ্ট আপীলের দরখাস্ত নিরূপিত মিয়াদ গত হইলে পর দাখিল করে ও মিয়াদের মধ্যে তাহা দাখিল করিতে না পারিবার বিশিষ্ট হেতু তাঁহার হজুরে জাহির করে তবে তাহার আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন ইতি।

আপীলের দরখাস্ত জজ সাহেবের হজুরে দেওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মুনসেফদিগের ফয়সলাহইতে আপীলের যে সকল দরখাস্ত দিতে হয় কর্ত্তব্য যে তাহা সেই মুনসেফেরা যে২ জিলা কি শহরের জজসাহেবের তাবে অধিকারের হয় সেই২ জজসাহেবের হজুরে দেওয়া যায় ও মুনসেফদিগকে হুকুম আছে যে আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত না লয় ইতি।

আপীলের দরখাস্ত গু জরিবার মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কর্ত্তব্য যে মুনসেফদিগের ফয়সলাহইতে আপীলকরণের দরখাস্ত আপেলাণ্ট আপনি নিজে কিম্বা সিরিশ্তার কোন উকীলের মারফৎ দাখিল করে ও যদি আপীল মঞ্জুর হয় ও আপেলাণ্ট ও রিস্পণ্ডেণ্ট নিজে মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াব না করে তবে যে২ উকীল তাহারদিগের তরফহইতে মোকরর হয় তাহারা আপনারদিগের ওকালতীর রসুম আদালতে উপস্থিতহওয়া অন্য২ মোকদ্দমাতে যে হারে মোকরর আছে সেই হারে পাইবেক ইতি।

মুনসেফের ফয়সলা ন্যায় কি অন্যায় ইহা বিবেচনামতে মঞ্জুর কি না মঞ্জুর হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— মুনসেফদিগের ফয়সলা কেবল বেসিরিশ্তায় কার্য্যকরণের কসুরে নামঞ্জুর হইবেক না তাহার মঞ্জুরী ও নামঞ্জুরী কেবল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দোষগুণবিবেচনাক্রমে হইবেক ইতি।

যে ডিক্রীর আপীল মঞ্জুর হয় যেপ্রকারে সে ডিক্রী জারীকরা মৌকুফ রাখিতে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—মুনসেফের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমার আপীল মঞ্জুর হইলে পর আপেলাণ্ট যদি আদালতহইতে যে ফয়সলা হইবেক তাহা আমলে আসিবার নিমিত্তে জজসাহেব যে মিয়াদ নিরূপণ করেন তাহার মধ্যে মাতবর জামিনী দাখিল করে তবে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে মুনসেফের ডিক্রী জারীকরা মৌকুফ রাখেন ইতি।

৪৭ ধারা।

মুনসেফের নিকটে উপস্থিত কোন মোকদ্দমা আপন হজুরে কি রেজিষ্টর সাহেবের নিকটে বিচারার্থে আনাইতে কিম্বা অন্য আদালতে উপস্থিত করাইতে জজ সাহেবের ক্ষমতার কথা।

জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে মুনসেফদিগের নিকটে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে তাহার কোন মোকদ্দমা বিহিত বুঝিলে আপনার সমক্ষে বিচার করেন কিম্বা আপন রেজিষ্টরসাহেবের সমক্ষে অথবা সদর আমীনের আদালতে বিচারের কারণ সোপর্দ্দ করেন কিম্বা এক মুনসেফের নিকটহইতে অন্য মুনসেফের নিকটে পাঠান ইতি।

৪৮ ধারা।

কোন মুনসেফের কর্ম

কোন মুনসেফ মরিলে কিম্বা তগীর হইলে অথবা ইস্তফা করিলে আদালতের

সাহেবের

সাহেবের কর্ত্তব্য যে আবশ্যক হইলে সেই কর্ম্মে অন্য কোন ব্যক্তিকে স্থির করিয়া তাহাকে নিযুক্ত করিবার অনুমতির অর্থে প্রবিন্স্যাল কোর্টে লিখিয়া পাঠান্ ও সাবেক মুনসেফের নিকটে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত ছিল সে সকল মোকদ্দমার কাগজ পত্র বিবেচনা মতে হয় হালের মুনসেফকে সোপর্দ্দ করেন কিম্বা তাহার বিষয়ে অন্য কোন উপায় করেন ইতি।

খালী হইলে সে কর্ম্মে অন্য ব্যক্তিকে চাহরাই তে জজসাহেবের হুকুম তার কথা।

৪১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার বিচারকরণের যে মেহনতানা মুনসেফেরা আপনারদিগের ও আপন২ আমলার খরচের কারণ পাইতে পারিবেক তাহা নীচের প্রকরণের লিখনানুসারে নির্দ্ধার্য্য হইবেক ইতি।

মুনসেফদিগের ইং ১৮১৫ সালের ১ পহিলা ফেব্রুআরির পরে নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার বিচারের মেহনতানার বিষয়ি দাঁড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। মুনসেফদিগের কাছারীতে যে সকল মোকদ্দমা এক্ষণে উপস্থিত আছে কি ইহার পর উপস্থিত হয় তাহার মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর বিচারপূর্ব্বক যে সকল মোকদ্দামার নিষ্পত্তি হয় কি রাজিনামা দাখিল হয় তাহার প্রত্যেক মোকদ্দমাতে তাহার নালিশ হওনের প্রথমের নির্দ্ধারিত রসুমের সম্যক কিম্বা নালিশের প্রথমকার ঐ রসুমের বদলে ফরিয়াদীর নালিশী আরজী লেখা যাওনের নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের টাকা সম্যক মুনসেফেরা পাইবেক ইতি।

মুনসেফেরা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে কি রাজীনামা দাখিল হইলে নালিশী আরজীর ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য সম্যক পাইতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ। মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৪৩ ধারাতে নিষ্পত্তি হওয়া মোকদ্দমার মাসিক যে কৈফিয়ৎ জজসাহেবের আদালতে পাঠাইবার হুকুম আছে সেই কৈফিয়তের শামিলে গত মাসে বিচারপূর্ব্বক যে২ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়া থাকে কিম্বা রাজীনামা দাখিল হইয়া থাকে সেই২ মোকদ্দমার বাবৎ নালিশের প্রথমকার রসুমের কিম্বা ঐ রসুমের বদলে নিরূপণকরা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের টাকার সংখ্যা লেখা এক আলাহিদা কৈফিয়ৎ আপন২ মোহর ও দস্তখতে পাঠাইয়া দেয় কিন্তু মুনসেফদিগের উচিত যে এবিষয়ে অতিসাবধান হয় যে যে সকল মোকদ্দমা ফরিয়াদীর গরহাজিরিতে কিম্বা অন্য কোন কসুর কি হেতুপ্রযুক্ত ননসুট্ কি ডিস্মিস্ হইয়াছে সে সকল মোকদ্দমার বাবৎ নালিশের প্রথমকার রসুমের কিম্বা ঐ রসুমের বদলে নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের প্রসঙ্গ ঐ কৈফিয়তে না লেখা যায় ও দাওয়ার বিচারপূর্ব্বক যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় কি রাজীনামাক্রমে যে সকল মোকদ্দমার রফা হয় তাহাব্যতিরেক অন্য কোন মোকদ্দমাতে মুনসেফেরা মেহনতানা পাইতে পারিবেক না ইতি।

মুনসেফেরা নিষ্পত্তি করা মোকদ্দমার মাস মাসের কৈফিয়তের সঙ্গে আর যে কৈফিয়ৎ পাঠাইবেক তাহার কথা।

উভয় বিবাদির কসুরে ননসুট কি ডিস্মিস্ হওয়া মোকদ্দমার প্রসঙ্গ এ কৈফিয়তে না লিখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—আদালতের সিরিশ্তাদারের কিম্বা তহবীলদারের অথবা অন্য যে আমলার প্রতি ভার হয় তাহার কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত কৈফিয়ৎ মুনসেফের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার আসল নথীর সঙ্গে মোকাবিলা করিয়া তাহা

মুনসেফদিগের যে রসুম পাওনা হয় তাহা আদালতের তহবীলদা

রের দ্বারা দেওয়া যাই বার কথা।

তাহা সটীক বোধ হইবার নিমিত্তে তাহাতে আপন দস্তখৎ করে তাহার উপরে জজ সাহেব ঐ কৈফিয়তের পিঠে আপন দস্তখৎ ও মোহরের সহিত টাকা দিবার অর্থে হুকুম লিখিবেন এবং ঐ হুকুম মুনসেফদিগকে রসুমের টাকা দিবার অর্থে তহবীল দারের মাতবর দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শন হইবেক ইতি।

৫০ ধারা।

জজসাহেবেরা এইপ্রক রণের লেখা মোকদ্দমার বিচারের ভার মুনসেফ দিগকে দিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুজুরে উপস্থিত হওয়া যেং মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদির বিরোধের বিষয়ে তেজারতের কারবারের কিম্বা মালগু জারীর হিসাবকিতাবের বাবৎ কিম্বা ভূমির কি বাটীর সীমাসরহদ্দের বাবৎ অথবা সরেরাস্তা কি পথ দিয়া গমনাগমনের হকের বাবৎ অথবা অনেকের ব্যবহারের পতিত ভূমির কিম্বা জঙ্গল কি নদনদী কি ঝীল কি পুষ্করিণী কি কূপ কি খালের বা বৎ কিম্বা জমীর সংখ্যা ও রকমের ও তাহার জমার বাবৎ হয় এবং যে সকল বি ষয় ও স্বত্ব স্থানের রেওয়াজ ও দস্তুরের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার বাবৎ হয় ফল উপরের লিখিত মত যে সকল বিষয়ের নিষ্পত্তি সরেজমীনে গিয়া তজবীজ না করি লে ভালমতে হইতে পারে না তাহাতে জিলা কি শহরের জজসাহেবকে অনুমতি আ ছে যে তাঁহার হুকুমতের তাবে কোন মুনসেফকে সরেজমীনে গিয়া বিরোধের বিষ য়ের তজবীজ করিতে ক্ষমতা ও ভার দেন্ ইতি।

জজসাহেব মুনসেফদি গকে জ্ঞাত করাইবার নিমিত্তে রুবকারী ও হুকু মনামা পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মুনসেফদিগের জ্ঞাপন ও কা র্য্যোপদেশের কারণ তাহারদিগের নিকটে প্রত্যেক মোকদ্দমাতে আপনারদিগের রুবকারীর মধ্যে যাহা ও অন্যং যে সকল হুকুম পাঠান আবশ্যক বুঝেন তাহা পা ঠান এবং মুনসেফদিগের নামে এ বিষয়ের হুকুম দেন্ যে উভয় বিবাদির কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের সাক্ষাৎ কেবল সাক্ষির আবশ্যকী জোবানবন্দী করিয়া আদালতে পাঠায় কিম্বা তাহার সহিত সে বিষয়ে আপনার করা বিবেচনার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়া দেয় ইতি।

জজসাহেবের অবিশ্বাস না হইলে মুনসেফের রো য়দাদ দস্তাবেজের ন্যায় গ্রাহ্য হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—বিরোধীয় যে সকল বিষয়ের তজবীজকরণের নিমিত্তে মুন সেফের নামে হুকুম হয় তাহাতে মুনসেফের রোয়দাদ দস্তাবেজের ন্যায় লওয়া যা ইবেক কিন্তু যদি কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত মুনসেফের রোয়দাদেতে জজসাহেবের খাতিরজমা না হয় তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে নূতন তহকীক করাইয়া মো কদ্দমা সমাধার কারণ যে হুকুম দেওয়া উচিত বোধ হয় তাহা দেন্ ইতি।

সরাসরী কি সরাসরী ভিন্ন অন্য ডিক্রীমতে ভূ ম্যাদিতে দখল দেওয়া যাইবার ভার মুনসেফ দিগকে দিতে জজসাহে বের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৫১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সরাসরী ডিক্রী কিম্বা সরাসরীভিন্ন অন্য প্রকার ডিক্রীমতে ভূমি কিম্বা বাটী অথবা অন্য স্থাবর বস্তুতে দখল দেওয়াইবার বিষয়ে মুনসেফদিগেরে ভার দেন ইতি।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এই ধারার কি উপরের ধারার লেখা কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের বিষয়ে মুনসেফদিগেরে হুকুম দিবার পুর্ব্বে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে মোকদ্দমা যেমন তাহার মতে ফরিয়াদী কি আসামীকে হুকুম দেন্ যে মুনসেফদিগের ঐ কর্ম্মক রণের যে মেহনতানা উপযুক্ত হয় ও সেই কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে আমীন কিম্বা আদা লতের অন্য আমলা নিযুক্ত হইলে যে আন্দাজ খরচ হইত তাহার অধিক না হয় তাহা আদালতে দাখিল করে ইতি।

এই প্রকরণের লিখিত প্রকারেতে মুনসেফদিগের মেহনতানার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লেখা হুকুমমতে যে টাকা আদালতে দাখিল হয় তাহা মুনসেফেরা পাইবেক কিন্তু কোন মুনসেফহইতে তাহার প্রতি ভারহওয়া কর্ম্মকরণেতে শৈথিল্য কি অন্যায় কিম্বা অসঙ্গত আচরণ হইলে ঐ টাকা যে ব্যক্তি আদালতে দাখিল করিয়া থাকে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

মুনসেফ আপন কর্ম্ম করিতে অসঙ্গত আচরণ করিলে মেহনতানা বাজেয়াপ্ত হইবার কথা।

৫২ ধারা।

জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে জরীমানার টাকা উসুলের কিম্বা সরাসরী ডিক্রী কিম্বা সরাসরীভিন্ন অন্য প্রকার ডিক্রীর টাকা আদায়ের কারণ অস্থাবর বস্তু ক্রোক্ ও বিক্রয়করণের ভার মুনসেফদিগকে দেন্ ও তাহারা বিক্রয়ের দ্বারা যত টাকা উসুল হয় তাহার উপর ফিটাকা ⁄০ এক আনা রসুম পাইবেক ইতি।

জজসাহেবেরা মুনসেফদিগকে অস্থাবর বস্তুবিক্রয় করিবার অর্থে ক্ষমতা দিবার ও তাহারা তাহাতে রসুম পাইবার কথা।

৫৩ ধারা।

জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগকে অনুমতি আছে যে মুনসেফদিগের নামে জামিনীর মাতবরীর তহকীক্ করিয়া তাহার রিপোর্ট করিবার ও যে ব্যক্তিরা পাপর মতে নালিশ করিতে চাহে তাহারদিগের মুফলসী অর্থাৎ যোত্রহীনতার তহকীক্ করিবার বিষয়ে হুকুম দেন্ ইতি।

জজসাহেবেরা মুনসেফদিগকে জামিনীর মাতবরী ও যোত্রহীনদিগের অযোত্রের তহকীক্ করিবার হুকুম দিবার কথা।

৫৪ ধারা।

এই আইনের উপরের ধারার লেখা কথাক্রমে এমত বোধ না হয় যে যে সকল প্রকারেতে এক্ষণকার চলিত আইনমতে মোকদ্দমার তজবীজকরণের কারণ সরেজমীনে আমীন পাঠান কিম্বা উপরেতে যে২ কর্ম্মের কথা লেখা গিয়াছে তাহা নির্ব্বাহকরণের ভার আদালতের আমলাকে দেওয়া বিহিত হয় সে সকল প্রকারেতে জিলা কি শহরের জজসাহেবদিগকে তাহা করিতে বারণ আছে। ও জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের উচিত যে এ বিষয়েতে অতিসাবধান হন ও মনোযোগ রাখেন যে উপরের লেখা মুৎফরক্কা কর্ম্মসকলের নির্ব্বাহকরণে মুনসেফেরা এমত নিবিষ্ট না থাকে যে তাহাতে তাহারদিগের নিকটে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ত্বরাহওনের বাধা হয় ইতি।

উপরের ধারাসকলের কথাক্রমে সরেজমীনে আমীন পাঠাইতে কি আদালতের আমলাকে মুৎফরক্কাকর্ম্মকরণের ভার দিতে জজসাহেবকে নিষেধ না থাকিবার কথা।

৫৫ ধারা।

৫৫ ধারা।

এই প্রকরণের লিখিত বিষয়ে মুনসেফদিগের সাবেক দাঁড়ামত ক্ষমতা থাকিবার কথা।

ভূমির মালগুজারীর বাকী টাকা উসুলের কারণ মালআমওয়াল ক্রোক্ ও বিক্রয় করিবার বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনের অনুসারে মুনসেফদিগের নিমিত্তে যে কিছু ক্ষমতা ও দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে এ আইনানুসারেও তাহাই বহাল থাকিল ইতি।

৫৬ ধারা।

জিলাকটকের জগন্নাথপুরীমোকামের মুনসেফদিগের বিশেষ দাঁড়ার কথা।

জিলা কটকের মোকাম জগন্নাথপুরীর মুনসেফদিগের নিমিত্তে বিশেষ দাঁড়া। এই আইনের ৬ ধারাতে মুনসেফদিগের গের্দ্দবন্দীর বাবৎ যে সকল হুকুম লেখা আছে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮০৬ সালের ৪ আইনের ২৩ ধারামতে মোকাম জগন্নাথপুরী ও তাহার মোতালক স্থানসকলেতে মুনসেফী কর্ম্মে যেং দেওল পরছা মোকরর আছে তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না কিন্তু সেই দেওল পরছাদিগকে এই আইনের শেষের লেখা ১ নম্বরের শরওয়ামতে নূতন সনন্দ দেওয়া যাইবেক ও যে কিছু ক্ষমতা ও অন্যং ভার এই আইনানুসারে মুনসেফদিগের নিমিত্তে আছে ঐ দেওল পরছাদিগেরো সেই সকল ক্ষমতা ও ভার হইবেক ইতি।

৫৭ ধারা।

চৌষট্টি টাকাপর্য্যন্ত হিসাবী জমার ভূমির মোকদ্দমার বিচারের ভার মুনসেফদিগকে দিতে জিলা চাটিগাঁর জজসাহেবের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

জিলা চাটিগাঁর মুনসেফদিগের নিমিত্তে বিশেষ দাঁড়া। এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের লেখা দাঁড়া যে মুনসেফেরা জিলা চাটিগাঁয় মোকরর আছে তাহারদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা ও মূল্যের নগদ ও অস্থাবর বস্তুর যে মোকদ্দমা শুনিবার ও বিচার করিবার ক্ষমতা তাহারদিগের প্রতি এই আইনের অনুসারে আছে তাহাছাড়া বিরোধীয় যে ভূমির মূল্য ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লেখা হুকুম মত হিসাবে ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত ভূমির মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার অর্থে মুনসেফদিগকে সোপর্দ্দ করিতে এই ধারানুসারে জিলা চাটিগাঁর জজসাহেবের ক্ষমতা আছে ইতি।

৫৮ ধারা।

জিলাচাটিগাঁর মুনসেফদিগকে যে সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার ও তাহারদিগের হলফের মতের কথা।

জিলা চাটিগাঁয় নিযুক্তহওয়া যে মুনসেফদিগের প্রতি ভূমির মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের ভার অর্পণ হইয়াছে তাহারদিগকে জজসাহেব উপরের ধারার লেখা হুকুমমতে কার্য্য করিবার নিমিত্তে এই আইনের শেষের লেখা ১ প্রথম নম্বরের এবং ২ দ্বিতীয় নম্বরের শরওয়ার যাহা উপযুক্ত নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিয়া তদনুসারে সনন্দ দিবেন ও দিব্য করাইবেন ইতি।

৫৯ ধারা।

জিলাচাটিগাঁর মুনসে

১ প্রথম প্রকরণ।—উপরের লেখা কথাসকলের অতিরিক্ত নীচের প্রকরণের লেখা

লেখা বিশেষ দাড়া জিলা চাটিগাঁর মুনসেফদিগের কার্য্যোপদেশের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

ফদিগের কারণ বিশেষ দাঁড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—অধিকারভূমির কর্ত্তার অনুরূপহওনের ও উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার মোকদ্দমাতে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে মুসলমানদিগের মোকদ্দমা শরার মতে ও হিন্দুলোকের মোকদ্দমা শাস্ত্রানুসারে নিষ্পত্তি করে ও ঐ২ প্রকারেতে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে শরা কিম্বা শাস্ত্রের মত আদালতের মৌলবী কিম্বা পণ্ডিতের স্থানে জিজ্ঞাসা করে ও তাহার জওয়াব পাইবার কারণ মোকদ্দমার খোলাসা অর্থাৎ বেওরা চুম্বকে লিখিয়া আদালতের মৌলবী কি পণ্ডিতের নিকটে পাঠাইয়া দেয় কিন্তু মুনসেফদিগের ঐ জিজ্ঞাসা করাতে জজসাহেবের আদালতে মোকদ্দমার আপীল হইলে শরা ও শাস্ত্রের উক্ত মত পুনরায় যে কিছু তাঁহার জিজ্ঞাসা করণের আবশ্যক হয় তাহা জিজ্ঞাসিবার বারণ নাহি ইতি।

মুনসেফেরা শরা ও শাস্ত্রের মতে এই প্রকরণের লেখা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবার কথা।

শরার ও শাস্ত্রের মত মৌলবী কি পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—অধিকারভূমির কর্ত্তার অনুরূপহওনের ও উত্তরাধিকারিত্বের মোকদ্দমাতে মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে আপন২ আদালতের কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টিহওনের স্থানে এক ইশ্‌তিহারনামা এক মিয়াদ নিরূপণ করিয়া এই বয়ানে লিখিয়া লটকাইয়া দেয় যে যে সকল ব্যক্তিরা এই বিরোধীয় ভূমির দাওয়া রাখে তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে তাহা জাহির করে এবং মুনসেফদিগের কর্ত্তব্য যে শরা ও শাস্ত্রের মতে যে২ ব্যক্তিকে ঐ দাওয়ার ভূমির হিস্যা অর্শে সে সকল হকদারের নাম আপন২ ফয়সলাতে লিখে ইতি।

জমীদারী কি ভূমির কর্ত্তৃত্বভারের কি উত্তরাধিকারিত্বের দাওয়ার মোকদ্দমাতে এত্তেলার কথা।

ফয়সলাতে সমস্ত হকদারের নাম লিখিবার কথা।

৬০ ধারা।

সদরআমিনী কর্ম্মে এক্ষণে যে সকল ব্যক্তিরা মোকরর আছে কিম্বা ইহার পরে মোকরর হইবেক তাহারদিগের ক্ষমতানিরূপণ ও প্রকরণের বিবরণের বিষয়ে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

সদরআমীনদিগের ক্ষমতানিরূপণ ও দাঁড়ার বিবরণের কথা।

৬১ ধারা।

জিলা কি শহরেতে সদরআমিনী কর্ম্মেতে ব্যক্তিরা সংখ্যা নিরূপণবিনা মোকরর হইবেক ও উপস্থিত মোকদ্দমার ভার ও কোন স্থানের ভাবগতিক দেখিয়া সদরআমীনদিগের সংখ্যা বেশী কমীকরণের বিষয়ে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক ইতি।

সদরআমীন বেশী কমী করিতে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

৬২ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে এক২ জিলা ও শহরের আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত আপন২ ভার উপলক্ষে সদরআমিনী কর্ম্মের ভার পাইবেন ইতি।

আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিত সদরআমিনী কর্ম্মের ভার পাইবার কথা।

৬৩ ধারা।

৬৩ ধারা।

আদালতের মৌলবী ও পণ্ডিতছাড়া অন্য সদর আমীন চাহরাইবার ও তাহার মঞ্জুরীর কথা।

এই ধারানুসারে হুকুম আছে যে মৌলবী ও পণ্ডিতভিন্ন অন্য যাহারা সদরআমিনী কর্ম্মে মোকররু হয় তাহারা জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের বিবেচনাক্রমে ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের মঞ্জুরীমতে মোকররু হইবেক কিন্তু যাবৎ প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের মঞ্জুরী না পঁহুছে তাবৎ তাহারা আপন২ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পাইবে না ইতি।

৬৪ ধারা।

জজসাহেবেরা সদর আমিনী কর্ম্মের নিমিত্তে বাচনীকরা লোকদিগের যোগ্যতার রিপোর্ট করিবার কথা।

যে সকল ব্যক্তিরা সদরআমিনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক সেই সকল ব্যক্তি বিবেচনা করণের বিষয়ে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা যে প্রকার বিশেষে লোক বাচনী করেন্ তাহার বিষয়ে তাহারদিগ্‌কে হুকুম নাহি বরং তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে সদরআমিনী কর্ম্ম চালাইবার যোগ্যতা যাহারা রাখে তাহারদিগ্‌কে বাচনী করেন ও তাহারদিগের নিবাস ও বয়ঃক্রম ও তরবিয়ৎ অর্থাৎ লেখাপড়া ও যোগ্যতা ও চলন আচরণ ও পূর্ব্বের উপজীব্যবিষয়ে যাহা তাঁহারদিগের গোচর হয় সে সমস্ত সম্বাদ লিখিয়া প্রবিন্স্যাল কোর্টে রিপোর্ট করেন্ ইতি।

৬৫ ধারা।

সাবেক সনন্দ রদ করিয়া সদরআমীনদিগ্‌কে নূতন সনন্দ দিবার কথা।

সদরআমিনী কর্ম্মে যে সকল ব্যক্তিরা নিযুক্ত আছে তাহারা ইহার পূর্ব্বে যে সকল সনন্দ পাইয়াছে তাহা ফিরিয়া লওয়া ও রদকরা যাইবেক ও তাহার পরিবর্ত্তে এই আইনের শেষের লেখা ৭ নম্বরের শরওয়ামতে জজসাহেবের দস্তখৎ ও মোহরে তাহারা নয়া সনন্দ পাইবেক ইতি।

সদরআমিনী কর্ম্মে নিযুক্ত যে২ ব্যক্তিদিগ্‌কে সনন্দ দেওয়া যাইবেক ও যে২ ব্যক্তিদিগকে না দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল ব্যক্তিরা উত্তরকালে সদরআমিনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগ্‌কেও ঐ মত সনন্দ দেওয়া যাইবেক কিন্তু যে মৌলবী ও পণ্ডিতেরা এই আইনের ৬২ ধারানুসারে আপন ভার উপলক্ষে সদরআমিনী কর্ম্মের ভার পান তাঁহারদিগকে ঐ মত সনন্দ দিবার আবশ্যক নাহি ইতি।

৬৬ ধারা।

উত্তরকালে যে সদর আমীন নিযুক্ত হইবেক তাহার দিব্যের কথা।

একরারনামার কথা।

যে কোন ব্যক্তি সদরআমিনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহার কর্ত্তব্য যে আপন কর্ম্মে প্রবৃত্তহওনের পূর্ব্বে এই আইনের শেষের লেখা ৮ নম্বরের শরওয়ামতে যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের অধিকারে সদরআমিনী করিতে থাকিবেক সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের হজুরে দিব্য করে কিন্তু জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে কোন প্রকারেতে কোন সদরআমীনের দিব্য মাফ করা উচিত বুঝেন্ তাহাতে দিব্যের বদলে তাহার স্থানে দিব্যের পাঠে একরারনামা লেখাইয়া লন্ ইতি।

৬৭ ধারা।

৬৭ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে যে সকল মুনসেফ এই আইনানুসারে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের বিষয়ে যে সকল হুকুম এই আইনের ৯ ও ১০ ধারাতে লেখা গিয়াছে সে সকল হুকুম সদর আমীনদিগেরও সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও সদর আমীনদিগকে হুকুম আছে যে জিলা কি শহরের সদর মোকামের মধ্যে যে স্থান জজসাহেব বিহিত বুঝেন্ ও তথায় সদর আমীনী কাছারী নির্দ্দিষ্ট করিবার হুকুম দেন্ সেই স্থানে আপনারদিগের কাছারী নির্দ্দিষ্ট করে ইতি।

এই আইনের ৯ ও ১০ ধারার লেখা হুকুম সদর আমীনদিগের সহিত সম্পর্ক রাখিবার ও তাহারদিগের কাছারী নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

৬৮ ধারা।

জিলা ও শহরের জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে সিক্কা ১৫০ একশত পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় এমত সংখ্যা ও মূল্যের নগদ ও অস্থাবর বস্তুর মোকদ্দমা কিম্বা জমীদারী কি অন্য স্থাবর বস্তুর ভোগদখলের কি স্বত্ত্বাধিকারের বাবৎ যে২ মোকদ্দমার দাওয়ার সংখ্যা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার মত হিসাবে সিক্কা ১৫০ একশত পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় সে সকল মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কারণ সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ করেন কিন্তু যে কোন মোকদ্দমাতে সদর আমীনেরা নিজে কি তাহারদিগের আত্মীয় ও সমম্পর্ক লোকদিগের কিম্বা তাহারদিগের আদালতের সিরিশতাদার কি এলাকাদার কি উকীলদিগের কিম্বা আমলাদিগের মধ্যে কেহ ফরিয়াদী কি আসামী থাকে কি যে মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজের বাদশাহের প্রজা সাহেবলোকের মধ্যে কোন সাহেব অথবা অন্য বিলায়তের বাদশাহের প্রজা ফিরিঙ্গী লোকদিগের কোন ফিরিঙ্গী কিম্বা আমেরিকাদেশীয় কোন ব্যক্তি ফরিয়াদী কি আসামী থাকে অথবা যেমত ব্যক্তিকে পাপরমতে নালিশ করিতে অনুমতি আছে এমত কোন ব্যক্তি যে মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কি আসামী থাকে এমত২ মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কারণ সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ করিতে নিষেধ আছে ইতি।

সদর আমীনদিগেরে বিচারার্থে যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইতে পারে তাহার কথা।

৬৯ ধারা।

সদর আমীনদিগকে বিচার করিবার কারণ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবার বিষয়ে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে যে সকল মোকদ্দমাতে শরার উক্ত মতের সওয়াল করিতে হইবেক তাহা আদালতের মৌলবীকে সোপর্দ্দ করেন্ ও যে সকল মোকদ্দমাতে শাস্ত্রের উক্ত মতের সওয়াল করিতে হইবেক তাহা আদালতের পণ্ডিতকে সোপর্দ্দ করেন্ ইতি।

জজসাহেব আদালতের মৌলবী কি পণ্ডিতকে যে২ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবেন তাহার কথা।

৭০ ধারা।

সদর আমীনদিগকে বিচার করিবার কারণ সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমার বাবৎ কিছু

সদর আমীনদিগকে

সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমার রসুম ইষ্টাম্পকাগজের দ্বারা লওয়া যাইবার কথা।

ফিস্ এতাবতা নালিশের প্রথমকার রসুম লওয়া যাইবেক না কিন্তু তাহার বদলে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্য নীচের তফসীলের মতে ও ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লেখা হুকুমের মতে লওয়া যাইবেক ইতি।

তফসীল।

বিরোধীয় নগদ টাকা কিম্বা বস্তুর সংখ্যা কি মূল্য ১৬ যোল টাকার অধিক না হইলে তাহার নালিশী আরজী যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ১

ও ১৬ যোল টাকার অধিক ৩২ টাকাপর্য্যন্ত হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ২

ও ৩২ টাকার অধিক ৬৪ টাকাপর্য্যন্ত হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৪

ও ৬৪ টাকার অধিক ১৫০ একশত পঞ্চাশ টাকাপর্য্যন্ত হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার মূল্য। ৮

৭১ ধারা।

সদর আমীনেরা নিজে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কথা।

সদর আমীনদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা তাহারদিগের প্রতি অর্পণ হইয়াছে তাহা আপন আদালতের কাছারীতে নিজে বিচার ও নিষ্পত্তি করে ও তাহাতে আপনারদিগের আমলা কি চাকর কি সম্পর্কীয় লোকদিগের মধ্যে কোন জন অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে হাত দিতে না দেয় ইতি।

৭২ ধারা।

সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে সওয়াল জওয়াবের মতের কথা।

সদরআমীনদিগকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদী অর্থাৎ ফরিয়াদী ও আসামী নিজে কিম্বা জিলা কি শহরের আদালতের উকীলের মারফতে সওয়াল ও জওয়াব করিবেক ও জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে আপন আদালতের উকীলদিগের মধ্যে যত জন উকীল সদর আমীনের আদালতে ওকালতী কর্ম্ম নির্ব্বাহের কারণ আবশ্যক বুঝেন তাহারদিগকে ঐ ওকালতী কর্ম্ম করিবার ভার দেন ও জানা কর্ত্তব্য যে জিলা ও শহরের আদালতসকলের উকীলদিগের বিষয়ে যে২ আইন চলন আছে সেই২ আইন যে২ উকীল সদর আমীনদিগের আদালতে ওকালতী কর্ম্ম করিবেক তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৭৩ ধারা।

সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দ

এই আইনের ১৮ ও ২৩ ধারা ও ২৫ ধারার ৪ প্রকরণ ও ২৬ ও ৩৩ ও ৩৪ ও ৩৫ ও ৩৬ ও ৩৭ ও ৩৮ ও ৩৯ ও ৪০ ও ৪১ ও ৪৩ ও ৪৪ ও ৪৬

ও

ও ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার লিখিত যেং হুকুম মুনসেফদিগের নিকটে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে সেইং হুকুম সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমাতেও সম্পর্ক রাখিবেক এবং সদর আমীনদিগের কর্ত্তব্য যে অধিকারভূমির কর্ত্তার অনুরূপ হওনের কি উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ের বিশেষ যে সকল হুকুম এই আইনের ৫৭ ও ৫৮ ও ৫৯ ধারাতে লেখা আছে তাহার মতে সাবধানে কর্ম্ম করে ইতি।

মার বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে এই ধারার লেখা ধারাসকলের হুকুম খাটিবার কথা।

৭৪ ধারা।

সদর আমীনদিগের কর্ত্তব্য যে যে সকল বিষয়েতে বিশেষরূপে কোন হুকুম লেখা না গিয়া থাকে সে সকলবিষয়েতে জিলা ও শহরের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের সম্পর্কীয় আইন সকলেতে যেং দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করিয়া লেখা আছে সেইং দাঁড়া কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে আপনারদিগেরে অর্পণহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করে কিন্তু সদর আমীনের নিকটে সোপর্দ্দহওয়া সকল মোকদ্দমাসম্পর্কীয় হুকুমনামা কিম্বা সমন অথবা ক্রোকের কিম্বা অন্য তদবীরের হুকুমনামা জিলা ও শহরের জজসাহেবের কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবের দস্তখতে ও আদালতের মোহরে ও জিলা কি শহরের আদালতের আমলার মারফতে জারী হইবেক এবং জানা কর্ত্তব্য যে এক্ষণকার চলিত আইন মতে সদর আমীনেরা কোন ব্যক্তির জরীমানা করিলে সে জরীমানার টাকা আপন ক্ষমতানুসারে উসুল করিতে অনুমতি আছে ইহা এই আইনের লেখা কোন কথাক্রমে বুঝা না যায় বরং তাহারদিগের কর্ত্তব্য যে এমতং প্রকারে প্রত্যেক মোকদ্দমার বেওরা জিলা কি শহরের জজসাহেবের হজুরে লিখিয়া পাঠায় ও ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে ঐ জরীমানার টাকা সমুদয় মাফ করেন্ কিম্বা কমান অথবা সমুদয় বহাল রাখেন ও ডিক্রী জারীহওনের বিষয়ে যে সকল হুকুম ও উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐ জরীমানার টাকা তদনুসারে উসুল করেন্ ইতি।

যে সকল বিষয়েতে বিশেষরূপে কোন হুকুম লেখা না গিয়া থাকে তাহাতে যেমত আচরণ কর্ত্তব্য তাহার কথা।

নিয়মান্তরের কথা।

৭৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— জিলা ও শহরের জজসাহেব এই আইনের ৬৮ ধারার মতে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করণের ক্ষমতা সদর আমীনদিগকে দিতে পারেন্ সে সকল মোকদ্দমার উপরান্ত মুনসেফেরদিগের ফয়সলাহইতে আপীলহওয়া যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ত্বরাক্রমে আপনি করিতে না পারেন্ তাহাও সদর আমীনদিগের নিকটেতে সোপর্দ্দ করেন্ ইতি।

আপীলের যেং মোকদ্দমা সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ হইতে পারে তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— সদরআমীনদিগকে আপীলের যে সকল মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হয় তাহার কৈফিয়ৎ এই আইনের শেষের লেখা ৪ নম্বরের শরওয়া মতে রেজিষ্টরীবহীতে লেখা যাইবেক ও সদর আমীনদিগের কর্ত্তব্য যে আপীল মতে যত মোকদ্দমার

আপীলের মোকদ্দমার কৈফিয়ৎ রেজিষ্টরী বহীতে লেখা যাইবার কথা।

দ্দমার নিষ্পত্তি করে ও যত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি প্রথমরূপে করে মালিক ও জুরাসালীয় কৈফিয়তে সেই সকল মোকদ্দমার উপর তাহার প্রভেদের নিমিত্তে নিশানী করে ও জানা কর্ত্তব্য যে জিলা কিম্বা শহরের সাহেবেরা যে সকল আপীলের মোকদ্দমা বিচারকরণের কারণ সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ করেন সে সকল মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লেখা হুকুমমতে খাস আপীল হইবার উপযুক্ত বিশিষ্ট হেতু পাওনব্যতিরিক্ত তাহারদিগের করা নিষ্পত্তি শেষ ও চূড়ান্ত হইবেক ইতি।

যে সকল আপীলের মোকদ্দমাতে সদর আমীনদিগের নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সদর আমীনদিগের কর্ত্তব্য যে জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিতহওয়া আপীলের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিসম্পর্কীয় আইন সকলেতে নির্দ্ধারিত যে সকল আসল দাঁড়া লেখা আছে তাহা আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জ্ঞান করিয়া তদনুসারে আপনারদিগের নিকটে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করে ও এমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে কিম্বা তাহাতে রাজীনামা দাখিল হইলে পরে এই আইনের ৪৯ ধারার লেখা হুকুমমতে প্রথমরূপে মোকদ্দমার বিচার করাতে যে রসুম পাইতে পারে সেই রসুম পাইবেক ইতি।

আপীলের মোকদ্দমার বিচারের বিষয়ি হুকুমের ও তাহাতে রসুম পাইতে পারিবার কথা।

৭৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে কিম্বা আর২ মুৎফরক্কা মোকদ্দমাতে যখন ডিক্রী জারী করা যাইবার বাবৎ কিম্বা তেজারতের কারবার কি মালগুজারীর বাবৎ হিসাব কিতাব রক্ষাকরণের আবশ্যক হয় কিম্বা ভূম্যধিকারী ও প্রজাদিগের মধ্যে বিরোধের বিষয়ের তহকীক করণের অথবা হিসাব কিতাবের কি কোন মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের কি দেশের ব্যবহারের সম্পর্কীয় অন্য যেং বিষয়ের তহকীককরণের আবশ্যক হয় ও আদালতের সাহেবের এমত অবকাশ না থাকে যে আপনি ঐ সকল বিষয়ের তহকীক করেন তবে সেই সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাঁহার তাবে সদর আমীনদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে ঐসকল বিষয়ের তহকীক তদন্ত করিবার হুকুম দেন ইতি।

এই প্রকরণের লিখিতবিষয়ের তহকীকের ভার সদর আমীনদিগকে দিতে জজসাহেবের ক্ষমতার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ সকল প্রকারেতে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সদর আমীনদিগকে জ্ঞাত করিবার ও দাঁড়া জানাইবার কারণ আপন রুবকারীর মধ্যে যাহা কি অন্য যে সকল হুকুম তাহারদিগের নিকটে পাঠান আবশ্যক বুঝেন তাহা পাঠান এবং ফরিয়াদী ও আসামীকে কি তাহারদিগের উকীলদিগকে কি তাহারদিগের মোখ্তারকারকে হুকুম করেন যে যে বিষয়ের তহকীককরণের প্রয়োজন হয় তাহার তহকীক করা যাওনের সময়ে সদর আমীনের নিকটে হাজির থাকে ইতি।

সদর আমীনদিগের প্রতি যেং হুকুম হইবে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে ঐ সকল হুকুমেতে স্পষ্ট করিয়া ইহা লিখেন যে সদর আমীনের প্রতি যে বিষয়ের তহকীক করণের ভার হয় সে সদর

ঐ সকল হুকুমে যাহা লিখিতে হইবে তাহার কথা।

আমীন

আমীন কেবল তাহার তহকীকের কাগজপত্র জজসাহেবের হজুরে পাঠায় কিম্বা সে বিষয়ে আপনি যাহা বিবেচনা করে তাহাও ঐ কাগজপত্রের শামিলে পাঠাইয়া দেয় ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সদর আমীনদিগের পাঠান কাগজপত্র যে মোকদ্দমার তহকীকের হুকুম হইয়াছিল তাহাতে সাক্ষির সাক্ষ্যের মত বোধ হইবেক কিন্তু যদি জজসাহেব বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত তাহার প্রতি বিশ্বাস না করেন্ তবে তাহাতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে নূতন তহকীক তদন্তকরণের পরে সে মোকদ্দমাতে যে শেষ হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন্ তাহা দেন্ ইতি।

সদর আমীনদিগের রিপোর্ট সাক্ষির সাক্ষ্যের মত বোধ হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—সদর আমীনের তহকীককরা সারা হইলে পর জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার মেহনতের বদলে যে মেহনতানা উপযুক্ত বোধ হয় ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের কিম্বা তাহারদিগের একপক্ষের স্থানে তাহা এই নিয়মে তাহাকে দেওয়ান অর্থাৎ কোন মোকদ্দমাতে এমত মেহনতানা নালিশের প্রথমকার রসুমের টাকার কিম্বা তাহার পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনানুসারে নিরূপণ হওয়া ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের টাকার চারিভাগের এক ভাগহইতে বেশী না হয় ইতি।

সদর আমীনেরা তহকীক করিলে পরে যাহা পাইতে পারিবেক তাহার কথা।

নিয়মের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি জজসাহেব কোন মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কি আসামীর প্রতি ঐ মেহনতান দেওনের ভার দেওয়া বিহিত না বুঝেন্ তবে ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই ধারার যে বিষয়ের তহকীককরণের প্রয়োজন হয় তাহার তহকীকের কারণ জিলা ও শহরের যেং সদর আমীন সরকারহইতে মুশাহেরা অর্থাৎ মাহিয়ানা পায় তাহারদিগকে হুকুম দেন্ ও সদর আমীনেরা সরকারহইতে মাহিয়ানা পায় অতএব যে বিষয়ের তহকীককরণের প্রয়োজন হয় তাহার তহকীকতদন্তকরণেতে তাহারা আর কিছু ইনাম ফরিয়াদী কি আসামী কিম্বা সরকারের তরফহইতে পাইবেক না ইতি।

অন্য নিয়মের কথা।

৭৭ ধারা।

বিশেষ যেং বিষয়ের তহকীকের প্রয়োজন হয় তাহার তহকীক সদর আমীন ও মুনসেফদিগের দ্বারা করিবার বিষয়ে উপরের ধারার মতে ও এই আইনের ৫০ ও ৫১ ও ৫২ ধারানুসারে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের যে ক্ষমতা হইয়াছে রেজিষ্টরসাহেবেরো সেই ক্ষমতা তাঁহার নিকটের উপস্থিত মোকদ্দমাতে থাকিবেক কিন্তু সদর আমীন ও মুনসেফেরা ঐং মুৎফরক্কা কর্ম্মনির্ব্বাহকরণেতে অতিশয় নিবিষ্ট না থাকে এ নিমিত্তে রেজিষ্টরসাহেবের কর্ত্তব্য যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের মারফতে সদর আমীন কি মুনসেফদিগকে ঐং বিষয়ের তহকীকের ভার দেওয়ান্ ও ঐ জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে তাহা বহাল রাখেন্ কিম্বা যে বিষয়ের তহকীকের প্রয়োজন

এই আইনের ৫০ ও ৫১ ও ৫২ ধারানুসারে জিলা ও শহরের জজসাহেবের যে ক্ষমতা হইয়াছে কিঞ্চিৎ প্রভেদ রেজিষ্টরসাহেবেরো সেই ক্ষমতা থাকিবার কথা।

প্রয়োজন তাহার তহকীককরণের যেং দস্তুর ও দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে তদনুসারে করিতে রেজিষ্টরসাহেবকে হুকুম দেন্ ইতি।

৭৮ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে চন্দননগর ও চুঁচ্ড়া ও শ্রীরামপুরে যাহারা মুনসেফী কি সদর আমীনী কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারদিগের সহিত এই আইনের লেখা হুকুমের কোন হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না।

এই আইনের শেষ।

১ প্রথম নম্বর।

যে সকল লোকেরা মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের সনন্দের শরওয়া এই যে শ্রী অমুক প্রতিআগে অমুক জিলা কি শহরেতে আমি দেওয়ানী আদালতের সাহেব থাকনপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের মতে আমার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে তোমাকে অমুক স্থানের মুনসেফী কর্ম্মে মোকরর করিলাম অমুক স্থানের পোলীসের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের সীমাপর্য্যন্ত তোমার অধিকার হইবেক অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে অমুক স্থানে মুনসেফী কাছারী নির্দ্দিষ্ট করিয়া এই সনন্দ কি ইহার নকল আমার মোহর ও দস্তখতে আপন মুনসেফী কাছারীর মধ্যে সকল লোকের দৃষ্টিহওনের স্থানে লটকাইয়া দিবা ও এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে জিলা কি শহরের জজসাহেবের তরফহইতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের বাবৎ রসুম পাইতে পারিবা ও ফরিয়াদী কি আসামী কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্থানে আর কিছু রসুম কি আমানৎ কিম্বা নগদ টাকা অথবা জিনিস মোকদ্দমার নালিশ দরপেশহওন কি তাহা কবুকারকরণ কিম্বা তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণ কিম্বা তাহার সম্পর্কীয় কোন তদবীরকরণের বিষয়ে লইতে পারিবা না ও জিলা কি শহরের জজসাহেবের মঞ্জুরী ও তাঁহার হুকুমপাওনবিনা কোন মোকদ্দমাতে হাজিরজামিনী কি মালজামিনী তলব করিবা না ও লইবা না ও কাহার স্থানে জরীমানার টাকা উসুল করিবা না ও ডিক্রী জারী করিবা না ও তোমার কর্ত্তব্য যে তোমার বিচারের উপযুক্ত সমস্ত মোকদ্দমা শুনিবার ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে ও তোমার ভারানুসারে তোমার প্রতি আর যে সকল কর্ম্মকরণের ভার হয় তাহার নির্ব্বাহকরণেতে এক্ষণকার চলিত আইনের হুকুমের কি উত্তরকালে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার মতে অতিসাবধানে কার্য্য করিবা ইতি।

২ দ্বিতীয় নম্বর।

যেং ব্যক্তিরা মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের হলফের পাঠ এই যে আমি অমুক যেহেতুক আমি অমুক স্থানের মুনসেফী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম অতএব দিব্য করিতেছি যে আমার নিকটে আমার বিচার ও নিষ্পত্তির যোগ্য যে

 সকল

সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি কিম্বা আমার ভারসম্পর্কীয় অন্যং কর্ম্মের নির্ব্বাহ আপন বিবেচনা ও বুদ্ধিসাধ্যে ও বিনাপক্ষপাতে করিব এবং নিষ্পত্তির কারণ আমার নিকটে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে কি আমার ভার সম্পর্কীয় অন্য কোন কর্ম্মকরণেতে স্পষ্টক্রমে কি চক্রান্তে কিছু নগদ টাকা কি কোন জিনিস কি বস্তু আপনি লইব না ও জানিয়া শুনিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকেও লইতে দিব না বরং আমার কার্য্যোপদেশের কারণ যে হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মতে কার্য্য করিতে কোন প্রকারে কিছু ত্রুটি করিব না ও আমার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মের নির্ব্বাহ সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মক্রমে ও যথার্থরূপে করিব ইতি।

৩ তৃতীয় নম্বর।

যাহারা মুনসেফদিগের আদালতে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের সনন্দের শরওয়া। শ্রী অমুক প্রতি আগে অমুক জিলা কি শহরেতে আমি দেওয়ানী আদালতের সাহেব থাকনপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের মতে আমার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে তোমাকে অমুক স্থানের মুনসেফী কাছারীতে ওকালতী কর্ম্ম করিবার কারণ মোকরর করিলাম অতএব তোমাহইতে কোন কসুর হওনহেতুক কিম্বা আমার বিবেচনায় তোমাকে এ কর্ম্মে বহাল রাখণের আবশ্যক না থাকনপ্রযুক্ত এই সনন্দ ফিরিয়া লওয়া উচিতহওনব্যতিরিক্ত তুমি আপন ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইবা না ইতি।

৪ চতুর্থ

৪ চতুর্থ নম্বর।

মুনসেফদিগের নিকটে উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমার কিম্বা সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ হওয়া মোকদ্দমার রেজিষ্টরী বহীর নকশা।

মোকদ্দমার নম্বর	দাওয়ার নালিশ দরপেশ করিবার কিম্বা তাহা বিচারার্থে সোপর্দ্দ হইবার তারিখ।	উভয় বিবাদির নাম।	দাওয়ার টাকার সংখ্যা ও মোকদ্দমার খোলাসা।	মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার তারিখ ও শেষ হুকুমের খোলাসা।	উভয় বিবাদিকে ডিক্রীর নকল দিবার কি দিবার নিমিত্তে উপস্থিত করিবার তারিখ।
১	ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সাল ২ ফেব্রুআরী।	ফরিয়াদী রামচাঁদ পাল আসামী পাঁচু গোপ	তমঃসুক বাবৎ ৩৭	আসল ৩৩ ও সুদ ২ ফরিয়াদীর হকে ডিক্রী হইয়া ও আসামীর উপর খরচা ৪।৵ একুনে ৩৯।৵ আসামীর দেনা হইয়া ইং ১৮১৫ সালের ৮ মার্চে নিষ্পত্তি হয়।	ইং ১৮১৫ সালের মার্চ মাসের ২৪ তারিখে ডিক্রীর এক নকল খোদমুদ্দইকে দোসরা নকল আসামীর উকীলকে দেওয়া যায়।
২	ঐ সালের ২ ফেব্রুআরি।	ফেঃ খোদাবক্স আঃ মিরন্	চাউলের মূল্যের বাবৎ ৭	১০ ফেব্রুআরি তারিখে উভয় বিবাদী এ মোকদ্দমাতে রাজীনামা দাখিল করিলেক।	
৩	ঐ সালের ৩ ফেব্রুআরি।	ফরিয়াদী পূরণ সিংহ আঃ মোহন চাসা	ভূমির খাজানার হিসাবী বাকী বাবৎ ১৪	১ আপ্রিল ৭ সাত টাকা ফরিয়াদীর পাওনা হইয়া নিষ্পত্তি পায় আদালতের খরচা উভয় বিবাদির জিম্মা	৭ আপ্রিল ফরিয়াদী গরহাজির ডিক্রীর এক নকল আসামীকে দেওয়া যায়।

৫ পঞ্চম নম্বর।

যে সকল মোকদ্দমা অমুক এলাকার অমুক মুনসেফ কি অমুক সদর আমীনের তজবীজে অমুক মাসে নিষ্পত্তি পাইয়াছে তাহার মাসিক কৈফিয়ৎ।

রেজিষ্টরী বহীর লিখিত মোতাবেক মোকদ্দমার নম্বর ও মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার কি সোপর্দ্দ করিবার তারিখ।	উভয় বিবাদির নাম	বিরোধীয় নগদ টাকার কিম্বা জিনিসের মূল্যের সংখ্যা।	মোকদ্দমার নিষ্পত্তির খোলাসা ও তাহার তারিখ।	যে ইষ্টাম্প কাগজেতে দাওয়ার নালিশের আরজী লেখা গিয়াছে তাহার মূল্য।
নং ৬ ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সাল ৪ ফেব্রুআরি।	ফরিয়াদী রামচরণ আসামী রামনাথ	কর্জ্জা বাবৎ ২০	২০ টাকা আসল ও খরচা ২৷৷০ দুই টাকা আট আনা আপ্রিল মাসের ৩ তারিখে ফরিয়াদীর পাওনা হইয়া নিষ্পত্তি পায়।	২ দুই টাকা

৬ ষষ্ঠ নম্বর।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের জুলাই মাসের ১ তারিখে যে সকল মোকদ্দমা অমক এলাকার অমুক মুনসেফ কি সদর আমীনের নিকটে জের তজবীজে আছে তাহার ছয় মাসিক কৈফিয়ৎ।

রেজিষ্টরী বহীর লেখা মোতাবেক মোকদ্দমার নম্বর ও মোকদ্দমা উপস্থিত কি সোপর্দ্দ হওনের তারিখ।	উভয় বিবাদির নাম।	মোকদ্দমার খোলাসা।	মোকদ্দমা নিষ্পত্তি না হওনের কারণের বেওরা।
নং ৯৬ ইঙ্গরেজী ১৮১৫সাল ৪ মে।	ফরিয়াদী রামচরণ আসামী গঙ্গারাম	হিসাবী বাকী বাবৎ ৩০ টাকা	আসামীর তরফ যে সাক্ষিদিগের নামে সপীনা জারী হইয়াছে তাহারদিগের গরহাজিরী প্রযুক্ত মোকদ্দমার তজবীজ মৌকুফ আছে।

৭ সপ্তম নম্বর।

যাহারা সদর আমীনী কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারদিগের সনন্দের শরওয়া এই যে শ্রীঅমুক প্রতি আগে অমুক জিলা কি শহরে আমি দেওয়ানী আদালতের সাহেব থাবনপ্রযুক্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের মতে আমার যে ক্ষমতা আছে তদনুসারে তোমাকে অমুক জিলা কি শহরের সদরআমীনী কর্ম্মে মোকরর করিলাম অতএব তোমার কর্ত্তব্য যে অমুক স্থানেতে সদর আমীনী কাছারী করিয়া এই সনন্দ কি এই সনন্দের নকল আমার দস্তখৎ ও মোহরে আপন সদর আমীনী কাছারীতে সকল লোকের দৃষ্টিহওনের স্থানে লটকাইয়া দিবা ও এক্ষণকার চলিত আইনের মতে জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের তরফহইতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের বাবৎ রসুম পাইতে পারিবা ও আর কিছু রসুম কি আমানৎ কি নগদ টাকা কি জিনিস ফরিয়াদী কি আসামীর কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্থানে মোকদ্দমার নালিশ দরপেশহওনের কি তাহা রুবকারকরণের কি তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের কি তাহার সম্পর্কীয় কোন তদবীরকরণের বিষয়ে লইতে পারিবা না ও জিলা কি শহরের জজসাহেবের বিনা মঞ্জুরী ও হুকুমে কোন প্রকারে হাজির জামিনী কি মালজামিনী তলব করিবা না ও লইবা না কি কাহার স্থানে জরীমানার টাকা উসুল করিবা না ও ডিক্রী জারী করিবা না ও তোমার কর্ত্তব্য যে তোমার বিচার যোগ্য সমস্ত মোকদ্দমা শুনিবার ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে

ও তোমার ভারানুসারে তোমার প্রতি আর যে সকল কর্ম্মকরণের ভার হয় তাহার নির্ব্বাহকরণেতে এক্ষণকার চলিত আইনের হুকুম সকলের কি উত্তর কালে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার মতে অতিসাবধানে কার্য্য করিবা ইতি।

৮ অষ্টম নম্বর।

যাহারা সদর আমীনী কর্ম্মে নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের দিব্যের পাঠ এই যে আমি অমুক যেহেতুক আমি অমুক জিলা কি শহরেতে সদর আমীনী কর্ম্মে মোকরর হইলাম অতএব দিব্য করিতেছি যে আমার নিকটে আমার বিচার ও নিষ্পত্তির যোগ্য যে সকল মোকদ্দমা আইসে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি কিম্বা আমার ভার সম্পর্কীয় অন্যং কর্ম্মের নির্ব্বাহ আপন বিবেচনা ও বুদ্ধি সাধ্যে ও বিনা পক্ষপাতে করিব এবং নিষ্পত্তির নিমিত্তে আমার নিকটে সোপর্দ্দহওয়া কোন মোকদ্দমাতে কিছু নগদ টাকা কি জিনিস কি বস্তু স্পষ্টক্রমে কি চক্রান্তে লইব না ও আপন জ্ঞাতসারে অন্যেরে লইতেও দিব না বরং আমার কার্য্যোপদেশের কারণ যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার মতে কার্য্য করিতে কোনহ প্রকারে কিছু ত্রুটি করিব না ও আমার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্মের নির্ব্বাহ সর্ব্বতোভাবে ধর্ম্মক্রমে ও যথার্থরূপে করিব ইতি।

Vol. V. 513. সমাপ্ত।

A True Translation,

HOLT MACKENZIE,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২৪ চতুর্ব্বিংশ আইন।

জিলা ও শহরের আদালতের আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের ভার মৌকুফ হইবার বিষয়ে ও ঐ২ আদালতের নক্‌শা ও হকুমৎ সম্পর্কীয় কোন২ বিষয়ের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৯ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২২ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১৬ শহর জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক জিলা ও শহরের আদালতের আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের ভার মৌকুফ অর্থাৎ রহিত করা এবং ঐ সকল আদালতের নক্‌শা ও হকুমৎসম্পর্কীয় কোন২ বিষয়ের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করা উচিত বোধ হইল। ও জিলা ও শহরের আদালতেতে কোন২ সময়ে দুই জন কি ততোধিক জন রেজিষ্টরসাহেব নিযুক্ত হইবার ও রেজিষ্টরসাহেবদিগের কাছারী জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের আদালত যে স্থানেতে থাকে সে স্থানভিন্ন অন্য কোন স্থানে কিম্বা অন্য২ স্থানেতে নির্দ্দিষ্ট হইবার অনুমতির বিষয়ে কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইলে ছোট বড় সমস্ত লোকদিগের সুগম ও সুভিতা হইতে পারে। ও আবশ্যকমতে জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেব কি সাহেবদিগকে সরাসরী কি সরাসরীভিন্ন দেওয়ানী মোকদ্দমার বিষয়ে বিশেষ২ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব দেওয়া গেলে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ত্বরা হইতে পারে একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখঅবধি ঐ দাঁড়া কলিকাতার হকুমতের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের ২ ও ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ ও ৮ ও ২০ ও ২১ ও ২২ ও ২৩ ও ২৪ ও ২৫ ও ২৬ ও ২৭ ধারা ও ঐ সকল ধারার মতানুযায়ী যে সকল কথা ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৬ ধারার ৫ ও ৬ ও ৭ প্রকরণে ও ১১ ও ১২ ও ১৬ ধারাতে ও ১৭ ধারার ২ ও ৩ ও ৪ প্রকরণে লেখা আছে তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি। এই ধারার লিখিত আইনের কোন২ ধারা ও কথা রদ হইবার কথা।

৩ ধারা।

৩ ধারা।

আসিষ্টাণ্ট জজসাহেব দিগের ভার রহিত হই বার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখ অবধি জিলা ও শহরের আদালতের আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবের ভার মৌকুফ অর্থাৎ রহিত হইবেক ও উপরের লিখিত ঐ তারিখেতে যেং মোকদ্দমা আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের নিকটে রুবকার থাকে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা স্বয়ং অর্থাৎ নিজে সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবেন কিম্বা আইন মতে সে সকল মোকদ্দমা যদি রেজিষ্টরসাহেবদিগকে কি সদরআমীনদিগকে সোপর্দ্দকরণের যোগ্য হয় তবে তাঁহারদিগকে বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কারণ সোপর্দ্দ করিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখঅবধি আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবদিগের ও তাহারদিগের সিরিশ্তার আমলা লোকের মাহিয়ানার টাকা মৌকুফ হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

রেজিষ্টরসাহেবের নিযুক্ত হইবার মতের কথা।

এই আইন জারী হইলে পরে কোন সাহেব যাবৎ ফোর্ট উলিয়ম অর্থাৎ কলিকাতার কালেজকৌন্সেলের সাহেবদিগের হজুরহইতে ঐ কালেজের আইন ও দাঁড়ামতে সরকারের মালী ও মুল্কী অর্থাৎ রাজকীয় ও শাসনীয় ভারের কর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ করণের যোগ্য ও উপযুক্তহওনের কথাসম্বলিত এক সর্টিফিকট এতাবতা নিদর্শন পত্র না পান তাবৎ তিনি কোন জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরী কর্ম্মে কিম্বা প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের কোন আদালতের রেজেষ্টরী কর্ম্মের কি সদর দেওয়ানী আদালতের রেজিষ্টরী কি ডেপুটি রেজিষ্টরী কর্ম্মের যোগ্য বোধ হইবেন না ইতি।

৫ ধারা।

জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের নিযুক্ত হই বার মতের কথা

এই আইন জারী হইলে পরে পূর্ব্বে যে কোন সাহেব পূরা তিন বৎসরপর্য্যন্ত আসিষ্টাণ্ট জজের কর্ম্মে কি রেজিষ্টরী কর্ম্মে কিম্বা জাইণ্ট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটী কার্য্যে কিম্বা আদালতের কাছারীসম্পর্কীয় অন্য কোন ব্যাপারেতে অথবা ফৌজদারী কি দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় ও বিচারের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে হইবার অন্য কোন কর্ম্মেতে নিযুক্ত ও নিবিষ্ট না রহিয়া থাকেন্ সে সাহেব জিলা ও শহরের কোন আদালতের জজী ও মাজিষ্ট্রেটী ভারের যোগ্য বোধ হইবেন না ইতি।

৬ ধারা।

প্রথমত উপস্থিত হওয়া মোকদ্দমাতে জিলা ও

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইন জারীহওনের তারিখের পূর্ব্বে যেং দেওয়ানী মোকদ্দমা

তাঁহারদিগের

তাঁহারদিগের আদালতে প্রথমত উপস্থিত হইয়া রুবকার আছে এক্ষণকার চলিত আইন মতে সেইং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ এবং ঐ সাহেবদিগকে অনুমতি ও তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইন জারীহওনের তারিখের পরে তাঁহারদিগের আদালতে জাবেতামতে উপস্থিতহওয়া যে কোন মোকদ্দমার দাওয়া নগদের হইলে তাহার সংখ্যা কি বস্তুর হইলে তাহার মূল্য ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখিত দাঁড়া মত হিসাবে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয় সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি। শহরের জজসাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ মুনসেফদিগের দ্বারা কি সদর আমীনেরদের দ্বারা কিম্বা জিলা ও শহরের কোন আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের দ্বারা নিষ্পত্তি পায় সে সকল মোকদ্দমার আপীল জিলা ও শহরের জজসাহেবের হজুরে হইতে পারিবেক কিন্তু এই আইনের ৯ ধারার ৬ প্রকরণানুসারে যেং মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবেরদের দ্বারা বিচার ও নিষ্পত্তি হয় সেইং মোকদ্দমার সহিত উপরের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবেক এমত বুঝা না যায় ইতি। আপীলের মোকদ্দমার বিষয়ে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যেং মোকদ্দমার আপীল হইয়া ও এই আইনের ৯ ধারার ৪ প্রকরণের মতে তাহা রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ হইয়া ঐ সাহেবেরদিগহইতে নিষ্পত্তি পায় সে সকল মোকদ্দমাতে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহার খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ এবং যে সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ মুনসেফেরদিগহইতে নিষ্পত্তি হইয়া আপীলহওনমতে সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ হইয়া তাহারদের দ্বারা নিষ্পত্তি পায় ঐ সাহেবদিগকে সে সকল মোকদ্দমারো খাস আপীল মঞ্জুরকরণেতে অনুমতি আছে কিন্তু ঐ জজসাহেবদিগের উচিত ও কর্ত্তব্য যে এমত খাস আপীল মঞ্জুরকরণ ও তাহার বিচারকরণের সময়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন্ ইতি। খাস আপীলের মোকদ্দমার বিষয়ে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের ক্ষমতার কথা।

৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পর জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগকে হুকুম আছে যে যে সকল মোকদ্দমাতে প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রী ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের প্রজা কোন সাহেব কিম্বা তদ্ভিন্ন অন্য বিলায়তের বাদশাহের প্রজা কোন ফিরিঙ্গী কিম্বা আমেরিকা দেশীয় কোন ব্যক্তি ফরিয়াদী কিম্বা আসামী থাকে সে মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কারণ সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ না করেন্ কিন্তু ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে ঐ মত যে সকল মোকদ্দমা সদরআমীনদিগকে সোপর্দ্দ হইয়া থাকে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে সদর আমীনদিগকে কোনং মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিতে জজসাহেবদিগকে নিষেধহওনের কথা।

সদর আমীনদিগকে নিষেধ আছে ইহা উপরের লিখিত কথাক্রমে বোধ না হয় ইতি।

প্রথমত উপস্থিত হওয়া দেড়শত টাকাপর্য্যন্তের দাওয়ার মোকদ্দমাসকল সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ হইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের প্রকরণেতে যে সকল মোকদ্দমার প্রস্তাব লেখা গেল তাহাছাড়া আপনারদিগের আদালতের উপস্থিতহওয়া যেং মোকদ্দমার দাওয়ার নগদ টাকার সংখ্যা কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখন মত হিসাবে ১৫০ একশত পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয় সেং মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কারণ সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ করেন ও ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে সদর আমীনদিগের কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের লিখিত হুকুমের মতে কার্য্য করে ইতি।

সদর আমীনদিগের নিষ্পত্তিকরা ঐ সকল মোকদ্দমার আপীল জিলা কি শহরের জজসাহেবদিগের নিকটে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কোন সদর আমীন ঐ মত কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিলে আপীলের দরখাস্ত শুনিবার নিমিত্তে যেং দাঁড়া ও কাবেতা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার দৃষ্টে সে মোকদ্দমার আপীল জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের হজুরে হইতে পারিবেক ও ঐ মত মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহাতে জিলা ও শহরের জজসাহেবেরা যে নিষ্পত্তি করেন তাহাই চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক যদি প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের বিবেচনাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত দাঁড়া ও হুকুমের দৃষ্টে তাহার উপর খাস আপীল মঞ্জুর করিবার অর্থে মাতবর কোন হেতু না ঠাহরে ইতি।

মুনসেফদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার আপীল হইলে তাহা সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে প্রথমতঃ মুনসেফদিগের নিকটে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাতে আপীলের দরখাস্ত তাঁহারদিগের হজুরে মঞ্জুর হইলে সে সকল মোকদ্দমা পুনর্ব্বার বিচার করিবার কারণ সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ করেন ও সদর আমীনদিগের উচিত যে এমতং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৭৫ ধারার লিখিত দাঁড়া ও হুকুমের মতে কার্য্য করে ও এমতং আপীলের মোকদ্দমাতে সদর আমীনেরা যে নিষ্পত্তি করে তাহাই চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক কিন্তু যদি জজসাহেবদিগের বিবেচনাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত দাঁড়া ও হুকুমের দৃষ্টে তাহার উপর খাস আপীল মঞ্জুর করিবার অর্থে মাতবর কোন হেতু না ঠাহরে ইতি।

৮ ধারা।

রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ হইবার যোগ্য মোকদ্দমার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের আদালতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে যদি তাহার দাওয়া নগদ টাকার হইলে তাহার সংখ্যা ও বস্তুর হইলে তাহার মূল্য ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখন মত হিসাবে ৫০০ পাঁচ শত টাকার অধিক না হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে

আছে যে সে মোকদ্দমা বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার কারণ রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ করেন্ ও ঐ রেজিষ্টরসাহেবদিগের উচিত যে এমত২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে জিলা ও শহরের আদালতের দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের নিমিত্তে যে হুকুম ও দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট আছে সেই২ হুকুম ও দাঁড়ামতে কার্য্য করেন্।

ঐ মত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণেতে রেজিষ্টরসাহবেরা যে রসুম পাইবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের লিখনমতে কি পূর্ব্বের আইনের লিখন মতে যেং মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ হইয়া তাঁহারদের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে হয় তাহাতে ঐ রেজিষ্টরসাহেবেরা নালিশের রসুমের টাকা কি নালিশের রসুমের বদলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের অনুসারে ইষ্টাম্পকাগজের যে রসুম এতাবতা মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক টাকা পাইবার অধিকার রাখিবেন ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবেরা ননসুটহওয়া মোকদ্দমাতে কিছুমাত্র রসুম না পাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যদি রেজিষ্টরসাহেবেরা ফরিয়াদীর গর হাজিরীপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত কোন মোকদ্দমা তাহার যথার্থ বৃত্তান্তের তজবীজ ও তহকীককরণবিনা নামসমুয়া কি ডিস্মিস্ করেন্ তবে ঐ রেজিষ্টরসাহেবেরা সে মোকদ্দমার বাবৎ কিছু রসুম কি লাভান্তর পাইবার যোগ্য হইবেন না ইতি।

যে সকল মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ পড়া যাওনের পূর্ব্বে রাজীনামা দাখিল হয় তাহাতে রেজিষ্টরসাহেবেরা কিছুমাত্র রসুম না পাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন মোকদ্দমা রেজিষ্টসাহেবের নিকটে রুবকার হইয়া সে মোকদ্দমার মোতালক সওয়াল ও জওয়াবের কাগজসমুদয় দাখিলহওন ও পড়া যাওনের পূর্ব্বে রাজীনামার দ্বারা রফা হয় তবে রেজিষ্টর সাহেব তাহাতে কিছু রসুম পাইবার যোগ্য হইবেন না ও এমতে নালিশের রসুম সম্যক কি তাহার বদলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের অনুসারে ইষ্টাম্পকাগজের যে রসুম এতাবতা মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহা সম্যক যে ব্যক্তি তাহা দাখিল করিয়া থাকে তাহাকে কি তাহার ওয়ারিসদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

সওয়ালজওয়াবের কাগজ পড়া যাওনের পরে রাজীনামা দাখিল হইলে রেজিষ্টরসাহেবেরা যে রসুম পাইবেন তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি কোন মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ সমুদয় দাখিলহওন ও পড়া যাওনের পরে রাজীনামা দাখিল হয় তবে নালিশের রসুমের অর্দ্ধেক টাকা কি নালিশের রসুমের বদলে ইষ্টাম্পকাগজের যে রসুম এতাবতা মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক টাকা যে কেহ দাখিল করিয়া থাকে তাহাকে কি তাহার ওয়ারিসদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও আর অর্দ্ধেক টাকা রেজিষ্টরসাহেবেরা পাইবেন ইতি।

এই ধারানুসারে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমাতে তাঁহারদিগের করা নিষ্পত্তির উপর আপীল

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে যে সকল মোকদ্দমা এই ধারানুসারে রেজিষ্টরসাহেবেরদিগকে সোপর্দ্দ হইয়া ঐ সাহেবেরদিগহইতে নিষ্পত্তি পায় সে সকল মোকদ্দমার আপীল আপীলের দরখাস্ত শুনা যাওনের বিষয়েতে যে সকল হুকুম

হইতে হইলে জজসাহেবের হজুরে হইবার কথা।

হুকুম ও জাবেতা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহার মতে দরখাস্ত উপস্থিত হইলে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের হজুরে হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

ঐ মত আপীলের মোকদ্দমাতে জজসাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবার কথা।

না হইবার মতের কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনেতে যে সকল হুকুম লেখা গিয়াছে তাহার পরিবর্ত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে উপরের প্রকরণের লিখনমতে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের হজুরে আপীল হওয়া যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে হয় সে সকল মোকদ্দমাতে তাঁহারা যে নিষ্পত্তি করেন্ তাহাই প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের বিবেচনায় ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুম ও দাঁড়ার দৃষ্টে খাস আপীল মঞ্জুর করিবার কোন মাতবর হেতু না ঠাহরিলে সেই নিষ্পত্তি অনুসারে যাহা ফরিয়াদী কি আসামীকে দেওয়ান যায় কি নামঞ্জুর হয় তাহার সংখ্যা কি মূল্যের প্রতি দৃষ্টি না করা গিয়া চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

রেজিষ্টরসাহেবদিগকে মোকদ্দমার বিচার করণের বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতার্পণ হইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—রেজিষ্টরসাহেবেরদিগকে সাধারণ যে ক্ষমতা অর্পণহওনের বিবরণ উপরের ধারাতে লেখা গেল শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর বিহিত বুঝিলে জিলা ও শহরের আদালতের কোন আদালতের রেজিষ্টরসাহেবকে তাহার অতিরিক্ত নীচের ধারার লিখনমতে সরাসরীভিন্ন দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার অর্থে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারেন্ ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ঐ মতাচরণ করা উচিত জানিলে তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া শ্রীযুতের হজুরে পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন জিলা ও শহরের আদালতে অনেক দেওয়ানী মোকদ্দমা জমাহওয়াতে কি সেই আদালতের মোতালক অন্যং কর্ম্ম মুলতবী থাকাতে সেই আদালতের সাহেব দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি যথা উচিত ত্বরাক্রমে করিতে না পারেন্ ও সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা জজসাহেবের পাঠান কৈফিয়তের দ্বারা কিম্বা অন্য সমাচারানুসারে এমত বুঝেন্ যে সে আদালতের রেজিষ্টরসাহেবকে এই ধারার ৪ ও ৬ প্রকরণেতে বিশেষ যে সকল ক্ষমতার কথা লেখা যাইতেছে সেই সকল ক্ষমতা সমুদয় কি তাহার মধ্যের কোনং ক্ষমতা দেওয়া যাইবার মত কৃতকর্ম্মা ও বিজ্ঞ ও বিবেচক ও শুমী তিনি বটেন তবে এমতে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এ বিষয়েতে আপনারদিগের অন্তঃকরণবর্ত্তী কথা লিখিয়া সেই জজসাহেবের ও রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে যেং প্রকার মোকদ্দমা রুবকার থাকে তাহার সংখ্যার কৈফিয়ৎ সহিত শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে পাঠান্ ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবকে বিশেষ ক্ষমতার্পণ হইবার মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের পাঠান কৈফিয়ৎ পঁহুছিলে কিম্বা অন্যং

যে

যে সমাচার পঁহুছে তাহা দৃষ্টিকরণের পরে ঐ শ্রীযুতের কর্তৃত্ব আছে যে এই ধারার ৪ ও ৬ প্রকরণেতে যে সকল বিশেষ ক্ষমতার কথা লেখা যাইতেছে সেই সকল ক্ষমতা সমুদয় কি তাহার মধ্যের কোন২ ক্ষমতা রেজিষ্টরসাহেবকে অর্পণ করেন ও যদি এই প্রকরণের অনুসারে রেজিষ্টরসাহেবকে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হয় তবে তাহার সমাচার ঐ শ্রীযুতের হজুরহইতে আদালতের জজসাহেবের ও সেই আদালত যে প্রবিন্সাল কোর্টের সম্পর্কীয় হয় তথাকার সাহেবদিগের এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের নিকটে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—বিশেষ ক্ষমতারূপে এ বিষয়ের ক্ষমতা রেজিষ্টরসাহেবদিগেরে দেওয়া যাইতে পারে যে২ সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ মুনসেফেরদের কি সদর আমীনেরদের দ্বারা নিষ্পত্তি হইয়া আপীলমতে জজসাহেবের হজুরে উপস্থিত হইয়া তাঁহারদিগকে সোপর্দ্দ হয় সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ও এমত২ আপীলের মোকদ্দমাতে রেজিষ্টরসাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত দাঁড়ার দৃষ্টে আদালতের জজসাহেবের নিকটে মাতবর কারণবিশিষ্ট হেতুতে তাহার উপর খাস আপীল মঞ্জুরকরা উচিত বোধহওনব্যতিরিক্ত চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ইতি।

মুনসেফ ও সদর আমীনদিগের নিষ্পত্তির উপর হওয়া আপীলের মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ হইতে পারিবার ও তাহাতে ঐ সাহেবদিগের করা হুকুম কএক প্রকারব্যতিরেকে চূড়ান্ত হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যে২ মোকদ্দমা উপরের প্রকরণের মতে রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ হইয়া ঐ সাহেবের দ্বারা তাহার যথার্থ বৃত্তান্তের তজবীজ তহকীক হইয়া নিষ্পত্তি পায় সেই২ মোকদ্দমাতে ঐ সাহেব নালিশের রসুমের সমুদয় টাকা কি নালিশের রসুমের বদলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের অনুসারে নিরূপণহওয়া ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের সমুদয় টাকা পাইবার যোগ্য হইবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে রসুমের টাকার বিষয়ে উপরের ধারার ৩ ও ৪ ও ৫ প্রকরণেতে যে২ হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহা এমত আপীলের মোকদ্দমার রসুমের টাকার বিষয়েও খাটিবেক ইতি।

উপরের প্রকরণানুসারে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণেতে রেজিষ্টরসাহেবেরা যে রসুম পাইবেন তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—রেজিষ্টরসাহেবকে বিশেষ ক্ষমতারূপে এ ক্ষমতাও দেওয়া যাইতে পারে যে জিলা ও শহরের আদালতের কোন জজসাহেবের আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার দাওয়ার নগদ টাকা কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা ৫০০ পাঁচশত টাকার অধিক হইলেও যদি জজসাহেব সে মোকদ্দমা ঐ রেজিষ্টর সাহেবকে সোপর্দ্দ করেন তবে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ও জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন মোকদ্দমা এই প্রকরণের অনুসারে কি এই ধারার ৪ প্রকরণের মতে রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ হয় ঐ সাহেব সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে জজসাহেবের বিচারযোগ্য মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তির বিষয়ে নির্দ্দিষ্টহওয়া সমস্ত হুকুম ও দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

প্রথমত উপস্থিতহওয়া পাঁচ শত টাকার অধিকের মোকদ্দমাসকল রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ হইতে পারিবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি কোন মোকদ্দমা উপরের প্রকরণের অনুসারে রেজিষ্টর

রেজিষ্টরসাহেবেরা উ

সাহেবকে

পরের উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিলে যে রসুম পাইবেন তাহার কথা।

সাহেবকে সোপর্দ্দ হইয়া ঐ সাহেবের দ্বারা তাহার যথার্থ বৃত্তান্তের তজবীজ তহকীক হইয়া নিষ্পত্তি পায় তবে তাহাতে ঐ রেজিষ্টরসাহেব ১৬ ষোল টাকা রসুম পাইবার যোগ্য হইবেন কিন্তু যদি এমত মোকদ্দমা ফরিয়াদীর গরহাজিরী কি অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহার যথার্থ বৃত্তান্তের তজবীজ তহকীক হওনবিনা নামসমুয়া কি ডিস্‌মিস্‌ হয় তবে ঐ সাহেব সে মোকদ্দমার বাবৎ কিছুমাত্র রসুম কি লাভান্তর পাইবার যোগ্য হইবেন না ইতি।

যে মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ পড়া যাওনের পূর্ব্বে রাজীনামা দাখিল হয় তাহাতে রেজিষ্টরসাহেব কিছুমাত্র রসুম না পাইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—যে কোন মোকদ্দমা এই ধারার ৬ প্রকরণের লিখনমতে রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ হইয়া তাহার মোতালক সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ সমুদয় দাখিলহওন ও তাহা পড়া যাওনের পূর্ব্বে রাজীনামাক্রমে রফা হয় সে মোকদ্দমাতে রেজিষ্টরসাহেব কিছুমাত্র পাইবার যোগ্য হইবেন না ও তাহার নালিশের রসুমের কি তাহার বদলে নিরূপণহওয়া ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের সমুদয় টাকা যে ব্যক্তি দাখিল করিয়া থাকে তাহাকে কি তাহার ওয়ারিসদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

যে মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ পড়া যাওনের পরে রাজীনামা দাখিল হয় তাহাতে রেজিষ্টরসাহেব আট টাকা রসুম পাইবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—যদি কোন মোকদ্দমার মোতালক সওয়াল ও জওয়াবের কাগজসমুদয় দাখিলহওন ও তাহা পড়া যাওনের পরে তাহাতে রাজীনামা দাখিল হয় তবে নালিশের রসুমের কি তাহার বদলে নিরূপণহওয়া ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের অর্দ্ধেক টাকা যে ব্যক্তি তাহা দাখিল করিয়া থাকে তাহাকে কি তাহার ওয়ারিসদিগকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও আর অর্দ্ধেক টাকার মধ্যহইতে ৮ আট টাকা রেজিষ্টরসাহেব পাইতে পারিবেন ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের করা যে নিষ্পত্তির উপর প্রবিন্স্যাল কোর্টে আপীল হইবেক তাহার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—যে কোন মোকদ্দমা এই ধারার ৬ প্রকরণের অনুসারে রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ হইয়া ঐ সাহেবহইতে নিষ্পত্তি পায় সে মোকদ্দমা প্রথমতঃ জজসাহেবের হজুরে বিচার ও নিষ্পত্তি হইলে যে রূপ প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে আপীলহওনের যোগ্য হইত সেই মতও সেই সকল হুকুম ও দাঁড়ার দৃষ্টে ঐ সাহেবদিগের হজুরে আপীলহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের হুকুমনামা রেজিষ্টরসাহেবদিগের নামে জারী হইবার মতের কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—যদি প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরহইতে এই ধারার ৬ প্রকরণের অনুসারে রেজিষ্টরসাহেবহইতে নিষ্পত্তিহওয়া যে কোন মোকদ্দমা ঐ সাহেবদিগের হজুরে আপীলহওনের যোগ্য হয় তাহার বিষয়ে কিম্বা রেজিষ্টরসাহেবের নিষ্পত্তিকরা কি তাঁহার নিকটে উপস্থিতথাকা অন্য কোন মোকদ্দমাতে হুকুমনামা হয় তবে সে হুকুমনামা সেই রেজিষ্টরসাহেব যে জজসাহেবের তাবে হন তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক অতএব ঐ জজসাহেব সেই হুকুমনামা রেজিষ্টরসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দিবেন কিম্বা যদি রেজিষ্টরসাহেব আপনি তথায় উপস্থিত না থাকেন কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত হুকুমনামার লিখনমতে কর্ম্ম না করিতে পারেন তবে জজসাহেব স্বয়ং তাহা করিবার ভার লইবেন ও ঐ মত যখন

রেজিষ্টসাহেবের

রেজিষ্টরসাহেবের প্রবিন্স্যাল কোর্টের হুকুমনামার জওয়াব পাঠাইবার কিম্বা অন্য বিষয়ের সমাচার ঐ কোর্টের অথবা অন্য আদালতে কিম্বা সরকারের অন্য কোন সিরিশ্তার সাহেবের নিকটে পাঠাইবার আবশ্যক হয় তখন তাহা সেই রেজিষ্টর সাহেব যে আদালতের সাহেবের তাবে হন্ সেই সাহেবের দ্বারা পাঠান যাইবেক ইতি।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে কোন রেজিষ্টরসাহেবকে এই আইনের লিখিত হুকুমমতে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়া থাকে যদি সে রেজিষ্টরসাহেবের কাল হয় কি তিনি কর্ম্মহইতে তগীর হন কি অন্য স্থানে গমন করিবেন কি কর্ম্মে ইস্তাফা করেন্ তবে তাঁহার পরিবর্ত্তে যে সাহেব রেজিষ্টরী ভারে মোকরর্ হন্ তিনি উপরের উক্ত রেজিষ্টরসাহেবকে যেং বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ হইয়াছিল যাবৎ তাহাকে সেইং বিশেষ ক্ষমতা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে অর্পণহওনের হুকুম না হয় তাবৎ সেইং বিশেষ ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন না ও জানা কর্ত্তব্য যে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর কৌন্সেলের বৈঠকে মুলতবীথাকা কর্ম্মাদির অল্পতার দৃষ্টে কি অন্যং হেতুপ্রযুক্ত রেজিষ্টরসাহেবকে দেওয়া বিশেষ ক্ষমতা রহিত করা উচিত বুঝিলে তাহার হুকুম দিবেন ইতি।

শ্রীযুতের বিনাহুকুমে রেজিষ্টরসাহেবেরা বিশেষ ক্ষমতাচরণ না করিবার ও ঐ শ্রীযুত যখন বিহিত বুঝেন তখন তাঁহারদিগের ঐ ক্ষমতা রহিত করিবার কথা।

১৩ ধারা।

যদি আদালতের কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ ত্বরা হইবার দৃষ্টে কি অন্য হেতুপ্রযুক্ত জজসাহেবেরা এই আইনানুসারে কি সাবেক আইনের মতে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে কিম্বা সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমার মধ্যে নিষ্পত্তি না হইয়া থাকা কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ আপনি বিচার ও নিষ্পত্তি করা কি অন্য যে ব্যক্তি এ বিষয়ের যোগ্য হয় তাহাকে সোপর্দ্দ করা উচিত বুঝেন তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবের কি সদর আমীনের স্থানে তলব করিয়া লন্ ইতি।

জজসাহেবেরা রেজিষ্টরসাহেব ও সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দকরা মোকদ্দমা পুনরায় তলব করিতে পারিবার কথা।

১১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি উচিত বুঝেন তবে আদালতের যে কোন হুকুমনামাতে আইনের মতে জজসাহেবের নিজের দস্তখৎ হইবার আবশ্যক নাহি সে হুকুমনামা আপনং আদালতের নিযোজিত রেজিষ্টরসাহেব ও আসিষ্টাণ্ট সাহেবেরদিগকে দিয়া দস্তখৎ ও জারী করান ও তাঁহারদিগের এ ক্ষমতাও আছে যে যদি অবকাশ না থাকনপ্রযুক্ত কোন সাক্ষির জোবানবন্দী নিজে করিয়া লইতে না পারেন তবে সে সাক্ষির জোবানবন্দী করিয়া লইতে আপনং আদালতের নিযোজিত রেজিষ্টরসাহেব কি আসিষ্টাণ্টসাহেব দিগকে

হুকুমনামাতে দস্তখৎ করিবার ও সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী করিবার বিষয়ে জজসাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

দিগকে কিম্বা এদেশীয় প্রধান কোন আমলাকে হুকুম করেন্ কিন্তু কর্ত্তব্য যে ঐ জোবানবন্দী আদালতের কাছারীর মধ্যে দরবারের সময়ে ফরিয়াদী ও আসামীর কি তাহারদিগের উকীলদিগের সাক্ষাৎ করিয়া লওয়া যায় ও এ প্রকারেতে হওয়া প্রত্যেক সাক্ষির জোবানবন্দীর প্রত্যেক ফর্দ্দেতে ফরিয়াদী ও আসামী কি তাহারদিগের উকীলেরা তাহা তাহারদিগের সাক্ষাৎ হইয়াছে ইহা প্রমাণ হইবার নিমিত্তে আপন২ দস্তখৎ করিবেক ও যদি জোবানবন্দীহওনের সময়ে তাহাতে কোন প্রকারে তকরার কি আপত্তি উপস্থিত হয় তবে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার তজবীজ করিয়া সে বিষয়েতে যে হুকুম দেওয়া উচিত বুঝেন তাহা দেন ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবদিগেরো ঐ মত ক্ষমতা থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগের ক্ষমতা ও তাহারদিগকে অনুমতি আছে যে তাঁহারদিগেরে সোপর্দ্দহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ত্বরা হওনের নিমিত্তে যদি সাক্ষিদিগের জোবানবন্দী আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগের কি এদেশীয় প্রধান কোন আমলার দ্বারা করিয়া লওয়া অত্যাবশ্যক জানেন তবে উপরের প্রকরণের দৃষ্টে ঐ সকল জোবানবন্দী করিয়া লওনের বিষয়ে তাঁহারদিগকে হুকুম দেন ইতি।

১২ ধারা।

জিলা ও শহরের সদর মোকামেতে রেজিষ্টরসাহেবদিগের বৈঠককরণের বিষয়ে কোন২ হুকুমের ফেরফার হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—চলিত আইনের যে২ হুকুমের অনুসারে জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগের ইহা উচিত হয় যে আপনারদিগকে সোপর্দ্দহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে জিলা ও শহরের আদালতের কাছারীতে বৈঠক করেন্ ও যে২ হুকুমনামা কি দস্তকওগয়রহ জারী করিতে হয় তাহা জিলা ও শহরের আদালতের মোহরে আদালতের আমলার মারফৎ জারী করেন্ নীচের লিখনক্রমে সেই সকল হুকুমের ফেরফার্ করা যাইতেছে ইতি।

জিলা ও শহরের আদালতেতে যে২ রেজিষ্টরসাহেবেরা মোকরর্ আছেন তদ্ভিন্ন আর এক জন রেজিষ্টরসাহেব মোকরর্ হইতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের বৈঠকেতে কর্ত্তৃত্ব আছে যে জিলা ও শহরের আদালতের নির্দ্ধারিত নকশামতে সেই২ আদালতের রেজিষ্টরী ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার কারণ যে এক২ জন রেজিষ্টরসাহেব মোকরর্ আছেন যদি উচিত বুঝেন তবে সেই এক২ জন রেজিষ্টরসাহেবের অতিরিক্ত আর এক জন কি তাহাহইতে অধিক জন রেজিষ্টরসাহেব ঐ ভারের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত করেন ও সেই সাহেবেরা দ্বিতীয় কি তৃতীয় রেজিষ্টরসাহেব খ্যাতিতে খ্যাত হইবেন ও চলিত আইনের অনুসারে ও এই ধারার নীচের প্রকরণের মতে জিলা ও শহরের আদালতের মোকররী রেজিষ্টরসাহেবেরা যে সকল ক্ষমতা রাখেন্ ও যে২ নিয়মে কার্য্য করেন্ তাঁহারাও সেই সকল ক্ষমতা রাখিবেন ও সেই২ নিয়মমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবেরা আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থান

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের

বৈঠকেত

বৈঠকেতে কর্ত্তৃত্ব আছে যে জিলা ও শহরের আদালতের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের সীমা ও সরহদ্দের মধ্যে যে স্থানেতে উচিত বুঝেন সেই স্থানেতে রেজিষ্টরসাহেবদিগ্কে নিযুক্ত করিবেন ও যদি জিলা ও শহরের আদালতের রেজিষ্টরসাহেবের আদালত যে স্থানেতে থাকে সে স্থানভিন্ন অন্য স্থানেতে নিযুক্ত হন তবে তাঁহারা আপন২ ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে তৈয়ারহওয়া বড় কামরার মধ্যে বৈঠক করিবেন ইতি।

ভিন্ন অন্য স্থানে নিযুক্ত হইতে পারিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি রেজিষ্টরসাহেবেরা জিলা ও শহরের আদালত যে স্থানে থাকে সে স্থানভিন্ন অন্য স্থানে নিযুক্ত হন্ তবে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দ হওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমাতে কিম্বা তাঁহারদিগের বিচারের যোগ্য অন্য২ বিষয়েতে যে২ হুকুমনামা জারীকরণের আবশ্যক হয় সে সমস্ত হুকুমনামাতে ঐ সকল সাহেবদিগের আদালতের মোহর ও তাঁহারদিগের দস্তখৎ হইয়া যে আমলা লোক কেবল তাহা জারী করিবার কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের মারফৎ ও আবশ্যক হইলে জিলা ও শহরের আদালতের আমলার সহযোগ ও সহকারিতাক্রমে জারী হইবেক ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের হুকুমনামা জারী হইবার মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগকে ও তাঁহারদিগের তাবে সমস্ত কার্য্যকারকদিগকে হুকুম আছে যে রেজিষ্টরসাহেবদিগের তরফ হইতে জাবেতামতে হুকুমনামা হইলে তাহা জারীহওনের বিষয়ে সহায়তা ও সহকারিতা করেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে যদি কোন ব্যক্তি এমত হুকুমনামার লিখনমতে কার্য্যকরণেতে দুদ্দিয়ামী ও হুকুমের অন্যথা করে তবে জিলা ও শহরের আদালত হইতে হওয়া হুকুমনামার মতে কার্য্যকরণেতে দুদ্দিয়ামী ও হুকুমের অন্যথা করিলে যে শাস্তি হয় সে ব্যক্তি সেই শাস্তির যোগ্যও হইবেক ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবদিগের হুকুমনামার অন্যমত ও প্রতিরোধকতা করিলে যে শাস্তি হইবে তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—আদালত ও বিচারকরণের বিষয়েতে জিলা ও শহরের আদালত যে২ স্থানেতে থাকে সেই২ স্থানে যে২ রেজিষ্টরসাহেবেরা নিযুক্ত থাকেন তাঁহারদিগের যে২ ক্ষমতা আছে যে রেজিষ্টরসাহেবেরা এই ধারার লিখনমতে ঐ সকল আদালতের স্থানভিন্ন অন্য স্থানে মোকরর্ হন তাঁহারদিগেরো সেই ক্ষমতা হইবেক এতাবতা ঐ সাহেবেরা যে সকল মোকদ্দমা সর্ব্বসাধারণ ক্ষমতানুসারে কিম্বা এই আইনের ৯ ধারামতে ঐ সাহেবদিগকে বিশেষ যে২ ক্ষমতা অর্পণ হইতে পারে তদনুসারে তাঁহারদিগের বিচারের যোগ্য হইয়া জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের হজুরহইতে তাঁহারদিগেরে সোপর্দ্দ হয় সে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

ঐ মতেতে রেজিষ্টরসাহেবদিগের যে ক্ষমতা থাকিবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যদি রেজিষ্টরসাহেবেরা জিলা ও শহরের আদালতের স্থানভিন্ন অন্য স্থানেতে মোকরর্ হন তবে এমতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্

শ্রীযুতের হজুরহইতে সরাসরী মোকদ্দমাতে

নর্

রেজিষ্টর সাহেবদিগকে যে ক্ষমতার্পণ হইতে পারে তাহার কথা।

নর্ জেনরল বাহাদুরের কৌন্সেলের বৈঠকেতে কর্ত্তৃত্ব আছে যে কএক এলাকা অর্থাৎ অধিকার নিরূপণ করিয়া তাহাতে ঐ সাহেবদিগের এ বিষয়ের ক্ষমতা দেন যে মালগুজারী বাকী বাবৎ সরাসরী মোকদ্দমাসকল ও আরং যে সকল মোকদ্দমার নালিশ সরাসরী মতে করিতে আইনানুসারে অনুমতি আছে সে সকল মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের হুজুরহইতে সোপর্দ্দহওনবিনা আপনং আসল ক্ষমতা ও ভারক্রমে বিচার ও নিষ্পত্তি করেন ইতি।

ঐ মত সরাসরী মোকদ্দমা শুনা ও বিচার করা যাওনের মতের কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে এমতং সরাসরী মোকদ্দমা জজসাহেবের হুজুরহইতে রেজিষ্টরসাহেবদিগকে সোপর্দ্দহওনমতে ঐ সাহেবেরা তাহাতে যেমত ক্ষমতা রাখিতেন ও সেমতে তাঁহারদিগের যেং বিষয় কর্ত্তব্য হইত উপরের প্রকরণের অনুসারে ঐ রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিকটে যেং মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেইং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে সেই ক্ষমতা ও সেইং বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন ও এমতং মোকদ্দমাতে রেজিষ্টরসাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি আপীলের যোগ্য হওয়া কি না হওয়ার বিষয়ে চলিত আইনেতে আপীলের বিষয়ে যেং হুকুম লেখা আছে সেইং হুকুম বিষয় বুঝিয়া খাটিবেক ইতি।

প্রায় সর্ব্বদা যে সকল মোকদ্দমা আদালতের নির্দ্দিষ্টস্থানভিন্ন অন্যত্র নিযুক্তহওয়া রেজিষ্টরসাহেবকে সোপর্দ্দ হইবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—যদি রেজিষ্টরসাহেবেরা জিলা ও শহরের আদালতের স্থান ভিন্ন অন্য স্থানে নিযুক্ত হন এবং ঐ সাহেবেরা কএক এলাকা অর্থাৎ অধিকারেতে জাইন্ট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটী ভারানুসারে ফৌজদারী হুকুমতের ক্ষমতা পান তবে এমতে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ রেজিষ্টরসাহেবদিগকে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা সোপর্দ্দকরণেতে যে সকল মোকদ্দমার দাওয়ার হেতু জাইন্ট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটী ভারানুসারে ঐ রেজিষ্টরসাহেবদিগের হুকুমতের তাবে যেং এলাকা অর্থাৎ অধিকার হয় তাহার সরহদ্দের মধ্যে হইয়া থাকে প্রায় সর্ব্বদা সেই সকল মোকদ্দমা অগ্রে সোপর্দ্দ করিবার যোগ্য জানেন ইতি।

রেজিষ্টরসাহেবেরা যেং বেওরা তৈয়ার করিবেন তাহার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।— রেজিষ্টরসাহেবদিগের উচিত যে মাসিক ও ছয়মাসীয়া বেওরা ও অন্য মিয়াদী চলিত আইনের মতে তৈয়ারকরা আবশ্যক যেং বেওরা তাহা তাঁহারা যেং জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের তাবেতে মোকরর আছেন সেইং জজসাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেন যে ঐ জজসাহেবেরা সে সকল বেওরা প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবদিগের কি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে যে সকল বেওরা তাঁহারদিগের পাঠান কর্ত্তব্য তাহার শামিল করিয়া রাখেন ইতি।

ঐ রেজিষ্টরসাহেবেরা যে প্রকারেতে লিখনপত্র পাঠাইবেন তাহার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।— রেজিষ্টরসাহেবদিগের উচিত যে যে সকল লিখনপত্র কি অন্য এত্তেলানামা অন্যং আদালতের সাহেবদিগের কি সরকারের কোন সিরিশ্তার সাহেবের নিকটে পাঠাইবার আবশ্যক হয় তাহা সমস্ত তাঁহারা যেং জিলা

ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের তাবেতে মোকররু থাকেন সেইং জজসাহেবদিগের দ্বারা অন্যের দ্বারাব্যতিরেকে পাঠান অত্যাবশ্যকহওনব্যতিরিক্ত পাঠান ও যে রেজিষ্টরসাহেবেরা যেং জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের তাবে মোকররু আছেন সেইং জজসাহেবের দ্বারাব্যতিরেকে কোন লিখনপত্র কি অন্য এত্তেলানামা কোন আদালতে কি সরকারী কোন সিরিশতাতে যদি পাঠাইবার আবশ্যক হয় তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে যত শীঘ্র হইতে পারে তাহার নকল ঐ সাহেবদিগের জ্ঞাতহওনার্থে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

১২ দ্বাদশ প্রকরণ।—উপরের লিখনমতে যে রেজিষ্টরসাহেবেরা জিলা ও শহরের আদালতের স্থানভিন্ন অন্য স্থানে নিযুক্ত হন্ তাঁহারদিগের উচিত হইবেক যে যদি তাঁহারদিগের ভারের কর্ম্মকার্য্যনির্ব্বাহ করিবার দাঁড়া ও প্রকরণের সম্পর্কীয় কোন বিষয়েতে এই আইনেতে কি অন্য আইনেতে কোন হুকুম লেখা না গিয়া থাকে তবে তাহাতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

যে বিষয়েতে আইনে কোন হুকুম না থাকে তাহাতে আদালতের স্থানভিন্ন অন্যত্র নিযুক্তহওয়া রেজিষ্টরসাহেবেরা সদরের সাহেবদিগের হুকুমমতে কার্য্য করিবার কথা।

VOL. V. 527.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
HOLT MACKENZIE,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২৫ পঞ্চবিংশ আইন।

সদর দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের নকশা ও হুকুমসম্পর্কীয় কোনং বিষয়ের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এবং ঐ সকল আদালতেতে উপস্থিতহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি অতিত্বরা হইবার অর্থে এবং ঐ সকল আদালতের জজসাহেবদিগের মধ্যে কি সদর নিজামতের কিম্বা দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের মধ্যে এক জন জজসাহেবকে যেং কর্ম্মকার্য্য ও বিষয়নির্ব্বাহ করিবার ক্ষমতা অর্পণ হইবেক তাহার বিবরণ ও নিরূপণ সুন্দররূপে করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্‌প্রেসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৯ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২২ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১৬ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক উচিত ও উত্তম বোধ হইতেছে যে যেং সাহেবেরা উপযুক্ত মিয়াদ অর্থাৎ নিয়মিত কালপর্য্যন্ত আদালত ও বিচারকরণের কার্য্যে নিবিষ্ট রহিয়া থাকেন তাঁহারাব্যতিরেকে অন্য কোন সাহেব সদর দেওয়ানী আদালতের ও সদর নিজামতের কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতের ও দায়েরসায়েরী আদালতের জজী কর্ম্মে মোকরর না হন্ এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ত্বরাক্রমে হইবার নিমিত্তে ইহা উত্তম ও উচিত বোধ হইল যে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরণের বিষয়েতে ঐ সকল আদালতের হুকুম ও ক্ষমতাসম্পর্কীয় চলিত আইনের কোনং কথার ফেরফার করা যায় ও যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ২ ও ৬ ধারার লিখিত কথার আশয় ও তাৎপর্য্য বুঝিবাতে কিছু সন্দেহ জন্মিল অতএব সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্তে ঐং ধারার লিখিত কথার কোনং কথা ফেরফার করিয়া বিবরিয়া ও স্পষ্ট করিয়া লেখা উচিত ও কর্ত্তব্য হইল ও সদর দেওয়ানী আদালত ও নিজামৎ আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালত ও দায়েরসায়েরী আদালতের কোন আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে তাঁহারা যে দাঁড়া ও দস্তুর মতে কার্য্য করিবেন তদর্থে নূতন কএক দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক হইল ও ঐ সকল আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে একা একং জন সাহেব যেং কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবেন তাহা নিরূপণ করিয়া লেখা কর্ত্তব্য হইল একারণ শ্রীযুত বৈস্‌প্রেসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ হেতুবাদ।

সালের

সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখহইতে ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের জজসাহেবদিগের নিযুক্ত হওনের বিষয়ি হুকুমের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে কোন সাহেব কোন জিলা ও শহরের আদালতের জজী কি মাজিষ্ট্রেটী কর্ম্মে তিন বৎসরের কম না হয় এমত মিয়াদপর্য্যন্ত নিযুক্ত না থাকিলে কিম্বা আদালতের কাছারীসম্পর্কীয় কোন কর্ম্মে অথবা অন্য যে কোন কর্ম্মেতে ফৌজদারী কি দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় ও বিচারের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে হয় তাহাতে ছয় বৎসরের কম না হয় এমত মিয়াদপর্য্যন্ত নিযুক্ত ও নিবিষ্ট না রহিয়া থাকিলে মফঃসল আপীল আদালত কি দায়েরসায়েরী আদালতের কোন আদালতের জজী ভারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য বোধ হইবেন না ইতি।

৩ ধারা।

এক হাজার টাকার অধিকের দাওয়ার মোকদ্দমা জিলা ও শহরের আদালতহইতে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে চালান হইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সরাসরীভিন্ন প্রথম উপস্থিতহওনের যে সকল মোকদ্দমার দাওয়া নগদের হইলে তাহার সংখ্যা কি বস্তুর হইলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখনমত হিসাবে তাহার মূল্যের সংখ্যা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয় সে সমস্ত মোকদ্দমা সাবেক দস্তুরমতে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের হুজুরে উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি পাইবেক কিন্তু যদি কখন কোন জিলা ও শহরের আদালতের কর্ম্মকার্য্যের বাহুল্য আধিক্যপ্রযুক্ত এমত বোধ হয় যে যে সকল মোকদ্দমার দাওয়ার নগদ টাকার সংখ্যা কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা ১০০০ এক হাজার টাকার অধিক হয় সে সকল মোকদ্দমা যে২ জিলা ও শহরের আদালতে উপস্থিত হইয়া থাকে সেই২ আদালতহইতে ঐ২ আদালত যে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের তাবে হয় সেই প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে অতিত্বরাক্রমে ও সুন্দরমতে প্রথমতঃ নিষ্পত্তি পাইতে পারে তবে এমতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে সকল মোকদ্দমা প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া দিবার অর্থে হুকুম করেন্ ইতি।

ঐ মত মোকদ্দমা চালান হইবার বিষয়ের দাঁড়ার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের উচিত যে ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিকের দাওয়ার মোকদ্দমাসকল পাঠান যাওনের ও বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাওনের বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যে২ হুকুম লেখা আছে উপরের প্রকরণেতে যে২ মোকদ্দমার বয়ান লেখা গেল চালানহওন ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করা যাওনের বিষয়ে সেই২ হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

জিলা ও শহরের জজ

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সরাসরীভিন্ন যে সকল মোকদ্দমা প্রথমতঃ জিলা ও শহরের

আদালতে

আদালতের জজসাহেবেরদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি পায় সে সমস্ত মোকদ্দমা প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হুজুরে আপীলহওনের যোগ্য হইবেক এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৯ ধারার ৬ প্রকরণের মতে রেজিষ্টরসাহেবদিগের দ্বারা যেং মোকদ্দমা নিষ্পত্তি পায় সেইং মোকদ্দমারো আপীল প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেব দিগের হুজুরে হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

সাহেবদিগের প্রথমতঃ নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার ও রেজিষ্টরসাহেবদিগের নিষ্পত্তিকরা পাঁচশত টাকার অধিক দাওয়ার মোকদ্দমার আপীল প্রবিন্স্যাল কোর্টে হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের এ ক্ষমতাও আছে যে প্রথমতঃ যে সকল মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি রেজিষ্টরসাহেবদিগের দ্বারা কি সদর আমীন কি মুনসেফদিগের দ্বারা হইয়া জাবেতামতে তাহার আপীল জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের হুজুরে হইয়া তাঁহারদিগের দ্বারা নিষ্পত্তি পাইয়া থাকে সে সকল মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুর করেন্ ও ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমতং মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুরকরণের ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

যে মতেতে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হুজুরে খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর হইতে পারে তাহার ও তাহার তজবীজ হইবার মতের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এই আইনের হুকুমের কোন হুকুমক্রমে এমত বোধ না হয় যে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগকে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হুজুর হইতে আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার দ্বিতীয় তজবীজ করিবার অনুমতি লইতে কিম্বা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত মোকদ্দমাতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে নিষেধ আছে ইতি।

আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার দ্বিতীয় তজবীজের ও সরাসরী আপীলের বিষয়ের কএক হুকুমের কথা।

৪ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের পহিলা তারিখের পরে কোন সাহেব মফঃসল আপীল আদালত কি দায়েরসায়েরী আদালতের কোন আদালতের জজী ভারে ৩ তিন বৎসরের কম না হয় এমত মিয়াদপর্য্যন্ত নিযুক্ত না রহিয়া থাকিলে অথবা আদালতের কাছারীসম্পর্কীয় কোন ভারে কি অন্য যে কোন কর্ম্মেতে ফৌজদারী কি দেওয়ানী মোকদ্দমার ন্যায় ও বিচারের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিতে হয় সে কর্ম্মের ভারে ৯ নয় বৎসরের কম না হয় এমত মিয়াদপর্য্যন্ত নিযুক্ত ও নিবিষ্ট না রহিয়া থাকিলে সদর দেওয়ানী আদালত কি নিজামৎ আদালতের জজী ভারে নিযুক্তহওনের যোগ্য বোধ হইবেন না ইতি।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের নিযুক্তহওনের বিষয়ের কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সরাসরীভিন্ন প্রথম উপস্থিতহওনের যেং মোকদ্দমার দাওয়া [illegible] টাকার হইলে তাহার সংখ্যা কি বস্তুর হইলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহের হ

১ আইনের

জুরে আপীল হওনের যোগ্য মোকদ্দমা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইবার হুকুম দিতে পারিবার কথা।

১ আইনের ১৪ ধারার লিখনমত হিসাবে তাহার মূল্যের সংখ্যা সিক্কা ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিক হয় সেইং মোকদ্দমা জাবেতামতে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে উপস্থিত ও নিষ্পত্তি হইবেক কিন্তু যদি কখন সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের প্রবিন্স্যাল কোর্টের কোন আদালতের কার্য্যাকর্ম্মের বাহুল্যের দৃষ্টে এমত বোধ হয় যে যে সকল মোকদ্দমা তাহার দাওয়ার বিষয়ের সংখ্যা কি মূল্য ৪৩১০৩ তেতাল্লিশ হাজার একশত তিন টাকাপর্য্যন্ত হওনমতে প্রচণ্ড প্রতাপ শ্রীল শ্রী ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের হজুরে আপীলহওনের যোগ্য হয় সে সকল মোকদ্দমা যে প্রবিন্স্যাল কোর্টে উপস্থিত আছে তথাহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে তাহা প্রথমতঃ অতিত্বরাক্রমে ও সুন্দররূপে নিষ্পত্তি হইতে পারে তবে এমতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এমত মোকদ্দমা সমদয় কি তাহার মধ্যের কোনং মোকদ্দমা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতহইতে সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠাইয়া দেও নর বিষয়ে হুকুম দেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের বর্ত্তব্য যে এমতং মোকদ্দমা চালানহওন ও তাহার নিষ্পত্তিকরণের বিষয়ে জিলা ও শহরের আদালতেতে উপস্থিতহওয়া ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকার অধিকের দাওয়ার মোকদ্দমার চালানহওন ও তাহার নিষ্পত্তিকরণের অর্থে যে সকল হুকুম প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে সেই সকল হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন্ ইতি।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের প্রথমতঃ নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার আপীল সদর দেওয়ানী আদালতেতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সরাসরীভিন্ন যেং মোকদ্দমা প্রথমতঃ প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের দ্বারা পূর্ব্বের চলিত আইনমতে কি এই আইনের ৩ ধারানুসারে বিচার ও নিষ্পত্তি হয় সেইং মোকদ্দমার আপীল হইতে হইলে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে হইবেক ইতি।

সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা যে মতে খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের এ ক্ষমতাও আছে যে যেং মোকদ্দমা প্রথমতঃ জিলা কি শহরের জজসাহেব কি আসিষ্টাণ্ট জজসাহেবের দ্বারা কি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ৯ ধারার ৬ প্রকরণের লিখনক্রমে রেজিষ্টরসাহেবেরদিগের দ্বারা বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের পরে জাবেতামতে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে তাহার আপীল হইয়া ঐ সাহেবদিগের দ্বারা বিচার ও নিষ্পত্তি পায় সে সমস্ত মোকদ্দমাতে খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ইতি।

খাস আপীলের মোকদ্দমা শুনা ও বিচার করা যাওনের মতের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমতং মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুরকরণে ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ২ ধারার লিখিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন্ ইতি।

আদালতের সাহেবদি

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—এই আইনের লিখিত কোন হুকুমের দ্বারা এমত বোধ

না

না হয় যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগকে যেং আদালতের সাহেব দিগের দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিতে হয় তাহার কোন আদালতের সাহেব দিগকে তাঁহারদিগের আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার পুনর্ব্বার বিচার করিবার অনুমতি দিতে নিষেধ আছে কি ঐ সাহেবেরা নিজে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৬ আইনের ৩ ধারার লিখনমতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে বারণ আছে ইতি।

গের আপনারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার পুন তজবীজকরণের ও সরাসরী আপীলের বিষয়ের কএক হুকুমের কথা।

৬ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার ২ প্রকরণেতে এমত হুকুম আছে যে যদি মফঃসল আপীল আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে এক জন কি ততোধিক জন সাহেব অসুস্থ থাকন কি উপস্থিত না থাকনপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্টহেতুপ্রযুক্ত সে আদালতেতে তথাকার সাহেবদিগের দুই জন কি ততোধিক জন সাহেবের বৈঠক হইতে না পারে তবে আদালতের বৈঠক এক জন সাহেবের বিদ্যমানতায় হইতে পারে। তাহার অতিরিক্ত এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যদি কোন প্রবিন্স্যাল কোর্টে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বাহুল্যের দৃষ্টে ইহা উচিত ও আবশ্যক বোধ হয় যে ঐং মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি ত্বরাক্রম হইবার নিমিত্তে কি ঐ আদালতের অন্য কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ ভালমতে হওবার জন্যে ঐ আদালতেতে এক জন সাহেবের কি ততোধিক জন সাহেবের বিদ্যমানতায় এক সময়ে আলাহিদাং বৈঠক হয় ইহাতে মফঃসল আপীল আদালতের যে কএক জন সাহেব সেই আদালতের স্থানেতে উপস্থিত থাকেন্ তাহাতে যদি এক সময়ে আলাহিদাং বৈঠক হইতে পারে তবে এমতে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ মত আলাহিদাং বৈঠক করেন্ ও আপনং নিষ্পত্তি ও অন্য হুকুম আইনমতে প্রকাশ করেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে ঐ প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের যেং সাহেব ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার লিখনমতে একাকী বৈঠক করেন্ তাঁহারদিগের অর্থে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে এই ধারানুসারে যেং সাহেব একাকী বৈঠক করিবেন তাঁহারা সেই সকল হুকুমে দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

যে মতেতে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের পৃথকং বৈঠককরণের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

ঐ মতেতে এক জন জজ সাহেব যে হুকুমমতে হুকুম ও নিষ্পত্তি করিতে পারেন্ তাহার কথা।

৭ ধারা।

মফঃসল আপীল আদালতের যেং সাহেব একাকী বৈঠক করেন্ সেইং সাহেবের করা নিষ্পত্তির বিষয়ে যে সকল হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের মতে ঐং সাহেবদিগের যেং বিষয় ও কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করা সঙ্গত ও উচিত তাহার বিষয়ে যে সকল হুকুম ঐ আইনের ৩ ও ৪ ধারাতে লেখা গিয়াছে সেই সকল হুকুম ঐ আদালতের যেং সাহেব এই আইনানুসারে একাকী বৈঠক করেন্ সেইং সাহেবের করা নিষ্পত্তির বিষয়ে এবং ঐ সকল আদালতের সাহেবদিগের যে সকল

এই আইনানুসারে এক জন জজসাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৩ ও ৪ ধারার লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

বিষয়

বিষয় ও কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ করা সুঙ্গত ও উচিত তাহার বিষয়ে সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৮ ধারা।

যদি প্রবিন্স্যাল কোর্টের জজসাহেবরা আপীলের কোন মোকদ্দমার বিচার পরেং করেন্ ও তাহাতে তাহারদিগের মতের ঐক্য হয় তবে তাঁহারা যে ক্ষমতা রাখেন্ তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার ৩ প্রকরণেতে এমত হুকুম আছে যে মফঃসল আপীল আদালতে উপস্থিতহওয়া আপীলের কোন মোকদ্দমাতে দুই জন সাহেবের বৈঠকব্যতিরেকে যে হুকুম কি নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়া থাকে সেই হুকুম কি নিষ্পত্তি রদ কি পরিবর্ত্তহওনের হুকুম হইবেক না ও এক্ষণকার চলিত কোনং আইনেতে ইহাও লেখা আছে যে আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে যে সাহেব যে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন্ তাহার নিষ্পত্তিপত্রেতে সেই সাহেবের দস্তখৎ হইবেক এক্ষণে উপরের লিখিত ঐং কথার ফেরফার করিয়া শুধরিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যে কোন মোকদ্দমাতে জিলা ও শহরের কোন আদালতের জজসাহেব কি আসিষ্টান্ট জজসাহেব কি রেজিষ্টরসাহেবের করা নিষ্পত্তির উপর প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে আপীল হয় সে মোকদ্দমাতে ঐ আদালতের যে সাহেব এমত মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ একাকী বৈঠক করেন সেই সাহেব যে নিষ্পত্তি কি হুকুমের উপর আপীল হইয়াছে যদি সেই নিষ্পত্তি কি সেই হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করা বিহিত বুঝিয়া তাহাতে আপনার অন্তঃকরণবর্ত্তী ও অভিপ্রায়ের কথা লিখিয়া মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে রাখেন্ তবে তাহার পরে ঐ আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে অন্য যে সাহেব সেই মোকদ্দমার বিচার করিবার কারণ বৈঠক করেন্ তাঁহার মত সাবেক জজসাহেবের মতের সহিত যদি ঐক্য হয় ও একত্র ঐ দুই জন সাহেবের বৈঠক হওনপর্য্যন্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরা মৌকুফ রাখা বিহিত বোধ না হয় তবে এমতে যে জজসাহেব সে মোকদ্দমার পুনরায় তজবীজ করেন তাঁহার ক্ষমতা আছে যে অন্য সাহেবের বৈঠকহওন বিনা সাবেক জজসাহেবের মতানুসারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ও হুকুম করিয়া চলিত আইনের মতে তাহা জারীকরণের বিষয়ে হুকুম দেন্ ও উপরের লিখিত প্রকারেতে যে জজসাহেব শেষে বৈঠক করিয়া থাকেন্ সেই জজসাহেব নিষ্পত্তিতে দস্তখৎ করিবেন ও তাহাতে সাবেক জজসাহেবের দস্তখৎহওনের আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু সাবেক জজসাহেবের অভিপ্রায় ও মতের যে কথা উপরের উক্তমতে রোয়দাদের শামিলে রাখা গিয়া থাকে তাহাও আসল নিষ্পত্তি ও হুকুমেতে ও তাহার যেং নকল উভয় বিবাদিকে দেওয়া যাইবেক তাহাতে লেখা যাইবেক ইতি।

ঐ মতেতে যে জজসাহেব শেষে বৈঠক করিবেন সেই জজসাহেব আপন করা ডিক্রীতে যে হুকুমেতে দস্তখৎ করিবেন তাহার কথা।

৯ ধারা।

কএক প্রকারেতে প্রবিন্স্যাল কোর্টের প্রথম

১ প্রথম প্রকরণ।—এক্ষণে যে সকল আইন চলন আছে তাহার কোনং আইনেতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যে সকল মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওনের যোগ্য হয় সেইং মোকদ্দমাতে মফঃসল আপীল আদালতের দুই জন

জজসাহেবের

জজসাহেবের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের নিষ্পত্তি মঞ্জুরকরণ কি রদকরণে কিম্বা পরিবর্ত্তকরণেতেই বা হউক যে পক্ষে প্রধান জজসাহেবের মত থাকে সেই পক্ষ বলবৎ হইবেক ও ইহাও লেখা গিয়াছে যে যে মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওনের যোগ্য না হয় সে মোকদ্দমাতে যদি ঐমত মতের অনৈক্য হয় ও জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের করা ডিক্রী বহাল রাখণেতে প্রধান জজসাহেবের মত হয় তবে তাহাই বলবৎ হইবেক কিন্তু যদি ঐ প্রধান সাহেবের মত ঐ সাহেবদিগের করা ডিক্রী রদ কি পরিবর্ত্তকরণেতে হয় তবে তাহা হইবেক না তাহা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

জজসাহেবের মত বলবৎ হইবার বিষয়ে আইনেতে যে হুকুম লেখা আছে তাহা রদ হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেব কি আসিষ্টাণ্ট জজসাহেব কি রেজিষ্টরসাহেবের নিষ্পত্তিকরা কোন মোকদ্দমা প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে আপীল হইয়া ঐ আদালতের সাহেবদিগের দুই জন সাহেব সে মোকদ্দমার বিচারকরণমতে যদি তাঁহারদিগের দুই সাহেবের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় তবে তাহাতে যাবৎ তৃতীয় এতাবাতা আর এক জন সাহেবের মত না লওয়া যায় তাবৎ মোকদ্দার নিষ্পত্তি করা মৌকুফ থাকিবেক ও সেই সাহেবের মত লওয়া গেলে যে পক্ষে অধিক সাহেবের মতের ঐক্য হয় সেই পক্ষের মতানুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবেক ইতি।

আপীলের মোকদ্দমার বিচারেতে প্রবিন্স্যল কোর্টের দুই জন জজসাহেবের মতের অনৈক্য হইলে যে মতাচরণ করা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমার বিচার ঐ আদালতের দুই জন সাহেবের বৈঠকেতে হইতে হইলে তাঁহারদিগের মতের অনৈক্য হয় তবে তাহারা এই ধারার উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন ইতি।

প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার বিচারকালে যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ঐ মত যদি মুৎফরকা কোন মোকদ্দমার তজবীজ মফঃসল আপীল আদালতের দুই জন সাহেবের বৈঠকের দ্বারা হইলে তাঁহারদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় তবে তাহাতেও ঐ মত আচরণ করিবেন ও যে সময়ে মফঃসল আপীল আদালতের স্থানে ঐ আদালতের তিন জন সাহেব উপস্থিত না থাকেন্ সে সময়ে সামান্যতঃ যে২ মোকদ্দমা কি অন্য২ বিষয়ের নিষ্পত্তিকরণেতে ঐ আদালতের দুই জন সাহেবের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় সে সমস্ত মোকদ্দমা কি অন্য বিষয়ের নিষ্পত্তিহওয়া যাবৎ অন্য জজসাহেবের বৈঠক না হয় তাবৎ মৌকুফ থাকিবেক কিন্তু যে২ বিষয় ন্যায় বিস্তারকরণের সহিত সম্পর্ক না রাখে যদি তাহার নির্ব্বাহ ত্বরাকরণের অত্যাবশ্যক হয় তবে তৃতীয় জজসাহেব এতাবতা অন্য এক জন জজসাহেব আদালতের স্থানে উপস্থিত না থাকিয়াও যদি আদালতের এলাকা অর্থাৎ অধিকারের সরহদ্দের মধ্যে থাকেন্ তবে এমতে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই বিষয়ের মোতালক কাগজপত্র ঐ তৃতীয় জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন যে সেই সাহেব আপনার মত ও অভিপ্রায়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়া দেন্ ও সেই কৈফি

যে কোন বিষয়েতে মতের অনৈক্য হয় তাহাতে ঐ মতাচরণ করিবার কথা।

যে মতেতে মামলিয়াতের কাগজ তৃতীয় যে জজসাহেব সদর মোকাম ছাড়া আদালতের এলাকার মধ্যে অন্য স্থানে থাকেন্ তাঁহার নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার কথা।

য়ৎ পঁহুছিলে সেই বিষয়েতে যে পক্ষে অধিক সাহেবের মতের ঐক্য হয় সেই পক্ষ বলবৎ হইয়া কার্য্য হইবেক ইতি।

যদি প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় ও দুই দিগেতে সাহেবেরা এক বাক্যতায় সমান থাকেন্ তবে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি কোন মোকদ্দমার বিচারকরণেতে প্রবিন্স্যাল কোর্টের চারি জন জজসাহেব বৈঠক করেন্ ও তাঁহারদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় ও দুই পক্ষেতেই যদি সাহেবলোক একবাক্যতায় সংখ্যাতে সমান এতাবতা দুই২ সাহেব করিয়া থাকেন তবে যে পক্ষে প্রধান জজসাহেবের মত অন্য সাহেবের মতের সহ যোগেতে থাকে সেই পক্ষ বলবৎ হইয়া কার্য্য হইবেক ইতি।

১০ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের এদেশীয় আমলা তগীর বহালকরণের বিষয়ে প্রবিন্স্যাল কোর্টের এক জন জজসাহেবের যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ১ আইনের ৪ ধারা ও ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারাতে এমত লেখা আছে যে যদি মফঃসল আপীল আদালতের কোন আদালতের বৈঠক ঐ২ আইনের লিখনানুসারে এক জন সাহেবহইতে হয় তবে সেই জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে কোন জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবের করা কোন হুকুম কিম্বা ঐ প্রবিন্স্যাল কোর্টের অন্য জজসাহেবের দেওয়া কোন হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করণব্যতিরেকে যদি বিহিত বুঝেন্ তবে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের দুই জন কি ততোধিক জন জজসাহেবের বৈঠকেতে তাঁহারদিগের প্রতি মুৎফরকা মোকদ্দমার বিষয়ে যে সকল ক্ষমতা ও ভার আছে সেই সমস্ত ক্ষমতামতে কার্য্য করেন্ ও যেহেতুক এ বিষয়েতে কিছু সন্দেহ জন্মিল যে এক জন জজসাহেবকে যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তাহা জিলা ও শহরের আদালতের এদেশীয় আমলারদিগের যে তগীর বহালী জিলা ও শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের কৈফিয়ৎ পাওনের পরে মঞ্জুরকরা না করার ভার প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের প্রতি আছে তাহার সহিত সম্পর্ক রাখে কি না একারণ এই ধারানুসারে স্পষ্ট করিয়া ইহা লেখা যাইতেছে যে যদি কোন প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের বৈঠক ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের মতে কি এই আইনানুসারে এক জন সাহেবহইতে হয় তবে ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৭ ধারানুসারে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের দুই জন কি ততোধিক জন সাহেবের বৈঠকেতে সেই সাহেবদিগের যে ক্ষমতা আছে ঐ এক জন সাহেবেরো সেই ক্ষমতা হইবেক কিন্তু যদি জিলা ও শহরের আদালতের কোন আদালতের এদেশীয় কোন আমলার তগীর বহালীর বিষয়ে সেই আদালতের জজসাহেবের মতে ও মফঃসল আপীল আদালতের জজসাহেবের মতে ঐক্য না হয় তবে সে বিষয় তজবীজহওনের কারণ প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের দুই জন কি ততোধিক জন জজসাহেবের হজুরে রুবকার হইবেক ইতি।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের আমলা তগীর বহালকর

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের বৈঠক এক জন জজসাহেব হইতে হয় তবে সেই সাহেবের ঐ আদালতের এদেশীয় কোন আমলাকে সসপেণ্ড করা

করা উচিত হইলে তাহা করিতে ক্ষমতা রাখিবেন কিন্তু এক জন সাহেবের প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের কোন আমলাকে নিযুক্ত কি তগীরকরণের বিষয়ে নাতক অর্থাৎ পূরা হুকুম দিবার ক্ষমতা থাকিবেক না ও প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের কোন আমলাকে নিযুক্ত কি তগীরকরণের বিষয়ে যেং মত আচরণ ও উপায় করিতে হয় তাহা সমস্ত দুই জন কি ততোধিক জন জজসাহেবের বৈঠকেতে হইবেক ও এমতং বিষয়েতে যখন দুই জন জজসাহেবের মধ্যে মতের ঐক্য না হয় তখন এই আইনের ৯ ধারার মতে কার্য্য করিতে হইবেক ইতি।

শের বিষয়ে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

১১ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে জিলা ও শহরের মোতালক অপরাধি লোকদিগের মোকদ্দমার তজবীজ করিবার নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতের বৈঠক সেইং আদালতের সাহেবলোকের একং জন সাহেব ঐং আদালতের মৌলবীর সহযোগেতে করেন্ ও অপরাধি লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার ও তাহারদিগের শাস্তি দিবার বিষয়েতে যেং ক্ষমতা ও ভার দায়েরসায়েরী আদালতের সকল সাহেবদিগেরে দেওয়া গিয়াছে উপরের লিখিত আইনের মতে যে এক জন সাহেব মৌলবীর সহযোগে বৈঠক করেন্ তিনি সেইং ক্ষমতা ও ভার যে সকল আসামীরা আইন মতে দায়েরসায়েরী আদালতের বিচারের নিমিত্তে মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের হুকুমে কয়েদ কি জামিনীতে থাকে তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিকরণের বিষয়েতে রাখেন্ কিন্তু ঐ সকল আদালতের যে একং জন সাহেব সদর মোকামেতে একাকী বৈঠক করেন্ তাঁহার সহিত যে কিছু ক্ষমতা সম্পর্ক রাখে তাহা অদ্যাবধি কোন আইনেতে নিরূপণ ও বয়ান করিয়া লেখা যায় নাহি অতএব তাহার নিরূপণ ও বিবরণ করিয়া লিখিবার নিমিত্তে নীচের ধারার লিখিত কথা নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের যে এক জন জজ সাহেব ঐ আদালতের মুফ্তীর সহযোগে জিলা ও শহরের মোতালক অপরাধিদিগের মোকদ্দমার বিচার করিতে বৈঠক করেন্ তাঁহার যে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

সদর মোকামে যে এক জন জজসাহেব বৈঠক করিবেন তাঁহার ক্ষমতা নিরূপণের বিষয়ে নীচের ধারাতে কএক দাঁড়া লেখা যাইবার কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে এক জন কি ততোধিক জন সাহেব উপস্থিত না থাকন কি অসুস্থ থাকনহেতুক কিম্বা তাঁহারদিগের মধ্যে কোনং সাহেব প্রবিন্স্যাল কোর্টের মোতালক কার্য্যকর্ম্মেতে নিবিষ্ট থাকনপ্রযুক্ত অথবা কোন সাহেবের কর্ম্মস্থান খালী থাকনেতে কিম্বা অন্য কোন বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত সদর মোকামেতে দায়েরসায়েরী আদালতের বৈঠক দুই জন জজসাহেবের বিদ্যমানতায় না হইতে পারে তবে এমতে এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে একাকী দায়েরসায়েরী আদালতের বৈঠক করিয়া নীচেতে যেং বিষয় লেখা যাইতেছে তাহার নির্ব্বাহ করেন্ এতাবতা যদি কোন মোকদ্দমাতে কোন বিশিষ্ট হেতু প্রযুক্ত মাজিস্ট্রেটসাহেবের কি জাইন্ট কি আসিষ্টান্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবের রোয়দাদী কাগজপত্র তলবকরা বিহিত বুঝেন্ তবে তাহা তলব করেন্ ও সদর নিজামৎ

যে মতেতে সদর মোকামে দায়েরসায়েরী আদালতের বৈঠক এক জন জজসাহেবহইতে হইতে পারে তাহার কথা।

এক জন জজসাহেব যেং কর্ম্ম করিতে ক্ষমতা রাখেন্ তাহার কথা।

আদালতের

আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে যে হুকুম হয় তাহার মতে কার্য্য করেন্ ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের সদর মোকামের বৈঠকের সময়ে যেং বিষয় ও কর্ম্মকার্য্যের খবরগিরী করিতে হয় সে সমস্ত বিষয় ও কর্ম্মকার্য্যের বিষয়েতে আইনের মতে ও নীচের লিখিত কথাতে দৃষ্টি রাখিয়া উপযুক্ত হুকুম দেন্ ইতি।

মাজিষ্ট্রেট্‌আদি সাহেবের হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করিতে অন্য জজসাহেবের বিনাসহযোগে এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন জিলা কি শহরের মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব কি জাইণ্ট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব কোন মোকদ্দমাতে যে নিষ্পত্তি করেন্ কি হুকুম দেন্ দায়েরসায়েরী আদালতের এক জন জজসাহেব সদর মোকামেতে ঐ আদালতের বৈঠক করিলে সে জজসাহেবের ক্ষমতা নাহি যে ঐ আদালতের অন্য জজসাহেবের সহযোগ বিনা সেই নিষ্পত্তি কি হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করেন্ ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের এক কি ততোধিক জন সাহেবের করা নিষ্পত্তি কি হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করিতে তথাকার এক জন সাহেব না পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কোন মোকদ্দমাতে দায়েরসায়েরী আদালতের এক জন কি ততোধিক জন জজসাহেব যে কিছু নিষ্পত্তি কি হুকুম করিয়া থাকেন্ ঐ আদালতের এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা নাহি যে সে নিষ্পত্তি কি হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করেন্ ইতি।

আপনার করা নিষ্পত্তির উপর হওয়া আপীলের বিচার করিতে ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—দায়েরসায়েরী আদালতের কোন জজসাহেবকে যে সকল মোকদ্দমাতে আপনি মাজিষ্ট্রেটী কিম্বা জাইণ্ট কি আসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটী ভারানুসারে কি অন্য কোন কর্ম্মের ভারানুসারে যে কোন হুকুম কি নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন্ দায়েরসায়েরী আদালতে তাহার আপীল হইলে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে অনুমতি নাহি ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের কোন জজসাহেব জিলা ও শহরের অপরাধিদিগের মোকদ্দমার বিচারের বৈঠক কালে কোন মোকদ্দমা সদর মোকামের দায়েরসায়েরী আদালতের বিচার ও নিষ্পত্তির কারণ পাঠাইলে ও সে মোকদ্দমা সদর মোকামে এক জন জজসাহেবের বৈঠকে রুজুকার হইলে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি দায়েরসায়েরী আদালতের কোন জজসাহেব কোন জিলা কি শহরের মোতালক অপরাধি লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে বৈঠক করিয়া ইঙ্গরেজী ১৮০৭ সালের ৯ আইনের ২২ ধারার কি অন্য যে কোন আইনের মতে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগকে জিলা ও শহরের মোতালক কোন অপরাধির মোকদ্দমার বিচার করিবার বৈঠককালে সদর মোকামের দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের পরামর্শ লইতে অনুমতি আছে তদনুসারে কোন মোকদ্দমা সদর মোকামের দায়েরসায়েরী আদালতে পাঠান যাইবার হুকুম করেন্ তাহাতে যদি সে মোকদ্দমা এই ধারার ১ প্রকরণের লিখন মতে ঐ আদালতের যে এক জন জজসাহেব সদর মোকামেতে বৈঠক করেন্ সেই জজসাহেবের হজুরে রুবকার হইয়া তাঁহার মতে ও যে জজসাহেবের নিকটহইতে ঐ মোকদ্দমা সদর মোকামের দায়েরসায়েরী আদালতে চালান হইয়াছে তাঁহার মতে ঐক্য হয় তবে ঐ এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে আপনারদিগের ঐক্য হওয়া মতানুসারে ও চলিত আইনের দৃষ্টে নাতক্ অর্থাৎ পুরা হুকুম দেন্ কিন্তু যে

জজসাহেব

জজসাহেব সদর মোকামেতে একাকী বৈঠক করেন্ তাঁহার মতে ও যে জজসাহেব সে মোকদ্দমা পাঠাইয়া থাকেন্ তাঁহার মতে যদি ঐক্য না হয় তবে সদর মোকামের ঐ জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপনার মতের কথা লিখিয়া মোকদ্দমার রোয়দাদের শামিলে রাখেন্ ও তৃতীয় এতাবতা আর এক জন জজসাহেবের পরামর্শ না লওনপর্য্যন্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হওয়া মৌকুফ থাকিবেক ইতি।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের ও জিলা ও শহরের আদালতের এদেশীয় আমলাদিগের তগীর ও বহালীর বিষয়ে যেং হুকুম এই আইনের ১০ ধারাতে লেখা গিয়াছে সেইং হুকুম দায়েরসায়েরী আদালতের ও জিলা ও শহরের মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের ও জাইণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের ও আসিষ্টাণ্ট মাজিস্ট্রেটসাহেবদিগের এদেশীয় আমলা ও পোলীসের কার্য্যকারক এদেশীয় যেং আমলা তগীর বহালী দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের মঞ্জুরীতে হয় তাহারদিগের তগীর বহালীর বিষয়ে ঐ আদালতের যে জজসাহেব এই ধারানুসারে সদর মোকামেতে একাকী বৈঠক করেন্ তাঁহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

এদেশীয় আমলা তগীর বহাল করণের বিষয়ে এই আইনের ১০ ধারার লিখিত কথা এক জন জজসাহেবের সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১৩ ধারা।

যদি উপরের ধারার ১ প্রকরণের মতে দায়েরসায়েরী আদালতের এক জন জজসাহেব সদর মোকামেতে একাকী বৈঠক করেন্ তবে সেই সাহেব উপরের ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে ও এক্ষণকার চলিত আইনের মতে যে নিষ্পত্তি ও হুকুম করেন তাহা দায়েরসায়েরী আদালতহইতে সমস্ত সাহেবের বৈঠকেতে হওনের মত সিদ্ধ হইবেক ইতি।

উপরের ধারার হুকুমমতে দায়েরসায়েরী আদালতের এক জন জজসাহেবের করা নিষ্পত্তি ও হুকুম ঐ আদালতের সমস্ত সাহেবের করা নিষ্পত্তি ও হুকুমের মত সিদ্ধ হইবার কথা।

১৪ ধারা।

যদি দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় তবে এবিষয়ে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের নিমিত্তে এই আইনের ৯ ধারাতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে সেইং হুকুমমতে কার্য্য করা যাইবেক ইতি।

দায়েরসায়েরী আদালতের দুই জন জজসাহেবের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে যেমত আচরণ হইবেক তাহার কথা।

১৫ ধারা।

যে সময়ে কোন জিলা কি শহরের মোতালক অপরাধিদিগের মোকদ্দমার বিচার করিবার নিমিত্তে দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেব বৈঠক করেন্ তখন কোন অপরাধির মোকদ্দমার বিচারকরণের মধ্যে কি অন্য কোন প্রকারেতে পোলীসের কার্য্যকারক কিসরকারের অন্য কোন কার্য্যভারাক্রান্ত এদেশীয় কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধাচরণ প্রমাণ হইলে ঐ সাহেব সেই কার্য্যকারকের তগীরহওনের হুকুম দিতে ক্ষমতা রাখেন্ কি না এ বিষয়েতে সন্দেহ জন্মিল অতএব এই ধারানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে যদি দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের হুজুরে কোন জিলা কি

অপরাধিদিগের মোকদ্দমার বিচারকালীন দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের যে মতেতে আমলা তগীর করণের বিষয়ে ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

শহরের মোতালক অপরাধিদিগের মোকদ্দমার বিচার করিবার বৈঠকেতে ইহা প্রমাণ হয় যে সরকারের এদেশীয় কোন কার্য্যকারক যে অপরাধের নিমিত্তে কোন আইনেতে কর্ম্মহইতে তগীরকরণরূপ শাস্তি নির্ণয় হইয়াছে এমত অপরাধ করিয়াছে তবে ঐ সাহেবের ক্ষমতা আছে যে কর্ম্মহইতে সেই কার্য্যকারকের তগীর হইবার হুকুম দেন্ ও সেই তগীরহওয়া কার্য্যকারক যে মাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কি অন্য যে সাহেবের তাবেতে নিযুক্ত ছিল তাঁহার উচিত যে এ বিষয়ের সংবাদ পাইবামাত্র তাহার স্থানে আর কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্তে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যেং উপায় লেখা আছে তাহা করেন্ ও আরং সমস্ত প্রকারেতে যদি অপরাধিদিগের মোকদ্দমার বিচার করিবার বৈঠকের সময়ে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের এদেশীয় কোন কার্য্যকারককে তগীরকরা উচিত বোধ হয় তবে তাহার সমাচার আপনার মতের বৃত্তান্তসহিত সেই কার্য্যকারক যে মাজিষ্ট্রেট্সাহেবের কি অন্য সাহেবের তাবেতে নিযুক্ত আছে তাঁহার নিকট লিখিয়া পাঠান্ ও সেই মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কি অন্য সাহেবের কর্ত্তব্য হইবেক যে এ সমাচার পাইবামাত্র ঐ জজসাহেবের হুকুমমতে কার্য্য করিয়া এতাবতা সেই কার্য্যকারককে কর্ম্মহইতে তগীর করিয়া তাহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্তে আইনের নির্দ্ধারিত উপায় ও উদ্যোগ করেন্ অথবা ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ৮ আইনের মতে কি এক্ষণকার চলিত অন্য কোন আইনানুসারে ঐ কার্য্যকারকের তগীরহওনের বিষয়ের নাতক্ হুকুম দিবার ভার যে আদালতের কি যে বোর্ডের কিম্বা সরকারের অন্য যে সিরিশ্তার সাহেবদিগের প্রতি আছে সেই আদালতে কি বোর্ডে কি সিরিশ্তায় মোকদ্দমার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

অন্য প্রকারেতে দায়েরসায়েরী আদালতের জজসাহেবের সরকারী কোন কার্য্যকারককে তগীরকরা উপযুক্ত বোধ হইলে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

ঐ জজসাহেবের কৈফিয়ৎ পাইলে মাজিষ্ট্রেট কি সরকারের অন্য কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবের কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

১৬ ধারা।

এই আইনের ৬ ও ৮ ধারার লিখিত কথা সদর দেওয়ানী আদালতের যে সাহেব একাকী বৈঠক করেন্ তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১৩ আইনের ২ ধারার লিখিত কথার ফেরফার করিবার নিমিত্তে এই আইনের ৬ ও ৮ ধারাতে যেং হুকুম লেখা গিয়াছে সদর দেওয়ানী আদালতের বৈঠক এক জন জজসাহেবহইতে ইহার বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালে ১৩ আইনের ৬ ধারাতে যেং কথা লেখা আছে তাহাতেও সেই সকল হুকুম খাটিবেক ইতি।

১৭ ধারা।

নিজামৎ আদালতের আলাহিদা বৈঠকহওন সম্পর্কীয় আইনের লিখিত হুকুমমতে ঐ আদালতের সাহেবদিগের এক

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ৮ আইনের ৬ ধারাতে এক জন জজসাহেবহইতে নিজামৎ আদালতের আলাহিদা বৈঠক হইবার বিষয়ে যেং কথা লেখা আছে তাহা নির্দ্দিষ্টকরণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে ঐ আদালতেতে অপরাধিদিগের চালানহওয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ত্বরাক্রমে হয় এক্ষণে ইহা স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে ঐ সকল কথানুসারে যখন দুই জন কি ততোধিক জন জজসাহেবের বৈঠক না হইতে পারে তখন এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে একাকী নিজা

মৎ

মৎ আদালতের বৈঠক করিয়া নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের মত ও পরামর্শ লইবার নিমিত্তে মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের ও দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের পাঠান মুৎফরক্কা বিষয়ের তজবীজ করেন্ ও নিজামৎ আদালতে শুনা যাওনের যোগ্য সমস্ত আরজী শুনেন্ ও চলিত আইনের মতে যে সকল ব্যাপার ও বিষয়ের খবরগিরী করিবার ও তাহাতে হুকুম দিবার ভার ঐ আদালতের সাহেবদিগের প্রতি আছে তাহার নির্ব্বাহ করেন্ কিন্তু যদি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের মধ্যে এক জন সাহেব কোন দায়েরসায়েরী আদালতে কি কোন মাজিষ্ট্রেটসাহেবের আদালতহইতে কিম্বা সরকারের অন্য কোন কার্য্যকারক সাহেবহইতে হওয়া কোন নিষ্পত্তি কি হুকুম রদ কি পরিবর্ত্তকরণের যোগ্য বোধ হয় তবে সে সাহেবের ক্ষমতা নাহি যে সে বিষয়েতে অন্য জজসাহেবের সহযোগব্যতিরেক নাতক হুকুম দেন্ ও জানা কর্ত্তব্য যে কোন প্রকারে এক জন জজসাহেবের ক্ষমতা নাহি যে নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের এক জন কি ততোধিক জন জজসাহেবের হুজুরহইতে পূর্ব্বের হওয়া কোন নিষ্পত্তি কি হুকুম রদ কি পরিবর্ত্ত করেন্ ইতি।

জন সাহেব মুৎফরক্কা মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবার কথা।

ঐ এক জন জজসাহেবের কৃএক সাহেবের করা নিষ্পত্তি কি হুকুম রদ করিতে ক্ষমতা না থাকিবার কথা।

১৮ ধারা।

সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের চারি জন জজসাহেবের বৈঠকে তাঁহারদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে ও দুই পক্ষে দুই২ জন সাহেব থাকিলে যে মত আচরণ হইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সদর দেওয়ানী আদালতের জজসাহেবদিগের মধ্যে কি নিজামৎ আদালতের জজসাহেবদিগের মধ্যে তিন২ জন জজসাহেবহইতে বৈঠক হইয়া মতের অনৈক্য হইলে যে পক্ষে অনেক সাহেবের মতের ঐক্য থাকে সেই পক্ষ বলবৎ হইয়া কার্য্য হইবেক ও দুই জন জজসাহেবের বৈঠকের কালে তাঁহারদিগের মতের অনৈক্য হইলে তৃতীয় জজসাহেব এতাবতা আর এক জন জজসাহেবের বৈঠক না হওনপর্য্যন্ত মোকদ্দমার নিষ্পত্তিকরা মৌকুফ থাকিবেক এক্ষণে ঐ সকল কথার অতিরিক্ত এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে যদি সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের চারি জন জজসাহেবের বৈঠকেতে তাঁহারদিগের মধ্যে মতের অনৈক্য হয় ও তাহাতে যদি ঐ সাহেবেরা দুই পক্ষে একবাক্যতায় সংখ্যাতে সমান২ থাকেন্ তবে যে পক্ষে প্রধান জজসাহেবের মত অন্য জজসাহেবের মতের সহযোগে থাকে সেই পক্ষ বলবৎ হইয়া তাঁহারদিগের মতানুসারে কার্য্য হইবেক ইতি।

Vol. V. 541. সমাপ্ত।

A True Translation,
HOLT MACKENZIE,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২৬ ষড়্‌বিংশ আইন।

সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাতে হওয়া নিষ্পত্তির উপর যে সকল খাস আপীল ও সরাসরী আপীল হয় তাহা শুনিবার ও বিচার করিবার বিষয়ে এক্ষণে যে২ আইন চলন আছে সেই২ আইনের লিখিত কোন২ কথা পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে ও সওয়াল জওয়াবের কাগজপত্রের ও হুকুমনামার ও প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি জারীহওনের প্রকরণের বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যাহা লেখা আছে তাহার কোন২ কথা পরিবর্ত্ত করিয়া নিরূপণ করিবার নিমিত্তে ও ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখিত কোন২ কথা স্পষ্ট করিয়া ও বাড়াইয়া লিখিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্‌ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেল ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৯ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২২ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১৬ শহর জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ত্বরা হইবার নিমিত্তে সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমার নিষ্পত্তির উপর হওয়া খাস আপীল কি সরাসরী আপীল মতে মোকদ্দমা শুনিবার ও বিচার করিবার বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত হুকুমের ফেরফার করা কর্ত্তব্য হইল ও সওয়াল ও জওয়াবের কাগজের ও হুকুমনামাহওনের ও প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিত হওয়া সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাতে যে২ নিষ্পত্তি হয় তাহা জারী হওনের প্রকরণের বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত কোন২ কথা পরিবর্ত্ত করাও উচিত হইল এবং উচিত বোধ হইল যে ইষ্টাম্পের রসুমের দ্বারা সরকারের খাজানা তহসীলের সম্পর্কীয় চলিত কোন২ হুকুমের বিষয়ে যে কিছু সন্দেহ হইয়াছে তাহা মিটান যায় এবং ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখিত কথার অতিরিক্ত নূতন কএক হুকুম নির্দ্দিষ্ট করা যায় একারণ শ্রীযুত বৈস্‌ প্রসীডেণ্ট সাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখহইতে ঐ২ দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের ২৪ ধারার ও ১৮০৫ সালের খাস আপীলের দরখাস্ত

মঞ্জুর হইবার প্রকরণে তে আইনের চলিত কোনং হুকুমের ফেরফার করিবার কথা।

সালের ২ আইনের ১০ ধারার ও ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ২ ও ৩ প্রকরণের লিখিত কথার পরিবর্ত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের ও প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কোন মোকদ্দমাতে নিষ্পত্তিপত্র মজমুনের কি তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া দস্তাবেজের দ্বারা তাঁহারদিগের এমত বোধ হওনব্যতিরিক্ত যে ঐ নিষ্পত্তি আদালতের চলিত কোন দাঁড়া ও দস্তুরের ব্যতিক্রমে কি একক্ষণকার চলিত আইনের কোন আইনের অন্যথা হইয়াছে অথবা শাস্ত্রের ও শরার উক্ত মতানুসারে যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে হয় তাহাতে তাহার ব্যতিক্রমে হইয়াছে কিম্বা অন্য যে কোন দাঁড়া কি পুর্ব্বের রেওয়াজ মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার অন্যথা হইয়াছে কি ঐ নিষ্পত্তিতে লোকদিগের স্বত্ত্বসম্বন্ধীয় এমত কোন ভারি বিষয় যে তাহাতে পুর্ব্বে কখন প্রধানং আদালতহইতে কোন হুকুম হয় নাহি তাহা আছে খাস আপীল এতাবতা দ্বিতীয় আপীলের কোন দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে ক্ষমতা থাকিবেক না ও জানা কর্ত্তব্য যে নিষ্পত্তিপত্রেতে মোকদ্দমার বিবরণ ও বেওরাসম্পর্কীয় যাহাং লেখা থাকে তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রমাণ জ্ঞান করা যাইবেক ইতি।

খাস আপীল করিবার মনস্থ করিলে যে আদালতে দরখাস্ত দিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি জাবেতামতে কোন মোকদ্দমার আপীল হইয়া তাহার বিচারহওনের যোগ্য আদালতহইতে নিষ্পত্তি হইয়া তাহাতে ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষ উপরের প্রকরণের লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত ঐ আদালতের নিষ্পত্তিতে নারাজ হইয়া খাস আপীল এতাবতা দ্বিতীয় আপীলের অনুসারে পুনর্ব্বার বিচারহওনের মনস্থ রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার আপীলের যে দরখাস্ত জাবেতামতে দরপেশ হয় তাহা শুনা যাইবার অর্থে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ ও ২৫ আইনের অনুসারে যে আদালতে এমত মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুর করিবার ক্ষমতা থাকে সেই আদালতে খাস আপীলের দরখাস্ত দেয় ইতি।

ঐ দরখাস্ত যে ইষ্টাম্প কাগজে ও তাহাতে যেং কথা লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত দাওয়া নগদ টাকার হইলে তাহার সংখ্যার দৃষ্টে কিম্বা বস্তুর হইলে তাহার মূল্য ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার কিম্বা দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার দাওয়ার বিষয়ের সংখ্যা কি মূল্যের নিরূপণ ও নিয়মের বিষয়ে উত্তরকালে যে কোন আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার লিখনমত হিসাবে যত হয় তাহার দৃষ্টে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ও যে হেতু কি হেতুতে এই ধারার ১ প্রকরণের মতে খাস আপীল করিবার মনস্থ হয় তাহা সেই দরখাস্তে স্পষ্ট ও নিরূপণ করিয়া লেখা যাইবেক ও কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি এমত দরখাস্ত করিতে চাহে সে ব্যক্তি নিজে কিম্বা আদালতের মোকতার কোন উকীলের

দ্বারাতে

মারফতে ঐ দরখাস্ত দাখিল করে ও শেষ কল্পে যে উকীল ঐ দরখাস্ত দাখিল করিবেক তাহার কর্ত্তব্য যে তাহাতে আপন দস্তখৎ করেন ও তাহার পৃষ্ঠে এ কথা লিখে যে এই ধারার ১ প্রকরণের দৃষ্টে খাস আপীল মঞ্জুরহওনের অর্থে দরখাস্তেতে যেং হেতু লেখা আছে তাহা সম্পূর্ণ বিবেচনা ও প্রনিধানপূর্ব্বক বিশিষ্ট ও উপযুক্ত বুঝা গেল ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি কোন মোকদ্দমাতে তাহার কথার দৃষ্টে আদালতের সাহেবেরা এই ধারার ১ প্রকরণের লিখিত কোন হেতুপ্রযুক্ত খাস আপীল মঞ্জুরকরা উচিত বুঝেন তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নিরূপিত জামিনী দাখিলকরণের ও চলিত আইনানুসারে উকীলকে রসুমের যত টাকা দিতে হইবেক তাহা আমানৎ রাখণের বিষয়ে উপযুক্ত মিয়াদ নিরূপণ করিয়া তাহা করিতে আপেলাণ্টের প্রতি হুকুম দেন্ ও ঐ নিরূপিত জামিনী ও আদালতের টাকা দাখিল হইলে আদালতের সাহেবেরা খাস আপীল মঞ্জুর করিয়া জাবেতামতে হওয়া আপীলের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার নিমিত্তে যেং হুকুম নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং হুকুমমতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিলে পর যে মতাচরণ করিতে হইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতে কোন মোকদ্দমার খাস আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুরকরণের অর্থে উপযুক্ত কোন হেতু না ঠাহরিয়া ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হয় তবে এই ধারার ৩ প্রকরণের অনুসারে আপেলাণ্ট যে ইষ্টাম্পকাগজে ঐ দরখাস্ত লিখিয়া দিয়া থাকে সে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের টাকা ফিরিয়া পাওনের যোগ্য হইবে না কিন্তু যদি আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমার বিষয়ের দৃষ্টে এমত বুঝেন্ যে আপেলাণ্টের স্থানে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের সমুদয় টাকা লওয়া গেলে তাহার অধিক ক্ষতি হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সেই ইষ্টাম্পকাগজের রসুমের টাকার মধ্যে কতক এই নিয়মে যে তাহার চারি হিস্যার তিন হিস্যাহইতে অধিক না হয় যে ব্যক্তি ঐ টাকা দিয়া থাকে তাহাকে কিম্বা তাহার ওয়ারিস্ লোককে ফিরিয়া দেওয়ান্ ইতি।

খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলে যে মতে আদালতের সাহেবেরা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের কতক ফিরিয়া দিতে পারেন্ তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—এই প্রকরণানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের এই আইনের মতে যে ক্ষমতা হইয়াছে তদনুসারে খাস আপীল এতাবতা দ্বিতীয় আপীল নামঞ্জুরকরণের বিষয়ে যে হুকুম দেন্ তাহা এবং যেং মোকদ্দমাতে তাহার খাস আপীল মঞ্জুর হইয়া ঐ সাহেবদিগের হজুরহইতে যেং নিষ্পত্তি হয় তাহা সর্ব্বপ্রকারেতে চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক ও উপরকার আদালতে পুনর্ব্বার বিচারহওনের যোগ্য হইবেক না ইতি।

আদালতের সাহেবেরা আপনারদিগের আদালতে দাখিলহওয়া খাস আপীলের দরখাস্তের বিষয়ে যে হুকুম দেন্ তাহাই চূড়ান্ত হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি জিলা ও শহরের আদালতের কি প্রবিন্স্যাল কোন আদালতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে মোকররী উকীলদিগের মধ্যে কোন উকীলের

খাস আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলে উকীল

মারফতে

দিগের রসুম যাহা দিতে হইবে তাহার কথা।

মারফতে খাস আপীলের কোন দরখাস্ত দাখিল হইয়া নামঞ্জুর হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনায় তাহাতে সেই উকীলের যে মেহনতানা উপযুক্ত বোধ হয় এই নিয়মে যে সেই মোকদ্দমার খাস আপীল মঞ্জুর হইয়া নিষ্পত্তি হওনমতে সে উকীল মেহনতানার যত টাকা পাইত তাহার চারি হিস্যার এক হিস্যাহইতে অধিক না হয় তাহা তাহার মওক্কেলের স্থানহইতে তাহাকে দেওয়াইয়া দিবেন ও জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন মোকদ্দমার খাস আপীল ইহার পূর্ব্বে জিলা ও শহরের আদালতের কিম্বা প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতের অথবা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে মঞ্জুর হইয়াছে কি ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে মঞ্জুর হয় সে মোকদ্দমার সহিত এই ধারার লিখিত কোন হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

৩ ধারা।

চলিত আইনের কোন২ হুকুম রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০১ সালের ২ আইনের ৮ ও ৯ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ১২ ধারা ও ১৮০৩ সালের ৪৯ আইনের ২৬ ধারা ও ১৮০৫ সালের ২ আইনের ১১ ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

যে গতিকেতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সরাসরী আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন্ তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জাবেতামতে যে কোন মোকদ্দমা প্রথমতঃ কিম্বা বিশেষ কোন হেতুহওনব্যতিরিক্ত আপীলমতে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের শুনিবার যোগ্য হয় যদি ঐ সাহেবেরা সে মোকদ্দমার দাওয়ার আরজী কি আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ কিম্বা ঐ আরজী কি দরখাস্ত মঞ্জুরকরণের পরে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টহইতে বিলম্বহওন কি দাঁড়া ও জাবেতার অন্যমত কিম্বা অন্য কসুর হওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের বিচারকরণবিনা তাহা ডিসমিস্ করেন্ এমতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীল মঞ্জুর করেন্ ইতি।

যে গতিকেতে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবেরা সরাসরী আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন্ তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ঐ মত যদি জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবেরা দাঁড়ানুসারে প্রথমতঃ কি আপীলমতে যে কোন মোকদ্দমা তাঁহারদিগের শুনিবার যোগ্য হয় তাহার দাওয়ার আরজী কি আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ কিম্বা ঐ আরজী কিম্বা দরখাস্ত ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টহইতে বিলম্ব কি দাঁড়া ও জাবেতার অন্যমত কি অন্য কসুরহওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের বিচারকরণবিনা তাহা ডিসমিস্ করেন্ তবে তাহাতে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ সাহেবদিগের করা নিষ্পত্তি কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীল মঞ্জুর করেন্ ইতি।

যে গতিকেতে জিলা

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ঐ মত যদি জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবেরা কি সদর

আমীনেরা

আমীনেরা তাঁহারদিগকে দাঁড়ামতে যে কোন মোকদ্দমা সোপর্দ্দ হইয়া থাকে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টহইতে কসুরহওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের বিচার করণবিনা তাহা ডিসমিস্ করেন্ তবে তাহাতে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে রেজিষ্টরসাহেবদিগের কি সদর আমীনদিগের করা নিষ্পত্তি কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীল মঞ্জুর করেন্ ইতি। ও শহরের জজসাহেবেরা সরাসরী আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারেন্ তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—উপরের প্রকরণের বিবরণ করিয়া লেখা সমস্ত প্রকারেতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত জাবেতামতে আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইবার বিষয়ে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক ও এমত সরাসরী আপীলের দরখাস্তের বিষয়ে নীচের প্রকরণের লিখিত কথা খাটিবেক ইতি। সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল হওনের মিয়াদ নিরূপণের কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—উপরের প্রস্তাবিত মোকদ্দমাতে কোন ব্যক্তি সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিলকরণের মনস্থ রাখিলে তাহার কর্ত্তব্য যে উপরের লিখনানুসারে ঐ দরখাস্ত যে আদালতে শুনা যাওনের যোগ্য হয় সেই আদালতে আপনি নিজে কিম্বা আপনার মোকররকরা উকীলের মারফতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজেতে সে দরখাস্ত লিখিয়া ও সে মোকদ্দমাতে যে হুকুম কি নিষ্পত্তি হইয়া থাকে তাহার দস্তখতী নকলের সহিত দাখিল করেন ইতি। সরাসরী আপীলের দরখাস্ত যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যে ব্যক্তি ঐ মত সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল করে তাহার স্থানে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার মতে নালিশের প্রথমকার রসুমের বদলে ইষ্টাম্পকাগজের যে রসুম এতাবতা মূল্যনিরূপণ হইয়াছে তাহা লওয়া যাইবেক না ও দরখাস্তকরণিয়া ব্যক্তির আপন মোকররকরা উকীলের মেহনতানার টাকা আমানৎ রাখিতে হইবেক না ও যে ডিক্রীহইতে আপীল করিয়াছে সেই ডিক্রী জারীহওয়া মৌকুফ রাখিতে হইলে চলিত আইনের মতে যে জামিনী তাহার দাখিলকরা উচিত হয় তাহাভিন্ন কোন জামিনী দাখিল করিতে হইবেক না ইতি। দরখাস্ত দেওয়ানিয়ার নালিশের রসুম দিতে ও উকীলের রসুমের টাকা আমানৎ রাখিতে ও ক এক প্রকার ব্যতিরেকে কোন জামিনী দাখিল করিতে না হইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—যদি এমত সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল হয় তবে তাহাতে রিস্পাণ্ডেণ্টকে তাহার সমাচারদেওনের ও আদালতে তাহার হাজিরহওনের আবশ্যক বোধ হইবেক না কিন্তু যদি বিশেষ কোন মতেতে আদালতের সাহেবদিগের তাহা করা উচিত বোধ হয় তবে রিস্পাণ্ডেণ্টকে সমাচার দেওয়া ও তাহাকে আদালতে হাজির করাণ যাইবেক। ও এমত সরাসরী আপীলের বিষয়ে যে আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল হইয়াছে সে আদালতে ঐ মোকদ্দমা বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত ও আইনমতে নামঞ্জুর কি ডিস্মিস্ হইয়াছে কি না ইহা জানা যাওনের নিমিত্তে ঐ মত সরাসরী আপীলের তজবীজকরণের প্রকরণের কথা।

যে

যে সওয়াল ও জওয়াব ও বিচারকরণের প্রয়োজন হয় তাহাব্যতিরিক্ত আর কিছু সওয়াল ও জওয়াব ও বিচারের দরকার হইবেক না ইতি।

যে আদালতের হুকুমেতে সরাসরী আপীল হয় সেই আদালতে পুনরায় যেং গতিকে মোকদ্দমা মঞ্জুর করিতে কি মিসিলের শামিল করিতে হুকুম হইবেক তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে অথবা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের হজুরে উপরের প্রকরণের মতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দরপেশ হয় তবে যদি সরাসরী বিচারের সময়ে ঐ আদালতে এমত জানা যায় যে ঐ মোকদ্দমা প্রথমতঃ বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ও আইনের অন্যমতে নামঞ্জুর হইয়াছে কিম্বা মঞ্জুর হইয়া বিশিষ্ট হেতুব্যতিরেকে ও আইনের অন্যমতে মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের তহকীক তদন্ত না হইয়া তাহা ডিস্‌মিস্‌ হইয়াছে তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের যে সাহেব কি অন্য কার্য্যকারকের করা ডিক্রী কি দেওয়া হুকুমের উপর সরাসরী আপীলের দরখাস্ত দাখিল হইয়াছে তাঁহার প্রতি প্রথম প্রকারেতে এমত হুকুম দেন্‌ যে পুনর্ব্বার মোকদ্দমার আরজী কি আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্‌ ও দ্বিতীয় প্রকারেতে এ বিষয়ের হুকুম দেন্‌ যে পুনরায় ঐ মোকদ্দমা মিসিলের শামিল করিয়া আইনের মতে তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্‌ ইতি।

যে গতিকেতে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া আপেলাণ্টের জরীমানা করিতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

ঐ গতিকেতে আদালতের সাহেবের দেওয়া হুকুম নাতক ও পূরা হইবার কথা।

১০ দশম প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের কি জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের হজুরে সরাসরী আপীলের কোন দরখাস্ত দাখিল হইলে যদি এমত জানা যায় যে ঐ দরখাস্ত বিরোধবিবাদের ও দুঃখদেওনের নিমিত্তে কি কেবল নিরর্থক করিয়াছে তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা বরং তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে সরাসরী আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া মোকদ্দমার ভাব ও আপেলাণ্টের শক্তি বুঝিয়া যে জরীমানা উপযুক্ত হয় তাহা দেওনের হুকুম আপেলাণ্টের উপর দেন্‌ কিন্তু ঐ জরীমানার টাকা এমত মোকদ্দমা সরাসরীভিন্ন অন্য প্রকারে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিত হইতে হইলে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যের যত টাকা আপেলাণ্টের দিতে হইত কোন প্রকারে তাহাহইতে অধিক না হয় ও জানা কর্ত্তব্য যে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের কি প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের কিম্বা জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে আপেলাণ্টের উপর জরীমানাকরণের অর্থে কি আপীলের দরখাস্ত নামঞ্জুরকরণের বিষয়ে যে হুকুম হয় তাহাই চূড়ান্ত ও সিদ্ধ বোধ হইবেক ইতি।

সরাসরী আপীলেতে আদালতের উকীলদিগের রসুমের বিষয়ের হুকুমের কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—যদি এমত সরাসরী আপীলের বিষয়ে কোন উকীল মোকরর্ হয় তবে ঐং আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উকীল মেহনৎ অর্থাৎ পরিশ্রমের দৃষ্টে যে মেহনতানা উপযুক্ত বুঝেন্‌ এই নিয়মে যে এমত মোকদ্দমা সরাসরীভিন্ন অন্য প্রকারে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিত হওনমতে ঐ উকীল যত টাকা মেহনতানা পাইতে পারিত্ত তাহার চারি হিস্যাহইতে অধিক না হয় তাহার ধার্য্য করেন্‌ ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪সাল ২৬ ষড়বিংশ আইন।

৪ ধারা।

কোন২ হুকুম রদ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৮ সালের ২ আইনের ২ ও ৩ ধারা ও ১৮০৩ সালের যে ২ আইনের ২২ ধারা ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার ৩ প্রকরণের অনুসারে জয়করা দেশের ও বুন্দেলখণ্ডদেশের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ও ১৮০৩ সালের ৪ আইনের ৩০ ধারার ২ প্রকরণ ও ঐ ১৮০৩ সালের ৫ আইনের ৩৭ ধারা ও ১৮১৩ সালের ৩ আইন এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

আদালতের সাহেবদিগের নিকটে তাঁহারদিগের নিষ্পত্তিকরা মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন জিলা ও শহরের আদালতে কিম্বা কোন প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে জাবেতামতে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন যে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া তাহার নিষ্পত্তির উপর উপরকার আদালতে আপীল না হইয়া থাকে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কোন পক্ষ যদি আপনাকে অন্যায়গ্রস্ত বোধ করে ও ডিক্রী হওনের সময়ে যে কোন নূতন দস্তাবেজ কি দলীলের সন্ধান জানিত না তাহার সন্ধান পাওনহেতু কিম্বা তাহা দরপেশ করিতে পারিয়াছিল না সেপ্রযুক্ত কি অন্য বিশিষ্ট ও উপযুক্ত কারণ ও হেতুপ্রযুক্ত যে সাহেব কি সাহেবদিগের নিকটে ঐ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে তাঁহারদিগের হজুরে তাহার পুনর্ব্বার বিচার করাইবার মনস্থ রাখে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যে আদালতে ঐ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই আদালতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দেয় ও এমতে ঐ দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া যে তারিখে দরখাস্তকরণিয়াকে কি তাহার উকীলকে ডিক্রীর নকল দেওয়া গিয়া থাকে কিম্বা দিবার নিমিত্তে উপস্থিতকরা গিয়া থাকে সেই তারিখহইতে তিন মাস মিয়াদের মধ্যে দাখিল করিতে হইবেক ও এই আইনের ৮ ধারার ১১ প্রকরণের লিখনমতে ঐ মিয়াদের হিসাব করা যাইবেক ও ঐ মিয়াদ গতহওনের পরে পুনর্ব্বিচারের কোন দরখাস্ত দাখিল হইলেও যদি দরখাস্তকরণিয়া নিরূপিত কালের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল করিতে না পারিবার বিশিষ্ট হেতু প্রমাণ করে তবে আদালতের সাহেবেরা সে দরখাস্ত লইতে ক্ষমতা রাখেন তথাপি ঐ সাহেবদিগকে অতিতাকীদ হুকুম আছে যে নিরূপিত মিয়াদ অতীত হওনের পরে এমত দরখাস্ত লইবার বিষয়ে তাঁহারদিগের ক্ষমতা হইল তাহার মতে কার্য্য করিতে অতিসাবধান হন এবং ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যদি মিয়াদ গত হইলে পর এমত দরখাস্ত লন্ তবে তাহার হেতু বেওরা করিয়া আপনারদিগের রুবকারীর বহীতে লিখেন ও যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার হইবার কোন বিশিষ্ট ও উপযুক্ত হেতু ও কারণ নাহি তবে তাঁহারা সে দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন ও এ বিষয়ে ঐ সাহেবেরা যে হুকুম দেন্ তাহাই সিদ্ধ ও চূড়ান্ত বোধ হইবেক ও তাহা না-হইয়া যদি ঐ সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে পূর্ব্বের নিষ্পত্তিতে হওয়া কোন ভারি গলৎ কি অন্য চুক ভুল সারিবার নিমিত্তে

মোকদ্দমার

মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করা আবশ্যক কি ন্যায়মতে কোন কারণে তাহা করা কর্ত্তব্য তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এবিষয়ের সম্বাদ আপনারদিগের অভিপ্রায়ের সমস্ত কথার সহিত লিখিয়া আপনারদিগের আদালতে দাখিলহওয়া দরখাস্তের ও মোকদ্দমাতে হওয়া ডিক্রীর নকলসহিত সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ইতি।

যে মতেতে পুনর্ব্বিচার করিবার অনুমতি দিতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের প্রকরণানুসারে কোন মোকদ্দমা সদর দেওয়ানী আদালতে পাঠান গেলে যদি ঐ আদালতের সাহেবেরা স্পষ্ট করিয়া লেখাহেতুর ও মোকদ্দমার সমস্ত বেওরা ও ভাব দৃষ্টে এমত বুঝেন্ যে ন্যায়মতে তাহার পুনর্ব্বিচার করা কর্ত্তব্য তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে মোকদ্দমার পুনর্ব্বিচার করিবার অর্থে হুকুম দেন্ ও ঐ মত তাঁহারদিগের নিষ্পত্তিকরা যে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত প্রচণ্ড প্রতাপ শ্রীল শ্রীইংগ্লণ্ডের বাদশাহের হজুরে না হইয়া থাকে কিম্বা আপীলহওনমতেও মোকদ্দমার মোতালক কাগজপত্র ঐ বাদশাহের হজুরে পাঠান না গিয়া থাকে সে মোকদ্দমাতে যদি তাঁহারদিগের হজুরে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত দাখিল হয় তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি করিয়া তাহার পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ও যদি সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা কোন মোকদ্দমাতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ তবে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত মঞ্জুরকরণের হেতু আপনারদিগের রুবকারীর বহীতে লিখেন্ ও এমত মোকদ্দমার নূতন কোন দলীল প্রমাণ লওয়া কি না লওয়া যাওনের বিষয়ে ন্যায়মতে যাহা উচিত বুঝেন্ তাহার হুকুম করেন ইতি।

আদালতহইতে পুনর্ব্বিচারের দরখাস্ত নামঞ্জুরের হুকুম হইলে তাহাতে দরখাস্তদেওনিয়ার আপীলের দরখাস্ত দিবার বারণ না হইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যদি জিলা ও শহরের কোন আদালতের সাহেব কি কোন প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবেরা কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা প্রথমতঃ তাঁহারদিগের নিকটে দেওয়া পুনর্ব্বিচারের কোন দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা তাঁহারদিগের তাবে কোন আদালতহইতে ঐ বিষয়ে অনুমতি চাহিয়া পাঠানমতে তাহা নামঞ্জুর করণের বিষয়ে হুকুম দেন্ তবে তাহাতে ঐ দরখাস্তদেওনিয়াকে মোকদ্দমা আপীলের যোগ্য হইলে জাবেতামতে যে আদালতে সে মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত শুনা যাওনের যোগ্য হয় সে আদালতে আপীলের দরখাস্ত এমত আপীল শুনা যাওনের বিষয়ে চলিত আইনের লিখিত হুকুমের দৃষ্টে দাখিল করিতে নিষেধ আছে এমত বোধ না হয় ইতি।

৫ ধারা।

অনর্থক সওয়াল ও জওয়াব ও ইষ্টাম্পকাগজের

১ প্রথম প্রকরণ।—নালিশী আরজীতে ও সওয়াল ও জওয়াবের কাগজে অন্যাং ইজহারী কাগজেতে অনর্থক বাহুল্য কথা লেখা থাকাতে সরকারের কার্য্যকারক সাহেবদিগের

সাহেবদিগের কালক্ষেপ না হইতে পরিবার নিমিত্তে এবং ইষ্টাম্পকাগজের দ্বারা সরকারের খাজানা তহসীলের নিমিত্তে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখিত যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার বিষয়ে চাতুরী প্রবঞ্চনা না হইতে পরিবার নিমিত্তে নীচের প্রকরণের লিখিত কথাসকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

বিষয়ে চাতুরী প্রবঞ্চনা না হইতে পারিবার এক হুকুমের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল সওয়াল ও জওয়াব ও দরখাস্ত ও এজহারী কাগজ ও যে সকল সনন্দ ও দস্তাবেজ ও অন্য২ কাগজপত্র আসল অথবা তাহার নকল ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাওনের অর্থে চলিত আইনে হুকুম আছে কর্ত্তব্য যে তাহা সমস্ত পড়িবার যোগ্য ও স্পষ্ট২ অক্ষরেতে লেখা যায় ও ইহার পূর্ব্বে যেমত প্রমাণ২ অক্ষর ও প্রতিশব্দ বিরল২ ও প্রতিফর্দ্দে পাঁইতের নিয়ম হইবার কি অন্য২ বিষয়ের দৃষ্টে লেখা যাইত উত্তরকালেও সেই২ বিষয়ের দৃষ্টে সেই মত লেখা যাইবেক ইতি।

সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ ও অন্য যে২ দস্তাবেজ ইষ্টাম্পকাগজে লেখা আবশ্যক তাহা লেখা যাওনের মতের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমের দৃষ্টে কোন নালিশী আরজীর কি আপীলের দরখাস্তের সমুদয় মজমুন ঐ নালিশী আরজী কি আপীলের দরখাস্ত লেখা যাইবার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ হইয়াছে সেই কাগজের এক বন্দেতে উপযুক্তমতে লেখা হইতে না পারে তবে তাহার বাকী মজমুন লিখিবার নিমিত্তে যে কএক বন্দ ইষ্টাম্পকাগজের দরকার হয় তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৭ ধারার নিরূপিত প্রকার ইষ্টাম্পকাগজহইতে লইতে হইবেক এবং যদি জওয়াব কি জওয়াবল্‌জওয়াব কিম্বা রদজওয়াব কি অন্য সওয়াল ও জওয়াবের কাগজপত্রের সমুদয় মজমুন ঐ জওয়াবআদি কাগজপত্র লিখিবার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ হইয়াছে সেই কাগজের এক বন্দেতে উপযুক্তমতে লেখা না হইতে পারে তবে তাহার বাকী মজমুন লিখিবার কারণ যে কএক বন্দ ইষ্টাম্পকাগজের প্রয়োজন হয় তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৭ ধারার নিরূপিত প্রকার ইষ্টাম্পকাগজহইতে লইতে হইবেক ইতি।

কোন নালিশী আরজী কি অন্য কাগজের মজমুন এক বন্দ ইষ্টাম্পকাগজে না ধরিলে যে মতাচরণ হইবেক তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যদি এই আইন জারী হইলে পরে আদালতের মোকদ্দমার কোন বাদী কি প্রতিবাদী কি আদালতের উকীলদিগের মধ্যে কেহ কি অন্য কোন ব্যক্তি জিলা কি শহরের আদালতে কি প্রবিন্সাল কোর্ট আদালতে কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতে যে কোন নালিশী আরজী কি অন্য সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ আইনমতে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা উচিত তাহা উপরের লিখিত ক্রমের ব্যতিক্রমে তৈয়ার করিয়া দাখিল করে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে ব্যক্তির যে আন্দাজ জরীমানাকরা উপযুক্ত বুঝেন্‌ তাহা করেন্‌ এই নিয়মে যে ঐ নালিশী আরজী কি অন্য কাগজ উপরের লিখিতক্রমে লিখিতে হইলে যে ইষ্টাম্পকাগজেতে লিখিয়াছে তাহার অতিরিক্ত যত ইষ্টাম্পকাগজ লাগিত ও তাহার মূল্য যত টাকা ঐ ব্যক্তির দিতে হইত তাহার তিনগুণহইতে ঐ জরীমানার টাকা অধিক না হয় ইতি।

উপরের লিখিতক্রমের ব্যতিক্রম করিলে যে জরীমানা দিতে হইবেক তাহার কথা।

উপরের লিখিত হুকুম মুৎফরকা দরখাস্তের বিষয়ে খাটিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি কোন এজহার কি মুৎফরকা দরখাস্তের কি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার উক্ত কোন কাগজের মজমুন লেখা যাইবার নিমিত্তে যে ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ হইয়াছে সেই কাগজের এক ফর্দ্দে লেখা হইতে না পারে তবে তাহার কারণ আর যে কএক ফর্দ্দ কাগজের দরকার থাকে তাহা ঐ ১৮ ধারার নিরূপিত রকম ইষ্টাম্পকাগজহইতে লওয়া যাইবেক আর যদি কেহ এমতং এজহার কি কাগজ এই হুকুমের অন্যথা ও এই ধারার ২ প্রকরণের লিখিত ক্রমের অন্যথা তৈয়ার করিয়া ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার প্রস্তাবিত কোন আদালতের সাহেবদিগের কি সরকারের অন্য কার্য্যকারকের হুজুরে দাখিল করে তবে ঐ সাহেবদিগের ও অন্য কার্য্যকারকের ক্ষমতা আছে যে উপরের প্রকরণের লিখিত কথার দৃষ্টে সেই ব্যক্তির উপর জরীমানা করেন্ ইতি।

৬ ধারা।

আইনের লিখিত কোনং কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪ আইনের ৫ ও ৬ ধারাতে ও ১৮০৩ সালের ৩ আইনের ৫ ও ৬ ধারাতে যে সকল হুকুম লেখা আছে তাহা নীচের লিখনক্রমে নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করা যাইবেক ইতি।

আসামী জওয়াব কি রদজওয়াব দাখিল না করিলে তাহা তাহার তরফহইতে রেজিষ্টরসাহেবের দাখিলকরণের আবশ্যক না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—কোন দেওয়ানী আদালতে প্রথমত উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে আসামী নিরূপিত মিয়াদের মধ্যে রদজওয়াব দাখিল না করিলে পূর্ব্বমত রেজিষ্টরসাহেবের তাহার তরফহইতে রদজওয়াব দাখিল করিতে হইবেক না কিন্তু আদালতের যে সাহেবের হুজুরে মোকদ্দমা রুবকার হয় তাহার কর্ত্তব্য যে রদজওয়াব দাখিলকরণের বিষয়ে আসামীর যে অস্বীকার কি শৈথিল্য হয় তাহার কৈফিয়ৎ আপন রুবকারীতে লিখিয়া আসামী ফরিয়াদীর দাওয়া আসলে অস্বীকার করণের মজমুনে রদজওয়াব দাখিল করিলে যেমত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতেন সেই মতে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ইতি।

সওয়াল ও জওয়াবের কাগজের অবশেষ মঞ্জুর হওনের বিষয়ের কএক হুকুমের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে কোন মোকদ্দমাতে নালিশী আরজীর অবশেষ কিম্বা অন্য সওয়াল ও জওয়াবের কাগজের অবশেষ মঞ্জুর করা যাইবেক না কিন্তু যদি মোকদ্দমাতে দাখিলহওয়া সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ পড়া যাওনের পর ফরিয়াদী কি আসামীর এজহার দৃষ্টে যদি আদালতের সাহেব উচিত ও উপযুক্ত বুঝেন্ তবে অবশেষ আরজী ও অবশেষ সওয়াল ও জওয়াব দাখিলকরণের বিষয়ে অনুমতি করিবেন ইতি।

৭ ধারা।

যেমতেতে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহে

১ প্রথম প্রকরণ।—সরাসরীভিন্ন কোন দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার কালে যদি

এমত

এমত জানা যায় যে নালিশী আরজী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ও ১৪ ধারানুসারে যত টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাওনের আবশ্যক ছিল তাহা হইতে কম মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা গিয়াছে তাহাতে যদি আদালতের সাহেব দিগের বিবেচনাতে এমত বোধ হয় যে এ কসুর কেবল ভুল ও ভ্রান্তিক্রমে হইয়াছে চাতুরী প্রবঞ্চনা কি আইনের লিখিত হুকুমের প্রতিরোধকতাকরণের মনস্থে নহে তবে এমতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টকে অনুমতি কি হুকুম দেন্ যে ঐ২ ধারানুসারে ইষ্টাম্পকাগজের যত টাকা মূল্য তাহার দেওয়া উচিত ছিল তাহা পূরা হইবার নিমিত্তে আর যত টাকা লাগে তত টাকা মূল্যের আর এক ইষ্টাম্পকাগজে আপন নালিশী আরজীর অন্য নকল লিখিয়া দাখিল করে ইতি।

বেরা ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের টাকার কমতী পূরা হইবার নিমিত্তে ফরিয়াদীকে নালিশী আরজীর আর এক নকল করিবার অনুমতি দিতে ক্ষমতা রাখিবেন তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৪ ধারার লিখিত কথার অতিরিক্ত এই প্রকরণানুসারে স্পষ্ট করিয়া এমত লেখা যাইতেছে যে উপরের প্রস্তাবিত ধারার লিখনমতে সরাসরী আপীলের কোন মোকদ্দমা কোন প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার বিচারকরণের সময়ে প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের দাওয়ার বিষয়ের সংখ্যার দৃষ্টে যদি এমত বোধ হয় যে মোকদ্দমা কোন জিলা কি শহরের আদালতেতে শুনা যাওনের যোগ্য ছিল না কিন্তু ফরিয়াদীও চাতুরী ও প্রবঞ্চনাহেতুক দাঁড়ার ব্যতিক্রমে ঐ আদালতে আপন মোকদ্দমা উপস্থিত করে নাহি তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ফরিয়াদী যে জিলা কি শহরের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিতকরণের সময়ে নালিশের রসুমের কি ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের টাকা দিয়াছিল তাহা তাহাকে ফিরিয়া দিবার নিমিত্তে সেই জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের নামে হুকুম দেন্ ও ফরিয়াদীকে অনুমতি হইবেক যে আপন মোকদ্দমা পুনরায় নূতন করিয়া প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে উপস্থিত করে ইতি।

কোন২ প্রকারেতে ফরিয়াদীকে ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য কি নালিশের রসুম ফিরিয়া দেওয়া যাইবার কথা।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ২ আইনের ১২ ধারার কি চলিত অন্য আইনের লিখিত যে সকল কথানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার নকলও আপীলের দরখাস্ত দাখিলকরণের সময়ে দাখিল করিতে হইবেক সে সকল কথা নীচের লিখনানুসারে নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইবেক ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮০৫ সালের ২ আইনের ১২ ধারার লিখিত কথা ও চলিত আর কএক হুকুমের ফেরফার হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে যে কোন মোকদ্দমা সদর আমীনের নিকটে কি জিলা কি শহরের রেজিষ্টরসাহেবের কি জজসাহেবের হজুরে নিষ্পত্তি পায় ও জাবেতামতে সে মোকদ্দমা আপীলহওনের যোগ্য হয় ফরিয়াদী কি আসামী যদি তাহার আপীল করিবার

জিলা ও শহরের আদালতের নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত ডিক্রীর নকলব্যতিরেকে সেই আদাল

তের সাহেবের নিকটে দাখিল হইবার কথা।

মনস্থ রাখে তবে তাহার ক্ষমতা আছে যে যে জিলা কি শহরের আদালতের জজ সাহেবের অধিকারে সে মোকদ্দমার ডিক্রী হইয়া থাকে সেই জজসাহেবের হুজুরে ডিক্রীর নকলব্যতিরেকে আপীলের এক দরখাস্ত দাখিল করে ও এমত আপীলের দরখাস্তকরণেতে দরখাস্তদেওনিয়ার আবশ্যক হইবেক না যে তাহার হেতুসকল বেওরা করিয়া লিখিয়া দেয় কিন্তু এই মজমুনে মোটে এজহার লিখিয়া দিলেই হইবেক যে আপেলাণ্ট ঐ নিষ্পত্তিতে নারাজ হইয়া আপীলকরণের মনস্থ রাখে কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ আপীলের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ধারার নিরূপিত কাগজে ১৪ ধারার লিখিত কথার দৃষ্টে লিখনের ও তাহার সঙ্গে আপীল খরচার বাবৎ নিরূপিত জামিনী দাখিলকরণের আবশ্যক হইবেক ইতি।

ঐ মত দরখাস্তে আপীলকরণের হেতু বেওরা করিয়া লিখিবার আবশ্যক না থাকিবার কথা কিন্তু ঐ দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখনের ও তাহার সঙ্গে জামিনী দাখিলকরণের আবশ্যক হইবার কথা।

জজসাহেব আসল ডিক্রী দৃষ্টিকরণের পর আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিতে পারিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে মোকদ্দমার আসল রোয়দাদের শামিলে থাকা ফয়সলনামা দৃষ্টি করিয়া যদি ঐ আপীলের দরখাস্ত ও নিরূপিত জামিনী এমত আপীলের দরখাস্ত শুনা যাওনের অর্থে আইনেতে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদের মধ্যে উপরের নির্দ্ধারিতমতে দাখিল হয় তবে সে দরখাস্ত মঞ্জুর করেন্ ইতি।

মোকদ্দমার তজবীজ যে আদালতে হইবার সম্পর্ক রাখে সেই আদালতে উকীলের রসুমের টাকা আমানৎ রাখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের ৩ ধারানুসারে উকীলের রসুমের টাকার যে জামিনী ইহার পূর্ব্বে তলব হইত তাহার বদলে উকীলের মেহনতানার বাবৎ যে টাকা আমানৎরাখণের ধার্য্য হইয়াছে তাহা আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে আপেলাণ্টের দাখিল করিতে হইবেক না কিন্তু যদি আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ উকীল মোকরর্ করে তবে আপীলের মোকদ্দমার বিচার যে আদালতে হওনের বিষয় হয় সেই আদালতেতে উকীলের মেহনতানার বাবৎ টাকা আপেলাণ্টের আমানৎ রাখিতে হইবেক ইতি।

আপীলকরণের যে২ হেতু তাহা দরখাস্ত কি আলাহিদা আরজীতে লিখিয়া দিতে আপেলাণ্টের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—আপেলাণ্টের ক্ষমতা আছে যে যে নিষ্পত্তির উপর আপীল করে তাহার প্রতি যে২ ওজর রাখে তাহা আপীলের অন্য হেতুর বিবরণ ও বেওরার সহিত আপীলের আসল দরখাস্তে লিখিয়া দেয় কিম্বা আলাহিদা আরজীতে লিখিয়া যে আদালতেতে আপীলের মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিহওনের বিষয় সেই আদালতে দাখিল করে ও শেষ কল্পে কর্ত্তব্য যে এমত আরজী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৭ ধারামতে যে ইষ্টাম্পকাগজ আরজ সওয়াল ও জওয়াবের কাগজের নিমিত্তে নিরূপণ হইয়াছে সেই কাগজে লেখা যায় ইতি।

সদরের ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের নিষ্পত্তির উপর মোকদ্দমার আপীল হওনেতে উপরের প্রকরণের হুকুম সম্পর্ক রাখিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ঐ মত প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল জাবেতামতে সদর দেওয়ানী আদালতে শুনা যাওনের যোগ্য হয় সে সকল মোকদ্দমাতে এবং সদর দেওয়ানী আদালতে নিষ্পত্তিহওয়া যে সকল মোকদ্দমার আপীল প্রচণ্ড প্রতাপ শ্রীলশ্রী ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের হুজুরে হওনের যোগ্য হয় সে সকল মোকদ্দমাতে যে ব্যক্তি আপীলকরণের মনস্থ রাখে তাহাকে

অনুমতি

অনুমতি আছে যে এই ধারার উপরের প্রকরণের লিখনমতে আপন আপীলের দরখাস্ত যে ডিক্রীর উপর আপীল করিবেক তাহার নকল ব্যতিরেকে ঐ ডিক্রী যে আদালতে হইয়া থাকে সেই আদালতে দাখিল করে ইতি।

যে মতে দরখাস্তের সঙ্গে ডিক্রীর নকল দাখিলকরণ আবশ্যক হইবে তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রস্তাবিত কথার অনুসারে জিলা কি শহরের আদালতে কি প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে প্রথমতঃ নিষ্পত্তিহওয়া সমুদয় মোকদ্দমাতে সমস্ত ফরিয়াদী ও আসামীকে অনুমতি আছে যে ডিক্রীর নকলবিনা আপীলের দরখাস্ত দাখিল করে কিন্তু জাবেতামতে যে কোন মোকদ্দমা প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে আপীলহওনের যোগ্য হয় তাহাতে যদি ফরিয়াদী কি আসামী আইনানুসারে তাহারদিগের যে ক্ষমতা দেওয়া গিয়াছে তদনুসারে এমত মনস্থ রাখে যে আপন মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত যে আদালতে সে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে সে আদালতে না দিয়া সেই আপীলের মোকদ্দমা যে আদালতের বিচারযোগ্য হয় সেই আদালতে দাখিল করে তবে তাহার উচিত হইবেক যে আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে আদালতের মোহর ও দস্তখতে ডিক্রীর নকল দাখিল করে ইতি।

উভয় বিবাদির কেহ ডিক্রীর নকল লইবার মনস্থ করিলে আবশ্যকি ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল করিতে হইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—উপরের উক্তমতে যে কোন ব্যক্তি কোন নিষ্পত্তির নকল লইবার মনস্থ রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৯ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজ যে এক বন্দ কি দুই বন্দ কি তাহাহইতে অধিক বন্দ ডিক্রীর নকলের কারণ আবশ্যক ও প্রয়োজন হয় তাহা যে আদালতে সেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই আদালতে দাখিল করে ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজদাখিল হইলে আদালতের সাহেবের যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—উপরের লিখনানুসারে কোন ব্যক্তি ডিক্রীর নকল লইবার মনস্থে ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল করিলে আদালতের সিরিশ্তাদার কি অন্য প্রধান যে আমলার প্রতি এমত কর্ম্মকরণের ভার আদালতহইতে হয় তাহার কর্ত্তব্য হইবেক যে সেই ইষ্টাম্পকাগজের পৃষ্ঠে তাহা দাখিলহওনের তারিখ ও যে ব্যক্তির তরফহইতে দাখিল হয় তাহার নাম ও যে মোকদ্দমার ডিক্রী ও নকলকরণের কারণ কাগজ দিয়াছে তাহার নম্বর লিখে ও সেই ব্যক্তিকে তাহার এক রসীদ ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লিখিয়া দেয় ও তাহার পরে ডিক্রীর নকল তৈয়ার করা গিয়া তাহাতে আদালতের মোহর ও আদালতের সাহেবের দস্তখৎ হইয়া দরবারের সময়ে যে ব্যক্তির তরফহইতে ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল হইয়া থাকে তাহাকে কি তাহার উকীলের স্থান দেওয়া যাইবেক কিম্বা তাহাকে দিবার নিমিত্তে উপস্থিত করা যাইবেক ও ডিক্রীর নকল দেওয়া যাওনের কি দিবার নিমিত্তে উপস্থিতকরণের তারিখ সেই ডিক্রীর পৃষ্ঠে লেখা যাইবেক ইতি।

এমত আপীলের দরখাস্ত দাখিল করিবার

১০ দশম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার আপীলের দরখাস্ত দেওয়ানের অর্থে যে মিয়াদ নিরূপণ আছে সেই মিয়াদ ডিক্রীহওনের তারিখহইতে

হিসাব

নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব হওনের মতের কথা।

হিসাব করা যাইবেক কিন্তু যে তারিখে আপেলাণ্ট ইষ্টাম্পকাগজ দাখিল করে সেই তারিখঅবধি যে তারিখে আপেলাণ্টকে ডিক্রীর নকল দেওয়া যায় কি তাহাকে দিবার নিমিত্তে চলিত আইনমতে উপস্থিত করা যায় সেই তারিখপর্য্যন্ত যে কএক দিবস গত হয় তাহা ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরা যাইবেক না ও তাহাতে যে কএক দিন গত হয় তাহা আদালতের সাহেবের এই ধারার ৯ প্রকরণের অনুসারে ডিক্রীর পৃষ্ঠে যেং কথা লেখা উচিত তাহা দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন্ ইতি।

যেং নিষ্পত্তি কি হুকুমের উপর কেহ খাস আপীল কি সরাসরী আপীল করিবার মনস্থ রাখে তাহার নকলের বিষয়ে উপরের প্রকরণের লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবার কথা।

১১ একাদশ প্রকরণ।—এই ধারার ৮ ও ৯ ও ১০ প্রকরণের লিখিত হুকুমের কথার যে সকল ডিক্রীর উপর কেহ খাস আপীল কি সরাসরী আপীল করিবার মনস্থ রাখে তাহার নকলের সহিত এবং জিলা কি শহরের আদালতের জজসাহেবদিগের কি রেজিষ্টরসাহেবদিগের কি প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে হওয়া যে সকল হুকুমনামার নকল কোন আইনের লিখনানুসারে বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষের কোন পক্ষকে দেওয়া ঐ সকল আদালতের সাহেবদিগের উচিত সে সমস্ত নকলেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৯ ধারা।

আপীলের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের বিষয়ে আইনের লিখিত কোনং হুকুম পরিবর্ত্ত হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—প্রথমত উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কর্ম্ম করিবার বিষয়ী দাঁড়া ও হুকুমের মতে অপীলের মোকদ্দমার সওয়ালও জওয়াবের কার্য্য করিবার নিমিত্তে যে সকল হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক্ষণকার চলিত আইনেতে লেখা আছে তাহা নীচের লিখিত কথার অনুসারে নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইবেক ইতি।

রিস্পণ্ডেণ্ট আপীলের হেতুর জওয়াব দাখিল করিতে ও না করিতে ক্ষমতা রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে জিলা কি শহরের কোন আদালতে কিম্বা কোন প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে সরাসরীভিন্ন আপীলের কোন মোকদ্দমাতে আপীলের কোন দরখাস্ত দাখিল হয় ও তাহাতে রিস্পণ্ডেণ্টের ক্ষমতা আছে যে আপেলাণ্টের দরখাস্তের ও আপীলের হেতুর জওয়াব দাখিল করে বা না করে কিন্তু যদি কোন মোকদ্দমাতে কোন রিস্পণ্ডেণ্ট জওয়াব দাখিল না করে ও যে সাহেবদিগের নিকটে আপীলের মোকদ্দমার বিচার হয় তাঁহার আপীলের দরখাস্তের জওয়াব কি মোকদ্দমার বেওরা স্পষ্ট বুঝা যাইবার নিমিত্তে তাহার লিখিত কোন কথার জওয়াব দাখিলহওন উচিত বুঝেন তবে ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহা দাখিল করিবার অর্থে রিস্পণ্ডেণ্টের উপর হুকুম দেন ইতি।

যে মতে দাখিল করিতে হইবেক তাহার কথা।

কএক প্রকারব্যতিরেকে হেতুর জওয়াব দাখিলহওনের পরে সও

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরী মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে আপীলের যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহাতে আপেলাণ্টের আপীলের দরখাস্ত ও হেতুর আরজীভিন্ন ও রিস্পণ্ডেণ্টের জওয়াব

ভিন্ন

ভিন্ন সওয়াল ও জওয়াবের আর কোন কাগজপত্র লওয়া যাইবেক না কিন্তু যদি এই আইনের ৭ ধারার ১ প্রকরণের মতে নালিশী আরজীর অন্য নকল দাখিলকরণের আবশ্যক হয় কি এই আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণের অনুসারে সওয়াল ও জওয়াবের কোন কাগজের অবশেষ কথা দাখিলকরণের অর্থে আদালত হইতে অনুমতি হয় তবে তাহা দাখিল হইতে পারিবেক ইতি।

যাল ও জওয়াবের কোন কাগজ দাখিল না হইবার কথা।

১০ ধারা।

সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ পড়া না যাওন পর্য্যন্ত কোন দস্তাবেজ দাখিল ও সাক্ষী তলব না হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—প্রথমতঃ কি আপীলমতে সরাসরীভিন্ন কোন মোকদ্দমার বিচারকরণেতে যাবৎ সওয়াল ও জওয়াবের সমস্ত কাগজ দাখিল হইয়া দরবারের সময় আদালতের সাহেবের হজুরে পড়া না যায় তাবৎ কোন দস্তাবেজ দাখিলহওয়া কি ফরিয়াদী কি আসামী কাহার এজহার সাবুদের নিমিত্তে সাক্ষী তলবকরা সঙ্গত হইবেক না কিন্তু যদি বিশেষ কোন প্রকারেতে সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ সমস্ত দাখিলহওয়া ও পড়াযাওনপর্য্যন্ত কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লইতে বিলম্ব না করার কোন বিশিষ্ট হেতু জানা যায় তবে তাহারি মধ্যে সে সাক্ষির জোবানবন্দী লওয়া যাইবেক ইতি।

যে মতেতে হইবেক তাহার কথা।

মোকদ্দমার বেওরা জানা যাইবার নিমিত্তে যেং তহকীককরা আবশ্যক হয় আদালতের সাহেবেরা তাহা জিজ্ঞাসাবাদ করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াবের কাগজের দ্বারা ফরিয়াদী আসামীদিগের বিবাদের বিষয় সুন্দরমতে স্পষ্ট ও প্রকাশ না হয় কিম্বা অন্যহেতুক কোন বিষয় স্পষ্ট ও ব্যক্তহওনের আবশ্যক হয় তবে যে দিবসে মোকদ্দমা প্রথম রুবকার হয় সেই দিবসে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যথার্থ দাওয়ার নিরূপণ ও বিরোধের বিষয়ের নিশ্চয় ও তদন্ত করিবার নিমিত্তে যেং তহকীককরা উচিত বোধ হয় তাহা ফরিয়াদী ও আসামীদিগের কিম্বা তাহারদিগের উকীলদিগের স্থানে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাহারা যাহাং এজহার করে তাহার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ বৃত্তান্ত আপনারদিগের মিসিলের রোয়দাদেতে লিখেন ইতি।

যেং বিষয়ে বাদী ও প্রতিবাদির প্রমাণ করিতে হওনের যোগ্য হয় তাহা রুবকারীতে লেখা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—তাহার পরে আদালতের সাহেবদিগের উচিত হইবেক যে যেং বিষয় ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের কি আসামী কি রিস্পণ্ডেণ্টের সাবুদকরণের আবশ্যকতা হয় তাহা বিবেচনা করিয়া ও ঠাহরাইয়া তাহার বৃত্তান্ত আপন মিসিলের রোয়দাদেতে লিখেন ও ঐং বিষয় সাবুদ করিবার জন্যে ফরিয়াদী ও আসামীর তরফহইতে যেং দলীল দরপেশ হয় আইন মতে তাহা গ্রহণ করেন ইতি।

অন্য কোন বিষয় প্রমাণহওনের আবশ্যক হইলে তাহার বৃত্তান্ত রোয়দাদে লেখা যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—ঐ মত যদি কোন মোকদ্দমার তজবীজের কালে কোন বিষয়ের তহকীকের কারণ দলীল দস্তাবেজ দরপেশহওনের প্রয়োজন হয় তবে তাহাতে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে বিষয়ের কৈফিয়ৎ মিসিলের রোয়দাদে লিখিয়া ফরিয়াদী আসামী উভয়ের মধ্যে যাহার প্রতি ঐং বিষয় সাবুদ করিবার দায় থাকে তাহাকে আবশ্যকী দলীলদাখিল করিতে হুকুম দেন্ ও যে বিষয়ের প্রমাণ ও

উপরের উক্তমতে রোয়দাদের লিখিত কথার

দলীল

দলীলব্যতিরিক্ত কোন দলীল গ্রাহ্য না হইবার কথা।

দলীল দরপেশ করিতে আদালতহইতে হুকুম হয় যে দলীল কি যে সাক্ষির দ্বারা সেই বিষয় প্রমাণ কি রদ হইবে ইহা স্পষ্ট জানা যায় সেই দলীল ও সাক্ষ্যব্যতিরিক্ত কোন দলীল দাখিল ও কোন সাক্ষি তলব হইবেক না ইতি।

১১ ধারা।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের ও সদর দেওয়ানী আদালতের আবশ্যক হওয়া সাক্ষির জোবানবন্দী কএক প্রকারেতে লেখা সওয়ালের ফর্দ্দের মতে জিলা ও শহরের আদালতের সাহেবদিগের দ্বারা করাইয়া লওয়া যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৯ ধারার লিখিত কথার ফেরফারকরণের নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দিষ্ট হইল যে যদি সদর দেওয়ানী আদালতে কি প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতে কোন সাক্ষির জোবানবন্দী লওনের আবশ্যক হয় ও ঐ সাক্ষির সাকিন আদালতের কাছারীহইতে এত দূর অন্তরে হয় যে তাহাতে ঐ আদালতের কাছারীতে তাহার হাজির হওয়াতে ক্লেশ ও ক্ষতির বিষয়ে বোধ কি অন্যহেতুপ্রযুক্ত ঐ আদালতের কাছারীতে সেই সাক্ষিকে তলব করা অনুচিত হয় তবে ঐ সাক্ষির জোবানবন্দী লইবার বিষয়ে জিলা কি শহরের জজসাহেবের নামে হুকুম দেওনের সময়ে যে২ বিষয়ের কথা জিজ্ঞাসা করা উচিত কেবল সেই২ বিষয় ঐ জজসাহেবকে অবগতকরণের বদলে সদর দেওয়ানী আদালতের কি প্রবিন্স্যল কোর্টের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে প্রত্যেক সাক্ষির কারণ স্বতন্ত্র২ সওয়ালের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে পাঠান্ ও উভয় বিবাদী কি তাহারদিগের উকীলের ঐ সওয়ালের ফর্দ্দ সকল আদালতের সাহেবদিগের কর্তৃত্বক্রমে তৈয়ার করিলে তাহাতে আপন দস্তখৎ করিবেক ও যেমত সওয়াল করিবার হুকুম যে জজসাহেবের হজুরহইতে হয় সেই জজসাহেবো ঐ২ সওয়ালের ফর্দ্দেতে আপন দস্তখৎ করিবেন্ অতএব যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের নিকটে এমত সওয়ালের ফর্দ পাঠান যায় তাঁহার উচিত হইবেক যে প্রথমতঃ সওয়ালের ফর্দ্দের মতে সাক্ষির জোবানবন্দী করেন্ তাহার পরে উভয় বিবাদী কি তাহারদিগের উকীলেরা যাহারদিগের সাক্ষাৎ সাক্ষির জোবানবন্দী করিবার হুকুম ইঙ্গরেজী ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৯ ধারাতে আছে তাহারদিগকে অনুমতি দেন্ যে সওয়ালের ফর্দ্দের লিখিত সওয়াল ছাড়া অন্য যে২ সওয়াল বিরোধের বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা করে ইতি।

১২ ধারা।

মোকদ্দমা রুবকার হইবার যত পূর্ব্বে সমাচার দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে সময়ে কোন মোকদ্দমা প্রথম রুবকার হয় তখন বাদী ও প্রতিবাদী ও তাহারদিগের মোকররুকরা উকীলেরা দস্তাবেজ দাখিল করিবার ও সাক্ষির ইস্মনবিসী দাখিল করিবার ও মোকদ্দমার বিষয় স্পষ্ট হইবার কারণ যাহা২ জানিবার আবশ্যক হয় তাহা জানিবার কারণ প্রস্তুত থাকিবার নিমিত্তে সমস্ত আদালতের সাহেবদিগকে হুকুম আছে যে মোকদ্দমা রুবকারহওনের নিমিত্তে যে দিবস নিরূপণ হয় সেই দিবসহইতে আট দিবস পূর্ব্বে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরে

সমাচার

সমাচার দিবার বিষয়ে আইনের দাঁড়া সকলেতে অতিসাবধানপুর্ব্বক দৃষ্টি রাখেন্ ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে আদালতের সাহেবেরা উপরের লিখিত মতে উভয় বিবাদিকে সমাচার দিবার নিমিত্তে আদালতের কাছারীর মধ্যে লোকদিগের দৃষ্টিহওনের স্থানে মোকদ্দমার নম্বর ও উভয় বিবাদী ও তাহারদিগের উকীলের নাম ও যে তারিখে আদালতের সাহেব সে মোকদ্দমা রুবকারকরণের মনস্থ রাখেন্ সে তারিখের নিয়ম লিখিয়া এক ইশ্‌তিহারনামা দিলেই হইবেক ও জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ইশ্‌তিহারনামা মোকদ্দমা নিরূপিত দিবসে রুবকার হয় কি তাহার পরেই বা হয় যে দিবসে রুবকার হয় সেইপর্য্যন্ত বহাল থাকিবেক ইতি।

কাছারীতে ইশ্‌তিহার লট্‌কাইয়া দিলেই সমাচার দেওয়া সিদ্ধ হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উপরের নিরূপিত প্রকারে সম্বাদ দেওয়া যাওনের পরে যে কোন মোকদ্দমা রুবকার হয় তাহাতে যদি ফরিয়াদী কি আসামী আপন দলীল দস্তাবেজ ও সাক্ষির ইসমনবিসী দাখিল করিবার ও মোকদ্দমার বিষয় স্পষ্ট জানা যাইবার নিমিত্তে আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে যেং কথার অনুসন্ধান হয় তাহা জাহির করিবার নিমিত্তে প্রস্তুত না থাকে তবে তাহাতে যদি এ বিষয়েতে বিলম্বহওনের বিশিষ্টহেতু ও মাতবর ওজর দরপেশ না করে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহার যত টাকা জরীমানাকরা উপযুক্ত হয় তাহা করেন্ কিন্তু ঐ জরীমানার টাকা এমত মোকদ্দমার নালিশের প্রথমকার রসুমের কি তাহার বদলে ইষ্টাম্পকাগজের যে রসুম এতাবতা মূল্যনিরূপণ হইয়াছে তাহার চারি হিস্যার এক হিস্যাহইতে অধিক না হয় ও পুনর্ব্বার মোকদ্দমা রুবকার হইবার নিমিত্তে যে দিবস নিরূপণ হয় সে দিবসের সম্বাদপাওনের পরে যদি ঐ ব্যক্তিহইতে পুনরায় এমত আলস্য ও শৈথিল্য হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে উপরের লিখিত কথার দৃষ্টে অন্য জরীমানা করেন্ কিম্বা ফরিয়াদী কি আসামী হইতে অন্য কসুর হইলে যেমতাচরণ করিয়া থাকেন্ সেই মতাচরণ করেন্ ইতি।

উভয় বিবাদী দস্তাবেজ ও সাক্ষির ইসমনবিসী দাখিল করিবার কারণ নিরূপিত দিবসে প্রস্তুত না থাকিলে জরিমানা করিতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

পুনর্ব্বার কসুর হইলে উপরের উক্ত জরীমানার অতিরিক্ত যে জরীমানা দিতে হইবেক তাহার কথা।

১৩ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—আপীলহওয়া মোকদ্দমার ডিক্রী জারী করিতে হওনমতে রিস্পণ্ডেণ্টের স্থানে ও আপীলের কালে ডিক্রী জারীকরা মৌকুফ রাখিতে হওনমতে আপেলাণ্টের স্থানে যে জামিনী তলব হয় তাহার বিষয়ে চলিত আইনেতে যে সকল কথা লেখা আছে তাহার অতিরিক্ত নীচের লিখিত হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

দেওয়ানী মোকদ্দমাতে যে জামিনী দাখিল করা আবশ্যক তাহার বিষয়ে কএক হুকুম নির্দ্দিষ্ট হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে সকল ব্যক্তিরা উপরের প্রকরণের উক্তমতে কোন আপেলাণ্ট কি রিস্পণ্ডেণ্টের মালজামিন হইবেক তাহারদিগকে নিষেধ আছে যে যেং মতলবে তাহারদিগের জামিনী লওয়া যায় যাবৎ তাহা সমুদয় হাসিল না হয় তাবৎ মালগুজারির তালিকার জর্দের লিখিত আপনং ভোগদখলে থাকা কোন ভূমি কি অন্য

জামিনদারদিগকে তাহারদিগের যেং বস্তুর দৃষ্টে জামিনী মঞ্জুর হয় তাহা হস্তান্তর করিতে নিষেধের কথা।

অন্য যে স্থাবর বস্তু দৃষ্টে তাহারদিগের জামিনী মঞ্জুর হয় তাহা বিক্রয় কি দান করণ কি বন্ধকদেওনদ্বারা কি অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর না করে ও না করায় ইতি।

উপরেরকরা নিষেধের তাৎপর্য্যের বিবরণের কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে জামিনীর দ্বারা ঐ জামিনদারের যাহা দেনা ঠাহরে তাহা তাহার স্থানে সুন্দররূপে আদায় হইলে ঐ বস্তু যে কোন প্রকারে হস্তান্তর কি বন্ধক হইয়া থাকে তাহা সিদ্ধ হইবেক না উপরের করা নিষেধেতে এমত বোধ না হয় কিন্তু এই প্রকরণানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে যদি ঐ জামিনদার জামিনী লিখিয়া দেওনের তারিখঅবধি ও ডিক্রীর সমুদয় হুকুমমতে কার্য্যকরণ পর্য্যন্ত ইহার মধ্যে যদি ঐ বস্তুবিক্রয় করে কি বন্ধক দেয় কিম্বা অন্য প্রকারে পরহস্ত করে তবে এরূপে হস্তান্তর করিলেও আদালতসম্পর্কীয় পাওনা বলবৎ এতাবতা অগ্রে আদায়হওনের যোগ্য বোধ হইয়া জামিনীতে ঐ জামিনদারের যাহা দেনা হয় তাহা সে সুন্দররূপে আদায় না করিলে ঐ বস্তু সমুদয় কি তাহার হিস্যাহইতে লওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১৪ ধারা।

তলবানা দিবার বিষয়ের চলিত আইন পরিবর্ত্ত হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—পেয়াদাওগয়রহ যে সকল লোকেরা সরকারহইতে কিছু মোকররী মাহিয়ানা না পাইয়া দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের সমন ও অন্য হুকুমনামা জারী করিবাতে নিযুক্ত থাকে তাহারদিগের তলবানা অর্থাৎ রোজ দেওয়া যাওনের বিষয়ে চলিত আইনেতে যে সকল হুকুম লেখা আছে নীচের লিখনানুসারে তাহার ফেরফার ও আধিক্য হইবেক ইতি।

আদালতের হুকুমনামা জারী করিবার কারণ সরকারী চাকরভিন্ন যে পেয়াদারা নিযুক্ত হইবেক তাহারদিগের ইসমনবিসী তৈয়ার করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা ও শহরের আদালতের জজ ও মাজিষ্ট্রেট্সাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে আপনারদিগের আদালতের নাজিরদিগকে এমত হুকুম করেন যে যে সকল পেয়াদারা সরকারহইতে কিছু মাহিয়ানা মোকররহওনবিনা দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের সমন ও অন্য২ হুকুমনামা জারী করিবার কার্য্য করিতে থাকে তাহারদিগের ইসমনবিসী তৈয়ার করাইয়া হজুরে দাখিল করে ও ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সমন ও হুকুমনামা জারী করিবার নিমিত্তে আদালতের মোকররী চাপরাসীদিগের অতিরিক্ত কত পেয়াদা তাঁহারদিগের দরকার তাহা তহকীক করিয়া যে২ ব্যক্তিরদিগকে এ কর্ম্মকরণের নিমিত্তে উপযুক্ত জানেন তাহারদিগকে বাচনী করিয়া তাহারদিগের নাম ও তাহারদিগের পিতার নাম ও বয়ঃক্রম ও বাসস্থান ও চেহারা ইসমনবিসীর বহীতে লিখিতে হুকুম করেন ইতি।

হুকুমনামাদি জারী করিতে ইসমনবিসীর লিখিত পেয়াদা ও সিরিশ্তার মোকররী চাকরভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত না হওয়া।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—আদালতের নাজিরদিগকে এ বিষয়ে অতিনিষেধ আছে যে এই ধারার উপরের প্রকরণের মতে যে লোকদিগের নাম ইসমনবিসীর বহীতে দাখিল থাকে কিম্বা যে২ লোক আদালতের সিরিশ্তায় মোকরর আছে সে সকল লোক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন দেওয়ানী আদালত কি ফৌজদারী আদালতহইতে

হওয়া সমন ও হুকুমনামা জারী করিতে কিম্বা আদালতসম্পর্কীয় অন্য কর্ম্ম করিতে এ বিষয়েতে বিশেষ হুকুম জজসাহেব কি মাজিষ্ট্রেটসাহেবের হজুরহইতে কি অন্য কার্য্যকারকের এমত হুকুম দেওনের ক্ষমতা থাকে তাঁহার হজুরহইতে পাওনবিনা প্রবৃত্ত না করে যদি কোন নাজির এ হুকুমের অন্যমতে কার্য্য করে তবে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

যুক্ত করিতে নাজিরদিগ্কে নিষেধের কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উপরের লিখনমতে যেং পেয়াদাদিগের নাম ইসমনবিসীর বহীতে লেখা থাকে তাহারদিগকে আদালতের সিরিশ্তার মোকররী চাপরাসীভিন্ন পেয়াদাজ্ঞান হইবার নিমিত্তে তকমা অর্থাৎ চিহ্নরূপে দোওয়ালবন্দ কি অন্য যে চিহ্ন জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের বিবেচনাতে উপযুক্ত বোধ হয় তাহা দেওয়া যাইবেক ও সেইং চিহ্নের বিষয়ে যে খরচ লাগে তাহা ঐ সকল পেয়াদাদিগের তলবানার টাকাহইতে উসুল হইবেক ও জিলা ও শহরের আদালতের জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের উচিত হইবেক যে দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতহইতে হওয়া সমন ও হুকুমনামাসকল জারীকরণের সময়ে যে তলবানা পাওয়া ওয়াজিবী হয় তাহার সংখ্যানিরূপণের নিমিত্তে আইনের কি পূর্ব্বের দাঁড়া ও রেওয়াজমতে তলবানার যেং হার নিরূপিত আছে তাহার দৃষ্টে এক নক্শা তৈয়ার করান ও ঐ নক্শাতে প্রত্যেক থানার এলাকার কৈফিয়ৎ অর্থাৎ অধিকারের বৃত্তান্ত কিম্বা অন্য যে সকল মহালের সরহদ্দ বন্দীর নিরূপণ রাখা এ কর্ম্মের নিমিত্তে উচিত জানেন্ তাহার বৃত্তান্ত আদালত যে স্থানেতে হয় সেখানহইতে ঐ সকল এলাকা কি মহালের একং এলাকা কি মহালের মধ্য স্থানপর্য্যন্ত আন্দাজী অন্তর যত হয় তাহার বয়ান করিয়া ও ঐ সকল এলাকা কি মহালের সরহদ্দের মধ্যে যে পেয়াদা সমন কি হুকুমনামা লইয়া যায় সে পেয়াদা কত দিন মিয়াদের তলবানা পাইবেক তাহার জিগির দিয়া লিখেন ও আদালত যে স্থানে হয় সে স্থানহইতে প্রত্যেক থানার এলাকার কি অন্য মহালের মধ্যে স্থান আন্দাজী যত অন্তর হয় তাহার দৃষ্টে ঐ মিয়াদের ধার্য্য করা যাইবেক ইতি।

ঐ পেয়াদাদিগকে তকমা এতাবতা চিহ্ন দিবার কথা।

প্রত্যেক মহালে হুকুমনামা লইয়া যাওনেতে যে তলবানা দিতে হইবেক তাহার হারের নকশা তৈয়ার হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ছোট বড় সমস্ত লোকেরা জানিতে পারিবার নিমিত্তে ঐ নক্শা জজ ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কাছারীতে ও কালেক্টরী কাছারীতে লট্কাইয়া দেওয়া যাইবেক ও ঐ নক্শার লিখিত হার কি মিয়াদহইতে অধিক হারে কি মিয়াদের তলবানা লওয়া কোন প্রকারে সঙ্গত হইবেক না কিন্তু যদি এ বিষয়ে বিশেষ কোন হুকুম জজসাহেবের কি মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কি রেজিষ্টরসাহেবের ও আসিষ্টাণ্টসাহেবের এমত হুকুম দিবার অনুমতি অন্য যে কার্য্যকারককে থাকে তাঁহার দস্তখতে হইলে সঙ্গত হইবেক ইতি।

ঐ নক্শা আদালতের কাছারীতে লট্কান যাইবার ও তাহাতে তলবানা যে হারে লেখা থাকে তাহার অধিক লওয়া সঙ্গত না হইবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—কোন সমন কি অন্য হুকুমনামা হওনের সময়ে উপরের প্রকরণের

হুকুমনামাদি জারী হই

বার পূর্ব্বে তলবানার টাকা উসুল হইবার ও তাহার রসীদ হুকুমনামাদির পৃষ্ঠে লেখা যাইবার কথা।

শের লিখিত নকশামতে তলবানার যত টাকা দিতে হইবেক তাহা সেই হুকুমনামার পিঠে লেখা যাইবেক ও যে ব্যক্তি ঐ হুকুমনামা জারী করিবার দরখাস্ত রাখে সে ব্যক্তি যাবৎ তলবানার টাকা দাখিল না করে তাবৎ তাহা জারী হইবেক না অতএব নাজিরের কর্ত্তব্য যে তলবানার টাকা যখন উসুল হয় তখন তাহার রসীদ ঐ হুকুমনামার পৃষ্ঠে যত টাকা উসুল হয় তাহার সংখ্যা ও যে দাখিল করে তাহার নামনবিসী করিয়া লিখে ইতি।

কএক হুকুমনামা এক জন পেয়াদার মারফৎ জারী হইতে হইলে যে মতাচরণ করিতে হইবে তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি এক জন পেয়াদার মারফৎ দুই কি তাহা হইতে অধিক হুকুমনামা জারী হয় তবে যে জজসাহেব কি মাজিষ্ট্রেটসাহেব কি সরকারের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের হুকুমমতে তাহা জারী হয় সেই সাহেব এ বিষয় বিবেচনা করিয়া যে মোকররী তলবানার মোট টাকার মধ্যহইতে যে২ ব্যক্তির দরখাস্তে হুকুমনামা জারী হয় তাহারদিগের এক২ জনের শিরে কি হারে দেনা পড়িবেক তাহার বিষয়ে হুকুমনামার উপর কি পৃষ্ঠে বা দস্তখতে হুকুম লিখিবেন ইতি।

হুকুমনামা জারী করা হইলে তলবানার টাকার চারি হিস্যার তিন হিস্যা পেয়াদাকে দেওয়া যাইবার ও এক হিস্যা নাজির পাইবার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—উপরের লিখনমতে কোন হুকুমনামা জারী হইয়া ফিরিয়া আদালতে দাখিল হইলে নাজিরের কর্ত্তব্য যে এমত হুকুমনামা জারী হইবার নিমিত্তে তাহার নিকটে তলবানার যে টাকা দাখিল হইয়া থাকে তাহার চারি হিস্যার তিন হিস্যা যে পেয়াদার মারফতে ঐ হুকুমনামা জারী হইয়া থাকে তাহাকে দেয়। ও বাকী এক হিস্যা আপনি লইতে পারে ইতি।

কেহ বেশী তলবানা না লয় ইহাতে আদালতের সাহেবেরা পূরা মনোযোগ রাখিবার কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের জজসাহেব ও মাজিষ্ট্রেটসাহেবদিগকে ও রেজিষ্টর ও আসিষ্টাণ্টসাহেবদিগকে অতিতাকীদ হুকুম আছে যে যথাসাধ্যে সাবধান ও মনোযোগপূর্ব্বক এ বিষয়ের তদারক করেন যে কেহ তলবানার বাহানা করিয়া কিছু খোরাকী অসঙ্গতরূপে ও আইনের অন্যমতে না লয় ইতি।

১৫ ধারা।

ডিক্রী জারীর বিষয়ে আইনেতে যে২ কথা লেখা যায় তাহা শুধরিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—চলিত আইনের লিখিত যে সকল হুকুমানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বোধ হয় যে আদালতের সাহেবেরা বাদী ও প্রতিবাদির দরখাস্ত দাখিল হওনবিনা দেওয়ানী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি জারী করিবেন্ সেই সকল হুকুম নীচের লিখনক্রমে নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইবেক ইতি।

মুনসেফদিগের ডিক্রী জারীহওনের বিষয়ের হুকুমের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মুনসেফদিগের শুনিবার যোগ্য মোকদ্দমাতে তাহারদিগহইতে যে সকল নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে কিম্বা পরে হয় সে সকল নিষ্পত্তি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের ৪৫ ধারার নির্দ্ধারিত দাঁড়ামতে জারী হইবেক ইতি।

এই আইনের পূর্ব্বে হওয়া সমস্ত ডিক্রী পূর্ব্বের আইনমতে জারী হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন যে কোন মোকদ্দমাতে যে নিষ্পত্তি এই আইন জারী হওনের পূর্ব্বে জিলা ও শহরের

আদালতের সাহেবদিগের কি প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের সাহেবদিগের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের হজুরহইতে হইয়া থাকে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে চলিত আইনের অনুসারে যে প্রকারেতে পূর্ব্বে এমতং নিষ্পত্তি জারী করিতেন সেই প্রকারেতে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ নিষ্পত্তি জারী করেন্ ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া যে কোন মোকদ্দমাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে যে নিষ্পত্তি হয় জিলা ও শহরের কি প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবেরা সে নিষ্পত্তি নীচের লিখিত হুকুম ও কথার মত ব্যতিরিক্ত জারী করিবেন না ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের পহিলা ফেব্রুআরির পরে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমাতে নীচের উক্ত কথার মত ব্যতিরেকে ডিক্রীজারী না হইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে হওয়া কোন নিষ্পত্তি যে ব্যক্তি জারীকরণের বাসনা রাখে তাহার কর্ত্তব্য যে যে আদালতহইতে ঐ নিষ্পত্তি হইয়া থাকে সেই আদালতে ও সদর আমীনহইতে হইয়া থাকিলে সে সদর আমীন যে জিলা কি শহরের অধিকারের হয় সে জিলা কি শহরের আদালতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে ঐ নিষ্পত্তি জারীহওনের প্রার্থনায় এক আরজী লিখিয়া আপনি নিজে হাজির হইয়া কিম্বা উকীলের মারফতে দাখিল করে ইতি।

কেহ ডিক্রীজারী হওনের মনস্থ করিলে তাহার দরখাস্ত আদালতে দাখিল করিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—ঐ দরখাস্তেতে মোকদ্দমার নম্বর ও ফরিয়াদী ও আসামীর নাম ও ডিক্রীর মজমুনের খোলাসা অর্থাৎ চুম্বক ও সেই ডিক্রীহওনের তারিখ ও সেই নিষ্পত্তির উপর আপীলের কোন দরখাস্ত দরপেশ ও মঞ্জুর হইয়াছে কি না ও ডিক্রীহওনের পরে উভয় বিবাদির মধ্যে বিবাদের রফা হইয়াছে কি না ও হইয়া থাকিলে কি প্রকারে হইয়াছে তাহাও ডিক্রীর অনুসারে আদালতের খরচাতে কি অন্য প্রকারেতে দরখাস্তদেওনিয়ার যত টাকা পাওনা হয় তাহার সংখ্যার নিরূপণ ও যাহারদিগের নামে ডিক্রী জারী করিতে হইবেক তাহার কি তাহারদিগের নাম লিখিতে হইবেক ইতি।

ঐ দরখাস্ত যে মজমুনে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার রোয়দাদী কাগজপত্রের শামিলে যে আসল নিষ্পত্তি থাকে তাহার সঙ্গে ঐ দরখাস্তের লেখা কথার মোকাবিলাকরণের পরে যেং আইন এক্ষণে চলন আছে কি ইহার পরে চলন হইবেক তাহার মতে নিষ্পত্তি জারী করেন্ ইতি।

আদালতের সাহেবেরা যেমতেতে ডিক্রীজারী করিবেন তাহার কথা।

৮ অষ্টম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যদি ডিক্রী জারী করাইবার বিষয়ে কোন দরখাস্ত দাখিল হয় তাহাতে যদি মোকদ্দমা একতরফা তজবীজ হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে কিম্বা ডিক্রীহওনের তারিখহইতে ঐ দরখাস্ত গুজরিবার তারিখপর্য্যন্ত এক সংসরহইতে অধিক কাল গত হইয়া থাকে কিম্বা পক্ষান্তরের উত্তরাধিকারিদিগের নামে কিম্বা যে কএক জনের প্রতি ডিক্রীর হুকুম সমান সম্পর্ক রাখে তাহার মধ্যে

নির্দ্ধারিত কোনং প্রকারেতে আদালতের সাহেবেরা ডিক্রী জারীর পূর্ব্বে যে তহকীক করিবেন ও জারী হইবার বিষয়ে যে হুকুম দিবেন তাহার কথা।

কেবল

কেবল এক ব্যক্তির প্রতি ডিক্রী জারী করিতে হইবার মনস্থ হয় কিম্বা যদি এমত বোধ হয় যে ডিক্রীহওনের পরে উভয় বিবাদির বিবাদ যে বিষয় লইয়া বিরোধ তাহা পক্ষান্তর স্বেচ্ছাক্রমে দরখাস্তকরণিয়াকে দেওনেতে কি ডিক্রীর লিখিত সমুদয় টাকা কি তাহার মধ্যে যাহা হয় তাহা কিস্তিবন্দীরূপে কি অন্য প্রকারে আদায়কর ণেতে রফা হইয়াছে তবে এমতে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে হঠাৎ ডি ক্রীর হুকুমমতে কার্য্যকরণের বদলে যাহার উপর ডিক্রীজারী করিতে হইবেক তা হার নামে এক এত্তেলানামা এই মজমুনে পাঠান যে আদালতের সাহেবের হজুর হইতে নিরূপণহওয়া মিয়াদের মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া ডিক্রী জারীহওয়া নিবারণ হইবার কোন বিশিষ্টহেতু থাকিলে তাহা জাহির করে। ও ঐ এত্তেলানামা পাঠাইলে পরে যদি ঐ ব্যক্তি আপনি নিজে কি তাহার উকীল হাজির না হয় কি ডিক্রী জারী না হইবার নিমিত্তে আদালতের সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত বোধ হয় এমত কোন মাতবর হেতু জাহির না করে তবে আদালতের সাহেবেরা এক্ষণ কার চলিত আইনের মতে ডিক্রী জারীহওনের বিষয়ে হুকুম দিবেন আর যদি সেই ব্যক্তি আপনি নিজে কি তাহার উকীল আদালতে হাজির হইয়া ডিক্রী জারী হও য়ার বিষয়ে কোন ওজর দরপেশ করে তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে মোক দ্দমার সমুদয় ভাব বৃত্তান্ত বিবেচনা ও প্রণিধান করিয়া যাহা বিহিত বুঝেন তাহার হুকুম দেন্ ইতি।

সরকারে পাওনা খর চার কি উকীলের সুমের টাকা উসুলের অর্থে ডি ক্রী জারীর বিষয়ের ও যোত্রহীনদিগের মোক দ্দমার বিষয়ের কএক হুকুমের কথা।

৯ নবম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের লিখিত কথার দ্বারা এমত বোধ না হয় যে আদালতের সাহেবেরা ফেব্রুআরি মাসের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিষ্প ত্তিহওয়া কোন মোকদ্দমাতে রসুমের কি খরচা বাবৎ যে টাকা সরকারের পাওনা হয় তাহা কি ফরিয়াদী আসামীর স্থানে রসুমের যে টাকা উকীলদিগকে দেওয়াইতে হইবেক তাহা উসুলকরণের বিষয়ে হুকুম দিতে পারিবেন না বরং আদালতের সা হেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমাতে এবং যে সকল মোকদ্দমাতে উভয় পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষকে মুফলিসী অর্থাৎ যোত্রহীনমতে সওয়াল ও জওয়াব করিতে অনু মতি হয় সে সকল মোকদ্দমাতে উভয় বিবাদির মধ্যে কাহার দরখাস্ত দাখিলহওন বিনা রসুমের কি অন্য খরচার বাবৎ যে টাকা সরকারের কি উকীলদিগের পাওনা হয় তাহা উসুলের বিষয়ে ডিক্রীর লিখিত যে সকল হুকম সম্পর্ক রাখা তাহা জারী করেন্ ইতি।

১৬ ধারা।

উভয় বিবাদিকে ডি ক্রীর নকল যে ইষ্টাম্পকা গজে লিখিয়া দেওয়া যা ইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ৫ ধারার ২ প্রকর ণের লিখিত বিষয় স্পষ্ট করিয়া লিখিবার নিমিত্তে এই প্রকরণের অনুসারে এমত নি র্দিষ্ট হইল যে জিলা ও শহরের জজসাহেব ও আসিষ্টান্ট জজসাহেব ও রেজিষ্টর সাহেবদিগের কি প্রবিন্সিয়াল কোর্টের সাহেবদিগের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের

সাহেবদিগের

সাহেবদিগের হজুরহইতে সরাসরী কি সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাতে হওয়া যে সকল ডিক্রীর নকল ফরিয়াদী আসামীদিগকে দেওয়া যায় তাহা ইষ্টাম্প ছাপাকরা যে বিলায়তী কাগজ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারাতে নিরূপণ হইয়াছে তাহাতে লেখা যাইবেক ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—আদালতের সিরিশ্‌তার কাগজের শামিলে রাখিবার জন্যে ডিক্রীর যে নকল তৈয়ার করিতে হয় তাহা ইষ্টাম্পছাপা হওয়াভিন্ন অন্য যে কাগজ বিলায়তের বানান হয় ও উভয় বিবাদিকে দিবার কারণ ডিক্রীর নকল করিবার অর্থে যে ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ হইয়াছে তাহার মত লম্বা ও চৌড়া ও সেই রকম হয় তাহাতে লেখা যাইবেক ইতি।

ডিক্রীর যে নকল দফ্তরে থাকিবেক তাহা ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন সাদা কাগজে লেখা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যে সকল রোয়াদাদী কাগজ ও হুকুমনামা ও কৈফিয়তী কাগজের ও হিসাবের কি অন্য কাগজের নকল আদালতের দফ্তরে রাখিবার জন্যে কি অন্য আদালতে কি সিরিশ্‌তায় পাঠাইবার নিমিত্তে তৈয়ার করিতে হয় তাহা সমস্ত সাবেক দস্তুরমতে ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা যাইবেক কিন্তু যদি এমত২ কাগজপত্রের নকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবার অর্থে বিশেষ কোন হুকুম কোন আইনেতে থাকে তবে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ইতি।

দফ্তরে রাখিবার কি অন্য আদালতে কি সিরিশ্‌তায় পাঠাইবারকারণ কাগজের নকল ইষ্টাম্প কাগজভিন্ন সাদা কাগজে লেখা যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখিত কথার দ্বারা এমত বোধ না হয় যে কোন ব্যক্তির আপনার বিশেষ কোন কর্ম্মের নিমিত্তে আদালত কি মালগুজারীসম্পর্কীয় কাগজপত্রের নকলের প্রয়োজন হইলে ঐ কাগজ যে জজসাহেবের কি কালেক্টরসাহেব কি সরকারের অন্য কার্য্যকারক সাহেবের সিরিশ্‌তার হয় তাঁহার অনুমতিক্রমে নিজে হইতে মোকররী খরচ দিয়া যে কাগজে ইচ্ছা তাহাতে ঐ কাগজের নকল লইতে নিষেধ আছে কিন্তু যদি ঐ সকল নকল ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা যায় তবে জজসাহেব কি কালেক্টরসাহেব কি অন্য কার্য্যকারক সাহেবকে সে সকল নকলেতে আপন মোহর ও দস্তখৎ করিতে অনুমতি নাহি ও এমত২ নকল কোন আদালতে কি অন্য সিরিশ্‌তার কাছারীতে দরপেশ হইলে কদাচ দস্তাবেজ ও দলীলরূপে মঞ্জুর ও গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

সমস্ত কাগজের নকল যাহা কেহ আপন বিশেষ কর্ম্মের নিমিত্তে লয় তাহা ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন সাদা কাগজে লেখা যাইতে পারিবার কিন্তু তাহাতে কোন সিরিশ্‌তার সাহেবের দস্তখৎ ও মোহর না হইবার কথা।

১৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন আদালতের কি কালেক্টর সাহেবের কাছারীর কিম্বা অন্য কার্য্যকারক সাহেবের কোন সিরিশ্‌তার আমলা লোকের মধ্যে কেহ সেই সাহেবের বা দস্তখতে হুকুমহওনবিনা যে সকল সওয়াল ও জওয়াব ও আরজী ও অন্য দস্তাবেজ ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহার মধ্যে কোন আরজী কি সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ কিম্বা অন্য যে দস্তাবেজ নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে না লেখা গিয়া থাকে তাহা সিরিশ্‌তার কাগজের শামিলে রাখে কিম্বা যে কাগজের নকল

সরাসরী কোন আমলা কোন দস্তাবেজের নকল নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাওনব্যতিরেকে সিরিশ্‌তায় দাখিল করিলে কি কোন কাগজের নকল নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা·

যাওনব্যতিরেকে দিলে তাহার যে প্রতিফল হইবেক তাহার কথা।

নকল ইষ্টাম্পকাগজে লিখিবার হুকুম আছে তাহা নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া দেয় তবে আপন কর্ম্মহইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক এবং ঐ আরজী কি অন্য দস্তাবেজ নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইতে হইলে তাহার রসুম এতাবতা মূল্যের যত টাকা লাগিত তাহার দশগুণ হিসাবে জরীমানা ঐ আমলার স্থানে সরকারে লওয়া যাওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

জরীমানার টাকা উসুল হওনের উপায়ের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ঐ জরীমানার টাকা দেওয়ানী আদালতে সরাসরী দাওয়াকরণদ্বারা উসুল হইবেক ইতি।

১৮ ধারা।

কোনং দস্তাবেজের নকল যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার উক্ত কোন কাগজের নকল যদি কোন কাজী কি মুফ্তীর মোহর ও দস্তখতে কি অন্য যেং ব্যক্তি এবিষয়ের ক্ষমতা রাখে তাহারদিগের মোহর ও দস্তখতে সাব্যস্তকরণদ্বারা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্ররূপে তৈয়ার করিতে হয় তবে ঐ মত আসল দস্তাবেজ লেখা যাইবার কারণ যেং রকম ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ হইয়াছে সেই রকম ইষ্টাম্পকাগজে ঐ নকল লিখিতে হইবেক ও যদি ঐমত কোন নকল ঐং মত কাগজে না লেখা যায় তবে তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ৯ ধারার মতে দলীলরূপে মঞ্জুর হইবেক না ইতি।

১৯ ধারা।

সংখ্যানিরূপণ না হওয়া নগদ কি মূল্যের বাবৎ জামিনী ও কৌল করারে অন্য কাগজ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১আইনের ১১ ধারাতে যাহা লেখা আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া ও বিবরিয়া লিখিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইল যে কোন মোকদ্দমার খরচা আদায়ের বিষয়ে যে হাজির জামিনী কি মালজামিনী লেখা পড়া হয় এবং অন্যং যেং জামিনীতে টাকার কিছু সংখ্যা নিরূপণ না থাকে এবং সমস্ত নিয়মপত্র কি শরাকৎনামা কি কবুলিয়ৎনামা কিম্বা কৌলকরারের যে অন্য কাগজেতে টাকার কি মূল্যের কিছু সংখ্যা নিরূপণ না থাকে তাহাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার নিরূপিত হার খাটিতে পারে না অতএব এমতং সমস্ত কাগজ ১ এক টাকা মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক ও এ হুকুমের অন্য মত করিলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪সালের ১ আইনের ৯ ধারাতে যে হুকুম লেখা আছে সেই হুকুম ঐ কাগজের প্রতি খাটিবেক ইতি।

২০ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের লিখিত কএক হুকুম স্পষ্ট করিয়া জানাইবার কথা।

প্রথম প্রকরণ।—এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ও ১৬ ও ১৭ ধারা কেবল প্রথমত উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাতে ও যেং মোকদ্দমার যথার্থ বৃত্তান্তের তজবীজ তহকীক হইয়া

হইয়া হওয়া নিষ্পত্তির উপর সরাসরীমতব্যতিরিক্ত জাবেতামতে কি খাস আপীল মতে আপীল হয় সেই সকল আপীলের মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ও ঐ সকল ধারা প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরী মোকদ্দমার সহিত কি মুৎফরকা দরখাস্ত কি আরজীর সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন মোকদ্দমা সরাসরীমতে প্রথমতঃ কি আপীলমতে আইনানুসারে উপস্থিত হইতে পারে তাহা উপস্থিত করিতে হইলে তাহার নালিশী আরজী ও জওয়াব ও সওয়াল ও জওয়াবের অন্যং কাগজ কিম্বা মুৎফরকা কোন দরখাস্ত কি আরজী দাখিল করিতে হইলে সেই মুৎফরকা দরখাস্ত কি আরজী ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারানুসারে যে ইষ্টাম্পকাগজ নিরূপণ হইয়াছে সেই ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক ইতি।

সরাসরী মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ ও মুৎফরকা দরখাস্ত যে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যেং দস্তাবেজ কোন মুৎফরকা আরজী কি দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল হয় কিম্বা তাহার বিষয়ে দরপেশ হয় ও এমত দস্তাবেজ দাখিলকরণের সময়ের পূর্ব্বে ইঙ্গরেজী ১৭৯৭ সালের ৬ আইনের ১০ ধারার ও ১৮০৩ সালের ৪৩ আইনের ১০ ধারানুসারে রসুম দিতে হইত সে সকল দস্তাবেজের সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ধারার লিখিত কথা সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার লিখিত হুকুম যে. কাগজের সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না তাহার কথা।

২১ ধারা।

কালেক্টরসাহেবদিগের কি আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবদিগের কিম্বা বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের অথবা বোর্ড কমিস্যনরসাহেবদিগের তরফহইতে যেং দরখাস্ত বাকীদারদিগকে গ্রেপ্তার কি কয়েদ করিবার নিমিত্তে কিম্বা সরকারের মালগুজারীসম্পর্কীয় অন্য বিষয়ের অর্থে কোন আদালতে দরপেশ হয় তাহা ইষ্টাম্প ছাপাকরা ভিন্ন সাদা কাগজে লেখা যাইতে পারে কিন্তু এমত বোধ না হয় যে সরাসরীভিন্ন যে কোন মোকদ্দমাতে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবেরা কি বোর্ড কমিস্যনের সাহেবেরা কিম্বা কালেক্টরসাহেবেরা অথবা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেবেরা স্বয়ং কি সরকারের তরফহইতে ফরিয়াদী কি আসামী থাকেন্ সে মোকদ্দমাতে এই ধারার লিখিত কথা খাটিবেক ইতি।

সরকারের মালগুজারীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের যেং দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন সাদা কাগজে লেখা গিয়া আদালতে দাখিল হইতে পারে তাহার কথা।

২২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার লিখিত কথা ফেরফার করিয়া শুধরিবার নিমিত্তে এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে প্রত্যেক দস্তাবেজ দাখিলকরণের বিষয়ে কি প্রত্যেক সাক্ষী তলবকরণের বিষয়ে আলাহিদাং দরখাস্ত দিতে হইবার বদলে এক্ষণে ফরিয়াদী ও আসামীদিগের এমত ক্ষমতা হইল যে যেং দস্তাবেজ দাখিল করিতে হয় তাহার কৈফিয়ৎ কি যেং সাক্ষী তলব করাইতে হয়

দস্তাবেজ দাখিল ও সাক্ষী তলবহওনের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১৫ ও ১৬ ধারার লিখিত কোনং হুকুমের ফেরকার হইবার কথা।

তাহারদিগের

তাহারদিগের ইসমনবিসী এক ফর্দ্দ দরখাস্তে কি তাহাহইতে অধিক দরখাস্তে লিখিয়া দাখিল করে কিন্তু এমত দরখাস্তেতে ইষ্টাম্পকাগজ এক বন্দ কি দুই বন্দ কি তাহাহইতে অধিক যাহা লাগে কর্ত্তব্য যে তাহার মূল্য মোটে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ও ১৬ ধারার মতে এক২ ফর্দ্দ দস্তাবেজের ও এক২ জন সাক্ষির বাবৎ আলাহিদা২ দরখাস্ত ভিন্ন২ ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইতে হইলে যত টাকা মূল্য দিতে হইত তাহার সংখ্যার সমান হয় ইতি।

২৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখিত কথা স্পষ্ট করিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার ৩ প্রকরণেতে খেরাজী জমীন অর্থাৎ করসম্পর্কীয় ভূমির মূল্য নিরূপণের বিষয়ে যাহা লেখা আছে তাহা কেবল দরোবস্ত অর্থাৎ মোট জমিদারী এতাবতা যাহার উপর সরকারের জমা আলাহিদা২ হইয়া মোকরর হইয়াছে তাহার কি এমত জমীদারীর নির্ণীত অংশের সহিত সম্পর্ক রাখে এ কারণ এই ধারানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে সরকারের জমা আলাহিদা হইয়া ধার্য্যহওয়া দরোবস্ত জমিদারী কি তাহার নির্ণীতে কোন অংশব্যতিরিক্ত মালগুজারীর অন্য কোন ভূমির বাবৎ মোকদ্দমাতে দাওয়ার ভূমির মূল্যনিরূপণের বিষয়ে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার ৩ প্রকরণের লিখিত হুকুম খাটিবেক ইতি।

২৪ ধারা।

দস্তাবেজ দাখিল হইবার নিমিত্তে ইষ্টাম্পকাগজের যে রসুম লওয়া যায় তাহা ওকালৎনামা ও অন্য কএক দস্তাবেজ দাখিলহওনের সময়ে না লওয়া যাইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে কোন ওকালৎনামা ও মোখ্তারনামা ও সালিসী একরারনামা ও হাজিরজামিনী ও অন্য যে জামিনী মোকদ্দমার খরচার জন্যে কি ডিক্রীর হুকুম আমলে আনিবার বিষয়ে কিম্বা কোন ডিক্রী জারীহওয়া মৌকুফীর কি জারীহওনের সময়ে লিখিয়া দাখিল করিতে হয় তাহা দাখিল করিতে হইলে তাহার সহিত ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৫ ধারার লিখিত যে কথা দস্তাবেজ দাখিলহওনের সময়ে ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য দিতে হইবার বিষয়ে লেখা যায় তাহা সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

২৫ ধারা।

নালিশের রসুমের বদলে নিরূপণহওয়া ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য যে মতে ও যে গতিকেতে ফিরিয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

মুনসেফ ও সদর আমীন ও রেজিষ্টরসাহেব

১ প্রথম প্রকরণ।— জানা কর্ত্তব্য যে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত কোন২ হুকুমের অনুসারে আদালতের সাহেবের এমত ক্ষমতা বরং তাঁহার প্রতি হুকুম আছে যে নালিশের প্রথমকার রসুমের সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কতক যে ব্যক্তি ঐ রসুম দিয়া থাকে তাহাকে কিম্বা তাহার ওয়ারিসদিগকে ফিরিয়া দেন অতএব এই ধারানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে যে সকল মোকদ্দমা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের মাই মাসের ১ পহিলা তারিখের পরে উপস্থিত হইয়াছে কি উত্তর কালে

উপস্থিত

উপস্থিত হইবেক সে সকল মোকদ্দমাতে যদি উপরের লিখিত হুকুম খাটিবার বিষয় হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে নালিশের প্রথমকার রসুমের বদলে ইষ্টাম্পকাগজের যে রসুম এত্তাবতা মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহা সমুদয় কিম্বা তাহার কতক যে ব্যক্তি দিয়া থাকে তাহাকে কি তাহার ওয়ারিসদিগকে ফিরিয়া দেন্ ইতি।

দিগের রসুম দেওয়া যাইবার মতের কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— জানা কর্ত্তব্য যে যে কোন মোকদ্দমাতে নালিশের প্রথমকার রসুমের বদলে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এত্তাবতা মূল্য লওয়া গিয়া থাকে সে মোকদ্দমা যদি কোন মুনসেফ কি সদর আমীন কিম্বা রেজিষ্টর সাহেবহইতে নিষ্পত্তি হয় তবে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে রেজিষ্টর সাহেবদিগের কি মুনসেফদিগের কিম্বা সদর আমীনদিগের যে রসুম পাওনা হয় তাহার বিষয়ে উপরের লিখিত কথা সকল অভেদে খাটিবেক ইতি।

ইষ্টাম্পকাগজের মূল্যের টাকা দেওনের ও ইষ্টাম্পকাগজের হিসাব রফা হইবার বিষয়ে যে সাহেবদিগহইতে হুকুম হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—এই ধারার উপরের প্রকরণের লিখনক্রমে যে সকল টাকা দেওনের যোগ্য হয় তাহা দেওয়া যাওনের দাঁড়ার বিষয়ে কিম্বা ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এত্তাবতা মূল্যের টাকার জমার হিসাব সুন্দররূপে দুরস্ত হইবার বিষয়ে আদালতের সাহেবদিগের ও সরকারের মালগুজারীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের কার্য্যোপদেশরূপে যে সকল হুকুম দেওয়া আবশ্যক বোধ হয় সরকারের যে সকল কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের প্রতি এমত বিষয়ের ভার থাকে তাঁহারদিগের উচিত ও কর্ত্তব্য হইবেক যে এমত২ হুকুম ঐ সাহেবেরদিগকে দেন্ ইতি।

২৬ ধারা।

যেহেতুক এ বিষয়ে সন্দেহ হইল যে কাবীন্নামা সকল ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১১ ধারার লিখিত বিবরণ ও হারমতে ইষ্টাম্পকাগজে লিখিতে হইবেক কি না অতএব এই ধারানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে সরকারের প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা সাহেবদিগের মনস্থ এই ছিল এবং এক্ষণেও আছে যে ঐ ধারার লিখিত কথা সংখ্যা নিরূপণ করা টাকার সাবৎ অন্য২ নিয়মপত্রের সহিত যেমত সম্পর্ক রাখে কাবীননামা সকলেরো সহিত সেইমত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

কাবীন্নামা ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার-কথা।

VOL. V. 569. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
HOLT MACKENZIE,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২৭ সপ্তবিংশ আইন।

দেওয়ানী আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে উকীলদিগকে মোকররূকরণের সম্পর্কীয় কএক আইন তাহার কোনং কথা ফের ফার করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৯ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গালা ১২২১ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২২ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১৬ শহর জীহিজ্জ.তে জারী করিলেন ইতি।

সকল জিলা ও শহরের দেওয়ানী আদালতের ও মফঃসল আপীল আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণার্থে মোকররী উকীলদিগকে নিযুক্ত ও তগীরকরণের বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা এক্ষণে আছে সেই ক্ষমতা প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগকে অর্পণ করা উচিত বুঝা গেল। ও উকীলদিগকে বিরোধীয় মোকদ্দমাতে আপনং মত লিখিয়া দিবার সময়ে নিরূপিত রসুম লওনের এবং আইনের মতে সালিসী কর্ম্মকরণের ক্ষমতা দেওয়া গেলে বিরোধের মোকদ্দমার সমাধা শীঘ্রং হইতে পারে। এবং ওকালতী ভারের বিষয়ে যেং দাঁড়া সম্পর্ক রাখে সে সমস্ত দাঁড়া তাহার কোনং কথা ফেরফার করিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করা গেলে সমস্ত লোকদিগের সুগম ও ক্লেশ নিবারণের কারণ হইতে পারে একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া সকল নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমতের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি। — হেতুবাদ।

২ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৭ আইন এবং ঐ সনের ১৬ আইনের ৪ ধারার এবং ১৭৯৫ সালের ১৫ আইনের ২ ধারার এবং ১৮০৩ সালের ২১ আইনের ৪ ধারার লিখিত যেং কথানুসারে আদালতের উকীলদিগকে সালিসী কর্ম্মকরণের ভার দেওনের নিষেধ আছে তাহা ও ১৭৯৫ সালের ১৩ আইন ও ১৭৯৬ সালের ৮ — এই ধারার লিখিত কএক আইন ও ধারা ও প্রকরণ রদ হইবার কথা।

আইন

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২৭ সপ্তবিংশ আইন।

আইন ও ১৭৯৭ সালের ৮ আইনের ৪ ও ৫ ধারা ও ১৭৯৮ সালের ৫ আইনের ৯ ও ১০ ও ১১ ও ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারা ও ১৮০২ সালের ৩ আইনের ৩ ও ৪ ধারাতে আদালতের উকীলদিগের রসুমের সম্পর্কীয় যে হুকুম লেখা যায় তাহা ও ১৮০৩ সালের ১০ আইন ও ১৮০৮ সালের ১৩ আইনের ৬ ধারার ৩ প্রকরণ এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

সদরের ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের আপনারদিগের আদালতে উপস্থিত মোকদ্দমার সওয়াল জওয়াবের কারণ উকীল মোকরর করিতে ক্ষমতার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনারদিগের আদালতে যেং দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত হয় সেই সকল মোকদ্দমার উভয় বিবাদির তরফহইতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ যতং জন উকীলের আবশ্যক হয় তাহা এদেশীয় লোকদিগের মধ্যেহইতে ওকালতী কর্ম্মের যোগ্য দেখিয়া ঐ কর্ম্মে মোকরর করেন ইতি।

জিলা কি শহরের জজসাহেবেরা উকীলদিগকে স্থির করিবার ও তাহার মঞ্জুরী প্রবিন্স্যাল কোর্টহইতে হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জিলা কি শহরের কোন আদালতে উকীল মোকররকরণের প্রয়োজন হইলে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এদেশীয় যে কোন ব্যক্তি ওকালতী কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের যোগ্য ও উপযুক্ত হয় তাহাকে ঠাহরাইয়া তাহার মঞ্জুরীর অর্থে তিনি যে প্রবিন্স্যাল কোর্টের তাবে হন সেই প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ ও সেই ব্যক্তির বয়ঃক্রম ও যোগ্যতা ও খ্যাতি ও লেখাপড়া ও সাবেক গুজরান অর্থাৎ পূর্ব্বের উপজীব্য যাহা আপনি জ্ঞাত হইয়া থাকেন তাহার সমাচার ঐ সাহেবদিগের হজুরে লিখিয়া পাঠান্ কিন্তু যাবৎ প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের মঞ্জুরী না পঁহুছে তাবৎ কোন ব্যক্তি ওকালতী কর্ম্ম করিতে পাইবেক না ইতি।

ওকালতী কর্ম্মের নিমিত্তে ব্যক্তি বিবেচনা করণেতে যে ব্যক্তিরা অগ্রগণ্য হইবেক তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ওকালতী কর্ম্মনির্ব্বাহকরণের কারণ লোক ঠাহরাইবার ও তাহারদিগকে নিযুক্ত করিবার বিষয়ে সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের ও সকল জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের প্রতি হুকুম আছে যে কেবল হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যহইতে লোক বাচনী করেন্ ও যেং মদরসা অর্থাৎ পাঠশালা সরকারের তরফহইতে হইয়াছে কি যেংপাঠশালার খরচের বরাওর্দ্দ সরকারে মোকরর আছে সেইং পাঠশালার মুসলমান ও হিন্দু পড়ুয়াদিগের মধ্যে কোনং ব্যক্তিরা যদি ওকালতী কর্ম্মকরণের যোগ্য হয় ও ইচ্ছা রাখে তবে তাহারা ঐ কর্ম্মের নিমিত্তে অন্যাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবেক ইতি।

৪ ধারা।

উকীলেরা যে আদালতে মোকরর থাকিবেক

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা কিম্বা শহরের আদালতের কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতের অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে উত্তরকালে যে ব্যক্তি ওকালতী কর্ম্ম করিতে

নিযুক্ত

নিযুক্ত হইবেক তাহাকে এই আইনের শেষের লেখা প্রথম নম্বরের শরওয়া মতে ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা এক সনন্দ যে আদালতেতে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিবেক সেই আদালতের মোহরে দেওয়া যাইবেক ইতি।

সেই আদালতহইতে সনন্দ পাইবার কথা। নিরূপিতমতে সনন্দ লেখা যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কোন উকীল আপন ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইলে কিম্বা মরিলে অথবা কর্ম্ম ইস্তফা করিলে যে আদালতে ঐ উকীল নিযুক্ত ছিল সেই আদালতের সাহেব কিম্বা সাহেবদিগের আবশ্যক যে তাহার ওকালতী কর্ম্মের সনন্দ ফিরিয়া লইয়া রদ ও বাতিল করেন্ ইতি।

কোন উকীল মরিলে কি তগীর হইলে কি ইস্তফা করিলে তাহার সনন্দ বাতিল হইবার কথা।

৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—প্রত্যেক উকীলের কর্ত্তব্য যে আপন কর্ম্মেতে প্রবর্ত্তহওনের পূর্ব্বে যে আদালতেতে ওকালতী কর্ম্ম করিবার কারণ মোকররী হয় সেই আদালতের সাহেব কিম্বা সাহেবদিগের হুজুরে এই আইনের শেষের লেখা ২ দ্বিতীয় নম্বরের লিখিত শরওয়ামতে হলফ্ করিয়া হলফনামাতে দস্তখৎ করে কিম্বা হলফের বদলে এক্ষণকার চলিত আইনের কি উত্তর কালে যে আইন নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার লিখিত হুকুমমতে হলফের মজমুনে একরারনামা লিখিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিয়া দেয় ইতি।

উকীলেরা আপন কর্ম্মে হাত দিবার পূর্ব্বে হলফ্ করিবার কথা। হলফের মজমুনের একরারনামা লিখিয়া দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানান যাইতেছে যে পূর্ব্বে মুসলমান উকীলদিগের ছয়২ মাস অন্তর পূর্ব্বে করা কর্ম্মের বিষয়ে হলফ্করণের হুকুম হইয়াছিল এক্ষণে তাহা করিতে হইবেক না।

মুসলমান উকীলের ছয়২ মাসান্তর হলফ্ করিতে না হইবার কথা।

৬ ধারা।

যদি কোন আদালতের উকীল যে কোন মোকদ্দমা কেবল কাজিয়া ফসাদের ও পক্ষান্তর ব্যক্তিকে ক্লেশ ও দুঃখ দিবার নিমিত্ত হয় তাহা আদালতে দরপেশ করায় কিম্বা আপন লাভের নিমিত্তে আপন মওক্কেলের কোন মোকদ্দমা ইচ্ছা করিয়া বিলম্বে ফেলিয়া রাখে অথবা ওকালৎনামা স্বীকারকরণের পরে আদালতের সাহেবের প্রমাণ বোধহওনের যোগ্য কোন বিশিষ্টহেতুব্যতিরেকে আপন মওক্কেলের তরফহইতে সওয়াল ও জওয়াব করিতে কিছু কসুর করে কি এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে নিরূপণহওয়া রসুমব্যতিরেকে নগদে কি জিনিসে বরং কোনহ প্রকারে আর কিছু আপন মওক্কেলের স্থানে তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার নিমিত্তে চাহে কিম্বা সে দিলে লয় কিম্বা কিছু কারসাজী ও প্রবঞ্চনা কি গাফিলী করে অথবা আপন ভারের কর্ম্মকরণের মধ্যে অন্য অসঙ্গত কর্ম্ম করে কিম্বা তাহার কিছু মন্দচালি চলন ও দুষ্ক্রিয়া প্রমাণ হয় তবে সে উকীল তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

উকীলেরা এই ধারার লিখিত কর্ম্ম করিলে তগীরহওনের যোগ্য হইবার কথা।

৭ ধারা।

এই ধারার লিখিত করারদাদ বাতিল ও সমুদয় রসুম সরকারে দাখিল ও কর্ম্মহইতে উকীল তগীর হইবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে নিরূপিত রসুমহইতে কম রসুম দিবার ও লইবার বিষয়ে উকীল ও মওক্কেলের মধ্যে যে২ করারদাদ হয় তাহা সমস্ত রদ ও বাতিল হইবেক ও তদ্ব্যতিরিক্ত ফরিয়াদী কি আসামী কিম্বা আপেলাণ্ট অথবা রিস্পণ্ডেণ্ট এতাবতা ইহার যাহার প্রতি এমত অসঙ্গত করারদাদকরণের কথা প্রমাণ হয় তাহার যত টাকা রসুম উচিত দেনা হয় তাহা সমুদয় সরকারে জব্দ হইবেক ও যে উকীলের প্রতি এমত অসঙ্গত করারদাদকরণের কথা প্রমাণ হয় সে উকীল আপন ওকালতী কর্ম্ম হইতে তগীরহওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

৮ ধারা।

কোন উকীল কাহার তরফহইতে তাহার কৃত্রিমনামেতে ওকালৎনামা লইলে তগীর হইবার কথা।

উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে আপন মওক্কেলের প্রকৃত নাম এবং সে ব্যক্তি প্রকৃতার্থে যে সেই বটে ইহা অতিসাবধানপূর্ব্বক জানিয়া ও জ্ঞাত হইয়া থাকে ও যদি কোন উকীল কোন ব্যক্তির তরফহইতে তাহার কৃত্রিমনামেতে ওকালৎনামা লইয়া দাখিল করে তাহাতে যদি জজসাহেব সে বিষয়ের বৃত্তান্ত বিলক্ষণ তহকীককরণের পর ও প্রবিন্সাল কোর্টের সাহেবেরা জজসাহেবের রিপোর্ট দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া সেই উকীলকে তগীরকরণের যোগ্য বুঝেন্ তবে ঐ উকীল আপন ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক ইতি।

৯ ধারা।

উকীলেরা সওয়াল ও জওয়াব সকল দাখিলকরণের পূর্ব্বে তাহা দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া তাহাতে দস্তখৎ করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।— উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে কোন আরজী কি জওয়াব অথবা আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাসম্পর্কীয় অন্য কোন সওয়াল ও জওয়াব দাখিল করণের পূর্ব্বে তাহা দেখিয়া ইহা বিবেচনা করে যে তাহার মজমুন এক্ষণকার চলিত আইনের হুকুমমতানুযায়ী বটে এবং পূর্ব্বে দাখিলহওয়া সওয়াল ও জওয়াবের মজমুন আবশ্যকহওনব্যতিরেকে তাহাতে দোকর না থাকে ও পক্ষান্তর ব্যক্তির কিম্বা তাহার উকীল কি সাক্ষিদিগের কি অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি কোন কটু কথা কিম্বা তহমতের কথা কিম্বা আদালতের সাহেবের কি অন্য কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবদিগের পক্ষে কিছু অমূলক ও মিথ্যা কথা লেখা না থাকে এবং অনর্থক ও বৃথা কথাও না লেখা থাকে ফল ইহা বিবেচনা করে যে কেবল মোকদ্দমার বৃত্তান্ত প্রমাণ হইবার নিমিত্তে যে মজমুনের প্রয়োজন হয় কেবল তাহাই লেখা থাকে। ও ইহা বিবেচনাকরণের পর উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা দাখিল করিতে হইবার সমস্ত সওয়াল জওয়াবের উপর তাহার মজমুন দৃষ্টি ও বিবেচনা করিয়া মঞ্জুর করিয়াছে ইহার নিদর্শন থাকিবার নিমিত্তে আপন২ দস্তখৎ করে ইতি।

উকীলদিগের আপন২

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—মোকদ্দমার বিচারকালীন না করা দস্তাবেজ অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য

নিদর্শনপত্র দরপেশকরাতে এবং যে২ সাক্ষির সাক্ষ্য লওনেতে কিছু গুণ নাহি তাহা দিগকে হাজির করাতে প্রায় সর্ব্বদা যে অসঙ্গত খরচপত্র ও হানি ও ব্যাঘাত হয় তাহা না হইতে পারিবার নিমিত্তে উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের মওক্কেলেরা আপন২দাওয়া প্রমাণ ও সাব্যস্ত করিবার জন্যে যে২ দস্তাবেজ দরপেশ করিতে চাহে তাহা দাখিলকরণের পূর্ব্বে দেখিয়া বিবেচনা করে এবং সাক্ষিদিগকে হাজির করাই বার পূর্ব্বেও আপন২ মওক্কেলের স্থানে ইহা জ্ঞাত হয় যে মোকদ্দমার কোন্ বিষয়ের প্রমাণের কারণ তাহারদিগকে হাজির করাণ আবশ্যক ইতি।

মওক্কেলের তরফহইতে দস্তাবেজ দাখিল করিবার পূর্ব্বে তাহা দেখিয়া বিবেচনা করিতে হইবার কথা।

মতনের লিখিত বিষয় অবগত না হইয়া সাক্ষী হাজির করাণ কর্ত্তব্য না হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— প্রত্যেক আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের মধ্যে যে২ কথা কেবল অসঙ্গত ও নিরর্থক কি কোন প্রকারে অনুপযুক্ত বোধ হয় তাহার নিমিত্তে উকীলদিগের তাড়া দিতে অতিমনোযোগ রাখি বেন ও যদি কোন উকীল উপরেতে যেমন২ লেখা গিয়াছে তাহার অন্যমত করে ও সে নিমিত্তে তাহাকে তাড়া ও ধমক দিয়া তাহার প্রসঙ্গ রুবকারীতে লেখা উপযুক্ত বোধ হয় তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে সে উকীলকে ধমকাইয়া ও তাড়া দিয়া তাহার প্রসঙ্গ আপন রুবকারীতে লেখান্ ও এমত ধমক ও তাড়া দেওনের পরেও যদি পুনর্ব্বার এমত কর্ম্ম করে তবে যে মোকদ্দমাতে এমত হয় তাহাতে সে উকীলের যত টাকা রসুম পাওনা হইবেক তাহা সরকারে জব্দ হইবেক কি আদাল তের সাহেব তাহার আহওয়াল বুঝিয়া ২০ কুড়ি টাকার অধিক না হয় এমত যে জরীমানা করেন্ তাহা সেই উকীলের দিতে হইবেক ইতি।

উকীলেরা উপরের লিখনক্রমের অন্য মত করিলে তাহারদিগকে ধমকাইবার কথা।

১০ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কোন উকীলকে উপরের ধারার লিখিত কর্ম্মকরণ কিম্বা অন্য২ হেতুপ্রযুক্ত ওকালতী কর্ম্মের উপযুক্ত বোধ না হয় তবে তাহাকে ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর করেন্ ইতি।

সদরের ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবেরা আপন২ আদালতের উকীল দিগেরে যেমতে তগীর করিতে ক্ষমতা রাখেন্ তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— কোন জিলা কি শহরের জজসাহেবের হজুরে যদি ইহা প্রমাণ হয় যে যে কোন উকীল তাঁহার আদালতে ওকালতী করিতে থাকে কিম্বা রে জিষ্টরসাহেবের আদালতে কি সদর আমীনদিগের আদালতেতে ওকালতী কর্ম্ম করি বার নিমিত্তে হাজির থাকে তাহাহইতে উপরের লিখিত কোন কর্ম্মহওনপ্রযুক্ত কিম্বা অন্য কোন হেতুপ্রযুক্ত সে আপন ভারের কর্ম্ম চালাইবার যোগ্য নহে তবে এমতে ঐ জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে আপন বিবেচনার কথাসহিত সে মোকদ্দমার বৃত্তান্তের রিপোর্ট প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হজুরে পাঠাইয়া দেন্ ও ঐ সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে সে বিষয়ে যে পুরা হুকুম দেওয়া উপযুক্ত হয় তাহা দেন্ অথবা পুরা হুকুমহওনের পূর্ব্বে জিলা কি শহরের আদালতের সাহেবের স্থানে অন্য

জিলা ও শহরের জজ সাহেবেরা কোন উকীলকে ওকালতীর অযোগ্য জানিলে প্রবিন্স্যাল কোর্টে তাহার রিপোর্ট করিবার কথা।

সম্বাদবাদ তলব করেন্ অথবা সেই সাহেবের নামে আরং তহকীকরণের হুকুম দেন্ ইতি।

১১ ধারা।

উকীলেরা এই ধারার উক্ত কর্ম্ম করিলে প্রবিন্স্যাল কোর্টের বিনা অনুমতিতে সস্পেণ্ড হইবার কথা।

জজসাহেবেরা ঐ বিষয়ের সংবাদ প্রবিন্স্যাল কোর্টে লিখিবার কথা।

যদি কোন জিলা কি শহরের আদালতে কোন উকীল কিছু কারসাজী কি প্রবঞ্চনা করে কিম্বা কোন অতিঅসঙ্গত ক্রিয়া করে তবে তাহা প্রমাণ হইলে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে প্রবিন্স্যাল কোর্টের মঞ্জুরীব্যতিরেকে সে উকীলকে কর্ম্ম হইতে সস্পেণ্ড করেন্ ও যখন এমত হয় তখন ঐ সাহেবের কর্ত্তব্য যে অবিলম্বে সে বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া জ্ঞাতকরণার্থে প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের হুজুরে পাঠাইয়া ঐ সাহেবদিগের হুকুমের প্রতীক্ষায় থাকেন ইতি।

১২ ধারা।

যে মতেতে উকীলের নামে মওক্কেলেরা আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন মোকদ্দমাতে নিযুক্তহওয়া কোন উকীল আইনের অন্যথা কোন কর্ম্ম করে কি আপন মওক্কেলের মোকদ্দমার বিষয়ে কিছু কারসাজী কি প্রবঞ্চনা কি অন্য প্রকার বিরুদ্ধ আচরণ করে ও তাহাতে যদি তাহার মওক্কেলের পক্ষে ক্ষতি ও হানি হয় তবে তাহার মওক্কেল তাহার নামে ক্ষতির দাওয়াতে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারিবেক ইতি।

উভয় বিবাদিরা মোকদ্দমার বিচার কালে আপন উকীলের পরিবর্ত্তে অন্য উকীল নিযুক্ত করিতে পারিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন মোকদ্দমার বাদী কিম্বা প্রতিবাদী আপনার মোকররকরা উকীলের কর্ম্মকরণের ধারা ও গতিকেতে অসম্মত হয় তবে যখন ইচ্ছা তখন ঐ উকীলকে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণহইতে মৌকুফ অর্থাৎ রহিত করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে আদালতের উকীলদিগের মধ্যহইতে অন্য কোন উকীলকে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কারণ মোকরর করিতে পারিবেক ও যদি এমত ঘটে তবে বাদী কি প্রতিবাদির কর্ত্তব্য যে সাবেক উকীলকে আপন তরফ সওয়াল ও জওয়াবকরণহইতে রহিত করিবার জন্যে এক দরখাস্ত তাহার পরিবর্ত্তে হালে যে উকীলকে মোকরর করিতে চাহে তাহার নামের এক ওকালৎনামা সহিত আদালতে দাখিল করে কিন্তু ঐ সাবেক উকীল সে মোকদ্দমাতে আপন রহিতহওন কালপর্য্যন্ত যেং তদবীর ও আচরণ করিয়া থাকে তাহা সেই উকীল সেই মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণেতে বহাল থাকিলে যেমত মাতবর হইত সেই মত মাতবর বোধ হইবেক ও মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর জজসাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবেক যে সাবেক উকীলকে নির্দ্ধারিত রসুমের মধ্যহইতে তাহার মেহনতের ও মোকদ্দমার অন্য ভাবগতিকের দৃষ্টে যে আন্দাজ মেহনতানা দেওয়ান উপযুক্ত হয় তাহা দেওয়াইবার হুকুম দেন্ ইতি।

সাবেক উকীলের মেহনতানা দেওয়াইবার হুকুম দিতে জজসাহেবের ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা।

পীড়ার কারণ কি অন্য হেতুক কোন উকীল গর

যদি কোন উকীল অসুস্থ থাকনপ্রযুক্ত আদালতের মিসিলে অর্থাৎ মোকদ্দমার

বিচার

বিচার হইবার সময়ে হাজির হইতে না পারে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এ কথা ইষ্টাম্প কাগজভিন্ন অন্য কাগজে লিখিয়া সেই আদালতের সাহেবকে এত্তেলা করে ও সেই উকীল যে মোকদ্দমাতে উকীল থাকে সে মোকদ্দমার মিসিল যে ব্যক্তি তাহাকে উকীল মোকরর করিয়া থাকে সে ব্যক্তি নিজে কিম্বা তাহার সম্মতিতে তাহার মোখ্তারকার সেই আদালতের অন্য কোন উকীলকে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে নিযুক্ত করণ কিম্বা সেই ব্যক্তি স্বয়ং হাজির হইয়া সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণব্যতিরিক্ত আইন্দা মিসিলের দিবসপর্য্যন্ত মৌকুফ থাকিবেক ও যদি সেই আদালতের অন্য কোন উকীলকে সে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকারণ নিযুক্ত করিতে হয় তবে সেই ব্যক্তির নূতন ওকালৎনামা দাখিল করিতে হইবেক না কিন্তু তাহার কিম্বা তাহার মোখ্তারকারের কর্ত্তব্য যে অন্য ওকালৎনামা দাখিলকরণের বদলে সাবেক ওকালৎনামার পিঠে এ কথা লিখিয়া দেয় যে আদালতের অমুক উকীলকে মোকদ্দমা নিষ্পত্তিহওনপর্য্যন্ত কিম্বা যাবৎ প্রথমকার উকীল হাজির না হয় তাবৎ কালের নিমিত্তে ঐ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের কারণ মোকরর করিলাম ও ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওনের সময়ে জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে সেই মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রসুমের মোট টাকার মধ্যে প্রত্যেক উকীলের মেহনতের দৃষ্টে যাহার যে অংশ উপযুক্ত হয় তাহাকে তাহা দেওয়াইবার হুকুম দেন্ ইতি।

হাজির থাকিলে যে মতাচরণ করা আবশ্যক তাহার কথা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কোন উকীল আদালতের মিসিলের নির্দ্ধারিত দিবসে গরহাজির থাকে ও আদালতের সাহেবের হুজুরে তাহার অসুস্থ থাকন কি হাজির হইতে না পারণের অন্য হেতুসম্বলিত আরজী না পঁহুছে তবে আদালতের সাহেবের ক্ষমতা আছে যে সেই উকীলের উপর এমত কর্ম্মকরণপ্রযুক্ত প্রথম বারে ৫০ পঞ্চাশ টাকা ও দ্বিতীয় বারে ১০০ এক শত টাকা জরীমানা করেন্ ও তৃতীয়বারে সে উকীল ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক ইতি।

উকীলেরা গরহাজির থাকিয়া তাহার হেতু লিখিয়া না পাঠাইলে যে শাস্তি হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ। —যদি কোন উকীল আদালতে দরবারের সময়ে চপলতা করে তবে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে যে ১০০ এক শত টাকার অধিক না হয় এমত জরীমানা লওনদ্বারা সে উকীলকে শাস্তি দেন্ ইতি।

কোন উকীল আদালতে চপলতা করিলে তাহার স্থানে জরীমানা লইতে আদালতের সাহেবের ক্ষমতার কথা।

১৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কোন সদর আমীন তাহার আদালতে যে কোন উকীল ওকালতী কর্ম্ম করে তাহার স্থানে উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে জরীমানা লওয়া আবশ্যক বুঝে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে তাহার বৃত্তান্ত লিখিয়া জজসাহেবের হুজুরে পাঠাইয়া দেয় ও সেই সাহেবের ক্ষমতা আছে যে মোকদ্দমার ভাব বুঝিয়া হয় সে জরীমানা সমুদয় বহাল রাখিয়া কিম্বা তাহা কমাইয়া উসুল করেন্ অথবা তাহা আরো করেন্ ইতি।

সদর আমীনেরা উকীলের স্থানে জরীমানা লইতে হইলে তাহার বিবরণ জজসাহেবের হুজুরে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

২ দ্বিতীয়.

উকীলদিগের স্থানে জরীমানা লইবার অর্থে জিলা ও শহরের জজ ও রেজিষ্টর সাহেবদিগের করা হুকুম চূড়ান্ত হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।— এই আইনের লিখিত হুকুমমতে উকীলদিগের স্থানে জরীমানালওনের অর্থে জিলা কি শহরের জজসাহেবদিগের কি রেজিষ্টরসাহেবদিগের তরফহইতে যে২ হুকুম হয় তাহাই চূড়ান্ত বোধ হইবেক ও সেই জরীমানার টাকা অপরাধি উকীলের মেহনতানার মধ্যহইতে কাটিয়া লওয়া যাইবেক অথবা আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলকরণের অর্থে যে প্রকার নিরূপণ আছে সেই প্রকারে উসুল করা যাইবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের হুজুরে যদি এমত প্রমাণ হয় যে কোন উকীলের প্রতি রেজিষ্টরসাহেবের হুজুরহইতে জরীমানা লওনের অর্থে যে হুকুম হইয়াছে তাহার হেতু মাতবর ও তদুপযুক্ত নহে কি সে হুকুম তাহার অপরাধের উপযুক্ত নহে তবে সে জরীমানা বহাল রাখিতে কিম্বা কমাইতে কি মাফ করিতে জজসাহেবের ক্ষমতা আছে ও এ বিষয়ে জিলা কি শহরের জজসাহেব যে হুকুম দেন্ তাহাই চূড়ান্ত বোধ হইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

এক আদালতের উকীল অন্য আদালতের সওয়াল ও জওয়াব করিতে না পারিবার কথা।

কোন আদালতে উকীলদিগের এমত ক্ষমতা থাকিবেক না যে তাহারা যে আদালতের উকীল সে আদালতভিন্ন অন্য আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াব করে কিন্তু জিলা কি শহরের জজসাহেবেরা আপন আদালতের ও রেজিষ্টরসাহেবের আদালতের ও সদর আমীনদিগের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক আদালতের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের কারণ আপন আদালতের মোকররী উকীলদিগের মধ্যহইতে যেখানে যত জন উকীল নিযোজিত করা আবশ্যক জানেন্ তাহা করিতে তাঁহারদিগ্‌কে নিষেধ আছে ইহা এই ধারার লিখনানুসারে বোধ না হয় এবং সদর দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ও প্রবিন্স্যাল কোর্টের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনারদিগের আদালতে একাকী এক২ জন জজসাহেবের বৈঠক হইলে যে২ মোকদ্দমা রুবকার হয় তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি ত্বরা হইবার নিমিত্তে উকীল নিযোজিত ও বিলিকরণের বিষয়ে যেমতাচরণ করা উপযুক্ত বুঝেন্ তাহা করেন্ ইতি।

১৭ ধারা।

জিলা ও শহরের আদালতের উকীলদিগের ফৌজদারী আদালতে মোখ্তারী করিতে নিষেধের কথা।

জিলা ও শহরের আদালতের উকীলদিগ্‌কে নিষেধ আছে যে সেই২ আদালতের সাহেবের বিনা অনুমতিতে মাজিষ্ট্রেটসাহেবের কি তাঁহার আসিষ্টাণ্টসাহেবের হুজুরে উপস্থিতহওয়া কোন ফৌজদারী নালিশেতে কি মোকদ্দমাতে কি মামলিয়তে মোখ্তারকারী কর্ম্ম না করে কিন্তু যে২ উকীলেরা সরকারের তরফহইতে অপরাধের অপবাদগ্রস্ত লোকদিগের নামে নালিশ করিবার কারণ কি ফৌজদারী আদালতসম্বন্ধীয় অন্য যে২ কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণের বিষয়ে সরকারের তরফহইতে এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে কি উত্তর কালে যে২ আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তদনুসারে ক্ষমতা দেওয়া

যায় তাহার নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তে নিযুক্ত থাকে সে সকল উকীলের সহিত ঐ হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক এমত বোধ না হয় ইতি।

১৮ ধারা।

আদালতের কোন উকীল মরিলে কি তগীর হইলে কি ইস্তফা করিলে ইশতিহার দেওয়া যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোন জিলা কি শহরের আদালতের কোন উকীল মরিলে কি আপন ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইলে কিম্বা কর্ম্ম ইস্তফা করিলে সেই জিলা কি শহরের জজসাহেবের কর্ত্তব্য যে এক ইশ্‌তিহারনামা তাহাতে উপরের উক্ত কথা এতাবতা উকীলের মরণের কি তগীরহওনের কি ইস্তফাকরণের কথা ও সে উকীল উপস্থিত যেং মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণে নিযুক্ত ছিল তাহার বেওরা লেখাইয়া এবং যেং ব্যক্তি ঐ উকীলকে আপন মোকদ্দমাতে উকীল মোকরর করিয়া থাকে তাহারা ছয় হপ্তার কম না হয় এমত যে মিয়াদ আদালতের সাহেবের হজুরহইতে নিরূপণ হয় তাহার মধ্যে স্বয়ং আদালতে হাজির হয় কি সাবেক উকীলের পরিবর্ত্তে অন্য উকীলকে মোকরর করে এমত তাকীদ লেখাইয়া আপন আদালতে ও রেজিষ্টরসাহেবের ও সদর আমীনের আদালতে ও কালেক্টরসাহেবের কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেওয়ান্ ও এমতেতে নূতন ওকালৎনামা দাখিলকরণের বদলে সেই ব্যক্তি কি তাহার মোখ্তার সাবেক ওকালৎনামার পৃষ্ঠে এ কথা লিখিয়া দিলেই হইবেক যে মৃত কি মাজুল কি ইস্তফাকরা উকীলের পরিবর্ত্তে আদালতের উকীলদিগের মধ্যে অমুককে উকীল মোকরর করিলাম ইতি।

ইশ্‌তিহারনামার মজমুনের কথা।

ইশ্‌তিহার দেওয়াতেই উভয় বিবাদিকে সম্বাদ দেওয়া হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ফরিয়াদী ও আসামীকে সম্বাদ দিবার নিমিত্তে উপরের প্রকরণের লিখিত মজমুনে ইশ্‌তিহারনামা দেওয়া গেলেই হইবেক ও যদি কোন ফরিয়াদী কি আসামী ইশতিহারনামার নিরূপিত কালের মধ্যে আপনি স্বয়ং হাজির না হয় কি অন্য উকীল মোকরর না করে তবে তাহার স্থানে তাহার হাজির না হওন কি অন্য উকীল মোকরর না করণের হেতু তলব হইবেক ও সে যদি মাতবর হেতু দরপেশ না করে তবে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে ফরিয়াদী কি আসামীর কসুর হওনমতে তাহার প্রতি একণকার চলিত আইনমতে যে মতাচরণ করা আবশ্যক হয় সেই মতাচরণ করেন্ ইতি।

প্রবিন্স্যাল কোর্টের ও সদরের কোন উকীল মরিলে কি তগীর হইলে কি ইস্তফা করিলে ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের কিম্বা সদর দেওয়ানী আদালতের কোন উকীল মরিলে কি তগীর হইলে কি ইস্তফা করিলে তাহাতেও উপরের প্রকরণের লিখিত মজমুনে ইশ্‌তিহারনামা জারী করা যাইবেক ইহাতে যদি প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের কোন উকীল ঐরূপ হয় তবে ঐ আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ ইশ্‌তিহারনামাতে ফরিয়াদী ও আসামীর নিজে হাজির হইবার কি অন্য উকীল মোকরর করিবার নিমিত্তে দুই মাসের কম না হয় এমত মিয়াদের নিরূপণ লেখাইয়া তাহা আপনারদিগের কাছারীতে ও সদর দেওয়ানী আদালতের কাছারীতে এবং সেই প্রবিন্স্যাল কোর্টের মোতাবক জিলা কি শহরের আদালতের কাছারীতে লট্‌কাইয়া দেও

 য়ান্

য়ান্ ও যদি সদর দেওয়ানী আদালতের কোন উকীল ঐ রূপ হয় তবে ঐ ইশ্‌তিহার নামাতে ফরিয়াদী ও আসামীর নিজে হাজির হইবার কি অন্য উকীল মোকরর করিবার নিমিত্তে তিন মাসের কম না হয় এমত মিয়াদের নিরূপণ লেখাইয়া তাহা ঐ আদালতে ও সেই উকীল উপস্থিত যে সকল মোকদ্দমাতে উকীল মোকরর হইয়াছিল সেই সকল মোকদ্দমার দৃষ্টে যেং প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতে ও যেং জিলা কি শহরের আদালতে সম্বাদদেওনের আবশ্যক হয় সেইং আদালতে লট্‌কাইয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

এই প্রকরণের উক্ত মতেতেও ইশ্‌তিহার দেওয়া যাইবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— উপরের লিখিত আদালতের সাহেবদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে যদি কোন উকীল অধিক কাল পীড়িত থাকনেতে কি অন্যং হেতুতে অনেক কাল পর্য্যন্ত কাছারীতে হাজির হইতে না পারে এবং এমত বোধ হয় যে তাহাতে অধিক কালপর্য্যন্ত হাজির হইতেও পারিবেক না তবে তাহাতেও ঐ সকল কথা লেখাইয়া ঐ মত ইশ্‌তিহারনামা দেওয়ান্ ইতি।

কোন উকীল বিনাকসূরে কোন মোকদ্দমাহইতে ছাড়া হইলে তাহা নিষ্পত্তিহওনের পরে নির্দ্ধারিত রসুমহইতে তাহার মেহনতের উপযুক্ত মেহনতানা দেওয়াইতে জজসাহেবের ক্ষমতার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।— যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের মোকররকরা কোন উকীল আপন মওক্কেলের মোকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিলে পর কিম্বা আসামী কি রিস্পণ্ডেণ্টের মোকররকরা কোন উকীল দাওয়ার জওয়াব দিতে আরম্ভ করিলে পর তাহার বিরুদ্ধাচরণ ভিন্ন কোন হেতুপ্রযুক্ত তাহার পরিবর্ত্তে অন্য উকীল মোকরর হয় তবে আদালতের সাহেবকে অনুমতি আছে যে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পরে সে মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রসুমের মোট টাকার মধ্যে যে আন্দাজ হিস্যা প্রথম উকীলের এতাবতা নালিশের প্রথমে যে উকীল মোকরর হইয়াছিল তাহার মেহনতের দৃষ্টে উপযুক্ত হয় তাহা তাহাকে ও সে উকীল মরিলে তাহার ওয়ারিস্ কি উত্তরাধিকারী কিম্বা কর্ত্তাব্যক্তিকে দেওয়াইবার হুকুম দেন্ ইতি।

১৯ ধারা।

উকীলদিগেরে সালিসী করিবার ভার দিবার কথা।

দেওয়ানী আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আপনং আদালতের উকীলদিগেরে ক্ষমতা ও অনুমতি দেন্ যে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত যে সকল হুকুম সালিসদিগকে নিষ্পত্তিকরণের কারণ মোকদ্দমা সোপর্দ্দ করিবার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল হুকুমেতে দৃষ্টি রাখিয়া সালিসী ভারানুসারে উপস্থিত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করে ইতি।

২০ ধারা।

উকীলেরা আপনং মত লিখিয়া দেওনেতে নিরূপিত রসুম লইতে পারিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—সদর দেওয়ানী আদালতের ও প্রবিন্স্যল কোর্ট আদালতের ও জিলা ও শহরের আদালতের উকীলদিগের ক্ষমতা আছে যে কোন বিষয়েতে আপনারদিগের মত লিখিয়া দেওনেতে নীচের প্রকরণের লিখনক্রমে রসুম লইতে পারিবেক ইতি।

২ দ্বিতীয়

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যে কোন ব্যক্তি কোন দাওয়ার মজবুতী ও মাতবরীর নিমিত্তে কিম্বা আপনি যে হক রাখণের অনুমান করে তাহার বিষয়ে ও জিলার আদালতে কি আপীল আদালতেতে আপনার নালিশ করিবার কি অন্য ব্যক্তির দাওয়ার জওয়াব দিবার সুধারা হইবার বিষয়েতে কোন আদালতের মোকররী কোন উকীলের মত লইবার বাসনা করে তাহার কর্ত্তব্য যে আপন দাওয়া কি হকের বৃত্তান্ত লিখিয়া ও তাহাতে আপনার মোহর ও দস্তখৎ কি নিশানী করিয়া যে উকীলের মত লইবার বাসনা রাখে তাহার স্থানে দেয় ইতি। কেহ কোন বিষয়ে কোন উকীলের মত লইতে চাহিলে তাহার বেওরা সেই উকীলকে লিখিয়া দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—কোন ব্যক্তি ঐ মত বেওরা লিখিয়া কোন উকীলেরে দিলে সেই উকীলের কর্ত্তব্য যে শরা কি শাস্ত্রের মত ও আইনের যে হুকুম ও ব্যবহার ও চলিত দাঁড়া তাহার মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা বিবেচনা ও দৃষ্টি করিয়া ও ভালং যেং দলীল ও কথা সেই ব্যক্তির হকে দরপেশ করিতে পারা যায় তাহা ঠাহরাইয়া আপন মত তাহার হেতুবাদসহিত লিখিয়া তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া সেই ব্যক্তিকে দেয় ইতি। উকীলেরা আপনং মতের কথা লিখিয়া যে কোন ব্যক্তি চাহে তাহাকে দিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—উকীলেরা আপনং মত লিখিয়া দেওনেতে যদি সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হয় তবে ২৪ চব্বিশ টাকা করিয়া রসুম পাইতে পারিবেক ও মফঃসল আপীল আদালতের উকীল হইলে ১৬ ষোল টাকা ও জিলা ও শহরের আদালতের উকীল হইলে ৮ আট টাকা করিয়া রসুম পাইতে পারিবেক ইতি। উকীলেরা আপনং মত লিখিয়া দেওনেতে যে পরিমাণে রসুম পাইবেক তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে আদালতের যে কোন উকীল আদালতে দরপেশ হওয়া যে কোন মোকদ্দমার বাবৎ ওকালৎনামা গ্রহণ করিয়া থাকে সে উকীল ওকালৎনামালওনের পর সেই মোকদ্দমার সম্পর্কীয় কোন বিষয় কি সওয়ালের অর্থে আপন মত লিখিয়া দেওনেতে রসুম লইতে পারিবেক না ইতি। উকীলেরা ওকালতী স্বীকার করা মোকদ্দমাতে মত লিখিয়া দেওনে রসুম লইতে না পারিবার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি কোন উকীল উপরের লিখনক্রমে অর্পিত ক্ষমতানুসারে এমত মত লিখিয়া দেয় যে তাহাতে স্পষ্টতঃ যে কোন দাওয়া অত্যসঙ্গত ও লোকেরে দুঃখ দিবার নিমিত্তে তাহা উপস্থিতহওনের কারণ হয় কি ক্রহ মোকদ্দমার আপোস রফাহওনের বাধা হয় তবে সে উকীল ওকালতী কর্ম্মহইতে তগীর হইবেক আর যদি ঐ মত কারসাজীর মত লিখিয়া দেওনেতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে ঐ উকীল সওয়াল ও জওয়াব করিতে নিযুক্ত হয় তবে তাহাতে নিরূপিত যে রসুম পাইতে পারিবেক তাহা আদালতের হুকুমমতে জব্দ করা গিয়া সরকারে দাখিল হইবেক কিম্বা ঐ উকীল যে ব্যক্তিকে এমত প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে তাহাকে দেওয়ান যাইবেক ইতি। উকীলেরা ইচ্ছাক্রমে অযথার্থ মত লিখিয়া দিলে যে প্রতিফল পাইবে তাহার কথা।

২১ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা কি শহরের আদালতের উপস্থিত মোকদ্দমার কি আপীল আদালতের উপস্থিত কোন মোকদ্দমার বাদী কি প্রতিবাদী এতাবতা করিয়াদী উকীলদিগেরে বায়না দিতে না হইবার কথা।

বাদি ও প্রতিবাদিরা আপন নিযুক্তকরা উকীলকে মতনের লিখিত মজমুনে ওকালৎনামা দিবার কথা।

ফরিয়াদী কি আসামী অথবা আপেলাণ্ট কি রিস্পাণ্ডেণ্ট উকীল মোকরর করিতে চাহিলে উকীলকে পূর্ব্বে যে ।০ চারি আনা বায়না দিবার হুকুম ছিল তাহা এক্ষণে দিতে হইবেক না কিন্তু ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট হইলে আপন নালিশের বিষয়ে ও আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্ট হইলে দাওয়ার জওয়াব দিবার বিষয়ে এককেতা ওকালৎনামা উকীলকে দিতে হইবেক এই মজমুনে যে আমি অমুক উকীলকে আপন তরফ হইতে নালিশ করিবার কারণ কি দাওয়ার জওয়াব দিবার কারণ উকীল মোকরর করিলাম অতএব উকীল মজকুর এ মোকদ্দমাতে যেং সওয়াল ও জওয়াব ও তদবীর করিবেক সে সমস্ত সওয়াল ও জওয়াব ও তদবীর আমার স্বয়ংকরণের মত কবুল ও মঞ্জুর হইবেক আর ঐ ওকালৎনামাতে দুই জন মাতবর সাক্ষির সাক্ষাৎ আপন মোহর কি দস্তখৎ করিবেক কি লেখাপড়া না জানিলে নিশানী করিবেক ও ঐ সাক্ষিদিগেরো কর্ত্তব্য যে ওকালৎনামাতে সাক্ষিহওনের বিষয়ে উপরের লিখিত মতে কার্য্য করে ও আবশ্যক বুঝা গেলে ওকালৎনামা প্রমাণ ও সাব্যস্তহওনের কারণ সাক্ষিদিগের আদালতে হাজির হইতে হইবেক ইতি।

ওকালৎনামাতে মোহর ও দস্তখৎ করিবার ও ইশাদি লেখা যাইবার মতের কথা।

ওকালৎনামা ইষ্টাম্প কাগজে লেখা যাইবার কিন্তু দস্তাবেজেতে যে রসুম লওয়া যায় তাহা তাহাতে না লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ ওকালৎনামা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজেতে লেখা যাইবেক কিন্তু ঐ আইনের ১৫ ধারানুসারে দস্তাবেজ দাখিলকরণের সময়ে ইষ্টাম্পের যে রসুম লাগে তাহা ওকালৎনামাতে লওয়া যাইবেক না ইতি।

২২ ধারা।

উকীলেরা যে মোকদ্দমাতে যে পক্ষের ওকালতী স্বীকার করে তাহাতে তাহার বিপক্ষের তরফ সওয়াল জওয়াবকরণের ভার লইতে না পারিবার কথা।

যে সময়ে যে কোন উকীল উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে ওকালৎনামা পাইয়া ফরিয়াদী কি আসামীর তরফহইতে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করণের ভার লইবেক সেই সময়ে সেই উকীল সেই ওকালৎনামার পৃষ্ঠে তাহা পাওনের রসীদ আপন দস্তখৎ ও পাইবার তারিখের সহিত লিখিয়া দিবেক ও তাহার পরে সেই উকীল সে মোকদ্দমাতে পক্ষান্তরের তরফহইতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার ভার লইতে পারিবেক না ইতি।

২৩ ধারা।

উকীলের রসুমের বাবৎ জামিনী দাখিলকরা মৌকুফ হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যখন জিলা কি শহরের আদালতে কিম্বা মফঃসল আপীল আদালতে অথবা সদর দেওয়ানী আদালতে উপস্থিতহওয়া সরাসরী কি সরাসরী ভিন্ন কোন মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট আদালতের কোন উকীলকে উকীল মোকরর করিবেক তখন সেই ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বে উকীলের রসুমের বাবৎ যে জামিনী দাখিলকরণের অর্থে হুকুম হইয়াছে তাহার বদলে সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাতে এই আইনের ২৫ ধারার লিখিত হুকুমমত হিসাবে ও সরাসরী মোকদ্দমাতে এই আইনের ৩২ ধারার হুকুমমত হিসাবে ঐ

উকীলের

উকীলের রসুমের যত টাকা হয় তত টাকা আদালতের তহবীলে আমানৎ রাখে ও যাবৎ রসুমের টাকা আমানৎ না রাখে তাবৎ কোন উকীলকে যোত্রহীন ব্যক্তিদিগের মোকদ্দমা ও যে সকল মোকদ্দমার কারণ বিশেষরূপে আইনেতে হুকুম হইয়াছে তাহাছাড়া আপন মওক্কেলের মোকদ্দমার কিছু সওয়াল ও জওয়াব ও ঐ মোকদ্দমার সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করিতে অনুমতি নাহি এবং আসামী ও রিস্পাণ্ডেণ্টের মোকররকরা উকীলদিগের রসুমের কারণ তাহারদিগের স্থানে ঐ মত আমানতের জন্যে টাকা তলব করা যাইবেক ও যাবৎ ঐ মত রসুমের টাকা আমানৎ না রাখে তাবৎ উকীলদিগের কর্ত্তব্য নহে যে উপরের লিখিত প্রকারব্যতিরেকে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব ও তাহার সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করে ইতি। — উকীলের রসুমের টাকা আমানৎ রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—খাজাঞ্চীর কর্ত্তব্য যে ঐ আমানতের টাকার দুই কেতা রসীদ ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লিখিয়া ও তাহাতে আপন দস্তখৎ করিয়া তাহার এক রসীদ ফরিয়াদী কি আসামীকে ও আপেলাণ্ট কি রিস্পাণ্ডেণ্টকে দেয় ও আর এক কেতা রসীদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের শামিলে রাখিবেক এবং খাজাঞ্চীর কর্ত্তব্য যে ঐ সকল আমানতের বেওরা যে রেজিষ্টরী বহী কেবল তাহারি নিমিত্তে তৈয়ার করিবেক তাহাতে লিখে ইতি। — খাজাঞ্চী আমানতের টাকার রসীদ লিখিয়া দিবার কথা। খাজাঞ্চী ঐ আমানতের টাকার বিবরণ রেজিষ্টরী বহীতে লিখিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—খাজাঞ্চীর কর্ত্তব্য যে ঐ সকল রসীদ এই আইনের শেষের লিখিত ৩ নম্বরের শরওয়ামতে লিখিয়া দেয় ও রেজিষ্টরী বহী এই আইনের শেষের লিখিত ৪ নম্বরের নক্শামতে তৈয়ার করা যাইবেক ইতি। — ৩ ও ৪ নম্বরের শরওয়ামতে রসীদ ও রেজিষ্টরী বহী লেখা ও তৈয়ার করা যাইবার কথা।

২৪ ধারা।

যোত্রহীন ব্যক্তিদিগের তরফহইতে যে সকল উকীল মোকরর হয় তাহারদিগের রসুম কি যে মুতফরকা আরজী ও দরখাস্তের প্রসঙ্গ এই আইনের ৩৪ ধারাতে করা যাইবেক তাহা আদালতে দাখিলকরণের বাবৎ রসুমের সহিত উপরের লিখিত দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক না ও তাহাতে উকীলের রসুমের জন্যে কিছু আমানৎ কি জামিনী তলব হইবেক না কিন্তু আদালতের সাহেব এই আইনের ৩৫ ধারার লিখিত দাঁড়ামতে যে রসুমের টাকা দেওয়াইবার অর্থে হুকুম করেন্ যদি সেই রসুমের টাকা উসুলের কারণ আদালতের হুকুমের আবশ্যক হয় তবে আদালতের ডিক্রীর টাকা উসুলের কারণ যে প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে সেই প্রকারে ঐ রসুমের টাকা উসুল করেন্ ইতি। — যে প্রকারেতে উপরের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না তাহার কথা।

২৫ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জিলা ও শহরের আদালতে কি মফঃসল আপীল আদালতে কি সদর দেওয়ানী আদালতে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ১ পহিলা ফেব্রুআরিহইতে প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন দেওয়ানী মোকদ্দমাতে — আদালতের উকীলেরা সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাতে যে হিসাবে রসুম পাইবেক তাহার কথা।

ফরিয়াদী

ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট কিম্বা আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্টের তরফহইতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ যে২ উকীল মোকরর হইবেক তাহারা নীচের তফসীলমতে আপনারদিগের ওকালতীর রসুম পাইবেক ইতি।

তফসীল।

নগদ কি জিনিসের কিম্বা অন্য অস্থাবর বস্তুর কিম্বা ভূমিওগয়রহ স্থাবর বস্তুর বাবৎ মোকদ্দমাতে যদি দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি আস্থাবর বস্তুর মূল্য কিম্বা স্থাবর বস্তুর মূল্য ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখিত হুকুমমত হিসাবে ৫০০০৲ পাঁচ হাজার টাকার অধিক না হয় তবে তাহার উপর শতকরা ৫৲

ও যদি দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি অস্থাবর বস্তুর মূল্য কিম্বা স্থাবর বস্তুর মূল্য ঐ ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখিত হুকুমমত হিসাবে ৫০০০ পাঁচ হাজারের অধিক ২০০০০ কুড়ি হাজারপর্য্যন্ত হয় তবে তাহার ৫০০০ পাঁচ হাজার পর্য্যন্ত উপরের লিখিত হারে ও বাকীর উপর শতকরা .... ২৲

ও যদি দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি অস্থাবর বস্তুর মূল্য কিম্বা স্থাবর বস্তুর মূল্য উপরের উক্ত ঐ আইন ও ধারার লিখিত হুকুমমত হিসাবে ২০০০০ কুড়ি হাজারের উপর ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজারপর্য্যন্ত হয় তবে তাহার ২০০০০ কুড়ি হাজারপর্য্যন্ত উপরের লিখিত হারে ও বাকী টাকার উপর শতকরা .... ১৲

ও যদি দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি অস্থাবর বস্তুর মূল্য কিম্বা স্থাবর বস্তুর মূল্য উপরের উক্ত ঐ আইন ও ধারার লিখিত হুকুমমত হিসাবে ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজারের অধিক ৮০০০০ আশী হাজারপর্য্যন্ত হয় তবে তাহার ৫০০০০ পঞ্চাশ হাজার পর্য্যন্ত উপরের লিখিত হারে ও বাকী টাকার উপর শতকরা ৷৷০

ও যে কোন মোকদ্দমাতে দাওয়ার নগদের সংখ্যা কি বস্তুর মূল্য ৮০০০০ আশী হাজারের অধিক যত হয় সে মোকদ্দমাতে উকীল মোটে হাজার টাকা রসুম পাইবেক তাহার অধিক কোন প্রকারে পাইবেক না।

টাকার কসুর হিসাবে গ্রাহ্য না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—দাওয়ার টাকার উপর আনামাসা থাকিলে রসুমের হিসাব করণেতে গ্রাহ্য হইবেক না ইতি।

উকীলেরা কিছু কর্ত্তন হওনবিনা আপন২ রসুম পাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—উকীলদিগের রসুমের টাকাহইতে শতকরা ৫ পাঁচ টাকা করিয়া কাটিয়া লওনের বিষয়ে যে২ দাঁড়া পূর্ব্বের আইনেতে লেখা ছিল তাহা ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের অনুসারে রদ হইয়াছে অতএব এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে উকীলেরা আপনারদিগের রসুমের বাবৎ সমুদয় টাকা কিছু কর্ত্তনহওন বিনা পাইবেক কিন্তু আদালতহইতে যখন যে উকীল রসুমের বাবৎ যত টাকা পাইবেক তখন সেই উকীলের ঐ টাকার রসীদ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের

উকীলেরা রসুমের টাকার রসীদ ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া দিবার কথা।

১ আইনের

১ আইনের ১১ ধারার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া দাখিল করিতে হইবেক ইতি।

২৬ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্টের উপর ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের নগদ ও জিনিসাদির বাবৎ পূরা দাওয়া সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয় তবে আদালতের খরচার উপর সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের উকীলের ওকালতীর যত টাকা রসুম পাওনা হয় তাহাও আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্টের দেনা ধার্য্য হইয়া ডিক্রী হইবেক কিন্তু যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের পূরা দাওয়া সাবুদ না হইয়া তাহার মধ্যে কতক সাবুদ হইয়া ডিক্রী হয় তবে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের উকীলের রসুম ঐ ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের মোট দাওয়ার ওকালতীর রসুম সেই মোটের সম্বন্ধে পরিমাণে যেমতাংশ হয় মোট দাওয়ার মধ্যে যাহা ডিক্রী হইয়া থাকে তাহার সংখ্যা কি মূল্যের সেই মত অংশ হিসাব হইয়া আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্টের উপর আদালতের যে খরচা তাহার শিরে আদালতের হুকুম মাফিক ওয়াজিবী হয় তাহার সহিত দেনা ধার্য্য হইয়া ডিক্রী হইবেক ইতি।

উকীলের রসুমওগয়রহ আদালতের খরচা অবশেষে যাহার দিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের দাওয়া মোকদ্দমার বৃত্তান্তের তজবীজ হইয়া কি তাহাব্যতিরেকে ডিসমিস হয় তবে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের দোতরফী উকীলের রসুম ও খরচা দিতে হইবেক ইতি।

দাওয়া ডিসমিস হইলে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের দোতরফী উকীলের রসুম ও খরচা দিতে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন প্রকারেতে উকীলদিগের রসুম উপরের প্রকরণের লিখিত দাঁড়ামতে দেওয়ান বিচারসঙ্গত না হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে ন্যায়মতে ও মোকদ্দমার সমস্ত ভাবগতিকের দৃষ্টে সে মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত রসুমের টাকা ফরিয়াদী ও আসামী উভয়ের স্থানে যত করিয়া উপযুক্ত বুঝেন্ তত করিয়া দেওয়াইবেন ইতি।

নিয়মের কথা।

২৭ ধারা।

সমস্ত আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে উকীলের রসুমেতে কি ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্যেতে কি সাক্ষিদিগের খরচায় কি সমনজারী করিবার পেয়াদাদিগের তলবানাতে কি অন্যং হেতুতে মোকদ্দমার খরচা বাবৎ যত টাকা উভয় বিবাদির স্থানে উসুল হইয়া থাকে কি তাহারদিগের স্থানে ওয়াজিবী তলব থাকে সে সকল টাকার বেওরা বিনাতফাওতে আপনং আদালতের ডিক্রীতে লেখান্ এবং অবশেষে ঐ রসুম ও অন্যং খরচা যে ব্যক্তি পরাভব হয় তাহার শিরে দেনা হইবেক কিম্বা তাহা উভয় বিবাদির শিরে আদালতের সাহেবের বিবেচনায় যত করিয়া ন্যায্য বোধ হয় তত করিয়া দেনা হইবেক ইতি।

আদালতের সাহেবেরা উভয় বিবাদির যে খরচা উসুল হইয়া থাকে কিম্বা ওয়াজিবী তলব থাকে তাহার বেওরা আপনারদিগের করা ডিক্রীতে লেখাইবার কথা।

ঐ সকল খরচার ন্যায় মতানুসারে দেনা হইবার কথা।

২৮ ধারা।

যদি কোন মোকদ্দমার দাওয়া আদালতে দরপেশ হইয়া সে মোকদ্দমার ফরিয়াদী কি

উকীলের রসুমের আ

মানতী টাকাহইতে কিছু আমানৎ রাখিণিয়াকে ফিরিয়া দিতে আদালতের সাহেবদিগকে ক্ষমতা দিবার কথা।

কি আসামীকে পাপর মতে মোকদ্দমা করিতে অনুমতি হইয়া সমস্ত খরচাসমেত ডিক্রীর টাকা ঐ যোত্রহীন ব্যক্তির শিরে দেনা হয় ও যদি ঐ মুফলিস ব্যক্তির তাহার শিরে আদালতের যে খরচা দেনা হয় তাহা আদায়হওনের উপযুক্ত বিষয় না থাকে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যে ব্যক্তির হকে এতাবতা যে ব্যক্তির পাওনা হইয়া ডিক্রী হয় সে ব্যক্তি উকীলের রসুমের বাবৎ যত টাকা আদালতে আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহার মধ্যে যত টাকা উপযুক্ত বোধ হয় তাহা তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান্ ও বাকী টাকা সেই ব্যক্তির উকীলকে রসুমের অর্থে দেওয়ান্ কিন্তু আদালতের সাহেবদিগের উপরের লিখিত হুকুমমতে কার্য্য করণেতে ইহাতে অতিসাবধানহওয়া কর্ত্তব্য যে সর্ব্ব প্রকারেতে উকীলের মেহনতের দৃষ্টে আমানতের টাকাহইতে যত টাকা উপযুক্ত বোধ হয় তাহাই তাহাকে দেওয়ান ও তাঁহারদিগের ইহাও কর্ত্তব্য যে মুফলিস ব্যক্তির যে মাল আমওয়াল পাওয়া যায় তাহার দ্বারা উকীলের রসুমের বাকী টাকা উসুলহওনের বিষয়ে অতিমনোযোগ রাখেন্ ইতি।

২৯ ধারা।

মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে পর উকীলদিগের রসুম দেনা অর্শিবার কথা।

উকীলদিগের রসুমের যে টাকা আদালতে আমানৎ রাখা গিয়া থাকে তাহা মোকদ্দমার বৃত্তান্তের তজবীজ হইয়া কি তাহা ব্যতিরেকে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইবামাত্র তাহা পাওনের যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়ান যাইবেক ও মোকদ্দমার আপীলহওয়াতে কোন প্রকারে তাহাতে কালব্যাজ হইবেক না ইতি।

৩০ ধারা।

দুই জন কি ততোধিক জন উকীল মোকররকরণেতে যে মতাচরণকরা আবশ্যক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—কোন আদালতের বাদী কি প্রতিবাদী কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের কারণ সেই আদালতের উকীলদিগের মধ্যে দুই জন কি তাহাহইতে অধিক জন উকীল মোকরর করিতে চাহিলে করিতে পারিবেক ও সেই দুই জন কি ততোধিক জন উকীল ও আপনারদিগের ও আপনারদিগের মওক্কেলের মধ্যেতে হওয়া করারদাদমতে ওকালৎনামার লিখনক্রমে সমানাংশে কি বেশীকমী করিয়া ওকালতীর নির্দ্ধারিত রসুম ভাগে পাইবার নিয়মে কিম্বা প্রত্যেকে পুরা হিসাবে স্বতন্ত্র২ রসুম পাইবার নিয়মে ওকলতী করিবার ভার লইতে পারিবেক কিন্তু এমত হইতে হইলে এ সমুদয় কথা ওকালৎনামাতে স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকিবেক নতুবা সেই দুই জন কি ততোধিক জন উকীলকে ওকালতীর নির্দ্ধারিত রসুম সমান অংশে অংশ করিয়া দেওয়ান যাইবেক ইতি।

দুই জন কি ততোধিক জন উকীল নিযুক্ত করিতে হইলে এক কেতা ওকালৎনামা দিলেই হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি কোন বাদী কি প্রতিবাদী কোন আদালতে কোন মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের কারণ সেই আদালতের উকীলদিগের মধ্য হইতে দুই জন কিম্বা তাহাহইতে অধিক জন উকীল মোকরর করে তবে তাহাতে

তাহার

তাহার এক কেতা ওকালৎনামা দাখিল করিলেই হইবেক কিন্তু তাহার কর্ত্তব্য যে উকীলের রসুম মোটে যত টাকা ওয়াজিবী দেনা হয় তাহা ২৩ ধারার লিখনমতে আদালতের তহবীলে আমানৎরূপে দাখিল করে ইতি।

পক্ষান্তর হারিলে সে কেবল এক জন উকীলের রসুম দিবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন বাদী কি প্রতিবাদী আদালতের উকীলদিগের মধ্য হইতে দুই জন কি ততোধিক জন উকীলকে তাহারদিগের প্রত্যেকেরে মোকদ্দমার ও কালতীর পূরা রসুম দিবার নিয়মে মোকরর করে তবে তাহাতে যদ্যপি তাহার বিপক্ষ হারে তবে সেই বিপক্ষের এক জন উকীলের রসুম যত হয় তাহার কিম্বা তাহার মধ্যে যাহা আদালতের হুকুমমতে দিতে হয় তাহার অধিক দিতে হইবেক না ও অন্য উকীলের রসুম আলাহিদা খরচার মধ্যে বোধ হইয়া যে ব্যক্তি সে উকীলকে মোকরর করিয়া থাকে তাহার শিরে দেনা হইবেক ও কোন প্রকারে তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার হুকুম হইবেক না ইতি।

৩১ ধারা।

ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট আপন দাওয়াহইতে ক্ষান্ত হইলে কি বিনা বিচারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে উকীলদিগের রসুম যে দাঁড়ামতে আদায় হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি সওয়াল ও জওয়াবের সমস্ত কাগজ আদালতের সিরিশ্তাতে দাখিলহওনের পূর্ব্বে ফরিয়াদী কি অপেলাণ্ট আপন দাওয়াহইতে ক্ষান্ত হয় কিম্বা ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের কসুরে তজবীজ তহকীক না হইয়া মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয় তবে দাঁড়ানুসারে সে মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তিহওনমতে উভয়পক্ষের উকীলেরা আদালতেতে যে রসুম পাইত তাহার চারি অংশের এক অংশ করিয়া তাহারা প্রত্যেকে পাওনের যোগ্য হইবেক আর যদি সওয়াল ও জওয়াবের কাগজ সমুদয় আদালতের সিরিশ্তায় দাখিলহওনের পরে ফরিয়াদী কি আপেলাণ্ট আপন দাওয়াহইতে ক্ষান্ত হয় কিম্বা ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের কসুরে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হয় তবে উভয় পক্ষের উকীলেরা মোকদ্দমা ডিক্রী হওনমতে নির্দ্ধারিত রসুম যত২ টাকা পাইত তাহার অর্দ্ধেক২ পাইবেক। ও উপরের লিখিত ঐ দুই প্রকারেতেই আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্টের উকীলেরা রসুম ও ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের নালিশ করাতে আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্টের শিরে যত খরচা অর্শে ও আদালতে মঞ্জুর হয় তাহা ফরিয়াদী কি আপেলাণ্টের শিরে দেনা হইবেক ইতি।

রাজীনামানুসারে নিষ্পত্তিহওয়া মোকদ্দমার ওকালতীর রসুমের বিষয়ে যে দাঁড়া সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের লিখিত হুকুম যে সকল মোকদ্দমা রাজীনামার অনুসারে নিষ্পত্তি হয় তাহাতেও খাটিবেক কিন্তু বাদী কি প্রতিবাদী উভয় পক্ষের উকীলের রসুম ও আদালতের আর২ খরচা আদায়হওনের বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে যে নিয়ম হইয়া রাজীনামাতে লেখা থাকে সেই নিয়মমতে আদায় হইবেক ইতি।

৩২ ধারা।

উকীলেরা সরাসরী মোকদ্দমার সওয়াল ও

[illegible] বাকী টাকা উসুলকরণের বাবৎ কি ভূমি ভোগদখলকরণের বাবৎ

 ও

জওয়াবকরণেতে সেই মোকদ্দমার নালিশ সরাসরীভিন্ন মতে হইলে যে রসুম পাইত তাহার সিকি পাইবার কথা।

ও মোটে আর২ যে সকল বিষয়ের নালিশ সরাসরীমতে করিতে আইনেতে হুকুম আছে তাহার বাবৎ যে২ সরাসরী মোকদ্দমা কোন আদালতে উপস্থিত হইয়া তাহার সওয়াল ও জওয়াবের কারণ যে২ উকীল বাদী কি প্রতিবাদির তরফহইতে মোকরর হয় সেই উকীলেরা তাহাতে সরাসরীভিন্ন মতে মোকদ্দমার নালিশ হইলে যে রসুম পাইত সেই রসুমের চারি হিস্যার এক হিস্যা পাইতেপারিবেক ইতি।

৩৩ ধারা।

উপরের ধারার উক্ত রসুম সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমার মতে আদালতে আমানৎ রাখিবার কথা।

উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে রসুমের যত টাকা ওয়াজিবী দেনা ঠাহরে তাহা আদালতের তহবীলে আমানৎ রাখিতে হইবেক ও সেই রসুম পাওনের যোগ্য উকীলেরা তাহা এই আইনের উপরের লিখিত হুকুমমতে সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাতে রসুমপাওনের অর্থে যে প্রকার নিরূপণ হইয়াছে সেই প্রকারে পাইবেক ইতি।

৩৪ ধারা।

উপস্থিত মোকদ্দমার মোতালক আরজী ও দরখাস্ত সেওয়ায় প্রত্যেক মুতফরকা আরজী ও দরখাস্তেতে উকীলেরা ।০ চারি আনা করিয়া রসুম লইতে পারিবার কথা।

সমস্ত আদালতের উকীলদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে তাহার বাদী কি প্রতিবাদির তরফহইতে যে২ আরজী ও দরখাস্ত দাখিল করিতে হয় তাহাছাড়া যে২ মুতফরকা আরজী ও দরখাস্ত লোকদিগের তরফহইতে আদালতে দাখিল করিবেক তাহার প্রতি আরজী ও দরখাস্তের ।০ চারি আনা করিয়া রসুম লয় কিন্তু এই আইনের ২৫ ধারা কি ৩১ ধারার লিখিত হিসাবমতে যে কোন মোকদ্দমার ওকালতী রসুম আদায় হইয়া থাকে কি আদায়ের যোগ্য হইয়া থাকে সে মোকদ্দমার বাদী কি প্রতিবাদির তরফহইতে উকীলেরা যে কোন আরজী কি দরখাস্ত সেই মোকদ্দমাতে দাখিল করে এমত আরজী ও দরখাস্ত দাখিলকরণেতে উপরের লিখিত ঐ২ ধারাতে ওকালতীর যে রসুমের প্রসঙ্গ করা গিয়াছে তাহাছাড়া আলাহিদা কিছু রসুম পাইবেক না ও আদালতের সমস্ত উকীলদিগের উচিত যে তাহারা যে২ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে নিযুক্ত হয় সেই২ মোকদ্দমার বিচারকালীন এবং তাহার নিষ্পত্তি ও ডিক্রী জারী হইবাপর্য্যন্ত তাহাতে যখন যে কিছু আরজী ও দরখাস্ত গুজরাইবার কি অন্য তদবীর করিবার আবশ্যক হয় তাহা করে ইতি।

৩৫ ধারা।

রসুম আদায়হওনের মতের কথা।

উচিতমতে আর কিছু রসুম দেওয়াইতে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা থাকিবার কথা।

মুতফরকা আরজী ও দরখাস্তের বাবৎ উপরের ধারার লিখিত ।০ চারি আনা রসুম আদালতে আমানৎ রাখিতে হইবেক না কিন্তু ঐ দরখাস্ত যে ব্যক্তি দেয় তাহার কর্ত্তব্য যে আপনি ঐ রসুম আপন উকীলকে আপনারদিগের কথায় ধার্য্যহওনের সময়ে দেয় কিন্তু যদি ।০ চারি আনা রসুম উকীল কি উকীলদিগের মেহনতের উপযুক্ত বোধ না হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আর যে কিছু রসুম ঐ উকীল কি উকীলদিগের মেহনতের উপযুক্ত বোধ হয় [illegible] তাহামতে সেই [illegible]

দরপেশ হইয়া তজবীজ হইলে ওকালতীর যে রসুম পাইত তাহার চারি হিস্যার এক হিস্যাহইতে অধিক না হয় তাহা তাহার কি তাহারদিগের মওক্কেলের স্থানে দেওয়ান্ কিম্বা আদালতের খরচার ন্যায় পক্ষান্তর ব্যক্তির স্থানহইতে উসুল করেন্ ইতি।

৩৬ ধারা।

উকীলদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারদিগের মওক্কেলেরা মোকদ্দমার বিচারকালীন তাহারদিগকে যে২ হিসাবের ফর্দ্দ ও দস্তাবেজওগয়রহ কাগজপত্র দেয় তাহার রসীদ ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লিখিয়া তাহারদিগকে দেয় যদি কোন উকীল এপ্রকার হিসাবের ফর্দ্দওগয়রহ কাগজপত্র আপন মওক্কেলকে ফিরিয়া দিতে না চাহে তবে সেই মওক্কেল এ বিষয়ে আদালতে দরখাস্ত দিলে ঐ হিসাবের ফর্দ্দওগয়রহ কাগজপত্র সেই উকীলের স্থানহইতে তাহাকে ফিরিয়া দেওয়ান যাইবেক ইতি।

উকীলেরা তাহারদি গের স্থানে তাহারদি গের মওক্কেলেরা যে কা গজপত্র দেয় তাহার রু সীদ লিখিয়া দিবার ক থা।

৩৭ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যে২ মোকদ্দমা কোন আইনমতে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের কিম্বা যে সাহেবেরা এমত হুকুম দিবার ক্ষমতা রাখেন তাঁহারদিগের বিশেষ হুকুমমতে সরকারের খরচে হইবার হয় সেই২ মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ সদর দেওয়ানী আদালতের ও প্রবিন্স্যাল কোর্ট আদালতের ও সকল জিলা কি শহরের আদালতের উকীলদিগের মধ্যহইতে এক জন কি দুই জন কিম্বা ততোধিক জন উকীল ঐ সকল আদালতের প্রত্যেক আদালতে মোকরর হইবেক ও সেই সকল উকীলেরা এই আইনের শেষের লিখিত ৫ নম্বরের শরওয়ামতে ইঙ্গরেজী ও পারসী ভাষাতে কৌন্সেলের আদালতসম্পর্কীয় কার্য্যকর্ম্মের সেক্রেটারী সাহেবের দস্তখতে সনন্দ পাইবেক ইতি।

প্রত্যেক আদালতে সরকারী মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবের কারণ সেই২ আদালতের এক জন কি দুই জন কি ততোধিক জন উকীল মোকরর হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—সরকারের উকীলেরদিগের মধ্যে কোন উকীল মরিলে কি তগীর হইলে কি ইস্তফা করিলে পর সেই উকীল যে আদালতে ছিল সেই আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে তাহার সমাচার ঐ সেক্রেটারী সাহেবকে দেন্ এবং আপন আদালতের উকীলদিগের মধ্যে যে উকীলকে অতিসুখ্যাত্যাপন্ন ও বিজ্ঞ ও বিবেচক ও সরকারের ওকালতী কর্ম্মকরণের যোগ্য জানেন্ তাহাকে ঠাহরাইয়া সেই কর্ম্মে মোকরর করিবার বিষয়ে সরকারের অনুমতির কারণ লিখিয়া পাঠান্ ইতি।

আদালতের সাহেবেরা সরকারী কোন উকীল মরিলে কি তগীর হইলে কি ইস্তফা করিলে তাহার সম্বাদ কৌন্সেলের সেক্রেটারী সাহেবকে দিবার ও সেই কর্ম্মে অন্য ব্যক্তিকে ঠাহরাইয়া সরকারের মঞ্জুরীর অর্থে লিখিয়া পাঠাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—হুজুরহইতে সরকারী উকীলদিগকে যে সকল মোকদ্দমা করিতে হুকুম হয় ও যে সকল মোকদ্দমা কোন আইনমতে সরকারের খরচে হইবার সম্পর্ক রাখে সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার কারণ শ্রীযুত নওয়াব গবরনর জেনরল বাহাদুরের হুজুরহইতে কিম্বা অন্য যে সাহেব কোন আইস্তাহারের দ্বারায় মোকদ্দমার খবরগিরী করিবার ও ঐ সকল মোকদ্দমা করিবার অর্থে

সরকারী উকীলেরা যে২ কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেক তাহার কথা।

অর্থে উকীলদিগকে শিক্ষা ও জানাইবার ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহার হজুরহইতে যখন সরকারী উকীলদিগের নামে হুকুমনামা পঁহুছে তখন ঐ উকীলদিগের উচিত হইবেক যে সেই হুকুমনামার অনুসারে সে সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করে ও এ প্রকার হুকুমনামা ঐ সকল মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের বিষয়ে উকীলদিগের নিদর্শন অর্থাৎ দস্তাবেজের ন্যায় বোধ হইবেক ও আদালতের কাছারীতে দাখিল হইয়া সে সকল মোকদ্দমার রোয়দাদী কাগজপত্রের শামিলে থাকিবেক ইতি।

যে সকল মোকদ্দমা সরকারের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহাতে সরকারী উকীলদিগকে পক্ষান্তরের সহায়তা করিতে নিষেধের কিন্তু তাহারা অন্য মোকদ্দমাতে আদালতের অন্য উকীলের মত ক্ষমতা রাখিবার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—যে কোন মোকদ্দমা সরকারের সহিত সম্পর্ক রাখে এবং যেং মোকদ্দমা সরকারের খরচে হইবার হয় তাহাতে সরকারী উকীলদিগকে হুকুম আছে যে পক্ষান্তর ব্যক্তিকে সলা পরামর্শ না দেয় ও স্পষ্টক্রমে কি চক্রান্তেতে তাহার তরফ সওয়াল ও জওয়াবকরণের মধ্যে না থাকে কিন্তু অন্য সমস্ত মোকদ্দমাতে তাহারদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের অন্য উকীলদিগের মত ফরিয়াদীর তরফহইতে কিম্বা আসামীর তরফহইতে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার ভার আপনার প্রতি লয় ইতি।

সরকারী উকীলেরা আদালতের অন্য উকীলদিগের মত আপনারদিগের ওকালতী রসুম পাইবার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যেং মোকদ্দমা সরকারের খরচে হইবার হয় সেইং মোকদ্দমাতে সরকারী উকীলেরা আপনারদিগের ওকালতীর রসুম অন্য ফরিয়াদী ও আসামীর মোকদ্দমাতে আদালতের অন্য উকীলদিগের রসুম পাইবার নিমিত্তে যে হিসাব নিরূপণ আছে সেই হিসাবে পাইবেক ও ওকালতীর রসুমের বিষয়ে এই আইনেতে যেং হুকুম লেখা আছে তাহা অন্য উকীলদিগের মত সরকারী উকীলদিগের বিষয়েও খাটিবেক কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে সরকারের খরচে হইবার মোকদ্দমাতে সরকারী উকীলদিগের রসুমের কারণ এই আইনের ২৩ ধারার লিখনমতে আমানৎ রাখিবার অর্থে টাকা তলব হইবেক না ইতি।

সরকারী উকীলদিগের সহিত সরকারী মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণ কালীন যে সকল হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—সরকারী উকীলদিগের সহিত সরকারের খরচে হইবার মোকদ্দমাতে সওয়াল ও জওয়াবকরণের সময়ে অন্যং ফরিয়াদী ও আসামীর মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের কালে তাহারদিগের সহিত যেং হুকুম সম্পর্ক রাখে কোন আইনানুসারে অন্য প্রকার ধার্য্যহওনব্যতিরেকে সেইং হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

সরকারের খরচে হইবার মোকদ্দমাতে আদালতের অন্য উকীল সরকারী উকীলের শামিল হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।— বোর্ড রেবিনিউ ও বোর্ড কমিস্যনর ও বোর্ড ত্রেডের সাহেবদিগের ও অন্য যে সাহেবেরা সরকারের তরফ মোকদ্দমার খবরগিরীকরণের ক্ষমতা রাখেন্ তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি কোন মোকদ্দমা তারিহওমমতে কি অন্য বিশিষ্ট হেতুপ্রযুক্ত সে মোকদ্দমাতে অন্য উকীলের সহায়তার আবশ্যক বোধ হয় তবে তাহাতে অন্য কোন উকীলকে সরকারী উকীলের শামিল করিবেন ও সেই উকীলকে যে সাহেব কি সাহেবেরা মোকরর করেন্ তাঁহার কি তাঁহারদিগের হুকুমের

হুর

হর ও দস্তখতে এক কেতা ওকালৎনামা দেওয়া যাইবেক অন্য ফরিয়াদী ও আসামীর মোকদ্দমাতে আদালতের অন্য উকীলেরা যে হিসাবে রসুম পায় সেই হিসাবে সে উকীল আপন ওকালতীর রসুম পাইবেক এবং ওকালতীর রসুমের বিষয়ে অন্যং লোকের মোকররকরা উকীলদিগের সহিত যেং হুকুম সম্পর্ক রাখে তাহা এই ধারার ৫ প্রকরণের লিখিত হুকুমসহিত তাহার প্রতিও খাটিবেক ইতি।

৩৮ ধারা।

উভয় বিবাদিরা উকীল নিযুক্ত করণবিনা নিজে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে পারিবার কথা।

কোন ব্যক্তি কোন আদালতেতে আপনার উপস্থিত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব আদালতের উকীল নিযুক্তকরণবিনা আপনি হাজির থাকিয়া করিতে পারিবেক না এমত নিষেধ এই আইনের লিখিত কথাক্রমে বোধ না হয় ইতি।

৩৯ ধারা।

মুনসেফের নিকটে নিযুক্ত থাকা উকীলদিগের সহিত এই আইনের হুকুম সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৩ আইনের লিখিত হুকুমমতে মুনসেফী আদালতে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের অর্থে যেং উকীল নিযুক্ত হয় তাহারদিগের সহিত এই আইনের লিখিত দাঁড়াসকল সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

পাপরমতে সওয়াল ও জওয়াব করিবার মোকদ্দমাতে এই আইনের হুকমমতে কার্য্য করণেতে যেং ধারাতে দৃষ্টি রাখা যাইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইহাও জানান যাইতেছে যে যেং মোকদ্দমাতে ফরিয়াদী কি আসামী উভয় পক্ষকে কি তাহার মধ্যে এক পক্ষেরে পাপরমতে সওয়াল ও জওয়াব করিতে অনুমতি হয় সেইং মোকদ্দমাতে এই আইনের হুকুমের মতে কার্য্যকরণেতে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৮ আইনের ৭ ও ১০ ও ১৫ ধারার লিখিত দাঁড়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা যাইবেক ইতি।

৪০ ধারা।

প্রত্যেক আদালতের কাছারীতে সমস্ত লোকের দেখিবার নিমিত্তে আইনসকলের কেতাব রাখা যাইবার কথা।

সমস্ত আদালতের উকীলেরা ও অন্য লোকেরা হজুরের আইনের হুকুম ওয়াকিফ হইতে পারিবার নিমিত্তে ঐং আইনমতে ফিরিস্তি তাহার এদেশীয় ভাষাতে করা তরজমার সহিত ছাপা ও জেল্দবন্দী করা গিয়া ছোট বড় সমস্ত লোকের দেখিবার কারণ প্রত্যেক আদালতের কাছারীতে রাখা যাইবেক ও যাবৎ এক সনের নির্দ্ধারিত সকল আইন উপরের লিখিত মতে জেল্দবন্দী না হয় তাবৎ কর্ত্তব্য যে যখন যে আইন তাহার তরজমা সহিত ছাপা হয় তখন তাহার একং আইন উপরের লিখিত প্রকার তরজমা সহিত প্রত্যেক আদালতের কাছারীতে মৌজুদ রাখা যায় ও ঐ সকল আইন রাখিবার নিমিত্তে প্রত্যেক আদালতের কাছারীর মধ্যে এক আলাহিদা মেজ এক স্থানেতে রাখা যাইবেক ও রবিবার ছাড়া প্রতিদিবস দরবারের সময়ে ছোট বড় সমস্ত লোকের দেখিবার নিমিত্তে সেই মেজের উপর রাখা যাইবেক ও সেই কালে উকীলের ও অন্য লোকদিগের ক্ষমতা আছে যে ঐ সকল আইন কাছারীর

মধ্যে

মধ্যে দৃষ্টি করে ও যদি বাসনা হয় তবে তাহা সমুদয় কি তাহার কতকের নকল করিয়া লয় ও আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আইনের এদেশীয় ভাষাতে করা তরজমা তাঁহারদিগের আদালতে পঁহুছিলে পর আদালতের কাছারীর মধ্যে তাহা বড় শব্দ করিয়া পড়ান ও আদালতের উকীলদিগকে হুকুম দেন্ যে সেইং আইনের মধ্যে যাহা স্পষ্টতঃ কি আভাসে ওকালতী কর্ম্ম চালাইবার সহিত সম্পর্ক রাখে তাহার নকল করিয়া লয় ইতি।

এই আইনের শেষ।

১ প্রথম নম্বর।

ওকালতী কর্ম্মে যাহারা মোকরর হইবেক তাহারদিগের সনন্দের শরওয়া। শ্রীঅমুক প্রতি আগে তুমি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের হুকুমমতে সদর দেওয়ানী আদালতের কি অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কিম্বা অমুক জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের ওকালতী কর্ম্মে মোকরর হইলা যাবৎ তুমি তোমার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্ম সুন্দরমতে নির্ব্বাহ করিবা ও আপন ভারসম্পর্কীয় কর্ম্ম কার্য্যের নির্ব্বাহ যথার্থরূপে ও মনযোগপূর্ব্বক এক্ষণকার চলিত আইনের কি উত্তর কালে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার হুকুমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিবা ও যাবৎ তোমার মন্দ চালিচলন প্রকাশ না হয় তাবৎ এ কর্ম্মহইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবা না ইতি।

২ দ্বিতীয় নম্বর।

যাহারা ওকালতী কর্ম্মে মোকরর হইবেক তাহারদিগের দিব্যের পাঠ। আমি অমুক আমি সদর দেওয়ানী আদালতের কি অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতের কিম্বা অমুক জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতের ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম অতএব দিব্য করিতেছি যে আপন বিবেচনা ও বুদ্ধিসাধ্যে ঐ কর্ম্মের নির্ব্বাহ প্রকৃতপ্রস্তাবে করিব ইতি।

৩ তৃতীয় নম্বর।

উকীলদিগের রসুমের বাবৎ আমানতের টাকার রসীদের শরওয়া। লিখিতং শ্রীঅমুক খাজাঞ্চী আদালত অমুক রসীদপত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে অমুকং নম্বরের মোকদ্দমাতে আপন মোকররকরা উকীল কি উকীলদিগের কারণ মবলগে এত টাকা নগদ কি মূল্যের দাওয়ার বাবৎ ওকালতীর ওয়াজিবী রসুম মবলগে এত টাকা আমানিৎরূপে দাখিল করিবেক তাহা বুঝিয়া পাইয়া রসীদ লিখিয়া দিলাম যে প্রয়োজন কালে কার্য্যে আইসে ইতি তারিখ অমুক সন অমুক।

৪ চতুর্থ নম্বর।

উকীলদিগের রসুমের আমানৎ বাবৎ রেজিষ্টরী বহীর নক্শা।

মোকদ্দমার নম্বর ও দাওয়াদরপেশ হওনের তারিখ	বিরোধীয় নগদ কি বস্তুর মূল্যের সংখ্যা	ফরিয়াদী কি আসামীর তরফ আমানতের টাকার সংখ্যা	যে ব্যক্তি দাখিল করে ও যে উকীলের কারণ তাহারদিগের নাম	আমানৎ রাখিবার ও তাহার রসীদ দিবার তারিখ	উকীলকে রসুমের টাকা দিবার ও তাহার রসীদ পাইবার তারিখ
৭৫৯ ২৫ জুলাই ইং ১৮১৫ সাল।	৭০০ সাত শত টাকা	রামশঙ্কর আপেলাণ্টের তরফ ৩৫ টাকা	আপেলাণ্টের মোখ্তার তারিণীচরণ মীর সৈফ উকীলের নিমিত্তে দাখিল করে	১০ আগস্ত ইং ১৮১৫ সাল।	

৫ পঞ্চম নম্বর।

সরকারী উকীলদিগকে ইঙ্গরেজী ও পারসী ভাষাতে যে সনন্দ দেওয়া যাইবেক তাহার শরওয়া।

শ্রীঅমুক প্রতি আগে।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৭ আইনের লিখিত হুকুমমতে তুমি সদর দেওয়ানী আদালতে কিম্বা অমুক এলাকার মফঃসল আপীল আদালতে অথবা অমুক জিলা কি শহরের দেওয়ানী আদালতে সরকারের ওকালতী কর্ম্মে মোকরর হইলা অতএব তুমি যাবৎ তোমার প্রতি অর্পণহওয়া কর্ম্ম সুন্দরমতে নির্ব্বাহ করিবা ও আপন ভারসম্পর্কীয় কর্ম্মকার্য্যের নির্ব্বাহ যথার্থরূপে ও মনোযোগপূর্ব্বক এক্ষণকার চলিত আইনের কিম্বা উত্তর কালে যে২ আইন নির্দ্দিষ্ট হইবেক তাহার লিখিত হুকুমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিবা ও যাবৎ তোমার মন্দ চালিচলন প্রকাশ না হয় তাবৎ এ কর্ম্মহইতে তগীর হইবার যোগ্য হইবা না ইতি।

 সমাপ্ত।

A True Translation,

HOLT MACKENZIE,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২৮ অষ্টবিংশ আইন।

কোনং ব্যক্তিরদিগকে যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে পারিবার অনুমতি দেওয়া যাওনের বিষয়ে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যেং হুকুম আছে সেইং হুকুমের কোনং কথা ফেরফার করিয়া ও শুধরিয়া এক আইনেতে সংগ্রহ করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেন্টসাহেব বাহাদুর হুজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ২৯ নবেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১৫ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২২ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ২ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ১৬ শহর জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

যেহেতুক এমত জানা গেল যে দেওয়ানী আদালতে কোনং ব্যক্তিরদিগকে যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে পারিবার অনুমতি দেওয়া যাওনের অর্থে এক্ষণকার চলিত আইনেতে যেং হুকুম লেখা আছে তাহাতে যেং দাওয়া অতিঅনর্থক ও অমূলক ও কেবল দুঃখ দিবার মনস্থের সেইং দাওয়া অনায়াসে উপস্থিত হইতেছে ও কএক প্রকারেতে সরকারের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহ হওনেতে হানি ও ক্লেশ হইতেছে ও ইহাও উচিত ও উত্তম বুঝা গেলে যে ঐ সকল ব্যক্তিরদিগের সম্পর্কীয় সমস্ত হুকুম এক আইনেতে সংগ্রহ করা যায় একারণ শ্রীযুত বৈস প্রসীডেন্ট সাহেব বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখঅবধি কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

২ ধারা।

এই ধারার লিখিত কোনং আইন রদ হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪৬ আইন ও ১৭৯৫ সালের ২৩ আইন ও ১৭৯৫ সালের ৩৮ আইনের ৮ ও ৯ ও ১০ ও ১১ ও ১২ ধারার ও ১৮০২ সালের ৩ আইনের ২ ও ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ ধারার লিখিত কথার মধ্যে যেং কথা পাপর এভাবতা যোত্রহীন ব্যক্তিরদিগের সহিত সম্পর্ক রাখে তাহা ও ১৮০৩ সালের ১০ আইনের ৩৫ ধারা ও ১৮০৩ সালের ১৪ আইন ও ১৮১০ সালের ৩ আইন এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল ইতি।

৩ ধারা।

চৌষট্টি টাকাপর্য্যন্তের দাওয়ার মোকদ্দমার

এই আইন জারী হইলে পর কোন ব্যক্তিকে ৬৪ চৌষট্টি টাকার অধিক না হয় এমত দাওয়ার কোন মোকদ্দমাতে যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে কিম্বা তাহার জও

য়াব

দরখাস্ত যোত্রহীনমতে মঞ্জুর না হইবার কথা।

য়াব দিতে অনুমতি নাহি অতএব জানা কর্ত্তব্য যে এই হুকুমানুসারে মুনসেফদিগকে অতিনিষেধ আছে যে কোন ব্যক্তি যোত্রহীনমতে যে কোন মোকদ্দমার নালিশ দরে পেশ করিতে চাহে তাহা না শুনে ও তাহার বিচার না করে ইতি।

৪ ধারা।

যেং মোকদ্দমাতে ফরিয়াদীরা যোত্রহীনমতে দাওয়া দরপেশ করিতে পারিবেক না তাহার কথা।

জাত্যংশের হানি কি তহমৎ অর্থাৎ অপবাদ কিম্বা গালিগালাজ অথবা মারিপিটসম্পর্কীয় হুরমত বহা অর্থাৎ মর্য্যাদার মূল্যের দাওয়ার কোন মোকদ্দমাতে কি শারীরিক ক্ষতি ও হানিসম্পর্কীয় অন্য কোন মোকদ্দমাতে কিম্বা দস্তাবেজ অর্থাৎ নিদর্শনপত্রাদি কাহারু স্থানে থাকিলে তাহা পাইবার বাবৎ কি জব্দহওয়া জিনিসের মূল্যের হিস্যাপাওনের বাবৎ কিম্বা সরকারী আইনের হুকুমের বহির্ভূত হইয়া কর্ম্মকরাতে যে জরীমানা ও অন্য দণ্ড হয় তাহার বাবৎ আরং মোকদ্দমাতে কোন ব্যক্তিকে যোত্রহীনমতে নালিশ করিতে অনুমতি নাহি ইতি।

৫ ধারা।

কেহ যোত্রহীনমতে আদালতে দাওয়া দরপেশ করিতে চাহিলে তাহার দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজে লিখিয়া নিজে দাখিল করিবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি কোন জিলা ও শহরের আদালতে কি কোন প্রবিন্সল কোর্ট আদালতে কোন ব্যক্তি কোন মোকদ্দমাতে যোত্রহীনমতে দাওয়া দরপেশ করিতে চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে মুতফরুকা দরখাস্ত লেখা যাইবার কারণ ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৮ ধারাতে যে ইষ্টাম্পকাগজ মোকরর হইয়াছে সেই মত ইষ্টাম্পকাগজে দরখাস্ত লিখিয়া আপনি নিজে আদালতের কাছারীতে হাজির হইয়া দাখিল করে কিন্তু সেই ফরিয়াদী যদি এমত কোন স্ত্রীলোক হয় যে তাহার জাতি ও মর্য্যাদার দৃষ্টে এদেশের রেওয়াজমতে আদালতের কাছারীতে তাহাকে হাজিরকরাণ অনুচিত তবে সেই ফরিয়াদী কোন ব্যক্তিকে এই কর্ম্মের নিমিত্তে জাবেতামতে আপন তরফ মোখ্তার মোকরর করিয়া তাহার মারফৎ ঐ দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে ইতি।

যে মতে নিজে দাখিল করিতে হইবেক না তাহার কথা।

ঐ দরখাস্তে যেং কথা লিখিতে হইবেক তাহার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ঐ দরখাস্তেতে যে বিষয়ের দাওয়া তাহার বৃত্তান্ত ও মোকদ্দমার আমূলের বেওরা ও ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৪ ধারার লিখিত মত হিসাবে দাওয়ার বস্তুর মূল্য ও যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিদিগের নামে নালিশ করিবার মনস্থ হয় তাহার কি তাহারদিগের নাম ও দরখাস্তকরণিয়ার স্বত্বাধিকারে ও ভোগদখলে থাকা সমস্ত অস্থাবর কি স্থাবর বস্তুর তফসীল ও তাহার আন্দাজী মূল্য লিখিতে হইবেক ইতি।

কএক প্রকারব্যতিরেকে দরখাস্তদেওনিয়ার জোবানবন্দী হলফ্ করাইয়া করা যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— এমত দরখাস্ত দরপেশহওনের সময়ে আদালতের সাহেবদিগের উচিত যে আপনি নিজে কিম্বা আদালতের কোন আমলার মারফৎ উপরে যেং বিষয়ের প্রস্তাব করা গেল তাহার বিষয়েতে দরখাস্তকরণিয়ার কি দরখাস্তকরণিয়া যদি এই ধারার ১ প্রকরণের লিখনমত কোন স্ত্রী লোক হয় [illegible]

মোখ্তারের জোবানবন্দী করিয়া লন্‌ও আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে ঐ জোবানবন্দী করিবার সময়ে দরখাস্তদেওনিয়ার কি তাহার মোখ্তারের স্থানে বিশেষ করিয়া এ বিষয়ের জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান করেন্ যে ঐ দরখাস্তদেওনিয়া ব্যক্তি ঐ দরখাস্তদেওনের পূর্ব্বে অল্প দিনের মধ্যে আপন অস্থাবর কি স্থাবর কোন বস্তু বিক্রয় কি বন্ধক কি দানক্রমে হস্তান্তর কি তাহার বিষয়ে অন্য কোন মত আচরণ ও উপায় করিয়াছে কি না ও বিশেষ যে কোন প্রকারেতে এক্ষণে যে সকল আইন জারী আছে কি উত্তর কালে হইবেক তাহার দৃষ্টে ঐ সাহেবেরা হলফের বদলে একরারনামা ক্রমে জোবানবন্দী করিয়া লওয়া উপযুক্ত বুঝেন্ সে প্রকার হওনব্যতিরিক্ত ঐ জোবানবন্দী হলফ করাইয়া করিয়া লওয়া যাইবেক ইতি।

জোবানবন্দীকরণের সময়ে আদালতের সাহেবেরা যে কথা জানাইয়া তাড়া দিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।— দরখাস্তকরণিয়ার কি তাহার মোখ্তারের জোবানবন্দীকরণের সময়ে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে তাহাকে ইহা জানাইয়া তাড়া দেন্ যে যদি জানিয়া শুনিয়া কিছু মিথ্যা করিয়া কি বানাইয়া কহে কিম্বা দখলীবস্তুর বিষয়ের কি তৎকাল এতাবতা অল্পদিনের মধ্যে তাহা হস্তান্তরকরণের বিষয়ের কোন আবশ্যকী কথা চাতুরী করিয়া ছাপাইয়া রাখে তবে হলফের অন্য মত আচরণকরণের দাওয়ায় আদালতের আপত্তি ও ধরাধরের যোগ্য হইবেক ও তাহা প্রমাণ হইলে এক্ষণে যে সকল আইন চলন আছে কি উত্তর কালে হইবেক সেই সকল আইনেতে এমত অপরাধের নিমিত্তে যে শাস্তি নিরূপণ আছে কি হইবেক সেই শাস্তিপাওনের যোগ্য হইবেক ও কর্ত্তব্য যে দরখাস্তকরণিয়া কি তাহার মোখ্তার সেই জোবানবন্দীতে আপন দস্তখৎ করে ও তাহার পরে আদালতের সাহেব জাবেতামতে তাহাতে সহী করিবেন ইতি।

যে প্রকারেতে ঐ সাহেবেরা দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন তাহার কথা।

৫ পঞ্চম প্রকরণ।—যদি জোবানবন্দীকরণের সময়ে ঐ সাহেবদিগের নিকটে এমত প্রমাণ হয় যে মোকদ্দমার খরচার টাকা দিতে পারিবার উপযুক্ত বিষয় ও বস্তু দরখাস্তকরণিয়া আপন ভোগ দখলে রাখে কিম্বা পাপরমতে নালিশ করিবার অনুমতি লইবার নিমিত্তে তৎকাল এতাবতা অল্প দিনের মধ্যে আপন বস্তু ও বিষয় বিক্রয়করণ কি বন্ধকদেওন কি অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করিয়াছে তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে যোত্রহীনের দাওয়ার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিয়া তাহাকে জাবেতামতে দাওয়া দরপেশ করিতে ক্ষমতা দেন্ ইতি।

দরখাস্তকরণিয়ার ভোগদখলে থাকা বস্তুর তহকীকের বিষয়ে আদালতের সাহেবেরা যে মতাচরণ করিবেন তাহার কথা।

৬ ষষ্ঠ প্রকরণ।—যদি আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতে এমত বোধ হয় যে দরখাস্তকরণিয়া আপন দরখাস্তে আপন যে২ বস্তু ও বিষয়ের বৃত্তান্ত লিখিয়া দিয়াছে কি আপন জোবানবন্দীতে যাহা কবুল করিয়াছে তাহার অতিরিক্ত আর কিছু বিষয় তাহার ভোগদখলে আছে কি তৎকাল এতাবতা অল্প দিনের মধ্যে তাহা হাতছাড়া করিয়াছে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যাহার নামে দরখাস্ত করে তাহার নামে এক এত্তেলানামা এই মজমুনে প্রকাশ করেন্ যে [illegible] যে উপযুক্ত মিয়াদ মোকরর হয় যদি তাহার মধ্যে হাজির হয়

তবে

তবে তাহাকে অনুমতি আছে যে ফরিয়াদীর যোত্রহীন দাওয়া মঞ্জুর হওনের বিষয়ে যে কিছু ওজর থাকে তাহা দরপেশ করে ও ঐ সাহেবদিগের এ ক্ষমতাও আছে যে দরখাস্তকরণিয়া আপনার যে বিষয় ও বস্তু আছে জাহির করিয়াছে তাহাছাড়া আর কিছু তাহার ভোগদখলে আছে কি না কি তৎকাল এতাবতা অল্প দিনের মধ্যে তাহা হাতছাড়া করিয়াছে কি না ইহা জানিবার নিমিত্তে সাক্ষিদিগকে তলব করিয়া এ বিষয়েতে তাহারদিগের জোবানবন্দী করেন কিম্বা সরেজমীনে কোন ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দেন যে দরখাস্তকরণিয়ার সাকিন যে মোকামে সেখানকার নিকটবর্ত্তী ও আশপাশের লোকদিগের স্থানে এ বিষয়ের অনুসন্ধান ও তহকীক করে ইতি।

দরখাস্তকরণিয়া হলফের অন্য মতাচরণ করিলে দায়েরসায়েরে সোপর্দ্দ হইবার কথা।

৭ সপ্তম প্রকরণ।—যদি এরূপ তহকীককরণের কালে কি তাহার পরে আদালতের সাহেবদিগের হুজুরে সুন্দররূপে এমত প্রমাণ হয় যে ঐ দরখাস্তকরণিয়াহইতে কিম্বা কোন স্ত্রীলোক হইলে তাহার মোখ্তারহইতে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা জোবানবন্দী করিয়া দেওনের অপরাধ হইয়াছে তবে এমতে আদালতের সাহেবদিগের উচিত হইবেক যে তাহার দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন আর যদি সে দরখাস্ত মঞ্জুর হইয়া মোকদ্দমা রুবকার থাকে তবে তাহার দাওয়া ননসুট করেন ও অধিকন্তু হলফে অন্যমত আচরণকরণের দাওয়াহেতুক অপরাধির দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দহওনের হুকুম দেন ইতি।

৬ ধারা।

যোত্রহীনের দাওয়ার দরখাস্ত মঞ্জুর হওনের সময়ে দরখাস্তকরণিয়ার দুই জনের হাজিরজামিনী দাখিল করিতে হইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি উপরের ধারার ৫ ও ৭ প্রকরণের লিখিত কোন বাধা না থাকে ও মোকদ্দমার আন্দাজী খরচার টাকা দিতে কুলাইবার আন্দাজ বিষয় ও বস্তু দরখাস্তকরণিয়ার ভোগদখলে না থাকে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে যদি দুই জন মাতবর গৃহস্থ আদালতে যে সময়ে ঐ দরখাস্তকরণিয়ার তলব হয় তখন তাহাকে হাজির করিবার কারণ জামিন হইয়া জামিনী দাখিল করে তবে তাহাকে যোত্রহীনমতে দাওয়ার নালিশ করিতে অনুমতি দেন ইতি।

যোত্রহীনদিগের মোকদ্দমা সদর আমীনদিগকে সোপর্দ্দ না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উত্তর কালে যোত্রহীন ফরিয়াদীদিগের যত মোকদ্দমা যে কোন জিলা কি শহরের আদালতে উপস্থিত হইবেক সে সমস্ত মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি জজসাহেব কি রেজিষ্টর সাহেবদিগের হুজুরে হইবেক ও এমত মোকদ্দমা কোন সদর আমীনকে সোপর্দ্দ হইবেক না ইতি।

৭ ধারা।

কোন২ মতেতে আদালতের সাহেব আদালতের মোকররী কোন উকীলকে যোত্রহীনের মো

১ প্রথম প্রকরণ।—এমত মোকদ্দমাতে যে হাজিরজামিনীর প্রয়োজন তাহা দাখিল হইলে যদি আদালতের উকীলদিগের মধ্যে কোন উকীল যোত্রহীন ব্যক্তির প্রার্থনা করাতে তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে রাজী না হয় ও সেই যোত্রহীন ব্যক্তি আপনি নিজে সওয়াল ও জওয়াব করিতে অ[illegible]

[illegible]লতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে আদালতের উকীলদিগের মধ্যে কোন [illegible]কে সেই যোত্রহীনের মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার ভার লইতে [illegible]দেন্ ও এমত উকীলের মেহনতানার বাবৎ রসুমের কিছু টাকা আমানৎ রাখি বার কারণ ঐ ফরিয়াদীর স্থানে তলব হইবেক না ইতি।

মোকদ্দমার সওয়াল ও জও য়াব করিতে হুকুম করি বার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণের অনুসারে আদালতের সাহেবদিগের যে ক্ষমতা হইল তাঁহারা তদনুসারে যখন কোন উকীলকে যোত্রহীন ফরিয়াদীর মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিবার ভার লইতে হুকুম করেন্ তখন ঐ সাহেবদিগের উচিত হইবেক যে তাহাকরণের হেতু ও কারণ আপন রোয়দাদে তে বেওরা করিয়া লিখেন্ ও উকীলের এমত মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করি বার অর্থে আদালতহইতে যে হুকুম হয় তাহাই তাহার সনদের ন্যায় মাতবর বোধ [illegible] ও দস্তুরমত তাহার ওকালৎনামা দাখিল করিতে হইবেক না ইতি।

উপরের প্রকরণের ক্ষ মতামতে কার্য্য করিতে হইলে তাহার হেতু রো য়দাদেতে লিখিতে হই বার কথা।

৮ ধারা।

[illegible]ইনের লিখনমতে যেং ফরিয়াদীরা যোত্রহীনমতে আপনং দাওয়ার নালিশ করিবার অনুমতি পায় তাহারদিগের স্থানে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের অনুসারে নালিশের রসুমের বদলে ইষ্টাম্প্রকাগজের যে রসুম এতাবতা মূল্য নিরূপণ হইয়াছে তাহা লওয়া যাইবেক না ও ঐ ফরিয়াদীর তরফ নালিশী আরজী ও জও য়াবল্‌জওয়াব ও সওয়াল ও জওয়াবের আরং কাগজ এবং দস্তাবেজ দাখিল করি বার ও সাক্ষী তলব করাইবার বিষয়ের সমস্ত দরখাস্ত ইষ্টাম্প ছাপাহওয়াভিন্ন সাদা কাগজে লেখা যাইবেক ও আসামীর নামের তলবচিঠী ও ফরিয়াদীর তরফ সাক্ষি দিগের সফীনা ও অন্য হুকুমনামা আদালতের সিরিশ্তার মোকররী চাপরাসীদিগের মারফৎ ফরিয়াদীর বিনাখরচে জারী হইবেক ও ডিক্রীর নকল ও সমস্ত হুকুমনামার ও রোয়দাদী কাগজের যেং নকল ফরিয়াদীর লওয়া কর্ত্তব্য হয় তাহাও ঐ মত ই[illegible] ছাপাকরাভিন্ন সাদা কাগজে যোত্রহীন ফরিয়াদীকে দেওয়া যাইবেক ইতি।

যোত্রহীনদিগের স্থানে ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য ও আরং খরচার টাকা না লওয়া যাইবার ও তাহা রদিগের সওয়াল জওয়া বের কাগজ ও ডিক্রীর নকল সাদা কাগজে লে খা যাইবার কথা।

৯ ধারা।

এমতং মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে পর আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য হই বেক যে সমস্ত খরচার টাকা কি ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের নির্দ্ধারিত ই ষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্য কি আদালতের আরং খরচার বাবৎ যেং টাকা যোত্রহীনমতব্যতিরিক্ত ফরিয়াদীর নালিশ দরপেশ হইলে তাহার স্থানে দেওয়ান যাইত তাহা হিসাব করিয়া আপন করা ডিক্রীতে ঐ সকল খরচার টাকা যে ব্যক্তি [illegible] হারে তাহার শিরে কিম্বা উভয় বিবাদির শিরে যেং পরিমাণে [illegible] পরিমাণে [illegible]

ফরিয়াদী যোত্রহীন না হইলে যে খরচার টাকা তাহার দিতে হই ত তাহা সমস্ত ডিক্রীতে লেখা যাইবার কথা।

১০ ধারা।

১০ ধারা।

যে প্রকারেতে ফরিয়াদীর উকীলের রসুমের টাকা আসামীর শিরে দেনা হইবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি যোত্রহীন ফরিয়াদীর হকে ডিক্রী হয় তবে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে যোত্রহীন ফরিয়াদীর তরফ যে উকীল মোকরর ছিল তাহার রসুমের সমুদয় টাকা কি তাহার মধ্যে যে কতক দেওয়াইবার হুকুম ডিক্রীতে থাকে তাহা আসামীর স্থানে উসুল করেন্ ইতি।

যোত্রহীন ফরিয়াদীর দাওয়া ডিস্‌মিস্ হইলে আসামীর উকীলের রসুমের মধ্যে যাহা আদালতের সাহেবদিগের উপযুক্ত বোধ হয় তাহাই আসামীর স্থানে উসুল করিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি ফরিয়াদীর দাওয়া ডিস্‌মিস্ হইয়া আদালতের খরচা তাহার শিরে দেনা পড়ে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা বরং তাঁহারদিগের প্রতি হুকুম আছে যে আসামীর উকীলের মেহনতানা নিরূপিত রসুমের টাকার মধ্যে যে আন্দাজ তাহার মেহনৎ অর্থাৎ পরিশ্রমের উপযুক্ত বোধ হয় কেবল তাহাই আসামীর স্থানে উসুল করেন্ ও ঐ রসুমের বাকী টাকা যোত্রহীন ফরিয়াদীর যে কিছু বস্তু উত্তর কালে পাওয়া যায় তাহাহইতে আদায়হওনের যোগ্য হইবেক ইতি।

১১ ধারা।

যে মতেতে যোত্রহীন ফরিয়াদীর উপর ছয় মাস কয়েদথাকনের হুকুম হইতে পারিবেক তাহার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—যদি ফরিয়াদী আপন দাওয়া সাবুদ না করে ও আদালতের সাহেবদিগের যদি এমত বোধ হয় যে ঐ দাওয়া অতিঅমূলক কি কেবল দুঃখ ও ক্লেশ দেওনের নিমিত্তে কিম্বা ফরিয়াদী জানিয়া শুনিয়া বাড়াইয়া দাওয়া করিয়াছে তবে যদি সেই ফরিয়াদী আপনার রসুমের টাকা ও আর যে কিছু রসুম ও খরচার টাকা আসামীকে দেওয়াইবার অর্থে তাহার উপর হুকুম হইয়া থাকে তাহা আদায় না করে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহাকে দেওয়ানী আদালতের জেলখানাতে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে বিনামেহনতে কয়েদ রাখিবার হুকুম দেন্ ইতি।

যোত্রহীন ফরিয়াদীর আপীল করাতে ঐ হুকুম জারীহওয়া মৌকুফ না হইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যদি ফরিয়াদীকে কয়েদ রাখিবার হুকুম হয় তবে সেই হুকুমমতে তৎক্ষণাৎ সে কয়েদ করা যাইবেক ও আদালতহইতে হওয়া নিষ্পত্তির উপরে তাহার আপীলকরণহেতুক সে হুকুম জারীহওয়া মৌকুফ থাকিবেক না কিন্তু জানা কর্ত্তব্য যে ঐ ফরিয়াদী তাহার উপর খরচার যত টাকা দিবার হুকুম হইয়াছে তাহা সমস্ত যখন দেয় তখনি খালাস হইবেক ইতি।

হাজিরজামিনেরা যোত্রহীন ফরিয়াদীকে হাজির না করিলে ছয় মাস কয়েদথাকনের যোগ্য হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি কোন ফরিয়াদী রূপোশ হয় ও তাহার হাজিরজামিনেরা তাহাকে আদালতে হাজির না করে ও সেহেতুক তাহাকে কয়েদ রাখা না হইতে পারে তবে তাহার শিরে খরচার যত টাকা দিবার হুকুম হইয়া থাকে তাহা তাহার হাজিরজামিনদিগের দিতে হইবেক ও যদি ঐ হাজিরজামিনেরা ঐ খরচার টাকা আদায় না করে তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে তাহারদিগ্‌কে দেওয়ানী আদালতের জেলখানাতে উপরের প্রকরণের লিখনমতে ছয় মাসের অধিক না হয় এমত মিয়াদে বিনামেহনতে কয়েদরাখণের হুকুম দেন্ ইতি।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যোত্রহীন ফরিয়াদীকে কি তাহার হাজির জামিনদিগকে উপরের লিখনমতে কয়েদ রাখাতে আদালতহইতে খরচার যে টাকা দেওয়াইবার হুকুম হইয়া থাকে আদালতের সাহেবদিগের তাহা উসুল করিবার বারণ হইবেক না অতএব যদি কোন যোত্রহীন ফরিয়াদী ডিক্রীমতে খরচার যত টাকা তাহার শিরে দেনা হয় তাহা না দেয় তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত খরচার টাকা সরকারের পাওনা কি আসামীর পাওনাই বা হউক তাহা ডিক্রীহওনের সময়ে কি তাহার পরে ফরিয়াদীর যে কিছু বস্তু পাওয়া যায় তাহা বিক্রয় করিয়া উসুল করেন্ ইতি।

যোত্রহীন ফরিয়াদী কি তাহার হাজিরজামিনেরা কয়েদ হইলেও আদালতের সাহেবেরা খরচার টাকা উসুল করিবার কথা।

১২ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—প্রথমতঃ কোন মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া তাহার ফরিয়াদী ও আসামী উভয় পক্ষের কোন পক্ষ যদি সে মোকদ্দমাতে হওয়া নিষ্পত্তির উপর যোত্রহীনমতে আপীলের দরখাস্ত দরপেশ করিবার মনস্থ রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে জাবেতামতে আপীলের মোকদ্দমা শুনা যাইবার যোগ্য আদালতে আপীলের এক দরখাস্ত এই আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের নির্দ্ধারিত দাঁড়ামতে দরপেশ করে ইতি।

কেহ যোত্রহীনমতে আপীল করিতে চাহিলে মোকদ্দমার আপীল শুনা যাইবার যোগ্য আদালতে দরখাস্ত দিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—আপেলাণ্টের কর্ত্তব্য যে আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে আদালতের মোহর ও দস্তখতে ফয়সলনামার নকল দাখিল করে ও সেই দরখাস্তেতে যেং অস্থাবর কি স্থাবর বস্তুতে আপন স্বত্বাধিকার থাকে সেইং বস্তুর তফসীল ও তাহার আন্দাজী মূল্য ও যেংহেতুক আপীল করিবার মনস্থ রাখে তাহা লিখিয়া দেয় ইতি।

ঐ দরখাস্তে যেং কথা লেখা যাইবেক তাহার ও তাহার সঙ্গে ডিক্রীর নকল দাখিল করিতে হইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।— ঐ দরখাস্ত ও ফয়সলনামার নকল দৃষ্টি করিয়া যদি আদালতের সাহেবদিগের এমত বোধ হয় যে প্রথমকার ফয়সলা কোনমতে অসঙ্গত ও অন্যায় নহে কি মোকদ্দমা সেমত নহে যে তাহার পুনর্ব্বার বিচারকরা উচিত ও করিলে গুণ দর্শিবেক তবে ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে সে দরখাস্ত নামঞ্জুর করেন্ ও দরখাস্তদেওনিয়াকে যোত্রহীনমতে আপীল করিবার অনুমতি না দেন্ ইতি।

ঐ দরখাস্ত যেমতেতে আদালতের সাহেবেরা নামঞ্জুর করিবেন তাহার কথা।

৪ চতুর্থ প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলেও সেই দরখাস্ত দেওনিয়ার ক্ষমতা আছে যে যোত্রহীনভিন্ন অন্য লোকদিগের বিষয়ে আপীলের মোকদ্দমার অর্থে আইনেতে যেমতং নির্দ্দিষ্ট আছে সেইং মতে কার্য্য করিয়া আপনার মোকদ্দমার আপীল করে ইতি।

ঐ দরখাস্ত নামঞ্জুর হইলেও জাবেতামতে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারিবার কথা।

১৩ ধারা।

যদি উপরের ধারার মতে দাখিলহওয়া কোন দরখাস্ত দৃষ্টি করিয়া এবং তাহার সঙ্গে দাখিলহওয়া ডিক্রীর নকল দৃষ্টি করিয়া আদালতের সাহেবদিগের বিবেচনাতে

যেমতেতে আদালতের সাহেবেরা যোত্রহীন

এমত

মতের আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করিবেন তাহার কথা।

এমত বোধ হয় যে ফয়সলাতে কোন চুক কি কোন হুকুম অসঙ্গত ও অন্যায় হইয়াছে কি মোকদ্দমার গতিক ও ভাব এপ্রকার যে আপীলমতে তাহার পুনর্ব্বার বিচার করা উচিত তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের ৫ ও ৬ ধারার লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আপীলের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন ও জানা কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০ ও ১১ ধারার লিখিত কথা যাহারা যোত্রহীনমতে আপীল করিবার অনুমতি পায় তাহারদিগেরো সহিত সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

১৪ ধারা।

যে যোত্রহীন ফরিয়াদীর হকে ডিক্রী হয় সে যে প্রকারেতে যোত্রহীনমতে আপীলের জওয়াব দিহী করিতে পারিবেক তাহার কথা।

যদি প্রথমত উপস্থিতহওয়া কোন মোকদ্দমাতে যোত্রহীন ফরিয়াদীর হকে ডিক্রী হয় ও আসামী আপীল করে তবে যাবৎ আপীলের ফয়সলা না হয় তাবৎ ডিক্রী জারীহওয়া মৌকুফ থাকিলে এই আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০ ধারার লিখিত কথা সকল রিস্পাণ্ডেণ্ট এতাবতা প্রথমে যে যোত্রহীন ফরিয়াদী ছিল তাহার সহিত অন্য কোন তহকীককরণ বিনা সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

১৫ ধারা।

যে মতেতে ইষ্টাম্পকাগজের মূল্য আপেলাণ্টকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও তাহা সমুদয় খরচাসমেত রিস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে আদায়হওনের যোগ্য হইবেক তাহার কথা।

যদি কোন ডিক্রী প্রথমেতে যোত্রহীন ফরিয়াদীর হকে হইয়া তাহার উপর আপীল হইয়া আপীলেতে সে ডিক্রী রদ হয় এতাবতা ফেরে তবে আদালতের সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে আপেলাণ্ট নালিশের রসুমের বদলে ইষ্টাম্পকাগজের রসুম এতাবতা মূল্য যত টাকা দিয়া থাকে তাহা সমস্ত ও আপেলাণ্ট আপন উকীলের রসুমের জন্যে যত টাকা আদালতে আমানৎ রাখিয়া থাকে তাহার মধ্যহইতে যাহা উপযুক্ত হয় তাহা আপেলাণ্টকে ফিরিয়া দেন ও রিস্পাণ্ডেণ্টের দখলে যদি কোন বস্তু কোন সময়ে পাওয়া যায় তবে তাহাহইতে ঐ ইষ্টাম্পকাগজের রসুমের এতাবতা মূল্যের টাকা সমুদয় ও আমানতের ও আর২ খরচার যত টাকা ডিক্রীমতে রিস্পাণ্ডেণ্টের দেনা হয় তাহা সমস্ত উসুল করা যাইবেক ইতি।

১৬ ধারা।

আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্ট যোত্রহীনমতে মোকদ্দমার জওয়াব দিহী করিতে চাহিলে তাহার দরখাস্ত আদালতে গুজরাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—এই আইনের ১৪ ধারার উক্তমতব্যতিরিক্ত কোন মোকদ্দমাতে যদি কোন আসামী কি রিস্পাণ্ডেণ্ট যোত্রহীনমতে মোকদ্দমার জওয়াবআদি দিবার মনস্থ রাখে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৫ ধারার ১ প্রকরণের লিখনানুসারে তাহার বৃত্তান্ত ও আপনার অস্থাবর কি স্থাবর যে২ বস্তু থাকে তাহার তফসীল ও সেই২ বস্তুর আন্দাজী মূল্য লিখিয়া এক দরখাস্ত যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতে আপনি নিজে কি তাহার উকীল হাজির হইয়া দাখিল করে ইতি।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—এমত কোন দরখাস্ত কোন আদালতে দাখিল হইলে সে আদালতের সাহেবের কর্ত্তব্য যে এই আইনের ৫ ধারার ৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ ও ৭ প্রকরণের লিখিত কথার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করেন ইতি।

উপরের উক্ত প্রকারেতে আদালতের সাহেবদিগের যে মতাচরণ করা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—যদি জোবানবন্দীকরণের ও উপরের প্রকরণের লিখিত হুকুমমতে তহকীককরণের পরে আদালতের সাহেবদিগের নিকটে এমত প্রমাণ হয় যে মোকদ্দমাতে আন্দাজী যে খরচা হইবেক তাহা দিতে কুলাইবার আন্দাজ বস্তু দরখাস্তকরণিয়ার ভোগদখলে নাহি ও সে আপনি নিজে মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াব করিতে অশক্ত ও তাহার কথাক্রমে আদালতের উকীলদিগের কোন উকীল তাহার মোকদ্দমার সওয়াল ও জওয়াবকরণের ভার লইতে রাজী হয় না তবে আদালতের সাহেবদিগের ক্ষমতা আছে যে এই আইনের ৭ ও ৮ ও ৯ ও ১০ ধারাতে যোত্রহীন ফরিয়াদী ও আপেলাণ্টদিগের হিতের নিমিত্তে যে সকল কথা লেখা আছে সেইমতে দরখাস্তকরণিয়ার বিষয়ে আচরণ করেন ও জানা কর্ত্তব্য যে হাজিরজামিনীব্যতিরিক্ত আর কোন জামিনী এমত আসামী ও রিস্পাণ্ডেণ্টের স্থানে তলব হইবেক না ইতি।

ঐ দরখাস্ত যে মতেতে আদালতের সাহেবেরা মঞ্জুর করিবেন তাহার কথা।

১৭ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এই আইনের লিখিত হুকুম প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সরাসরীভিন্ন মোকদ্দমাতে খাটিবেক ও প্রথমতঃ কি আপীলমতে উপস্থিতহওয়া কোন সরাসরী মোকদ্দমার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না ও জানা কর্ত্তব্য যে যোত্রহীনদিগের যে২ মোকদ্দমার নালিশী আরজী কি আপীলের দরখাস্ত ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরি মাসের ১ পহিলা তারিখের পূর্ব্বে দাখিল হইয়াছে সেই২ মোকদ্দমারো সহিত এই আইনের লিখিত হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না কিন্তু যোত্রহীনেরদিগের প্রথমতঃ কিম্বা আপীলমতে উপস্থিতহওয়া সেই২ মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি পূর্ব্বের আইনের মতে হইবেক ইতি।

সরাসরী মোকদ্দমাতে ও ইং ১৮১৫ সালের ফেব্রুআরির পূর্ব্বে উপস্থিতহওয়া মোকদ্দমাতে এই আইন না খাটিবার কথা।

১৮ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ১ আইনের ১৯ ধারাতে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে সমস্ত রোয়দাদী কাগজের নকল ও প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রী ইংগ্লণ্ডের বাদশাহের হজুরে আপীলহওয়া মোকদ্দমাতে সদর দেওয়ানী আদালতহইতে হওয়া নিষ্পত্তির নকল নিরূপিত মূল্যের ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবেক। এক্ষণে এই ধারানুসারে এমত হুকুম হইল যে এমত মোকদ্দমাতে আপেলাণ্ট অথবা রিস্পাণ্ডেণ্ট যদি যোত্রহীন হয় তবে ঐ সকল কাগজের নকল ইষ্টাম্পছাপাকরা বিলায়তের বানান কাগজে লেখা গিয়া ঐ যোত্রহীনদিগের বেখরচায় দেওয়া যাইবেক ইতি।

কোন২ প্রকারেতে রোয়দাদী কাগজের নকল ও সদর দেওয়ানী আদালতের নিষ্পত্তির নকল ইষ্টাম্পকাগজভিন্ন অন্য কাগজে লেখা যাইবার কথা।

১৯ ধারা।

সমস্ত মুতফরুকা দরখাস্ত ও এজহারী কাগজ নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাইবার কথা।

যেহেতুক এবিষয়ে সন্দেহ জন্মিল যে যে সকল মুতফরুকা এজহার ও দরখাস্ত আইন মতে ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাওনের হুকুম আছে তাহার কোন এজহার কি দরখাস্ত নির্দ্ধারিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা না গেলে তাহা লইতে আদালতের সাহেবদিগকে ও বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগকে ও বোর্ড কমিস্যনের সাহেবদিগকে ও কালেক্টরসাহেবদিগকে ও সরকারী অন্য কার্য্যকারক সাহেবদিগকে অনুমতি আছে কি না এপ্রযুক্ত এই ধারানুসারে স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতেছে যে ঐ সকল কার্য্যকারক সাহেবদিগের কোন সাহেবকে এমত দরখাস্ত কি এজহার নিরূপিত ইষ্টাম্পকাগজে লেখা যাওন বিনা শুনিতে অনুমতি নাহি কিন্তু যেং আদালতের সাহেবদিগের অপরাধি লোকদিগের মোকদ্দমার বিচার করিতে হয় তাঁহারদিগের ক্ষমতা আছে যে যেং কয়েদী লোক ফৌজদারী জেলখানাতে কয়েদ হইয়া জের তজবীজে থাকে কি তজবীজহওনের পরে আদালতের হুকুমমতে কয়েদ থাকে তাহারদিগের দরখাস্ত ইষ্টাম্পকাগজ ভিন্ন যদি অন্য কাগজে লেখা যায় তথাপি তাহা শুনেন্ ইতি।

VOL. V. 604.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
HOLT MACKENZIE,
Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সাল ২৯ উনত্রিংশ আইন।

জিলা বীরভূমের মোতালক যে কএক মহালকে ঘাটওয়ালী মহাল বলে তাহার বন্দোবস্তের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের তারিখ ৩ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২১ সালের ১৯ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে ফসলী ১২২২ সালের ৬ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ২০ অগ্রহায়ণ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭১ সালের ৭ অগ্রহায়ণ মোতাবেকে হিজরী ১২২৯ সালের ২০ জীহিজ্জাতে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যে ব্যক্তিরদিগকে লোকেরা ঘাটওয়ালা বলে তাহারা জিলা বীরভূমের মোতালক কএক মহাল এ প্রকারে ভোগদখল করে যে তাহার সহিত এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত দাঁড়া সম্যক প্রকারে সম্পর্ক রাখে না ও সর্ব্ব প্রকারেতে ইহা বোধ হইতেছে যে ঐ সকল ব্যক্তিরা তথাকার সাবেক দস্তুর ও রেওয়াজমতে ঐ সকল মহালের মোকররী মালগুজারীর বীরভূমের জমীদারের নিকটে দেওনের ও পোলীসের সিরিশ্তার সুধারা হইবার নিমিত্তে যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা করণের নিয়মে ঐ সকল মহাল পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখলকরণের হক রাখে ও যেহেতুক মালগুজারীর কার্য্যভারাক্রান্ত সাহেবেরা ঐ সকল ব্যক্তিদিগের যে মালগুজারী দিতে হইবেক পূরা তহকীককরণের পরে তাহার বন্দোবস্ত করিয়াছেন ও ঐ সকল ব্যক্তিদিগের সহিত সংপ্রতি যে বন্দোবস্ত হইয়াছে তাহা সাব্যস্ত ও কায়েম রাখা আবশ্যক জানা গেল অতএব শ্রীযুত বৈস প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐ সকল দাঁড়া জিলা বীরভূমেতে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

জিলা বীরভূমেতে ঘাটওয়ালেরা যে নিয়মে আপন২ ভূমিতে পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগবান থাকিবেক ও তাহারদিগের স্থানে বেশী খাজানা তলব না হইবেক তাহার কথা।

সংপ্রতি সরকারের তরফহইতে জিলা বীরভূমের ঘাটওয়ালদিগের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছে এ কারণ এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে এক্ষণে যে জমা তাহারদিগের ভূমির উপর মোকরর হইয়াছে তাহারা যাবৎ তাহা আদায় করিবেক তাবৎ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ঐ ভূমিতে ভোগবান ও দখীলকার থাকিবেক ও যাবৎ সময়শিরে মালগুজারী আদায় করে ও ভূমি ভোগদখলকরণের সম্পর্কীয় অন্যা২ নিয়মমতে কার্য্য করে তাবৎ তাহারদিগের স্থানে বেশী তলব হইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

ঘাটওয়ালী মহাল বীরভূমের জমীদারীর শামিল হইবার ও তাহার খাজানা আদায় হওনের মতের কথা।

ঘাটওয়ালী মহাল জিলা বীরভূমের জমীদারীর শামিল বোধ হইবেক কিন্তু ঐ সকল মহালের মালগুজারীর টাকা ঘাটওয়ালেরা অন্যের দ্বারাব্যতিরেকে আপনি যে আসিষ্টাণ্ট কালেক্টরসাহেব সিউড়ী মোকামেতে থাকেন্ তাঁহার নিকটে কিম্বা শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলের অনুমতিক্রমে বোর্ড রেবিনিউর সাহেবদিগের তরফহইতে অন্য যে সাহেব মালগুজারী তহসীলের নিমিত্তে মোকরর হন্ তাঁহার নিকটে দাখিল করিবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঘাটওয়ালী মহালের বাবৎ সরকারের মোকররী জমা বাদে যাহা বাকী থাকে তাহা বীরভূমের জমীদার ও তাহার ওয়ারিসানকে দেওয়া যাইবার কথা।

ঘাটওয়ালদিগের উপর ঘাটওয়ালী মহালের বাবৎ যত টাকা মালগুজারী মোকরর হইয়াছে তাহাহইতে ঐ মহালের বাবৎ যত টাকা জমা সরকারে বীরভূমের জমীদারের দিতে হয় তাহা কাটিয়া লইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা বীরভূমের জমীদার ও তাহার ওয়ারিসানকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দেওয়া যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

ঘাটওয়ালেরা মালগুজারীর টাকা বাকী পাড়িলে কর্ত্তব্যাচরণের কথা।

যদি ঘাটওয়াল লোকদিগের মধ্যে কাহার শিরে সরকারের মালগুজারীর টাকা বাকী পড়ে তবে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের ক্ষমতা আছে যে সেই বাকীদার ঘাটওয়ালের ভূমি বাকী আদায়ের কারণ সরাকারের খেরাজী ভূমি নীলাম করা যাওনের মতে নীলামে বিক্রয় করিবার হুকুম দেন্ কিম্বা সেই বাকীদার ঘাটওয়ালের ভূমি অন্য যে ব্যক্তিকে মালগুজারীর বাকী টাকা আদায়করণের নিয়মে হজুরের পসন্দ হয় তাহার জিম্মা করিয়া দেওয়ান্ কিম্বা ঐ ভূমি তাহার যে জমা মোকরর আছে সেই জমাতে কিম্বা জমায় কমী কি বেশী করিয়া অন্য ব্যক্তিকে গছান্ অথবা আর যে কোন প্রকারে শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুর উচিত বুঝেন্ সেই প্রকারে ঐ ভূমি বিলি লাগান্ ও জানা কর্ত্তব্য যে যদি উপরের লিখিত বন্দোবস্তেতে জমায় কিছু বেশী হয় তবে সেই বেশী টাকা উপরের ধারার লিখিত হুকুমমতে বীরভূমের জমীদার ও তাহার ওয়ারিসানের পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দেওয়া যাইবেক ইতি।

মতনের উক্ত বন্দোবস্তে জমায় বেশী হইলে বীরভূমের জমীদার ও তাহার ওয়ারিসানকে দেওয়া যাইবার কথা।

VoL. V. 606.

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
HOLT MACKENZIE,
Translator of Regulations.

শ্রীযুত নওয়াব গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌনসেল হইতে যেং বিষয়ের যেং আইন ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের যেং তারিখে জারী হয় তাহার মধ্যে যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হইল তাহার ফিরিস্তি।

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের যেং আইনের বাঙ্গলা তরজমা হয়
তাহার ফিরিস্তি।

---

২ দ্বিতীয় আইন। ১৮ আপ্রিল।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১২ ধারার ৭ প্রকরণের লিখিত হুকুম বিস্তারকরণের।

৪ চতুর্থ আইন। ২৬ আগস্ত।

কলিকাতার হুকুমতের তাবে দেশের মধ্যেতে সরকারী মামুল তহসীলের বিষয়ে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক্ষণে চলিত আছে তাহার লিখিত কোনং কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার।

৫ পঞ্চম আইন। ২৯ দিসেম্বর।

জিলা মেদিনীপুরের মধ্যে বগড়ী নামে যে পরগনা বিখ্যাত আছে তাহাতে এক্ষণকার চলিত আইনের হুকুম চলা মৌকুফ অর্থাৎ স্থগিত হওনের।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

W. H. MACNAGHTEN,

Acting Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সাল ২ দ্বিতীয় আইন।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১২ ধারার ৭ প্রকরণের লিখিত হুকুম বিস্তারকরণের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের তারিখ ১৮ আপ্রিল মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২২ সালের ৭ বৈশাখ মওয়াফেকে ফসলী ১২২২ সালের ২৪ চৈত্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ৮ বৈশাখ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭২ সালের ৯ চৈত্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩০ সালের ৭ শহর জমাদীয়ল্ আউওলে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

যেহেতুক ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১২ ধারার ৭ প্রকরণের লিখিত হুকুমানুসারে এমত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে যখন রেজিষ্টরসাহেবেরা আদালতের রেজিষ্টরী ভারে সেই আদালতের নির্দ্দিষ্ট স্থানভিন্ন অন্যত্র নিযুক্ত হন্ তখন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এবিষয়ের ক্ষমতা থাকিবেক যে ঐ রেজিষ্টরসাহেবদিগ্‌কে জিলা ও শহরের জজসাহেবদিগের নিকটহইতে সোপর্দ্দহওনবিনা আপনং আসল ক্ষমতানুসারে নিরূপিত কএক স্থানের উপস্থিত সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার অনুমতি দেন্ ও যেহেতুক ইহা উচিত বোধ হইল যে ঐ সাহেবদিগের ঐ ক্ষমতা তাঁহারা যেং আদালতের রেজিষ্টরী ভারে নিযুক্ত থাকেন্ কেবল সেইং আদালতের অধিকারের সীমাতে পর্য্যবসান না হইয়া শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের বিবেচনাক্রমে ঐ সাহেবেরা অন্যং জিলার মোতালক যেং মহালের জাইণ্ট মাজিষ্ট্রেটী ভারে নিযুক্ত হন্ সেং মহালেতেও সম্পর্ক রাখে অতএব শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখ অবধি ঐ সকল দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি।

২ ধারা।

যে মতেতে জিলা ও শহরের রেজিষ্টরসাহেবদিগের অন্য জিলার অধিকারের সরাসরী মোকদ্দমার শ্রবণ ও বি

শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এ বিষয়ের ক্ষমতা আছে যে যে সময়ে বিহিত বুঝেন্ তখন এমত হুকুম দিবেন যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১২ ধারার ৭ প্রকরণের লিখনানুসারে সরাসরী মোকদ্দমা শুনিবার ও তাহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার বিষয়ে কোন জিলা কি শহরের রেজিষ্টরসাহেবকে যে ক্ষমতা অর্পণ হয় সেই ক্ষমতা ঐ রেজিষ্টরসাহেব অন্য যে জিলার

চার করিবার ক্ষমতা হইবেক তাহার কথা।

মোতালক যে২ মহালের জাইণ্টমাজিষ্ট্রেটী ভার রাখেন্ সেই২ মহালেতেও চলিবেক ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১২ ধারার ৪। ৫। ৮। ১২ প্রকরণের লিখিত হুকুম ঐ সকল মোকদ্দমাতে খাটিবার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ২৪ আইনের ১২ ধারার ৪ ও ৫ ও ৮ ও ১২ প্রকরণের লিখিত হুকুম ঐ আইনের ১২ ধারার ৭ প্রকরণের লিখন মতে যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবের শুনিবার ও বিচার ও নিষ্পত্তি করিবার যোগ্য হয় সেই সকল মোকদ্দমার মত উপরের ধারার লিখনানুসারে যে সকল সরাসরী মোকদ্দমা রেজিষ্টরসাহেবের শুনিবার যোগ্য হয় তাহাতেও সম্পর্ক রাখিবেক ইতি।

৪ ধারা।

ঐ সকল মোকদ্দমার মোতালক কাগজপত্র ও কৈফিয়ৎ যে জজসাহেবের নিকটে পাঠান যাইবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে যে২ রেজিষ্টরসাহেবদিগকে ঐ মত ক্ষমতা অর্পণ হয় তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য হইবেক যে যে সময়ে উপযুক্ত হয় এই আইনের ২ ধারানুসারে যে সকল সরাসরী মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি আপনি করিয়া থাকেন্ সে সকল মোকদ্দমার মোতালক সমস্ত কাগজপত্র যে জিলা কি শহরের জজসাহেবের অধিকারে ঐ সকল মোকদ্দমার বিষয় হইয়াছিল সেই জজসাহেবের নিকটে পাঠাইয়া দেন্ এবং তাঁহারদিগের উচিত হইবেক যে দাঁড়ামতে ঐ সকল মোকদ্দমার মোতালক মিয়াদী কৈফিয়ৎ ঐ জজসাহেবের নিকটে পাঠান্ ইতি।

VOL. V. 608.

সমাপ্ত

A TRUE TRANSLATION,

HOLT MACKENZIE,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের মধ্যেতে সরকারী মাসুল তহসীলের বিষয়ে যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়া এক্ষণে চলিত আছে তাহার লিখিত কোনং কথা নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করিবার নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের তারিখ ২৬ আগস্ত মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২২ সালের ১২ ভাদ্র মওয়াফেকে ফসলী ১২২২ সালের ৭ ভাদ্র মোতাবেকে বিলায়তী ১২২২ সালের ১৩ ভাদ্র মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭২ সালের ৬ ভাদ্র মোতাবেকে হিজরী ১২৩০ সালের ২০ শহর রমজানে জারী করিলেন ইতি।

জাহাজের সরঞ্জামী দ্রব্যজাত ও ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন অন্য যেং দ্রব্য কর্ম্মে অধিক লাগে তাহা ইঙ্গলণ্ডহইতে হিন্দুস্থান দেশেতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আইসে এ নিমিত্তে উচিত ও উত্তম বোধ হইতেছে যে কএক জিনিসের বিষয়ে এমত নির্দ্দিষ্ট হয় যে যদি ঐ সকল জিনিস গ্রেট ব্রিটেন ও ঐর্লণ্ড এতাবতা ইঙ্গলণ্ডদেশহইতে পরুট রেজিষ্টরী জাহাজ এতাবতা যাহা ইঙ্গলণ্ডের বন্দরের দপ্তরে লেখা যায় তাহাতে কিম্বা হিন্দুস্থানের বানান যে জাহাজ ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীল শ্রী তৃতীয় জর্জের জলুসী ৫৩ সালের নির্দ্ধারিত আইনের ১৫৫ বাবের ৩০ ধারার লিখনমতে কিম্বা তাহার পরে এ বিষয়ে অন্য যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার অনুসারে তেজারতের কর্ম্মে রহিয়াছে সে জাহাজেতে বোঝাই হইয়া আমদানী হয় তবে ঐ সকল জিনিস এদেশেতে আমদানীহওনের সময়ে সরকারেতে যে মাসুল এক্ষণে লওয়া যাইতেছে তাহা মৌকুফ হয় ও ইঙ্গলণ্ডদেশের বানান কি উৎপন্ন অন্য কোনং জিনিসের মাসুল যে হারে লওয়া যাইতেছে তাহার ফেরফার করা যায় ও ইহাও উচিত ও উত্তম বোধ হইতেছে যে এ দেশের উৎপন্ন কোনং জিনিস বিলায়তের বানান জাহাজে কিম্বা এ দেশের বানান জাহাজেতে বোঝাই হইয়া ইঙ্গলণ্ড দেশে রওয়ানা হইতে হইলে তাহার মাসুলের যে হার এখনপর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে তাহারো ফেরফার করা যায় এবং সরকারী মাসুল তহসীলের প্রকরণসম্পর্কীয় অন্য কোনং বিষয়ের নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত করা যায় একারণ শ্রীযুত বৈস্ প্রসীডেণ্টসাহেব বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলহইতে নীচের লিখিত দাঁড়া নির্দ্দিষ্ট হইল যে এই আইন জারীহওনের তারিখঅবধি ঐং দাঁড়া কলিকাতার হুকুমের তাবে সমস্ত দেশে জারী ও চলন হয় ইতি। হেতুবাদ।

আমদানী জিনিস।

২ ধারা।

জানা কর্ত্তব্য যে সকলপ্রকার বনাত ও কম্বল ও মোজা ও কামিজ ও টুপী ও মোটে ...দিয়া কি পশমী

তেজারতের

কাঁচা কি পাকান সূতা দিয়া বানান সকল প্রকার জিনিস ইঙ্গলণ্ডহইতে এই ধারার নির্দ্ধারিতমতে আমদানী হইতে হইলে তাহার উপর কিছুমাত্র মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

তেজারতের যেং রকম জিনিস পশম দিয়া কিম্বা পশমী কাঁচা সূতা কি পাকান সূতা দিয়া বানান যায় তাহা ইঙ্গলণ্ডদেশহইতে পরট রেজিষ্টরী জাহাজে কিম্বা হিন্দুস্থান দেশের বানান যে জাহাজ ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রী তৃতীয় জর্জের জলূসী ৫৩ সালের নির্দ্ধারিত আইনের ১৫৫ বাবের ৩০ ধারার লিখনমতে কিম্বা তাহার পরে এ বিষয়েতে অন্য যেং আইন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে তেজারতের কর্ম্মে রহিয়াছে সে জাহাজে বোঝাই হইয়া আমদানী হইতে হইলে তাহার উপর কিছু সরকারী মাসুল লওয়া যাইবেক না ও জানা কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বের কোন আইনের লিখিত কোন হুকুম ইহার বাধা জন্মাইবেক না ইতি।

৩ ধারা।

ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন অগঠিত সমস্ত ধাতু উপরের ধারার নির্দ্ধারিত মতে আমদানী হইতে হইলে তাহার উপর কিছুমাত্র মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন তামা ও রাঙ্গ ও লোহা ও ইস্পাৎ ও সীসা ও অন্য সমস্ত ধাতু গঠনব্যতিরেকে অমনি উপরের ধারার লিখিত প্রকারে আমদানী হইতে হইলে তাহার উপর সরকারী মাসুল কিছুমাত্র লওয়া যাইবেক না ইতি।

৪ ধারা।

কান্‌বস ও ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন কি বানান জাহাজের সরঞ্জামী অন্যং জিনিস এ দেশে আমদানী হওনের সময়ে তাহার উপর কিছু মাসুল না লওয়া যাইবার কথা।

কান্‌বস অর্থাৎ বিলায়তী চট ও রসী ও জাহাজের সরঞ্জামী অন্য যেং প্রকার জিনিস ইঙ্গলণ্ডদেশে জন্মে কি বানান যায় তাহা এই আইনের ২ ধারার লিখিত প্রকারে আমদানী হইতে হইলে তাহার উপর সরকারী মাসুল কিছুমাত্র লওয়া যাইবেক না ইতি।

৫ ধারা।

শরাবছাড়া বিলায়তের উৎপন্ন কি বানান অন্য সমস্ত জিনিসের উপর শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে আমদানীর মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

১ প্রথম প্রকরণ।—ইঙ্গলণ্ডের উৎপন্ন কি বানান যেং জিনিসের প্রসঙ্গ উপরের ধারাতে হয় নাহি পশ্চাৎ যাহা লেখা যাইবেক তাহাছাড়া সেই সমুদয় জিনিসের উপর তাহা সমুদ্রপথে কলিকাতার কি বালেশ্বরের কি চাটিগ্রামের বন্দরে আমদানী হইতে হইলে শতকরা ২॥০ আড়াই টাকা করিয়া সরকারী মাসুল লওয়া যাইবেক ও ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ও এক্ষণকার চলিত অন্যং আইনের লিখনানুসারে তাহার রফা হইবেক ইতি।

ইঙ্গলণ্ডভিন্ন অন্য বিলায়তের উৎপন্ন কি বানান শরাবছাড়া অন্য সমস্ত জিনিসের উপর শতকরা ৫ টাকা হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গলণ্ডদেশভিন্ন বিলায়তের অন্য দেশের উৎপন্ন ও বানান যেং জিনিস সমুদ্রপথে কলিকাতার কি বালেশ্বরের কি চাটিগ্রামের বন্দরে পরট রেজিষ্টরী জাহাজে কিম্বা হিন্দুস্থানের বানান যে জাহাজ ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ প্রচণ্ডপ্রতাপ শ্রীলশ্রী তৃতীয় জর্জের জলূসী ৫৩ সালের নির্দ্ধারিত আইনের ১৫৫ বাবের ৩০ ধারার লিখনমতে কিম্বা পশ্চাৎ অন্য যেং আইন এবিষয়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে তেজারতের কর্ম্মে রহিয়াছে সে জাহাজে বোঝাই হইয়া আমদানী হয় সমস্ত প্রকার শরাবছাড়া সে সমস্ত জিনিসের উপর শতকরা পাঁচ ৫ টাকা হিসাবে মাসুল লওয়া যাইবেক ইতি।

৩ তৃতীয়

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—ইঙ্গলণ্ডদেশহইতে আমদানীহওয়া সমস্ত প্রকার শরাবের উপর ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ও এক্ষণকার চলিত অন্যং আইনের লিখনানুসারে মাসুলের যে হার নিৰ্দ্দিষ্ট আছে সেই হারে লওয়া যাইবেক ইতি।

ইঙ্গলণ্ডহইতে আমদানীহওয়া সমস্ত প্রকার শরাবের উপর ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ও অন্যং আইনের নিরূপিত মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৬ ধারা।

জানা কৰ্ত্তব্য যে ইঙ্গলণ্ডদেশ ও হিন্দুস্থান দেশেতে তেজারৎ অর্থাৎ বাণিজ্য ব্যাপারহওনের নিরিশ্ত্তার বন্দোবস্তের নিমিত্তে বাদশাহী যেং আইন নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার লিখিত প্রকারভিন্ন অন্য প্রকারে উপরের ধারার লিখিত জিনিসের কোন জিনিস আমদানী হইতে হইলে এক্ষণকার চলিত আইনের অনুসারে এমত জিনিসের মাসুলের যে হার নিরূপিত আছে সেই হারে লওয়া যাইবেক ইতি।

উপরের ধারার উক্ত জিনিস ২ ধারার লিখিত প্রকারব্যতিরেকে আমদানী হইতে হইলে তাহার উপর এক্ষণকার চলিত আইনের নিরূপিত মাসুল লওয়া যাইবার কথা।

৭ ধারা।

হিন্দুস্থানের মধ্যে কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের শাসিত যেং দেশ তাহার মধ্যের কোন বন্দরেতে যে কোন জিনিসের উপর উপরের প্রকরণের উক্ত নিরূপিত মাসুল লওয়া গিয়া থাকে সে জিনিস ঐ সকল দেশের মধ্যের এক বন্দরহইতে অন্য বন্দরে যাইতে হইলে তাহার উপর আর কিছুমাত্র মাসুল লওয়া যাইবেক না কিন্তু যেং জিনিসের মাসুল শাসিত দেশের মধ্যের কোন বন্দরেতে লওয়া গিয়া থাকে সেই সকল জিনিসের মালিকের কৰ্ত্তব্য যে যখন সেই সকল জিনিস অন্য বন্দরে পঁহুছায় তখন সেখানকার পঞ্চোত্তরার কালেক্টরসাহেবের কিম্বা সরকারে অন্য কার্য্যকারকের নিকটে যে স্থানে মাসুল দেওয়া গিয়া থাকে সেখানকার পঞ্চোত্তরার বড় সাহেবের দস্তখতে ঐ মাসুল তহসীলহওনের বিবরণ লেখা এক সর্টিফিকট্ দাখিল করে ইতি।

শাসিত দেশের মধ্যের কোন বন্দরে উপরের উক্ত জিনিসের উপর মাসুল লওয়া গিয়া থাকিলে সেজিনিস ঐ সকল দেশের এক বন্দরহইতে অন্য বন্দরে যাইতে হইলে কিছু মসুল না লওয়া যাইবার কথা।

রপ্তানী জিনিস।

৮ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।— যদি কলিকাতার হুকুমের তাবে দেশের উৎপন্ন নীল সরটরেজিষ্টরী জাহাজে কিম্বা হিন্দুস্থানের বানান যে জাহাজ ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ প্রচণ্ড প্রতাপ শ্রীল শ্রীতৃতীয় জর্জের জলুসী ৫৩ সালের নির্দ্ধারিত আইনের লিখনমতে কিম্বা পশ্চাৎ এ বিষয়েতে যেং আইন নিৰ্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে তেজারতের কৰ্ম্মে রহিয়াছে সে জাহাজে বোঝাই হইয়া সমুদ্রপথে রওয়ানা হয় তবে এক্ষণকার চলিত আইনের মতে তাহার উপর সরকারী যে মাসুল যাহা লওয়া গিয়া থাকে তাহা সমস্ত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

শাসিত দেশের উৎপন্ন নীল এই ধারার নির্দ্ধারিত মতে রপ্তানী হইতে হইলে এক্ষণকার চলিত আইনমতে তাহার উপর লওয়া মাসুল সমস্ত ফিরিয়া দেওয়া যাইবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—যদি শ্রীযুত নওয়াব উজীর বাহাদুরের দেশের কিম্বা এ দেশের কোন সরদারের হুকুমের তাবে আর কোন দেশের উৎপন্ন নীল রওয়ানা

নওয়াব উজীরের কিএ দেশীয় অন্য সরদারের

বাঙ্গালা আর কোন দেশের উৎপন্ন নীল রওয়ানাহওনের সময় যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

হয় তবে তাহার মাসুল কোম্পানি ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের উৎপন্ন নীলের যে মাসুল লওয়া যায় তাহাহইতে অধিক লওয়া গিয়া থাকিলেও সরকারের শাসিত দেশের উৎপন্ন নীল রওয়ানাহওনের সময়ে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া গিয়া থাকে তাহাই ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

সমুদ্রপথে নীল ইঙ্গলণ্ডে রওয়ানাহওন ব্যতিরেকে কিছুমাত্র মাসুল ফিরিয়া না দেওয়া যাইবার কথা।

৩ তৃতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে উপরের প্রকরণেতে নীলের যে মাসুল ফিরিয়া দেওনের কথা লেখা গিয়াছে তাহা সমুদ্রপথে ইঙ্গলণ্ডদেশেতে নীল রওয়ানাহওনব্যতিরেকে ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ও ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের দেশহইতে যে নীল ইঙ্গলণ্ডভিন্ন অন্য কোন প্রকার ফিরিঙ্গীর হুকুমের তাবে যেং মোকাম আসিয়া দেশের মধ্যে আছে তাহার কোন মোকামে রওয়ানা হয় তাহার মাসুল কিছুমাত্র ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক না ইতি।

৯ ধারা।

তূলা ও শণ ও পাট ইঙ্গলণ্ডে রওয়ানাহওনের সময়ে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

যদি হিন্দুস্থানদেশের কোন স্থানের উৎপন্ন তূলা ও শণ ও পাট ইঙ্গলণ্ডদেশে রওয়ানা হয় তবে তাহার যে মাসুল লওয়া গিয়া থাকে তাহা সমস্ত ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ইতি।

১০ ধারা।

অন্যং জিনিস ইঙ্গলণ্ডে রওয়ানাহওনের সময়ে যে মাসুল ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক তাহার কথা।

অন্য যেং জিনিসের উপর এক্ষণকার চলিত আইনের মতে মাসুল লওয়া যায় তাহা যদি ইঙ্গলণ্ডদেশে রওয়ানা হয় তবে ঐ সকল জিনিসের বাবৎ দাখিলকরা মাসুলের মধ্যে ঐং জিনিসের মূল্যের উপর সরকারের শতকরা ২৷৷০ আড়াই টাকা করিয়া কাটিয়া লইয়া যাহা বাকী থাকে তাহা ফিরিয়া দেওয়া যাইবেক ও জানান যাইতেছে যে এহুকুম সোরার সহিতও সম্পর্ক রাখিবেক কিন্তু জিনিসের মালিক তাহা রওয়ানাহওনের সময়ে মাসুল ফিরিয়া পাইবার দরখাস্ত না করিলে কিছুমাত্র মাসুল ফিরিয়া পাইবেক না ইতি।

১১ ধারা।

ইং ১৮১৪ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা রদ হইবার কিন্তু মাসুল ফিরিয়া পাইবার দরখাস্তের সঙ্গে রওয়ানা দাখিল করিতে হইবার কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৪ সালের ৬ আইনের ৫ ধারা এই ধারানুসারে রদ ও রহিত হইল কিন্তু ইহা জানান যাইতেছে যেযদি কোন ব্যক্তি কোন জিনিসের মাসুল ফিরিয়া পাইবার দরখাস্ত করিতে চাহে তবে তাহার কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১২ সালের ১ আইনের ২০ ধারার লিখনমতে সেই জিনিসের রওয়ানা কিম্বা রওয়ানাসকল আপন দরখাস্তের সঙ্গে দাখিল করে ইতি।

১২ ধারা।

সোরার মাসুল লওয়া যাওনের বিষয়ে চলিত

ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ১ আইনের ১২ ধারার ১ প্রকরণের ও ১৮১২ সালের

১ আইনের

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সাল ৪ চতুর্থ আইন।

১ আইনের ৩ ধারার লিখিত হুকুমের পরিবর্ত্তে এই ধারানুসারে ইহা জানান যাইতেছে যে সাফ তূলা ও গরসাফ তূলার উপর সায়েরী অর্থাৎ রাহাদারী যে মামুল লওয়া যাইবেক তাহা সেই তূলার মূল্যের উপর শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হিসাবহইতে বেশী হইবেক না অতএব এক্ষণে যে মামুল সাফ তূলার উপর ফিমোন ৶০ আনা হিসাবে ও গরসাফ তূলার উপর কলিকাতার ১৬ সিক্কার ওজনী সেরের ফিমোন ।০ আনা হিসাবে লওয়া যাইতেছে তাহা যদি শতকরা ৫ পাঁচ টাকার হিসাবহইতে বেশী হয় তবে এই ধারানুসারে তাহার মামুল শতকরা ৫ পাঁচ টাকা হিসাবহইতে যাহা বেশী হয় তাহা কমান যাইবেক ইতি।

আইনের লিখিত কথা নিবর্ত্ত হইবার কথা।

১৩ ধারা।

এই ধারানুসারে জানান যাইতেছে যে ইঙ্গরেজী ১৮১০ সালের ৯ আইনের ও ১৮১২ সালের ১ ও ১৯ আইনের ও ১৮১৪ সালের ৬ আইনের লিখন মতে যে সায়েরী অর্থাৎ রাহাদারী মামুল লওয়া যায় তাহার বিষয়ে এই আইনের লিখিত কোন কথা ক্রমে উপরের উক্ত কথাসকল ব্যতিরিক্ত আর কিছু নিবর্ত্ত ও পরিবর্ত্ত হইবেক না ইতি।

রাহাদারী মামুলের বিষয়ে উপরের উক্ত কথাভিন্ন আইনের লিখিত আর কোন কথা নিবর্ত্ত না হইবার কথা।

১৪ ধারা।

১ প্রথম প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল জিনিস ভিন্নাধিকারদেশের জাহাজেতে বোঝাই হইয়া আমদানী কি রপ্তানী হয় এই আইনের লিখিত কোন কথা তাহার সহিত সম্পর্ক রাখিবেক না বরং সংপ্রতি ইঙ্গলণ্ডের বাদশাহ ও অন্য২ দেশের বাদশাহদিগের মধ্যে সলা হইয়া যে সোলেনামা লেখা পড়া হইয়াছে যাবৎ তাহার লিখিত সমুদয় নিয়মমতাচরণ না হয় তাবৎ ঐ সকল জিনিসের উপর এক্ষণকার চলিত আইনানুসারে যে মামুল লওয়া যাইতেছে তাহা ও ভিন্নাধিকারদেশের লোকদিগের তেজারতের সিরিশ্তার প্রকরণের বন্দোবস্ত যেসকল দাঁড়ানুসারে হয় সে সকল দাঁড়া বহাল ও স্থিরতর থাকিবেক ইতি।

ভিন্নাধিকারদেশের জাহাজেতে যে সকল জিনিস আমদানী কি রপ্তানী হয় তাহার সহিত এই আইনের লিখিত কোন কথা সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

২ দ্বিতীয় প্রকরণ।—জানা কর্ত্তব্য যে যে সকল আমদানী জিনিসের মামুল আদায় হইবার জন্যে এই আইনের তারিখের পূর্ব্বে কিছু আমানৎ রাখা গিয়া এপর্য্যন্ত সেই মামুলের হিসাব রফা হয় নাহি সে সকল জিনিসের সহিত এই আইনের লিখিত কোন হুকুম সম্পর্ক রাখিবেক না ও সেই সকল জিনিসের মামুল সাবেক আইনের নির্দ্ধারিত মতে রফা হইবেক ইতি।

যে আমদানী জিনিসের মামুলের জন্যে এই আইনের তারিখের পূর্ব্বে কিছু আমানৎ হইয়াছে তাহার সহিত এই আইনের কোন কথা সম্পর্ক না রাখিবার কথা।

সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,

HOLT MACKENZIE,

Translator of Regulations.

ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সাল ৫ পঞ্চম আইন।

জিলা মেদিনীপুরের মধ্যে বগড়ী নামে যে পরগনা বিখ্যাত আছে তাহাতে এক্ষণকার চলিত আইনের হুকুম চলা মৌকুফ অর্থাৎ স্থগিত হওনের নিমিত্তে এ আইন শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুর হজুর কৌন্সেলে ইঙ্গরেজী ১৮১৫ সালের ২৯ দিসেম্বর মোতাবেকে বাঙ্গলা ১২২২ সালের ১৫ পৌষ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ১৩ পৌষ মোতাবেকে বিলায়তী ১২২৩ সালের ১৬ পৌষ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭২ সালের ১৪ পৌষ মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ২৭ শহর মোহরমে জারী করিলেন ইতি।

হেতুবাদ।

জানা কর্ত্তব্য যে জিলা মেদিনীপুরের মোতালক বগড়ী পরগনাতে বহুকালাবধি লুটিয়ারা লোকদিগের অনেক সম্প্রদায় লুট ও তারাজ করিত ও ঐ পরগনা ইঙ্গরেজ বাহাদুরের সরকারের শাসিত দেশের শামিল হওনের পরেও কখন২ ঐ সকল লুটিয়ারাদিগের সম্প্রদায় ঐ পরগনাতে স্পষ্ট ও দেখাকু হইয়া সরকারের হুকুম জারী হওনেতে দুঁদ্যামী ও বরাবরী করিয়া সরকারের প্রজা লোকদিগের উপর নানা প্রকার দৌরাত্ম্য ও নিষ্পীড়ন ও জোরজবরী করিতেছে ও যদি সরকারের কর্ম্ম কর্ত্তা সাহেবেরা এবং যে সাহেবেরা সেখানকার মুল্কী অর্থাৎ শাসন ব্যাপারের সুধারা ও বন্দোবস্তের ভারাক্রান্ত হইয়াছেন তাঁহারা ঐ পরগনার সুধারা ও সুন্দর বন্দোবস্ত হওনের ও তথাকার প্রজালোকদিগের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার স্থৈর্য্যের নিমিত্তে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখন ও হুকুমের মতে পুনঃ২ নানাপ্রকার তদবীর ও উপায় করিলেন তথাপি ঐ স্থানের বিশেষ প্রকার ও তথাকার নিবাসি লোকদিগের স্বভাবহেতুক ও ঐ স্থানসম্পর্কীয় অন্য২ বিশেষ হেতু ও কারণপ্রযুক্ত এক বাধা জন্মিল যে তাহাতে উপরের লিখিত মনস্থ সিদ্ধ হইল না অতএব যে হেতুক চলিত আইনের মতে করা সমস্ত উপায় ও তদবীরেতে ঐ পরগনার সুধারা ও বন্দোবস্ত ইহল না ও যেহেতুক ঐ পরগনাতে নানাপ্রকার হঙ্গামা ও ফসাদের বৃদ্ধি হইল ও যদি তাহার নিবারণ অতিশীঘ্র না করা যায় তবে বোধ হয় যে ঐ পরগনার আশপাশে জিলা মেদিনীপুরের ও জিলা বর্দ্ধমানের ও জিলা জঙ্গলমহালের মোতালক যে সকল জঙ্গলা মহাল আছে সে সকল মহালেও ঐ প্রকার হঙ্গামা ও ফসাদ হইলেও হইতে পারে ও যেহেতুক সরকারের হুকুম জারী হওনেতে পুনঃ২ দুঁদ্যামী প্রকাশ হইল অবশেষ ইহা উচিত ও উপযুক্ত বোধ হইল

যে জিলা মেদিনীপুরের মোতালক বগড়ী পরগনাতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের চলিত ক্ষমতা ও হুকুম এবং চলিত আইনের লিখিত হুকুম চলা কতক কাল মৌকুফ অর্থাৎ স্থগিত হয় ও ইহাও উচিত হইল যে এক সাহেব ঐ পরগনার কমিস্যনরী ভারে মোকরর হইয়া তথায় যান্ যে সেখানকার মালগুজারী তহসীলের ও পোলীসের কর্ম্মাদির সুধারা ও বন্দোবস্তহওনের [illegible] তথাকার নিবাসি লোকদিগের সুখ ও স্বচ্ছন্দতার স্থৈর্য্যহওনের নিমিত্তে শ্রীযুত [illegible] গবরনর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে হওয়া খাস অর্থাৎ বিশেষ [illegible] ক্ষমতা ও ভার ঐ সাহেবের উপর অর্পণ হয় তাহার মতে [illegible] শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সে[illegible] [illegible]খিত দাঁড়া সকল নির্দ্দিষ্ট হইল ইতি।

২ ধারা।

জিলা মেদিনীপুরের বগড়ী পরগনাতে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২৫ জানুআরিঅবধি এই আইন রদহওনপর্য্যন্ত চলিত আইন চলা মৌকুফ থাকনের কথা।

ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২৫ জানুআরি মৌ[illegible] সালের ১৩ মাঘ মওয়াফেকে ফসলী ১২২৩ সালের ১০ [illegible] বিলায়তী ১২২৩ সালের ১৪ মাঘ মওয়াফেকে সম্বৎ ১৮৭২ [illegible] মোতাবেকে হিজরী ১২৩১ সালের ২৪ শহর মোহরমঅবধি [illegible] ও [illegible] আদালতের সাহেবদিগকে ও সরকারের খাজানা [illegible] সাহেবদিগকে অর্পণহওয়া চলিত সমস্ত ক্ষমতা ও হুকুম [illegible] চলিত আইনের লিখিত হুকুমসকল বগড়ী পরগনাতে চলা মৌকুফ অর্থাৎ [illegible] হইবেক ও যাবৎ ইঙ্গরেজী ১৭৯৩ সালের ৪১ আইনের নির্দ্ধারিত মতানুসারে ছাপা ও প্রকাশ হওয়া অন্য আইনের অনুসারে স্পষ্টরূপে এ আইনের লিখিত হুকুম রদ ও রহিত না হয় তা[illegible] মৌকুফ থাকিবেক ইতি।

৩ ধারা।

বগড়ী পরগনাতে এক কমিস্যনরসাহেব মোকরর হইয়া শ্রীযুতের খাস হুকুমমতে আপন ভারের কর্ম্মনির্ব্বাহ করিবার কথা।

এক সাহেব বগড়ী পরগনার কমিস্যনরী কর্ম্মে মোকরর হইয়া তথায় যাইবেন ও শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে ঐ সাহেবকে যে ক্ষমতা ও ভারার্পণ হয় তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও ঐ সাহেবের উচিত হইবেক যে তাঁহার ভারের কর্ম্মকার্য্য নির্ব্বাহহওনের নিমিত্তে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুরহইতে যে২ হুকুম হয় সেই২ হুকুম আপন কর্ম্ম চালাইবার দাঁড়া জ্ঞান করিয়া তাহার মতে কার্য্য করেন্ ইতি।

৪ ধারা।

জিলা মেদিনীপুরের [illegible] সকল কয়েদী লোক কমিস্যনরসাহেবের হা[illegible] [illegible] হইবেক [illegible] [illegible]র কথা।

যে সকল ব্যক্তিদিগের নামে বগড়ী পরগনার মধ্যেতে কোন অপরাধকরণের বাওয়াতে নালিশ হওনহেতুক কিম্বা তাহারদিগের উপর কোন অপরাধ করণেতে ঐ পরগনার নিবাসি চোওয়াড় লোকদিগের মধ্যে অংশী থাকনের সন্দেহ

হওনপ্রযুক্ত

হওনপ্রযুক্ত গ্রেপ্তার হইয়া এখনপর্য্যন্ত জিলা মেদিনীপুরের জেলখানাতে কয়েদ আছে ও এখনপর্য্যন্ত তাহারদিগের মোকদ্দমার বিচার দায়েরসায়েরী আদালতে হয় নাহি কিম্বা তাহারা ঐ আদালতের বিচারার্থে সোপর্দ্দ হয় নাহি সে সকল ব্যক্তিরা বগড়ী পরগনার কমিস্যনরসাহেবের হাওয়ালে হইবার নিমিত্তে পাঠান যাইবেক ইতি।

৫ ধারা।

যে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির সহিত এই আইনের কোন হুকুম সম্পর্ক না রাখিবেক তাহার কথা।

জানা কর্ত্তব্য যে ইঙ্গরেজী ১৮১৬ সালের ২৫ জানুআরি তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বে যে সকল মোকদ্দমা দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের কি নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের হজুরে জের তজবীজে থাকে সে সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তিহওনের ও তাহাতে হওয়া হুকুম জারীহওনের বিষয়ে এ আইনের লিখিত কোন হুকুম কোনপ্রকারে সম্পর্ক রাখিবেক না ইতি।

৬ ধারা।

দায়েরসায়েরী ও নিজামৎ আদালতের সাহেবেরা কমিস্যনর সাহেবের সোপর্দ্দকরা কোন২ ব্যক্তির মোকদ্দমার তজবীজ করিবার কথা।

দায়েরসায়েরী আদালতের সাহেবদিগের ও নিজামৎ আদালতের সাহেবদিগের উপরের ধারার লিখিত ক্ষমতার অতিরিক্ত এ ক্ষমতাও আছে যে যদি কোন ব্যক্তি এই আইন জারীহওনের পূর্ব্বে কিম্বা এই আইন চলনহওনের সময়ে কোন অপরাধ করণের দাওয়াতে শ্রীযুত নওয়াব গবর্নর জেনরল বাহাদুরের হুকুমমতে বগড়ী পরগনার কমিস্যনর সাহেবের তরফহইতে দায়েরসায়েরী আদালতে সোপর্দ্দ হয় তবে সে ব্যক্তির মোকদ্দমার বিচার ও নিষ্পত্তি করেন্ ও ঐ সাহেবদিগের কর্ত্তব্য যে এমত মোকদ্দমার বিষয়েতে এক্ষণকার চলিত আইনের লিখিত সমস্ত হুকুম আপনারদিগের কার্য্যোপদেশ জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন্ ইতি।

VOL. V. 617. সমাপ্ত।

A TRUE TRANSLATION,
HOLT MACKENZIE,
Translator of Regulations.